Shri Shri Pada-kalpa-taru

1908

Das
Librarian
Uttarpara Joykrishna Public Library
Govt. of West Bengal

শ্রীশ্রীপদ-কল্প-তরু।

তৃতীয়-শাখা।

কামোদ।

কলিযুগ-মত্ত- মাতঙ্গ যম-বদনে
কুমতি-করিণী দূর গেল।
পামর দুরগত নাম-মোতিম-
শত-দাম কণ্ঠ ভরি দেল॥
অপরূপ গৌর বিরাজ।
শ্রীনবদ্বীপ নগর- গিরি-কন্দরে
উয়ল কেশরি-রাজ॥
সংকীর্ত্তন-ঘন হুঙ্কৃতি শুনইতে
দুরিত-দ্বীপি-গণ ভাগ।
ভয়ে আকুল অনিমাদি মৃগীকুল
পুণ-বত-গরব তেয়াগ॥
ত্যাগ যাগ যম তীরথ তরসল
লালসা জম্বুকী জরি যাতি।
বলরাম দাস কহ অতয়ে সে জগ মাহ
হরি হরি শবদ খেয়াতি॥ ১॥ ৬১৫॥

শ্রীরাগ।

নিতাই গুণমণি মোর নিতাই গুণমণি।
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইলা অবণী॥
প্রেমের বন্যা লইয়া আইলা নিতাই গৌড়দেশে
ডুবিলা ভকত সব দীন-হীন ভাসে॥
দীন-হীন পতিত পামর নাহি বাছে।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম সবাকারে যাচে॥
আবদ্ধ করুণা-সিন্ধু কাটিয়া মুহান।
ঘরে ঘরে বুলে প্রেম-অমিয়ার বান॥
লোচন বলে আমার নিতাই যেবা নাহি মানে।
আনল জ্বালিয়া দিব তার মাঝ মুখ পানে॥২॥৬১৬॥

অথ সম্ভোগরসস্থ স্বয়ংদৌত্যং।
তদ্ভাবযুক্তঃ শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

কামোদ।

দেখ গৌরচন্দ্র বর-রঙ্গী।
কামিনী-কাম মনহি মন সঞ্চরু
তৈছন ললিত ত্রিভঙ্গী॥ ধ্রু॥

স্মিত-যুত বয়ন- কমল অতি সুন্দর
শোভা বরণি না হোয়।
কত কত চাঁদ মলিন ভেল রূপ হেরি
কোটি মদন পুন রোয়॥

চামরী চামর লাজে সুকুঞ্চিত
কুঞ্চিত কেশক বন্ধ।
পন্থহি পন্থ চলত অতি মন্থর
মদগজ-গমনক ছন্দ॥
আন উপদেশে বোলত করি চাতুরী
মধুর মধুর পরিহাস।
নিজ অভিযোগ করত পূরুব মত
ভণ রাধামোহন দাস॥ ৩॥ ৬১৭॥

বেলোয়ার।

অতি অনুরাগ ভরল মন উৎসুক
টুটল ধৈরজ লাজ।
তনু অনুলেপন সঙ্গক পরিজন
তেজল যত কিছু সাজ॥
দেখ রাই চলত অতি মন্দ।
নিজ অভিযোগ করত কতি নিশ্চয়
বুঝিয়া কাজক বন্ধ॥
মুখ-জিত-শরদ- সুধাকর তনু-রুচি-
কবলিত-কাঞ্চন-দণ্ড।
নয়ন তীখন শর ফুলশর-মনোহর
ভাঙ মদন-ধনু-খণ্ড॥
ঐছন ভাতি ভাবিনী ভালে ভেটল
মনমথ-মনমথ পাশে।
অনুভব লাগি গুপতহি সখী চলু
কহ রাধামোহন দাসে॥ ৪॥ ৬১৮॥

ধানশী ।

মুরলী মিলিত অধর নব পল্লব
গায়ত কত কত রাগ ।
কুলবতী হোই মন্দির ছোড়ি আয়লু
সহই না পারি বিরাগ ॥
মাধব তোহে কি শিখায়ব গান ।
গোরী আলাপি শ্যাম নট সঙ্কক
অব তুহুঁ বিদগধ জান ॥ ধ্রু ॥
মুরলী ছোড়ি অছু মধুর আলাপিতে
সব জন নাহি আন ।
কণ্ঠহি কণ্ঠ মেলি অবহি সমুঝিয়ে
যতি খণে হোত সুঠাম ॥
নিরঞ্জন জানি হৃদয়ে অব ধারবি
ঐছন গুণবতী-ভাষ ।
গুণিজন-লাজ ঐছে নাহি হোয়ত
কহতহি গোবিন্দ দাস ॥ ৫ ॥ ৬১৯ ॥

গান্ধার ।

রাগ তাল দুহুঁ হৃদয়ে ধয়লি তুহুঁ
জানলু বচনক রীতে ।
গ্রাম তিন স্বর বহুবিধ পরকার
জানসি কত কত নীতে ॥
গুণবতি অতয়ে নিবেদিয়ে তোয় ।
মধুর আলাপ শিখায়বি নিরজনে
নিজ জন জানিয়া মোয় ॥ধ্রু॥

মুরলী ছোড়ি হাম নিকটহিঁ বৈঠব
শিখব সুমধুর গান।
গোরী শ্যাম নট তব নহ উরঘট
ছোয়ব মিলন-সন্ধান।
সবহিঁ সুখ যব তুহুঁ শিখায়বি
হৃদয়ে ধরব হাম।
ভণ রাধামোহন বচন-রচন পুন
ভালে সে জানয়ে শ্যাম ॥ ৬ ॥ ৬২০ ॥

বরাড়ী।

মনমথ-মকর ডরহিঁ ডর কাতর
মঝু মানস-ঝষ কাঁপ।
তুয়া হিয়ে হার- তটিনী-তট কুচ ঘট
উছলি পড়ল দেই ঝাঁপ ॥
সুন্দরি সম্বরু কুটিল কটাক্ষ।
কলসাক পীন বড়সী গিয়ে ডারলি
এ অতি কঠিন বিপাক ॥
পুন দেই ঝাঁপ পড়ল যব আকুল
নাভি-সরোবর মাহ।
তাহি রোমাবলী- ভুজগী-সঙ্গ ভয়ে
ত্রিবলী-বেণী অবগাহ ॥
তাহি ফিরত কত • কতহুঁ মনোরথ
দৈবক গতি নাহি জান।
কিঙ্কিণী-জালে পড়ল ভেল সংশয়
গোবিন্দ দাস রস গান ॥ ৭ ॥ ৬২১ ॥

শ্রীরাগ।

মদন-কিরাত- কুসুম-শরে জর জর
বৃন্দাবন-বন মাঝ।
তেঁই আকুল হরি তোহারি শরণ করি
পরিহরি পৌরুষ লাজ॥
সুন্দরি তুয়া দিঠি অখিল সন্ধানে।
মনমথ মারিতে জোড়ি নয়ন-শর
হানলি হামার পরাণে॥
দুহুঁ শরে জর জর জীবন অন্তর
কিয়ে করব নাহি জ্ঞান।
নিজ যশ চাই রাই অব দেয়বি
অধর-সুধারস-পান॥
মণিময়-হার- তরঙ্গিণী তীরহি
কুচ-কনকাচল-ছায়।
ঐছে তপত জনে গোপতে রাখবি তব
গোবিন্দ দাস গুণ গায়॥ ৮॥ ৬১২॥

তথা রাগ।

কনক-লতা কিয়ে বিকশল পদ্মিনী
কিয়ে মহী বিজুরী উজোর।
কুঞ্জ-কুটীরে কিয়ে উয়ল হিমকর
হেরইতে ভৈগেল্ঁ ভোর॥
সুন্দরি তোহারি চরিত বিপরীতে।
কাজর গরলহি ভরল নয়ন-শর
হানলি অন্তর চিতে॥

তব্ অগেয়ান কয়লি তুহুঁ ঐছন
অব সুপুরুখ-বধ জান।
উচ কুচ পাতর সরস পরশ দেই
উদঘাটহ দিঠি-বাণ॥

আশ পাশ হাস দরশাসাস
অতি খনে খরবি পবাণ।
বিঘটন সময় পাণটি নাহি আয়ত
গোবিন্দদাস পরমাণ॥ ৯॥ ৮২৩॥

কেদার।

গিরিবর কুঞ্জে চললি তুহুঁ নিরজনে
উজ্জ্বল-সমরক লাগি।
নিজ অভিযোগ বচনক কৌশল
মনহি মনোভব জাগি॥

সজনি আজু পরম রস ভেল।
অতি অনুরাগ তুরগ মনোরথে
দুহুঁক ঘটন অব ভেল॥

অঙ্গজগণ পুন ভেল রণ-বাদক
কোকিলগণ স্বর-শৃঙ্গ।
ভেরী তুরী কুল বাজাওত সখীগণ
বীর-পণ গাওত ভৃঙ্গ॥

ভাঙ-কামান কটাক্ষ তীখণ শর
অদভুত পুলক কঞ্চুক।
অশ্রু শ্রেণী ভেল ঘাম পর মুকুল
স্বর-ভেদ মদন-বন্ধুক॥

ঐছন সাজ মদন-রণ-পণ্ডিত
ঝঝব যুগল কিশোর।
ভণ রাধামোহন দরশন কিয়ে উহ
লীলা হোয়ব মোর॥ ১০॥ ৮২৯॥

তথা রাগ।

সখি অনুমানে বুঝল কাজ॥
জয় জয় কিঙ্কিণী তুহুঁ নূপুর-মণি
কঙ্কণ রণ-রব বাজ॥ ধ্রু॥

নিবিড় আলিঙ্গন ভুজে ভুজে বন্ধন
প্রতিঅঙ্গ জনু ভট বীর।
কিয়ে পরস্পর করু পরিবন্ধন
জানিয়া সময় সুধীর॥

কঙ্কণ বলয়া সঘন সম বোলত
চুম্বন যুগ যুগ থোর।
বুঝল মদন পরাভব পাওল
জীতল যুগল-কিশোর॥

সৌরভে মাতি ভ্রমরকুল ধাওত
ছোড়ল কুসুম-বিলাস।
নিজ অভিযোগ হোয়ত পুন ঐছন
কহ রাধামোহন দাস॥ ১১ ॥ ৬২৫ ॥

এতদ্গীতং সম্ভোগ-রাস্রোপযুক্তং॥
ইতি তৃতীয়-শাখায়াং প্রথম-পল্লবঃ॥
রাধামাধব বৈঠলি ইত্যাদি পদং জ্ঞেয়ং।
অথ স্বয়ংদৌত্যং দিবায়াং যথা॥

তদুচিত-দিবাভিসারঃ॥
তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্রঃ॥

সারঙ্গ।

লাখবাণ হেম চম্পক জিনি গোরা তনু
লাবণী অবনী উজোর।
চন্দন-চরচিত মালতী-মণ্ডিত
হেরইতে আঁখি ভেল ভোর॥

মাঝ দিনহি আজু গৌর কিশোর।
বসনহিঁ ঝাঁপি নিজ আপদ মস্তক
জিনি সুরধুনী জোর॥ ধ্রু॥

বাম নয়নে ঘন চাহত দশ দিশ
বাম পদ আগু সঞ্চার।
বাম ভুজহি কাঁহে বসন আগোরই
গজ-গতি চলু অনিবার॥

গদ গদ শবদে করত হরিকীর্ত্তন
অনুমানি মুখ-শশী ছান্দে।
রাধামোহন দাস না বুঝয়ে ও রস
নিজদোষ ভাবিয়া কান্দে॥ ১ ॥ ৬২৬

বরাড়ী।

দেব আরাধনে চলু গোরী।
সঙ্গহি সম-বয় নবীন কিশোরী॥
চন্দন কুঙ্কুম আর ফুল মাল।
লেয়ল বহু উপহার রসাল॥
চলু বর-নাগরী সঙ্কেত মাহ।
সচকিত নয়নে দিক দশ চাহ॥
ঐছন সময়ে নিবিড় বন মাঝ।
মিলল একলে বিদগধ-রাজ॥
হেরি সুবদনী অতি হরষিত ভেলি।
কহ কবিশেখর দুহুঁজন কেলি॥ ২ ॥ ৬২

ধানশী।

কাননে কুসুম তোড়সি কাঁহে গোবি।
কুসুমহিঁ সব তনু নিরমিত তোরি॥ ধ্রু।
আনন হেম-সরোরুহ-ভাস।
সৌরভে শ্যাম-ভ্রমর মিল পাশ॥
নয়ন যুগল নীল উতপল জোর।
সহজ শোহায়ন শ্রবণক ওর॥

অপরূপ তিল-ফুল সুললিত নাস।
পবিমলে জিতল অমর-তরু-বাস ॥
বান্ধুলী মিলিত অধর যাহা হাস।
দশনহি কুন্দ-কুসুম পরকাশ ॥
সব তনু ফুটে চম্পক সম গোরা।
পাণিক তল থল-কমল উজোরা ॥
গোবিন্দদাস অতয়ে অনুমান;
পূজহ পশুপতি নিজ তনু দান ॥৩॥৬১৮॥

ভূপালী।

পতি অতি দুরমতি কুলবতী নারী।
স্বামি-বরত পুন ছোড়ি না পারি ॥
সে রূপ যৌবন এক নহে উন।
বিদগধ নাহ না হোয়বি পুন ॥
এ হরি অতয়ে দেখায়বি পন্থ।
পূজব পশুপতি গোরী একান্ত ॥ ধ্রু ॥
সহজে বধূ-জন গতি-মতি-হীন।
ঘর সঞে বাহির পন্থ না চিন ॥
না মিলল কোই বনহি বন আন।
অনুসরি মুরলী আয়লু এই ঠাম ॥
আয়লু দূরে পুন বাণিজ সাধে।
একলি বলি কবহু জনি বাদে ॥
তুহুঁ যৈছে গোরী আরাধলি কান।
গোবিন্দ দাস তাহে পরমাণ ॥ ৪ ॥ ৬১৯ ॥

অথ বর্ম্ম-রোধনং ॥

বরাড়ী।

ন কুরু কদর্থনমত্র শরণ্যাং।
মামবলোক্য সতীমশরণ্যাং ॥
চঞ্চল মুঞ্চ পটাঞ্চল-ভাগং।
করবাণ্যধুনা ভাস্কর-যাগং ॥
ন রচয় গোকুল-বীর বিলম্বং।
বিদধে বিধু-মুখ বিনতি-কদম্বং ॥
রংহসি বিভেমি বিলোল দৃগন্তং।
দীক্ষা সনাতন দেব ভবন্তং ॥ ৫ ॥ ৬১০ ॥

সৌরাষ্ট্রী।

পুলকমুপৈতি ভয়ান্মম গাত্রং।
হসসি তথাপি মদাদতিমাত্রং ॥
বারয় তূর্ণমিমং সখি কৃষ্ণং।
অনুচিত-কর্ম্মণি নিম্মিত-তৃষ্ণং ॥
জানে ভবতীমেব বিপক্ষাং।
মামুপনীতাং যদুকুল-কক্ষাং ॥
অদ্য সনাতনমতিসুখহেতুঃ।
ন পরিহরিষ্যে বিধি-হৃত-সেতুং ॥৭॥৬৩১॥

ধানশী।

সুন্দরি কাঁহে কহসি হেন বাণী।
মোহে পরশবি অব নিজজন জানি ॥

সব ছোড়ি আয়লু তোহারি লাগিয়া।
পূরহ আশ অধর-সুধা দিয়া॥
এত কহি চুম্বয়ে চিবুক ধরিয়া।
ঠমকি ঝাঁপয়ে মুখ পটাঞ্চল দিয়া॥
করে ধরি গিরিধর আয়ল নিকুঞ্জে।
রচিত কুসুম-শেজ মধুকর গুঞ্জে॥
বৈঠল দুহুঁ জন পূরল মন-আশ।
নিরখয়ে দুহুঁ রূপ যদুনাথ দাস॥৭॥৬৩২॥

সারঙ্গ।

অপরূপ দিনহি কুঞ্জ-মণি-মণ্ডপে
শীতল পবন বহে মন্দ।
দ্বিজ-কুল-নাদ সুবাদন তৈছন
মনমথ-যন্ত্রক ছন্দ॥
জয় জয় রাধামাধব মেলি।
দুহুঁক প্রেম নব কো করু অনুভব
যবহুঁ সুরত-রস-কেলি॥
তহিঁ পুন অতিশয় নাগর আগলি
অতয়ে সে নিমীলিত আঁখি।
আনন্দ-সিন্ধু-নীরে সোই মোহিত
দেয়ই প্রতিঅঙ্গ সাখী॥
তাই সুশীতল আনন্দ-নীর ঝর
পুলক ভরল সব অঙ্গ।
চিত-পুতলী জনু কাঁপয়ে ঘন ঘন
অদ্ভুত পুন স্বর-ভঙ্গ॥

অনধি দেহ- দণ্ড পরিশোভিত
মুকুতা সম স্বেদ-বিন্দু।
বিগলিত অঙ্গ- রাগ মণি-ভূষণ
কঞ্চুক আধ নীবি-বন্ধ॥

যাকর পরিমলে মাতল থাবর
তাহে কিয়ে জঙ্গম লেখি।
রাধামোহন পহু চিতে নিতি জাগই
জনু উহ পাথর-রেখি॥ ৮॥ ৬৭৩॥

ইত্যনন্তরং সম্ভোগ-পদং যথাসম্ভবং জ্ঞেয়ং।
ইত্যাদি স্বয়ং-দৌত্যং।
তৃতীয়-শাখায়াং দ্বিতীয়-পল্লবঃ॥

পুনশ্চ প্রকারান্তরং॥
তদুচিত-শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

ধানশী।

ভাব-ভরে গর গর চিত।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে না পান সম্বিত॥
হরি রসে নাহি বান্ধে গেহ।
সোঙরি কান্দে পূরুব সুনেহ।
নাচে পহু গোরা নট-রাজ।
কি লাগি গোকুল-পতি সংকীর্ত্তন মাঝ॥
প্রিয় গদাধর-করে ধরি।
মরম কথাটি কহে ফুকরি ফুকরি॥

ডগ মগ আনন্দ হিলোলে।
লোলিয়া লোলিয়া পড়ে পতিতের কোলে॥
গোরা রসে সব রসময়।
না দরবে বলরাম পাষাণ-হৃদয়॥ ১॥ ৬৩৪॥

শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য।

কামোদ।

অঞ্জন-গঞ্জন লোচন বঞ্জন
গতি অতি ললিত সুঠাম।
চলত খলত পুন পুন উঠি গরজত
চাহনী বঙ্ক নয়ান॥

গোর গৌর বলি ঘন দেই করতালি
কঞ্জ-নয়ানে বহে লোর।
প্রেমেতে অবশ হৈয়া পতিতেরে নিরখিয়া
আইস আইস বলি দেই কোর॥

হুহুঙ্কার ঘন ঘন মালসাট পুন পুন
কত কত ভাব বিথার।
কদম্ব-কেশর জনু পুলকে পূরল তনু
ভাইয়ার ভাবে যেন মাতোয়ার॥

আগম-নিগম-পর বেদ-বিধি-অগোচর
তাহা কৈল পতিতেরে দান।
কহে আত্মারাম দাসে না পাইয়া কৃপা-লেশে
রহি গেনু পাষাণ সমান॥ ২॥ ৬৩৫॥

তথা সম্ভোগস্য স্বয়ংদৌত্যং প্রকারান্তরং যথা॥

ধানশী।

ধরি নাপিতানী-বেশ মহলেতে পরবেশ
যেথানে বসিয়াছে রাই।
হাতে দিয়া দরপণী থোলে-নথরঞ্জণী
বোলে বৈস দেই কামাই॥

বসিলা যে রসবতী নারী।
খুলিল কনক বাটী আনিয়া বিমল ঘটী
ঢালিল সুবাসিত বারি॥

করে নথ-রঞ্জণী চাঁছয়ে নথের কুণি
শোভিত করল যেন চাঁদে।
নাপিতানী একে শ্যামা ননীর পুতলী ঝামা
বুলাইছে মনের আনন্দে॥

ঘসি ঘসি রাঙ্গা পায় আলতা লাগায় তায়
নিরথি নিরথি অবিরাম।
রচয়ে বিচিত্র করি চরণ হৃদয়ে ধরি
তলে লেখে আপনার নাম॥

নাপিতানী বলে ধনি দেথহ চরণ থানি
ভাল মন্দ করহ বিচার।
দেথি সুবদনী কহে কি নাম লিথিলা ওহে
পরিচয় দেও আপনার॥

নাপিতানি কহে ধনি শ্যাম নাম ধরি আমি
বসতি যে তোমার নগরে।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় এহ নাপিতানী নয়
কামাইলা যাহ নিজ ঘরে ॥ ৩ ॥ ৬৩৬ ॥

সুহিনী।

নাপিতানী কহে শুন লো সই।
অনাথী জনের বেতন কই ॥
কহ তুমি যাই রাইয়ের কাছে।
বেতন লাগিয়া বসিয়া আছে ॥
যদি কহে তবে নিকটে যাই।
যে ধন দেন তা সাক্ষাতে পাই ॥
শুনি সখী কহে রাইক কাছে।
নাপিতানী বসি আছয়ে নাছে ॥
রাই কহে তবে আনহ তায়।
কতেক বেতন আমায় চায় ॥
সখী যাই তবে ডাকয়ে আইস।
আসিয়া রাইয়ের নিকটে বৈস ॥
আসি নাপিতানী কহয়ে তায়।
বেতন কেন না দেও আমায় ॥
রাই কহে কিবা হইবে তোর।
সে কহে বেতন নাহিক ওর ॥
হাসিয়া কহয়ে সুন্দরী রাই।
হেন নাপিতানি দেখি যে নাই ॥

এমতে ধনে যে করেছ কত।
সে কহে ভুবনে আছয়ে যত॥
এক ধন আছে তোমার ঠাঁই।
সে ধন পাইলে ঘরকে যাই॥
হৃদয়ে কনক-কলস আছে।
মণিময় হার তাহার কাছে।
তাহার পরশ-রতন দেহ।
দরিদ্র জনারে কিনিয়া লেহ॥
হাসিয়া কহয়ে সুন্দরী গোরী।
ভাল নাপিতানী পরাণ-চোরী॥
পরশ-রতন পাইবা বনে।
এথনে চলহ নিজ ভবনে॥
চণ্ডীদাস কহে না কর লাজ।
নাপিতানী নহে রসিক-রাজ॥ ৪ ॥ ৬৩৭ ॥

তথা রাগ।

এক দিন মনে রভস কাজ।
মালিনী হইলা রসিক-রাজ॥
ফুল মালা গাঁথি ঝুলায়ে হাতে।
কে নিবে কে নিবে ফুকরে পথে॥
তুরিতে আইলা ভানুর বাড়ী।
রাই কহে কত লইবে কড়ি॥
মালিনী লইয়া নিভৃতে বসি।
মালা-মূল করে ঈষত হাসি॥

মালিনী কহয়ে সাজাইয়ে আগে।
পাছে দিবা কড়ি যতেক লাগে ॥
এত কহি মালা পরায়ে গলে।
বদন চুম্বন করিলা ছলে ॥
বুঝিয়া নাগরী ধরিলা করে।
এত টাঁটপণা আসিয়া ঘরে।
নাগর কহয়ে নহিয়ে পর।
চণ্ডীদাস কহে কি কর ডর ॥ ৫ ॥ ৬৬৮ ॥

বালা ধানশী।

গোকুল নগরে ইন্দ্র-পূজা করে
দেখি আইল যত নারী।
নগর ভিতরে মহা কলরব
নাগর হইলা পসারী ॥

দোকান দোকান মেলিয়া তখন
দেখিয়া গাহকীগণ।
কহয়ে পসারী বহু দ্রব্য আছে
যে নিতে চাহ যে ধন ॥

মুকুতা প্রবাল মণিময় হার
পোতিক মাণিক যত।
বহুদিন মনে আনিল যতনে
তোমাদের অভিমত ॥

খন্তিকা পুতিয়া মুকুতা ঝুলাঞা
কহয়ে গাহকী আগে।
শুনি গাহকিনী আসিয়া আপনি
দোকান নিকটে লাগে॥
সুমধুর বাণী বলে সে দোকানি
কিসের লইবে ছড়া।
মুকুতা-মাল লইবা ভাল
কড়ি যে লাগিবে বাড়া॥
শুনি নারীগণ বলয়ে বচন
গাহকী নহি যে মোরা।
কিবা ভাগ্য মেনে দেখিছ জনমে
এমন ধন যে তোরা॥
যুবতী রসাল নিল এক মাল
দিল এক সখী গলে।
পরিমাণ হৈল আনন্দ বাঢ়িল
কতেক লইবে বলে॥
আর এক জনে সাধ করি মনে
লইল সোণার সুচ।
লই চলি যায় বেতন না দেয়
পসারী ধরিল কুচ॥
ফেরা ফেরি করে কুচ নাহি ছাড়ে
কহে মূল্য দেহ মোর।
সঘন বদন করয়ে চুম্বন
এমতি কাজ যে তোর॥

কাড়া কাড়ি ঘন না মানে বচন
অরাজক হৈল পারা।
যাহার যে বন কাটে সেই জন
রক্ষক হইবে কারা।
রজকী সঙ্গতি চণ্ডীদাস গতি
রচিল আনন্দ বটে।
দোকান দোকান হৈল সমাধান
সকল গেল যে লুটে ॥ ৬ ॥ ৬৩৯ ॥

সিন্ধুড়া।

দেয়াশিনী বেশে মহলে প্রবেশে
রাধিকা দেখিবার তরে।
সুরক্ত চন্দন কপালে লেপন
কুণ্ডল কাণেতে পরে॥
নাগর সাজী বাম করে ধরে।
পিন্ধিয়া বিভূতি সাজল মুরতি
রুদ্রাক্ষ জপয়ে করে॥
কহে জয় দেবী বজপুর সেবি
গোকুল-রক্ষক নিতি।
গোপ গোয়ালিনী সুভাগ্য-দায়িনী
পূজ দেবী ভগবতী॥
আশীর্ব্বাদ শুনি গোপের রমণী
আইলা দেয়াশিনী কাছে।
জিজ্ঞাসা করয়ে যত মনে লয়ে
বলে গোপ ভাল আছে॥

সবাকার জয় শত্রু হবে ক্ষয়
মনে ভয় না ভাবিবে।
তোমাদের প্রতি সুন্দর মতি
সবাকার ভাল হবে॥
সঙ্গেতে কুটিলা আসিয়া জটিলা
পড়য়ে চরণ ধরি।
আমার বধূর পতির মঙ্গল
বর দেহ কৃপা করি॥
শুনি দেয়াশিনী হরষিত বাণী
জটিলা সমুখে কয়।
বর যে লইবে ভালই হইবে
নিকটে আনিতে হয়॥
জটিলা যাইয়া আনিল ধরিয়া
আপন বধূর হাতে।
বসিলা হরষে দেয়াশিনী পাশে
ঘুচাঞা বসন মাথে॥
দেখি দেয়াশিনী বোলে শুভবাণী
সব সুলক্ষণ-যুতা।
গন্ধর্ব্ব পাবনী যশোদা নন্দিনী
রাধা নাম ভানুসুতা॥
ধরি ধনী হাতে মনের আকুতে
নিরখে বদন তার।
দেখিতে দেখিতে আনন্দিত চিতে
মদন করিল বার॥

সাজীটি খুলিয়া ফুলটি তুলিয়া
বান্ধেন নাগরী চুলে।
আনন্দে থাকিবে সকলি পাইবে
কলঙ্ক নহিবে কুলে॥
শুনিয়া সুন্দরী কহে ধীরি ধীরি
এ কথা কহবি মোয়।
আমার হৃদয়ে বেথাটি ঘুচয়ে
তবে সে জানিয়ে তোয়॥
একটি শপথি রাখহ যুবতি
কহিতে বাসিয়ে ভয়।
পর-পতি সনে বেধেছ পরাণে
ইহাই দেবতা কয়॥
হাসিয়া নাগরী চাহে ফিরি ফিরি
দেয়াশিনী ঘর কোথা।
আমার ঘর ওই যে নগর
কহিব বিরলে কথা॥
সঙ্কেত বুঝিয়া নয়ান ফিরিয়া
তাক করে এক দিঠে।
নিরখি বদন চিহ্নল তখন
শ্যাম নাগর টাটে॥
ধীরি ধীরি করি • বসন সম্বরি
মন্দিরে চলিলা লাজে।
চণ্ডী দাসে কয় সুবুদ্ধি যে হয়
বেকত করয়ে কাজে॥ ৭॥ ৬৪০॥

সিন্ধুড়া।

নাগর আপনি হৈলা বণিকিনী
কৌতুক করিব মনে।
চুয়া যে চন্দন আমলকী বর্ত্তন
যতন করিয়া আনে॥

কেশর যাবক কস্তুরী দ্রাবক
আনিল বেণার জড়।
সোন্ধা সুকুঙ্কুম কর্পূর চন্দন
আনিল মুথা শিকড়॥

থালীতে করিয়া আনিল ভরিয়া
উপরে বসন দিয়া।
মিছামিছি করি ফিরে বাড়ী বাড়ী
ভানুর দুয়ারে গিয়া॥

চবক লইয়ে ফুকরি কহয়ে
আইল দাসী যে তবে।
মোদের মহলে আসি দেহ বলে
অনেক নিতে যে হবে॥

থালিতে ধরিয়া আইলা লইয়া
যেখানে নাগরী বসি।
চুয়া সুচন্দন করহ রচন
বেণ্যানী মনেতে খুসি॥

চন্দন চুবক লইবে কতেক
জানিতে চাহিয়ে আমি।
সকলি লইব বেতন সে দিব
যতেক আনহ তুমি॥
আমলকী হাতে দিল যে সে মাথে
ঘসিতে লাগিল কেশ।
ঘসিতে ঘসিতে শ্রম যে হইল
নাগরী পাইল ক্লেশ॥
সুমধুর বাণী কহে সে বেণ্যানী
চুয়া মাখিবার তরে।
চুল যে ঝাড়িয়া হাত নামাইয়া
মাথায় হৃদয়ে পরে॥
পরশে নাগরী হইয়া আগরি
পড়িয়া বেণ্যানী কোরে।
নিঁদ যে হইল অতি সুখ হৈল
সব শ্রম গেল দূরে॥
বেণ্যানী বলে গেল সে বেলে
যাইতে চাহি যে ঘরে।
উঠিলা নাগরী বসন সম্বরি
কহে কি লাগিবে মোরে॥
বট আনিবারে কহিল সখীরে
শুনিয়া নাগর-রাজে।
কহে না লইব আর ধন নিব
না কহি তোমারে লাজে॥

কহ না কেনে কি আছে মনে
শুনিতে চাহি যে আমি।
থাকিলে পাইবে নতুবা যাইবে
থির হৈয়া কহ তুমি॥
বেণ্যানী কহয়ে হিয়ার ভিতরে
বড় ধন আছে সেহ!
কৃপা যে করিয়া বাস উঘারিয়া
সে ধন আমারে দেহ॥
তখনে নাগরী বুঝিল চাতুরী
হাসিয়া আপন মনে।
গন্ধের বেতন হইল এমন
জীবন যৌবন টানে॥
কর সমাধান বুঝিলাম কান
আর না বলিহ মোরে।
এতেক গুণে মারহ প্রাণে
কেবা শিখাইল তোরে॥
পরের নারী আশ যে করি
মরয়ে আপন মনে।
কোথা বা হৈয়াছে কেবা বা পাঞাছে
না দেখিযে কোন স্থানে॥
চণ্ডীদাস কয় কত ঠাঞি হয়
যাহাতে যাহাতে বনে।
যৌবন ধনে কিবা বা মানে
সোঁপে সে প্রাণে প্রাণে॥ ৮॥ ৬৪১॥

বরাড়ী।

বাদিয়ার বেশ ধরি বেড়ায় সে বাড়ী বাড়ী
আইলেন ভানুর মহলে।
খুলি হাঁড়ি ঢাকুনী বাহির করয়ে ফণী
তুলিয়া লইল এক গলে॥

বিষহরী বলি দেই কর।
শুনিয়া যতেক বালা দেখিতে আইল খেলা
খেলাইছে মাল পুরন্দর॥

সাপিনীরে দেয় খোব সাপিনী বাড়ায়ে কোপ
দম্ভ করি উঠে ধরি ফণা।
অঙ্গুলী মুড়িয়া যায় সাপিনী ফিরিয়া চায়
ছোঁয়ে যাই বাদিয়ার দাপনা।

খেলা দেখি গোপীগণ বড় আনন্দিত মন
কহে তুমি থাক কোন স্থানে।
"থাকি বনের ভিতরে নাগ-দমন বোলে
মোর নাম জানে সব জনে॥

বসন মাগিবার তরে আইনু তোমাদের ঘরে
বস্ত্র দেহ আনিয়া আপনি।
ছেড়া বস্ত্র নাহি লব ভাল একখানি পাব
দেখি দেও শ্রীঅঙ্গের খানি॥"

"বটের ভিখারি হও বহুমূল্য নিতে চাও
নহিলে শোভিত চায় বটে।
বনে থাক সাপ ধর তেনা পরিধান কর
সদাই বেড়াও নদীতটে ॥"

বে'দে কহে ধীরে ধীরে "তোমার বস্ত্র নিব শিরে
মনে মোর হবে বড় সুখ।
তোমার সঙ্গ করিতে অভিলাষ হয় চিতে
তুমি যদি না বাসহ দুখ ॥"

"চুপ করে থাক বে'দে যা পাও তা লও সেধে
ভরমে ভরমে যাও ঘরে।"
"চুরি দারি নাহি করি ভিক্ষা মাগি পেট ভরি
আমি ভয় করিব কাহারে ॥

তোমা লৈয়া করি ক্রীড়া, তুমি কেন মান পীড়া
সুখী কর এ দুখিয়া জনে।"
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় বাদিয়া যে এই নয়
বুঝিয়া দেখহ আপন মনে ॥৯॥৬৫২॥

ভাটিয়ারি।

"গোকুল নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
বেড়াই চিকিৎসা করি।
যে রোগ যাহার দেখি এক বার
ভাল যে করিতে পারি ॥

শিরে শির-শূল পিরীতির জ্বর
হৈয়া থাকে যে রোগীর।
বচন না চলে আঁখি নাহি মেলে
তাহারে পিয়াই নীর॥"

একথা শুনিয়া বাহির হইয়া
কহে এক সখী ধাই।
আমাদের ঘরে রোগী আছে জ্বরে
দেখ একবার যাই॥

এই বাড়ী হৈতে আসিছি তুরিতে
কহে হেথা থাক বসি।
সাজ সাজিতে চলিলা নিভৃতে
মনের হরিষে ভাসি॥

আপন বসন ঘুচাঞা তখন
লেপয়ে কেশর মাটী।
ভকলুকি ছান্দে বসন পিন্ধে
সঙ্গে চলয়ে হাটি॥

মনোহর ঝুলি কান্ধে।
তাহার ভিতর শিকড় নিকর
যতন করিয়া বান্ধে॥

ঘুচাইয়া লাজে চিকিচ্ছার কাজে
বসিলা রোগীর কাছে।
ঘুচাঞা বসন নিরখে বদন
রোগ যে ইহার আছে॥

বামহাত ধরি অঙ্গুলী মুড়ি
দেখে ধাতু কিবা বয় ।
"পিরীতির জ্বরে জেরেছে ইহারে
পরাণ রহে কি না রয় ॥"

হাসিয়া নাগরী উঠি অঙ্গ মোড়ি
"ভাল যে কহিলা বটে ।
বল কি খাইলে হইব সবলে
বেয়াধি কেমনে ছুটে ॥"

"ঔষধ যে হয় মনে করি ভয়
এখনি খাওয়াইয়া যেতাম ।
ভাল যে হইত জ্বর সে যাইত
যদি সে সময় পেতাম ॥"

তখন নাগরী বুঝিলা চাতুরী
টীট নাগর-রাজ ।
বাশুলী নিকটে চণ্ডীদাস রটে
এমন কাহার কাজ ॥ ১০ ॥ ৬৫১ ॥

তথা রাগ ।

রসিক নাগর সাজি বাজীকর
সঙ্গেতে সুবল সখা ।
ঢোলক বাজাঞা দড়ী দড়া লৈঞা
ভানুপুরে দিলা দেখা ॥

ধূলা মাখি গায় ঝুলুপ ঝুলায়
নটপটি পাগ শিরে।
সুবল সখার কান্ধে দিয়া ভার
নামাইল ধীরে ধীরে॥
কুহক লাগাঞা ঝুলি যে খুলিয়া
মুকুতা বাহির করে।
উগারে বদনে বহুমূল্য ধনে
রাখে সব থরে থরে॥
পেটে গুয়া দিয়া বাঁশেতে চড়িয়া
ঘুরয়ে কতেক পাকে।
দড়া দড়ী তায় হাঁটি হাঁটি যায
সূতা উগারয়ে নাকে॥
দেখিতে যতনে সব গোপীগণে
সঙ্গে রসবতী রাই।
আমার মহলে এস এস বলে
সবাই দেখিতে চাই॥
শুনি বাজীকর চলে তার ঘর
লইয়া সকল সাজে।
শিরে পদ দিয়া পড়ে উলটিয়া
রাইয়ের আঙ্গিনা মাঝে॥
কতেক কুহক দেখায় কৌতুক
শিরে হাঁটি হাঁটি চলে।
ধনী হাসি মন বিচিত্র বসন
বাজীকর শিরে ফেলে॥

বসন না লয় আর ধন চায়
কহে সুবদনী পাশে।
হিয়ার মাঝারে হেম-ঘট আছে
দিয়া পূর অভিলাসে॥

শুনিয়া নাগরী বুঝিলা চাতুরী
চমকিত হৈলা মনে।
হেন বাজীকর না দেখি যে আর
কত টীটপণা জানে॥

যমুনার কূলে সুরতরু-মূলে
সকল সাধিবা তথা।
এ উদ্ধব সাথে চলিলা তুরিতে
বুঝিয়া সঙ্কেত কথা॥ ১১॥ ৮৪৪॥

ইতি তৃতীয়-শাখায়াং স্বয়ংদৌত্য-সম্ভোগস্য তৃতীয়-পল্লবঃ।
এতানি গীতানি সর্ব্বকালোচিতানি।
পুনশ্চ প্রকারান্তরং দিনান্তে শ্রীকৃষ্ণে চ
সঙ্কেতঃ। এবং স্বয়ংদৌত্যং যথা।

ইমনকল্যাণ।

"মঝু মুখ কমল বিমল রস-পরিমলে
জানলু তুহুঁ অতি ভোর।
স্বামীক নিয়ড়ে কতহুঁ কর কলরব
না জানি কৈছে দিন তোর॥

দূরে রহ শ্যাম ভ্রমর-বর রায়।
স্বামীক সেবন করইতে ঐছন
জানি করহ অন্তরায়॥ ধ্রু॥

এতহুঁ তিয়াসে হোত যব আকুল
কি ফল মন্দিরে গুঞ্জ।
তাহিঁ চলহ যাঁহা কুসুম বিথারল
মঞ্জুল মাধবী-কুঞ্জ॥"

এতহুঁ সঙ্কেত কয়ল যব কামিনী
কানু চলল সোই ঠাম।
গোপ-কোঙার ভ্রমর বলি খোজত
গোবিন্দ দাস রস গান॥ ১॥ ৬৪৫॥

কেদার।

গুরুজন পরিজন সব নিঁদ গেল।
তৈখনে সবহুঁ সখীগণ মেল॥
চান্দিনী রজনী হেরি ভেল ভীত।
বেশ বনাওল তাহি উচিত॥
গোপতে চলিলা ধনী কোই না জান।
হেরই দশ দিশ চকিত নয়ান॥
হিমকর কিরণহি ভেল বিথার।
মেলি চলল কোই লখই না পার॥
কালিন্দী-কূলে যাঁহা মাধবী-কুঞ্জ।
কুসুম বিথারল অলিকুল গুঞ্জ॥

তাহিঁ মিলল ধনী মাধব পাশ ।
বৈঠল দুহুঁ জন পূরল আশ ॥ ২ ॥ ৬৮৬ ॥

তথা রাগ ।

দেখ রাধামাধব মেলি ।
মূরতি মদন রস কেলি ॥
ও নব জলধর অঙ্গ ।
ইহ থির বিজুরী-তরঙ্গ ॥
ও বর-মরকত ঠাম ।
ইহ কাঞ্চন দশবাণ ॥
ও মত্ত মধুকর-রাজ ।
ইহ নব পদুমিনী সাজ ॥
ও নব তরুণ তমাল ।
ইহ হেম যূথী রসাল ॥
অরুণ নিয়ড়ে পুন চন্দ ।
গোবিন্দ দাস রহুঁ ধন্দ ॥ ৩ ॥ ৬৮৭ ॥

মল্লার ।

ভূলে ভুলে রে দোহাঁর রূপে নয়ন ভুলে ।
কনক লতিকা রাই তমাল কোলে ॥
বাজই বনে বনে ভ্রমই দুহুঁ ।
দুহাঁর কান্ধে শোভে দুহাঁর বাহু ॥
দীপ সমীপে যেন ইন্দ্রনীল-মণি ।
জলদে জড়াওল যেন সৌদামিনী ॥
কষিতে কষিল নহে কুন্দন হেম ।
তুলনা দিবার নাহি দুহাঁর প্রেম ॥

বদনে বদন দিতে মদন জাগে।
আলিঙ্গন দিয়া শ্যাম কিবা ধন মাগে॥
চান্দ উপরে চান্দ পিয়ে রস-সুধা।
গোবিন্দ দাস কহে না ভাঙ্গিল ক্ষুধা॥ ৪॥৬৫৮॥

শ্রীরাগ।

আজি বড় শোভারে মধুর বৃন্দাবনে।
রাই কানু বসিলা রতন সিংহাসনে॥
হেম-নিরমিত বেদী মাণিকের গাথনী।
তার মাঝে রাই কানু চৌদিগে গোপিনী॥
একেক তরুর মূলে একেক অবলা।
মেঘে বেঢ়ল যেন বিজুরীক মালা॥
নব গোরোচনা গোরী কানু ইন্দীবর
বিনোদিনী বিজুরী বিনোদ জলধর॥
কাচ বেড়া কাঞ্চনে কাঞ্চন বেড়া কাচে।
রাই কানু দুহুঁ তনু এক হৈয়া আছে॥
রস-ভরে দুহুঁ জন হইলা বিভোর।
দাস অনন্তে কহে না পাইনু ওর॥ ৫॥ ৬৫৯॥

তথা রাগ।

কন্দর্প তাল।

রাই-অঙ্গ ছটায় উদিত ভেল দশ দিশ
শ্যাম ভেল গৌর-আকার।
গৌর ভেল সখীগণ গৌর নিকুঞ্জ বন
রাই রূপে চৌদিগে পাথার॥

গৌর ভেল শুক সারী গৌর ভ্রমর ভ্রমরী
গৌর পাখী ডাকে ডালে ডালে।
গৌর কোকিল গণ গৌর ভেল বৃন্দাবন
গৌর তরু গৌর ফল ফুলে॥

গৌর যমুনা জল গৌর ভেল জলচর
গৌর সারস চক্রবাক।
গৌর আকাশ দেখি গোরাচাঁদ তার সাথী
গৌর তারা বেড়ি লাখে লাখ॥

গৌর অবনী হৈল গৌরময় সব ভেল
রাই রূপে চৌদিগ ঝাঁপিত।
নরোত্তম দাস কয় অপরূপ রূপ নয়
দুহুঁ তনু একই মিলিত॥ ৬ ॥৮৫০॥

করুণ সুহিনী।

মলয়জ-মিলিত যমুনা-জল শীতল
বংশীবট নিরমাণ।
নিকটহি নীপ কদম্ব তরু কুসুমিত
কোকিল ভ্রমর করু গান॥

তার তলে তিরিভঙ্গ তরুণ তমাল তনু
বামে রসবতী রাই।
একে নব জলধর কোরে বিজুরী থির
কাঞ্চনে রতন মিশাই॥

দুহুঁ তনু এক মন নিবিড় আলিঙ্গন
দুহুঁ জন একই পরাণ।
বসু রামানন্দ ভণে তুলনা না হয় মনে
রূপের নিছনি পাঁচ বাণ ॥৭॥৬৫১॥

বিহাগড়া।

রাই কানু পিরীতির বালাই লৈয়া মরি।
ক্ষণে করে আলিঙ্গন ক্ষণে মুখ চুম্বন
ক্ষণে রাখে হিয়ার উপরি ॥

আলাঞা চাঁচর কেশ করে বহুবিধ বেশ
সিন্দূর চন্দন দেই ভালে।
মুখচাঁদে দেখি ঘাম আকুল হইয়া শ্যাম
মোছায়ই বসন-অঞ্চলে ॥

দাসীগণ-কর হৈতে চামর লইয়া হাতে
আপনে করয়ে মৃদু বায়।
দেখি রাই মুখ-শশী সুধা ঝরে রাশি রাশি
হেরে নাগর অনিমিখে চায় ॥

ঐছন আরতি দেখি রাইয়ের সজল আঁখি
বাহু পসারিয়া করে কোরে।
দুহুঁ হিয়ায় দুহুঁ রাখি দুহুঁ চুম্বে মুখ শশী
দুহুঁ প্রেমে দুহুঁ ভেল ভোরে ॥

নিকুঞ্জ মন্দির মাঝে শুতল কুসুম শেজে
দুহুঁ দোঁহা বান্ধি ভুজ-পাশে।
আর যত সখীগণ সবে করে নিরীক্ষণ
দূরে রহুঁ নরোত্তম দাসে ॥৮॥৬৫২॥

সুহই।

অধরে অধর দুহুঁ ধরি।
শুতিয়াছে কিশোর কিশোরী॥
ভুজে ভুজে দোঁহে দোঁহা বান্ধি।
পবন পশিতে নাহি সন্ধি॥
চিকুরে চিকুরে এক করি।
শুতিয়াছে তাহারি উপরি॥
রাই কুচ হিয়ার মাঝারে।
পশিয়াছে শ্যাম কলেবরে॥
হিয়ার মাঝারে রৈল পশি।
নীল হেমগিরি মাঝে শশী॥
বলয়া কিঙ্কিণী তাহে লাগে।
দুহুঁ তনু এক অনুরাগে॥
চরণে চরণে একাকারে।
কেবা তাহা ছাড়াবারে পারে॥
এক তনু ধরি যদি টানে।
দুহুঁ তনু চলে তার সনে॥
শ্রীরূপমঞ্জরী দেখি হাসে।
শ্রীগুণমঞ্জরী তার পাশে॥

অপরূপ দুহুঁক বিলাসে।
এ যদুনন্দন রসে ভাসে॥ ৯॥ ৬৫৩॥

কেদার বিহাগড়া।

দেখ না দুখানি অঙ্গ জড়া।
নিকুঞ্জের মাঝে তমালের গাছে
কনক-লতায় বেড়া।
আধ কপালে শোভে চন্দন চাঁদ
আধ কপালে ভানু॥
আধ নয়ানে শোভে কাজর রেখা
আধ নয়ানে ইন্দ্রধনু॥ ১০॥ ৬৫৪॥

ইতি চতুর্থ-পল্লবঃ॥

অথ রসালস।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

বিভাষ।

শুতিয়াছে গোরাচাঁদ শয়ন মন্দিরে।
বিচিত্র পালঙ্কে শেজ অতি মনোহরে॥
আবেশে অবশ-তনু গোরা নটরায়।
কি কহিব অঙ্গ-শোভা কহনে না যায়॥
মেঘের বিজুরী কিবা আনিয়া যতনে।
কত রস দিয়া বিধি কৈল নিরমাণে॥
অতি মনোহর শেজ বিচিত্র বালিশে।
বাসুদেব ঘোষ দেখে মনের হরিষে॥ ১॥ ৬৫৫॥

ভৈরবী।

অকরুণ পুন বাল অরুণ
উদিত মুদিত কুমুদ বন
চমকি চুম্বি চঞ্চরী পত্নি-
মিনীক সদন সাজে।

কি জানি সজনি রজনী থোর
ঘুঘু ঘন বোলত ঘোর
গতি যামিনী জিত দামিনী
কামিনী কুল লাজে॥

কুহরত হত-শোক কোক
জাগর-অবশ দুহুঁ লোক
শুক শারীক পিক কাকলী
নিধুবন ভরু ওয়াজে।

গলিত ললিত বসন সাজে
মণিযুত বেণী ফণী বিরাজে
উচ কোরক করু চোরক
কুচ জোরক মাঝে॥

বিমল তড়িত জড়িত ভাতি
দোহে সুখে রহল মাতি
জিনি ভাদর রস-বাদর
পরমাদর শেজে।

বরজ-কুলজ জলজ-নয়নী
ঘুমল বিমল-কমল-বয়নী
কৃত নালিশ ভুজ বালিশ
আলিস নাহি তেজে ॥

টুটল কিয়ে ঘুন ধনুগুণ
কিয়ে রতি-রণে ভেল তূণ শূন
সমর মাঝ পড়ল লাজ
রতি-পতি ভয় ভাজে।

বিপতি পড়ল যুবতী-বৃন্দ
গুণগণ গতি কহই মন্দ
জগদানন্দ সরস বিরস
রসবতী রসরাজে ॥ ২ ॥ ৬৫৬ ॥

সারীশুকোক্তি যথা।

বিভাষ।

রাই জাগ রাই জাগ শুক শারী বলে।
কত নিদ্রা যাও কালামাণিকের কোলে ॥
রজনী প্রভাত হৈল বলিয়ে তোমারে।
অরুণ-কিরণ হেরি প্রাণ কাঁপে ডরে ॥
শারী বলে শুন শুক গগনে উড়ি ডাক।
নব-জলধর আনি অরুণেরে ঢাক ॥
শুক বলে শুন শারি আমরা পশু পাখী।
জাগাইলে না জাগে রাই ধরম কর সাখী ॥

বিদ্যাপতি কহে চাঁদ গেল নিজ ঠাঞি।
অরুণ-কিরণ হবে উঠি ঘরে যাই ॥৩॥৬৫৭॥

তথা রাগ।

প্রাণনাথ কি আজু হইল।
কেমনে যাইব ঘরে নিশি পোহাইল ॥
মৃগমদ চন্দন বেশ গেল দূর।
নয়ানের কাজর গেল সিঁথার সিন্দূর ॥
যতনে পরাহ মোরে নিজ আভরণ।
সঙ্গে লৈয়া চল মোরে বঙ্কিম-লোচন ॥
তোমার পীত-বাস আমারে দেহ পরি।
উভ করি বান্ধ চূড়া এলাঞা কবরী ॥
তোমার গলার বনমালা দেও মোর গলে।
মোর প্রিয় সখা কইও সুধাইলে গোকুলে ॥
বসু রামানন্দ ভণে এমন পিরীতি।
ব্যাঘ্র হরিণে যেন রাই তোমার বসতি ॥৪॥৬৫৮॥

তথা রাগ।

নিজ নিজ মন্দিরে যাইতে পুন পুন
তুহুঁ মুখ চাঁদ নেহারি।
অন্তরে উয়ল প্রেম-পয়োনিধি
নয়নে গলয়ে ঘন বারি ॥
মাধব হামারি বিদায় পায় তোর।
তোহারি প্রেম সঞে পুন চলি আও
অব দরশন নাহি মোর ॥ ধ্রু ॥

কাতর নয়ানে নেহারিতে দুহুঁ দুহুঁ
উথলল প্রেম-তরঙ্গ।
মূরছল রাই মূরছি পড়ু মাধব
কবে হবে তাকর সঙ্গ॥

ললিতা সুমুখী রাই করি ফুকরত
রাইক কোরে আগোর।
সহচরী কানু কানু করি ফুকরত
ঢরকত লোচন লোর॥

কতি গেও অরুণ- কিরণ-ভয় দারুণ
কতি গেও লৌকিক ভীত।
মাধব ঘোষ এতহুঁ নাহি সমুঝল
উদত মুগধ চরিত॥ ৫ ॥ ৬৫৯ ॥

তথা রাগ।

কতহুঁ যতনে দুহুঁ নিজ নিজ মন্দিরে
বিমনহি করত পয়ান।
দুহুক নয়ন গল প্রেম-বিচ্ছেদ জল
দারুণ দৈব বিহান॥

দেখ রাধামাধব-প্রেম।
ঐছন ঘটন কতিহুঁ না হেরিয়ে
যৈছন লাখবাণ হেম॥

পদ আধ চলত খলত পুন গিরত

কাতরে নেহারই মুখ ।

এক পরাণ দেহ পুন ভিন ভিন

অতয়ে সে মানয়ে দুখ ॥

তিল এক বিরহ কলপ করি মান

গায়ই দুহুঁ পরসঙ্গ ।

ভণ রাধামোহন ঐছে গান গুণ

যব্ নহ সো রস-ভঙ্গ ॥ ৬ ॥ ৬৬০ ॥

বিভাষ ।

নিজ নিজ মন্দিরে করল পয়ান ।

শয়ন করল পুন কোই না জান ॥

অকপট প্রেমক বন্ধ ॥

দুহুঁ জন সকল-নয়ন করু অন্ধ ॥

প্রাতর উদিত করণ করু রাই ।

তেজল বিপরীত বসন তনু নাই ॥

নিজ মন্দিরে ধনী বৈঠলি সখী মেলি ।

কহতহি পিয়া-গুণ রজনীক কেলি ॥

ভাবে অবশ ধনী পুলকিত অঙ্গ ।

গদ গদ কহে কত বচন-বিভঙ্গ ॥

নয়নে বহয়ে জল কাঁপয়ে শরীর ।

ঘামে ভিগল সব অরুণিম চীর ॥

কত কত ভাব বিথারল রাই ।

কহিতে না পারে ধনী প্রেম অবগাই ॥

ধৈরজ ধরি ধনী কহয়ে বিলাস।
প্রেম অনুরূপ কহই কানু দাস ॥ ৭ ॥ ৬৬১ ॥

ইতি তৃতীয়-শাখায়াং পঞ্চম-পল্লবঃ।

অথ রসোদ্গারঃ।

তদুচিতঃ পূর্ব্বাপর-কীর্ত্তনানুসারেণ শ্রীমদ্গৌরচন্দ্রঃ॥

বিভাষ

মহাভুজ নাচত চৈতন্য রায়।
কে জানে কত কত ভাব শত শত
সোণার বরণ গোরা-গায় ॥ ধ্রু ॥

প্রেমে ঢর ঢর অঙ্গ নিরমল
পুলক-অঙ্কুর-শোভা।
আর কি কহব অশেষ অনুভব
হেরইতে জগ-মন-লোভা ॥

শুনি নিজ গুণ নাম কীর্ত্তন
বিভোর নটন-বিভঙ্গ।
নদীয়া-পুর-লোক পাসরিল দুখ শোক
ভাসল প্রেম-তরঙ্গ ॥

রতন বিতরণ • প্রেম-রস বরিখণ
অখিল ভুবন সিঞ্চিত।
চৈতন্যদাস গানে আওল প্রেম-দানে
মুঞি সে হইনু বঞ্চিত ॥ ১ ॥ ৬৬২ ॥

তথা রাগ।

অবতার ভাল গৌরাঙ্গ অবতার কৈল ভাল।
জগাই মাধাই নাচে বড় ঠাকুরাল।
চাঁদ নাচে সুরয আর নাচে তারা।
পাতালের বাসুকি নাচে বলি গোরা গোরা॥
নাচয়ে ভকতগণ হইয়া বিভোরা।
নাচে অকিঞ্চন যত প্রেমে মাতোয়ারা॥
জড় অন্ধ আতুর উদ্ধারে পতিত।
বাসু ঘোষে কহে মুঞি হইনু বঞ্চিত॥২॥৬৬৩॥

ধানশী।

কহ কহ সুন্দরি রজনী-বিলাস।
কৈছনে নাহ পূরল তুয়া আশ॥
কতহুঁ যতনে বিধি করি অনুমান।
নাগর নাগরী কয়ল নিরমাণ॥
অখিল ভুবন মাহা তুহুঁ বর-নারী।
সুপুরুখ নাহ তোহে মিলল মুরারি॥ ৩॥ ৬৬৪॥

শ্রীরাধিকার উক্তি যথা।

পিয়াক পিরীতি হাম কহই না পার।
লাখ বদন বিহি না দিল হামার॥
আপনক গজ-মোতি-হার উতারি।
যতনে পরাওল কণ্ঠে হামারি॥

করে ধরি পিয়া বৈসায়ল নিজ কোর।
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে লেপল মোর॥
ফুয়ল কবরী বান্ধয়ে অনুপাম।
তাহে বেড়ি দেয়ল চম্পক-দাম॥
মধুর মধুর দিঠে হেরই কান।
আনন্দ-জলে পরিপূরল নয়ান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ভাব-তরঙ্গ।
এবে কহি শুন সখি সো পরসঙ্গ॥৪॥৬৬৫॥

গান্ধার।

চিরুণি করে ধরি কেশ বেশ কবি
সিঁথায়ে দেই সিন্দূর।
নাস-বেশ করি বসন পরায়ই
পায়ে ধরি পরায়ে নূপুর॥
সোই পিয়া গুণ কহনে না যায়।
দরিদ্র হেম যেন তিলেক না ছাড়ই
রভসে রজনী গোঙায়॥ ধ্রু॥
সো মোর শ্রমজল আঁচরে মোছই
দেই বসনক বায়।
চিবুক করে ধরি সঘনে নিরখই
মুখ ভরি তাম্বূল খাওয়ায়॥
বৃন্দাবন ভরি রসের বাদর
দিন রজনী নাহি জ্ঞান।
কৃপণ ধন সম তিলেক না ছোড়ই
কবি শেখর পরমাণ॥ ৫ ॥ ৬৬৬ ॥

কৌ রাগিণী।

না পুছ না পুছ সখি পিয়াক পিরীতি।
পরাণ নিছনি দিলে না হয় উচিতি ॥
হিয়ার উপর হৈতে শেজে না শোয়ায়।
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায় ॥
নিঁদের আলসে যদি পাশ মোড়া দিয়ে।
কি ভেল কি ভেল বলি চমকি উঠয়ে ॥
হিয়ায় হিয়ায় এক বয়ানে বয়ান।
নাসিকা নাসিকায় এক নয়ানে নয়ান ॥
ইথে যদি মুঞি তেজিয়ে দীরঘ নিশাস।
আকুল হইয়া পিয়া উঠয়ে তরাস ॥
এমতি বঞ্চিয়ে নিশি দুহেঁ এক মেলি।
জ্ঞানদাস কহে ঐছে নিতি নিতি কেলি ॥১৬৬৭॥

ধানশী।

সজনি বড়ই বিদগধ কান।
কহিলে নহে ’প প্রেম আরতি
কষিল হেম দশবাণ ॥ ধ্রু ॥

সমুখে রাখিয়া মুখ আঁচরে মোছই
অলকা তিলকা বনাই।
মদন-রসভরে বদন নেহারই
অধরে অধর লাগাই ॥

কোরে আগোরি রাখই হিয়া পর
পালঙ্কে পাশ না পাই।
ও সুখ-সাগরে মদন-রসভরে
জাগিয়া রজনী গোঙাই ॥
কেবল রসময় মধুর মূরতি
পিরীতিময় প্রতি অঙ্গ।
নরোত্তম দাস কহ যাহার অনুভব
সে জানে ও রসরঙ্গ ॥ ৭ ॥ ৬৬৮ ॥

সিন্ধুড়া।

এমন পিরীতি কভু দেখি নাহি শুনি ॥
নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি ॥
সমুখে রাখিয়া করে বসনের বা।
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা ॥
একতনু হৈয়া মোরা রজনী গোঙাই ॥
সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই।
রজনী প্রভাত হৈলে কাতর হিয়ায়।
দেহ ছেড়ে যেন মোর প্রাণ চলি যায় ॥
সে কথা কহিতে সই বিদরে পরাণ।
চণ্ডীদাস কহে ধনি সব পরমাণ ॥৮॥৬৬৯॥

কৌ রাগিণী।

আমি যাই যাই বলি বলে তিন বোল।
কত না চুম্বন দেয় কত দেয় কোল ॥

পদ-আধ যায় পিয়া চাহে পালটিয়া।
বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়া॥
করে কর ধরি প্রিয়া শপথি দেয় মোরে।
পুন দরশন লাগি কত চাটু বোলে॥
নিগূঢ় পিরীতি পিয়ার আরতি বহু।
চণ্ডীদাস কহে হিয়ার মাঝারে রহুঁ॥৯॥৬৭০॥
পিয়া-গুণ যে কহিনু সেই ভাল আর কব না।
গুণ কহিলে কি জানি হয় তেঞি কহিয়ে না।

ইত্যাদি সম্পূর্ণ-সম্ভোগস্য রসোদ্গারঃ॥
এতদ্গীতং সর্ব্ব-কালোচিতং।
পুনশ্চ প্রকারান্তরেণ যথা।
অথ রসোদ্গারানুরাগঃ।

শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

বিভাষ।

পরশ-মণির সনে কি দিব তুলনা।
পরশ ছোঁয়াইলে হয় নাকি সোণা॥

আমার গৌরাঙ্গের গুণে নাচিয়া গাইয়া রে
রতন হইল কত জনা॥

শচীর নন্দন বনমালী।
এ তিন ভুবনে যার তুলনা দিবার নাই
গোরা মোর পরাণ-পুতলী॥ধ্রু॥

গৌরাঙ্গ চাঁদের ছাঁদে ও চাঁদ কলঙ্কী রে
এমন করিতে নারে আর।
অকলঙ্ক পূর্ণ চাঁদ উদয় নদীয়া-পুরে
দূরে গেল মনের আন্ধার॥
এ গুণে সুরভি সুর- তরু সম নহে রে
মাগিলে সে পায় কোন জন।
না মাগিতে অখিল ভুবন ভরি জনে জনে
যাচিয়া দেওল প্রেম-ধন॥
গোরাচাঁদের তুলনা গোরাচাঁদ গোসাঞি রে
বিচার করিয়া দেখ সবে।
পরমানন্দের মনে এ বড় আকুতি রে
গৌরাঙ্গের দয়া হবে কবে॥ ১০ ॥ ৬৭১ ॥

সখীর উক্তি।

চলিতে না পার রসের ভরে।
অলস নয়ান অলস ঝরে॥
ঘন ঘন তুমি বাহিরে যাও।
আন ছলে কত কথা বুঝাও॥
না জানিয়ে কিবা অন্তর সুখে।
আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে মুখে॥
মরমে পিরীতি বেকত অঙ্গ।
তিলেক সোয়াথ না দেয় অনঙ্গ॥
কালার বদন দেখি চমকি চাও।
ভাবে বেয়াকুল ওর না পাও॥

কপোলে পুলক বেকত দেখি।
প্রেম কলেবর ততহিঁ সাখী॥
জ্ঞানদাস কবি ভাবিয়া গায়।
রসের বেভার লুকা না যায়॥ ১১॥ ৬৭২॥

সুহই।

সুন্দরি বুঝিল তোমার ভাব।
প্রেম-রতন গোপতে পাইয়া
ভাঁড়িলে কি হবে লাভ॥

আন ছলে কহ আনের কথা
বেকত পিরীতি রঙ্গ।
রসের বিলাসে অঙ্গ ঢল ঢল
রঙ্গিত প্রেম তরঙ্গ॥

ভাবের ভরেতে চলিতে না পার
চরণ হইল হারা।
কানুর সনে নিকুঞ্জ-বনে
রঙ্গেতে হৈয়াছে ভোরা॥

পুছিলে না কহ মনের মরম
এবে ভেল বিপরীত।
বলরাম কহে কি আর বলিবে
ভাবেতে মজিল চিত॥ ১২॥ ৬৭৩॥

শ্রীরাগ।

কি পুছ সখি প্রেমের কথা।
কহিতে না জানি কহিয়ে এথা॥
পিয়ার পিরীতি কি না জান তুমি।
এত দিনে তাহে ঠেকিনু আমি॥
যত যত শ্যাম বঁধুর গুণ।
সোঙরি পাজরে বিন্ধল ঘুণ।
দিবস রজনী কিছু না জানি।
মনে পড়ে চাঁদ-বদন খানি॥ ১৩॥ ৮৭৪॥

সিন্ধুড়া।

সই নিরবধি কত পড়ে মনে।
শ্যাম বঁধু বিনু না রহে মোর তনু
সোয়াস্ত নাহিক রাতি দিনে॥

ধরিয়া আমার করে বৈসায় আপন কোরে
পূন দেই সিঁথায় সিন্দুর।
তাম্বূল সাজাঞা তোলে, খাও খাও কত বোলে
কত গুণ কহিব বঁধুর॥

ঝাড়িয়া বান্ধয়ে চুল বেড়িয়া মালতী ফুল
বসন পরাই আঁমা দেখে।
দেখিয়া আমার মুখ না জানি কি পায় সুখ
রসের আবেশে করে বুকে॥

হিয়ার উপরে ধরি কাঁপে পহু থরহরি
মুখে মুখ দিয়া ঘন কান্দে।
বিহি পোহাইলে রাতি, মোরে ছাড়ি যাবা কতি
ধরণী স্থির নাহি বান্ধে ॥ ১৪ ॥ ৬৭৫ ॥

তথা রাগ।

মরম কহিনু মো পুন ঠেকিনু
সে জনার পিরীতি-ফান্দে।
রাতি দিন চিতে ভাবিতে ভাবিতে
তারে সে পরাণ কান্দে ॥

বুকে বুকে মুখে চোখে লাগি থাকে
তবু মোরে সতত হারায়।
ও বুক চিরিয়া হিয়ার মাঝারে
সদাই রাখিতে চায় ॥

হার নহে পিয়া গলায় পড়য়ে
চন্দন নহে মাখে গায়।
অনেক যতনে রতন পাইয়া
সোয়াস্ত নাহিক পায় ॥

কর্পূর তাম্বূল আপনি সাজিয়া
মোর মুখ ভরি দেয়।
হাসিয়া হাসিয়া চিবুক ধরিয়া
মুখে মুখ দেই লেয় ॥

সাজাঞা কাচাঞা বসন পরাঞা
আবেশে লইয়া কোরে।
দীপ লৈয়া হাতে মুখ নিরখিতে
তিতিল নয়ান লোরে॥
চরণে ধরিয়া যাবক রচই
আলাঞা বান্ধয়ে কেশ।
বলরাম চিতে ভাবিতে ভাবিতে
পাঁজর হইল শেষ॥ ১৫॥ ৬৭৬॥

শ্রীরাগ।

সই কিনা সে বন্ধুর প্রেম।
আঁখি পালটিতে নহে পরতীতে
যেন দরিদ্রের হেম॥
হিয়ার হিয়ায় লাগিবে বলিয়া
চন্দন না মাখে অঙ্গে।
গায়ের ছায়া রাইয়ের দোসর
সদাই ফিরয়ে সঙ্গে॥
তিলে কত বেরি মুখ নেহারয়ে
আঁচরে মোছয়ে ঘাম।
কোরে থাকিতে কত দূরে হেন মানয়ে
তেঞি সদাই লয় নাম॥
জাগিতে ঘুমাতে আন নাহি চিতে
রসের পসরা কাছে।
জ্ঞানদাস কহে এমন পিরীতি
আর কি জগতে আছে॥ ১৬॥ ৬৭৭॥

তথা রাগ।

সই পিরীতি পিয়া সে জানে।
যে দেখি যে শুনি চিতে অনুমানি
নিছনি দিয়ে পরাণে ॥ ধ্রু ॥
মো যদি সিনানে আগিলা ঘাটে
পিছিলা ঘাটে সে নায়।
মোর অঙ্গের জল পরশ লাগিয়া
বাহু পসারিয়া রয় ॥
বসনে বসন লাগিবে লাগিয়া
একই রজকে দেয়।
মোর নামের আধ- আখর পাইলে
হরিষ হইয়া লেয় ॥
ছায়ায় ছায়ায় লাগিবে লাগিয়া
ফিরয়ে কতেক পাকে।
আমার অঙ্গের বাতাস যে দিকে
সে মুখে সে দিনে থাকে ॥
মনের আকুতি বেকত করিতে
কত না সন্ধান জানে।
পায়ের সেবক রায়-শেখর
কিছু বুঝে অনুমানে ॥ ১৭ ॥ ৬৭৮ ॥

তিরোতা।

কি পুছসি রে সখি কানুক লেহ।
এক জীউ বিহি সে গড়ল ভিন দেহ ॥

কহিলে যে কাহিনী পুছে কত বেরি।
না জানি কি পায়ই মঝু মুখ হেরি॥
মঝু বিনে দরশে পরশে নাহি জীব।
মো বিনে পিয়াসে পানী নাহি পীব॥
উর বিনু শেজ পরশ নাহি পাই।
চিবহি বিনে তাম্বূল নাহি খাই॥
ঘুমের আলসে যদি পালটিয়ে পাশ।
মান ভয়ে মাধব উঠয়ে তরাস॥
আন সঞে কাহিনী না সহে পরাণ।
আন সম্ভাবে না রহয়ে গেয়ান॥
কহে কবিরঞ্জন শুন বর-নারি।
তোহারি পরশ-রসে লুবধ মুরারি॥ ১৮॥ ৬৭৯॥

সুহই।

অবলা কি জানি গুণ ধরে।
রসিক-মুকুট-মণি নাগর হইয়া গো
এত না আদর কেনে করে॥ ধ্রু॥
মোর অঙ্গ-সঙ্গ আশে লালসা পাইয়া বৈসে
বঁধুয়া বলে জিনু জিনু।
নিজ অনুগত জনে গণিয়া রাখিবে মনে
এ তনু তোমারে দিনু দিনু॥
আউলাঞা কবরী-ভার, বেশ করে বারে বার
বসন পরায় কুতূহলে।
বসাঞা আপন উরে নূপুর পরায় মোরে
চরণ পরশে কর-তলে॥

বঁধুয়া বলয়ে ধনি কালিয়া কস্তুরী খানি
ও রাঙ্গা চরণ-তলে মাখি ।
সখীর সমাজে তোর ঘোষণা রহুক মোর
নিগূঢ় মরম তার সাখী ॥

বিদগধ শ্যামরায় বসনে করয়ে বায়
আপনে যোগায় গুয়া পান ।
গোবিন্দদাসের বাণী শুন রাধা বিনোদিনি
তেঞি তুমি শ্যামের পরাণ ॥ ১৯ ॥ ৬৮০

ধানশী ।

রাতি দিনে চোখে চোখে বসিয়া সদাই দেখে
ঘন ঘন মুখ খানি মাজে ।
উলটি পালটি চায় সোয়াস্ত নাহিক পায়
কত বা আরতি হিয়ার মাঝে ॥

সই ও দুখ লাগিয়াছে মনে ।
যারে বিদগধ রায় বলিয়া জগতে গায়
মোর আগে কিছুই না জানে ॥ ধ্রু ॥

জ্বালিয়া উজ্জল বাতি জাগি পোহাইল রাতি
নিঁদ নাহি যায় পিয়া ঘুমে ।
ঘন ঘন করে কোলে ক্ষণে করে উতরোলে
তিলে শতবার মুখ চুমে ॥

ক্ষণে বুকে ক্ষণে পিঠে, ক্ষণে রাখে দিঠে দিঠে
হিয়া হৈতে শেজে না শোয়ায়।
দরিদ্রের ধন হেন রাখিতে না পায় স্থান
অঙ্গে অঙ্গে সদাই ফিরায়॥
ধরিয়া দুখানি হাতে কখন ধরয়ে মাথে
ক্ষণে ধরে হিয়ার উপরে।
ক্ষণে পুলকিত হয় ক্ষণে আঁখি মুদি রয়
বলরাম কি কহিতে পারে॥ ২০॥ ৬৮১॥

তুড়ী।

নয়ানে নয়ানে থাকে রাতি দিনে
দেখিতে দেখিতে ধান্দে।
চিবুক ধরিয়া মুখানি তুলিয়া
দেখিয়া দেখিয়া কান্দে॥
সই কি ছার পরাণ ধরি।
কি তার আরতি কি বা সে পিরীতি
জীতে কি পাসরিতে পারি।
নিশ্বাস ছাড়িতে গুণে পরমাদে
কাতর হইয়ে পুছে॥
বালাই লইয়া মরিব বলিয়া
আপনা দিয়া কত নিছে।
না জানি কি সুখে দাড়াঞা সমুখে
যোড় হাতে কিবা মাগে।
যে করয়ে চিতে কে যাবে প্রতীতে
বলরাম চিতে জাগে॥ ২১॥ ৬৮২॥

বিভাষ।

কি বা সে কহিব বঁধুর পিরীতি
তুলনা দিব যে কিসে।
সমুখে রাখিয়া মুখ নিরখিয়া
পরাণ অধিক বাসে।
আপনার হাতে পাণ সাজাইয়া
মোর মুখ ভরি দেয়।
মোর মুখে দিয়া আদর করিয়া
মুখে মুখ দিয়া নেয়॥
মরি মরি সই বঁধুর বালাই লৈয়া।
না জানি কেমনে আছয়ে এখনে
মোরে কাছে না দেখিয়া॥ ধ্রু॥
করতলে ঘন বদন মাজই
বসন করয়ে দূর।
পরশিতে অঙ্গ সকলি সোঁপিনু
ধৈরজ পাওল চূর॥
মরম বান্ধল নানা সুখ দিয়া
বচন ঠেলিতে নারি।
যখনে যেমতি করে অনুমতি
তখনে তেমতি করি॥
তোর সঙ্গে সখি কথাটি কহিতে
সোয়াস্ত না পাও হিয়া।
বলরাম কহে মরি যাই হেন
পিরীতি বালাই লৈয়া॥ ২২॥ ৬৮৩॥

সিন্ধুড়া।

নিজ পরসঙ্গ স্বপনে না কবে
আনে না পাতয়ে কাণ।
দিঠে দিঠে রহে নিমিখ না বহে
নিরখে মঝু বয়ান ॥
(সই) কি নাসে বন্ধুর পিরীতি কি রীতি
কহিতে কহিব কি।
সো সব চরিতে কত উঠে চিতে
পরাণ নিছনি দি ॥
ক্ষণে ক্ষণে তনু পুলকে আকুল
তিলেক না ছাড়ে সঙ্গ।
হাসির মিশালে রসের আলাপ
অমিয়া সিনায় অঙ্গ ॥
এত করি মোরে কোরে আগোরয়
রঞ্জয়ে বেশ বিশেষ।
জ্ঞানদাস কহে ধনি ধনি সেহ
যাহে এ পিরীতি-লেশ ॥ ২৩। ৬৮৪ ॥

ভাটিয়ারি।

নাস বেশ করি পরায় পাটের শাড়ী
সাধে সাধে সমুখে হাটায়।
দেখিয়া হাটন মোর হইয়া আনন্দে ভোর
দুই বাহু পসারিয়া ধায় ॥

সই তেঞি সে হিয়ার মাঝে জাগে।
কত কুলবতী যারে হেরিয়া ঝুরিয়া মরে
সেই যোড় হাতে মোর আগে॥ ধ্রু॥
অতিরসে গরগরি কাঁপে পহু থরহরি
আরতি করিয়া কোলে করে।
ঘন ঘন চুম্বনে নিবিড় আলিঙ্গনে
ডুবাইল রসের সাগরে॥
চন্দন মাথায় গায় দেয় বসনের বায়
নিজ করে তাম্বূল খাওয়ায়।
বিনি কাজে কত পুছে, কত না মুখানি মোছে
হেন বাসে দেখিতে হারায়॥
তুমি মোর প্রাণ ধন তোমা বিনে নাহি আন
কহে পিয়া গদগদ ভাষে।
যতেক পিরীতি তার জগতে ক আছে আর
কি বলিবে বলরাম দাসে॥ ২৪॥ ৬৮৫॥

ধানশী।

শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে
পরাণে পরাণে লেহ।
না জানি কি লাগি কো বিহি গঢ়ল
ভিন ভিন করি দেহ॥
সই কিবা সে পিরীতি তার।
আলস করিয়া নারে পাশ দিতে
কি দিয়া সুধিব ধার॥ ধ্রু॥

আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া
পীতবাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক করের মুরলী
লইতে আমার নাম॥

আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ
যখন যে দিগে পায়।
বাহু পসারিয়া বাউল হইয়া
তখনে সে দিগে ধায়॥

লাখ কামিনী ভাবে রাতি দিনি
যে পদ সেবিতে চায়।
জ্ঞানদাস কহে আহীর-নাগরী
পিরীতে বান্ধল তায়॥ ২৫॥ ৬৮৬॥

সিন্ধুড়া।

এমন পিয়ার কথা কি পুছসি রে সখি
পরাণ নিছনি তার দিয়ে।
গড়ের কুটাগাছি শিরে ঠেকাইয়া
আলাই বালাই তার নিয়ে॥ ধ্রু॥

হাত দিয়া দিয়া মুখানি মোছাঞা
দীপ নিয়া নিয়া চায়।
কতেক যতনে পাইয়া রতনে
থুইতে ঠাঞি না পায়॥

কত না আদরে রসের বাদরে
নিমগন কৈল মোরে।
তিলে না দেখিলে নিমিখ তেজিলে
ভাসয়ে নয়ান লোরে॥
সে হেন নাগর রসের সাগর
গুণের নাহিক সীমা।
দাস গোবিন্দে কহল আনন্দে
তুমি সে জান মহিমা॥ ২৬॥ ৬৮৭॥

তথা রাগ।

যবে দেখা দেখি হয়ে হেন তার মনে লয়ে
নয়ানে নয়ানে মোরে পিয়ে।
পিরীতি আরতি দেখি হেন মনে লয় সখি
আমি তাহে চাহিলে সে জীয়ে॥
আহা মরি মরি মুঞি কি করব আরতি।
কি দিয়া সুধিব শুমবঁধুর পিরীতি॥ ধ্রু॥
রসিক নাগর যেন নিতুই দুয়ারে সে
বিনা কাজে কত আইসে যায়।
জ্ঞানদাস তবে কয় তোমার চরিত যেবা লয়
তাহা বা কহিবা তুমি কায়॥ ২৮॥ ৬৮৮॥

গান্ধার।

কাহারে কহিব কানুর পিরীতি
তুমি সে বেদনী সই।
সে রস ধাধসে ধস ধস হিয়া
তেঞি সে তোমারে কই॥

ও নব নাগর রসের সাগর
আগোর সকল গুণে।
সে সব চরিত আদর পিরীতি
ঝুরিয়া মরিয়ে মনে ॥
সে মোর কোলেতে করিয়া ভাবিয়া
বদনে বদন দিয়া।
মধুর চুম্বিয়া বিধু বিড়ম্বিয়া
পরাণ লইল পিয়া ॥
কাঁচুয়া ফাঁড়িয়া সে রস লুটিয়া
ভুলিলা মধুপ জনু।
কমল-কোরক ভরমে কি কৈল
গুণিতে ঘূর্ণিত তনু ॥
ও দিঠি চাতুরী মুখের মাধুরী
লহরী কত বা আর।
এ সুখ শুনিতে বুঝিলাম হয়ে
দাস গোবিন্দ ছার ॥ ২৮ ॥ ৬৮৯ ॥

ধানশী।

হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখিতে
মধুর কথাটি কয়।
ছায়ার সহিতে ছায়া মিলাইতে
পথের নিকটে রয় ॥
আলো সই সে জন মানুষ নয়।
তাহার সঙ্গেতে পিরীতি করয়ে
কি জানি কি তার হয় ॥

সহজে রসের আকর সে যে
ভাবের অঙ্কুর তায়।
বাতাসে বসন উড়িতে আপন
অঙ্গেতে ঠেকাইয়া যায়॥
চমক চলনী ও গীম-দোলনী
রমণী-মানস-চোর।
জ্ঞানদাস কহে সো পিয়া-পিরীতি
মরমে পশিল তোর॥ ২৯ ॥ ৬৯০ ॥

পঠমঞ্জরী।

একলি যাইতে যমুনার ঘাটে।
পদ-চিহ্ন মোর দেখিয়া বাটে॥
প্রতি পদ-চিহ্ন চুম্বয়ে কান।
তা দেখি আকুল বিকল প্রাণ॥
লোক দেখিলে কি বলিবে মোরে।
নাসা পরশিয়া রহিনু দূরে॥
হাসি হাসি পিয়া মিলল পাশ।
তা দেখি কাঁপয়ে গোবিন্দ দাস॥ ৩০। ৬৯১॥

তথা রাগ।

সিনান দোপর সময়ে জানি।
তপত পথে পিয়া ঢালয়ে পাণি॥
কি কহব সখি পিয়ার কথা।
কহিতে হৃদয়ে লাগয়ে ব্যথা॥

তাম্বূল ভখিয়া দাড়াই পথে।
হেন বেলে পিয়া পাতয়ে হাতে ॥
লাজে হাম যদি মন্দিরে যাই।
পদ-চিহ্ন তলে লুটয়ে তাই ॥
আমার অঙ্গের সৌরভ পাইলে।
ঘুরি ঘুরি জনু ভ্রমরা বুলে ॥
গোবিন্দদাসের জীবন হেন।
পিরীতি বিষম মানহ কেন ॥ ৩১ ॥ ৬৯২ ॥

গুণ কহিলে কি জানি হয়।
কহিতে কহিতে অথির তনু
ধৈরজ নাহিক রয় ॥ ইত্যাদি পদং জ্ঞেয়ং।

পুনশ্চ প্রকারান্তরং।
অথ স্বপ্নরসোদ্গারঃ।
শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

বিভাষ।

করিব কি মুঞি করিব কি।
গোপত গৌরাঙ্গের প্রেমে ঠেকিয়াছি ॥
দীঘল দীঘল চাঁচর কেশ রসাল দুটি আঁখি।
রূপে গুণে প্রেমে তনু মাখা যেন দেখি ॥
আচম্বিতে আসিয়া ধরিল মোর বুক।
স্বপনে দেখিয়ে হাম গোরাচাঁদের মুখ ॥
বাপের কুলের ঝিয়ারী।
শ্বশুর কুলের মুঞি কুলের বৌহারী ॥

পতিব্রতা মুঞি সে আছিনু পতির কোলে॥
সকল ভাঙ্গিয়া গেল গোরা-প্রেম-জলে॥
কহে নয়নানন্দ বুঝিলাম ইহা।
কোন পরকারে এখন নিবারিবা হিয়া॥৩২॥৬৯৩॥

বিভাষ।

নবঘন-কিরণ- বরণ নব নাগর
মন্দিরে আওল মোর।
লোল নয়ান-কোণে মদন জাগাওল
মৃদু মৃদু হাসি বিভোর॥

সজনি কি কহব রজনী-আনন্দ।
স্বপনে বিলোকন কিয়ে ভেল দরশন
মঝু মনে লাগল ধন্দ॥ ধ্রু॥

উর পর কমল- পাণি অবলম্বনে
দূরে করল আন আন।
নীবিহুক বন্ধ- বিমোচনে নাগর
কি করল কিছুই না জান॥

তৈখনে মদন কুসুম শর হানল
জর জর জীবন মোর।
গোবিন্দ দাস কহ আরাধনকি ফল
বিফল কি যাইবে তোর॥৩৩॥৬৯৪॥

তথা রাগ।

পরাণ বন্ধুকে স্বপনে দেখিনু
বসিয়া শিয়র পাশে।
নাসার বেশর পরশ করিয়া
ঈষত মধুর হাসে॥

পিঙল বরণ বসন খানিতে
মুখানি আমার মোছে।
শিথান হইতে মাথাটী বাহুতে
রাখিয়া শুতল কাছে॥

মুখে মুখ দিয়া সমান হইয়া
বঁধুয়া করল কোরে।
চরণ উপরে পসারি চরণ
পরাণ পাইনু বোলে॥

অঙ্গ-পরিমল সুগন্ধি চন্দন
কুঙ্কুম কস্তুরী পারা।
পরশ করিতে রস উপজিল
জাগিয়া হইনু হারা॥

কপোত পাখীরে চকিতে বাটুল
বাঁঝিলে যেমন হয়।
চণ্ডীদাস কহে এমতি হইলে
আর কি পরাণ রয়॥ ৩৪। ৬৯৫॥

ধানশী।

বন্ধুর সঙ্কেতে আজু যাইতে নারিনু গো
পাপ ননদিনী হৈল বাধা।
দুখেতে আপন ঘরে শুতিয়া রহিনু গো
বিধি না পূরল মন সাধা॥

সজনি সো সুখ কি কহিব অনেক।
পিয়া আসি যেন মোরে নিকুঞ্জ কানন ঘরে
স্বপনে হইনু পরতেক॥

বুকে বুকে মুখে মুখে নিবিড় মদন-সুখে
কত না আরতি সে না কথা।
ননদী-জনিত দুখ জাগরণে যত ছিল
ঘুমাইলে গেল সব ব্যথা॥

কত না যতন করি বেশ বনাইল গো
এ রস-বিলাস কৈল কত।
এক মুখে তোহে হাম তাহাকি কহিব গো
রভস কৌতুক যত যত॥

হেন কালে নিঁদ টুটি জাগিয়া বসিনু গো
স্বপন নারিনু বুঝিবারে।
সেই হইতে প্রাণ মোর আনচান করে গো
বিন্দু পরবোধে বারে বারে॥ ৩৫। ৬৯৬

ইত্যাদি স্বপ্ন-রসোদ্গারঃ॥

পুনশ্চ দিনান্তে প্রকারান্তরং যথা সখ্যুক্তিঃ ॥

তথা রাগ।

হেদে লো তোমারে ভাল না দেখিয়ে আজি।
কালা মাণিকের বাতাসে সে বুঝি
মজিল গোকুল-রাজি ॥

ভাবে ভরল সকল অঙ্গ
মুখেতে না সরে রা।
আবেশে অবশ অথির চরণ
ধরণে না যায় গা ॥

ঢর ঢর রাঙ্গা নয়ন-যুগল
সঘনে নিশ্বাস ছাড়।
পীন পয়োধর বসনে ঝাঁপিয়া
অঙ্গ সদা কেনে মোড় ॥

পুছিলে মনের মরম না কহ
মাথা তুলি নাহি চাও ॥
যদুনাথ কহ এ দোষ বড়ই
সঙ্গের সঙ্গী ভাড়াও ॥ ৩৬। ৬৯৭ ॥

পঠমঞ্জরী।

শুন শুন আরে সখি আজুক রঙ্গ।
রজনী গোঙায়ল সুপুরুখ সঙ্গ ॥

মদন-মনোহর সুন্দর বেশ।
মন্দিরে মোর কয়ল পরবেশ॥
পাণি পাণি গহি বসাওল পাশ।
শশী কুমুদিনী জনু উপজল হাস॥
কাঁচুলি ফাঁড়ি কুচ-কুম্ভ বিদার।
নীবি-বন্ধ ফুগইতে টুটল হার॥
করে কর জোরি আলিঙ্গন দেল।
হৃদয়ক দারিদ তৈখনে গেল॥ ৩৭। ৬৯৮॥

তথা রাগ।

যব কানু আওল মন্দির মাঝে।
আঁচরে বদন ঝাঁপলু লাজে॥
করে কর বারি ফুয়ল চীর মোর।
পিয়া বড় ঢীট কর রাখল আগোর॥
কি কহব রে সখি কানুক লেহা।
ও সুখে মুগধ মুগধ মঝু দেহা॥ ধ্রু॥
প্রেম পরশ-রস কয়ল অপার।
কত পরথাপল পিরীতি পসার॥
চুম্বনে চুয়ল অগরক দাগ।
কি কহব সে সব সময় সোহাগ॥
নিবিড় আলিঙ্গনে বিগলিত স্বেদ।
লুবধ মনোভব নহ পরিচ্ছেদ॥
উপজিল আরতি সহন না যায়।
জ্ঞানদাস কহ সীম কো পায়॥ ৩৮। ৬৯৯॥

শ্রীরাগ।

রূপ হেরি লোচন তিরপিত ভেল।
গুণ শুনি শ্রবণ সফল ভৈগেল॥
মনক মনোরথ মনমথ দেল।
চন্দন-চাঁদ চিত রহি গেল।
এ সখি এ সখি আজুক রঙ্গ।
সুধুই সুধায়সি চকিত ভেল অঙ্গ॥
আরতি গুরুয়া পিরীতি নহ থোর।
লাখ মুখে কহিতে না পারিয়ে ওর॥
পরশে অবশ তনু বেশ নিরুঝম্প।
ঘামল সব তনু উপজল কম্প॥
সরস সম্ভাষণ হাস পরিপাটী।
তাম্বূল অধরে অধরে লই সাঁটি॥
করি কত ভাতি কয়ল কত রঙ্গ।
জ্ঞান কহে দুহুঁ তনু আধ আধ অঙ্গ॥৩৯॥৭০০॥

রসোদ্গারানুরাগঃ।
প্রকারান্তরং।

কহ না উপায় সখি কহ না উপায়।
নিরবধি হৃদয়ে জাগয়ে গোরা রায়॥
পাসরা না যায় গোরাচাঁদের পিরীতি।
কি করিব বিধি সে করিল কুলবতী॥
কিবা সে মধুর বাণী অমিয়ার ধারা।
কিবা সে মধুর রূপ সতী-মন-চোরা॥

যদু কহে কি কহব গোরা-গুণ যত।
বিকাইনু গোরা-প্রেমে এ জনমের মত ॥৪০॥৭০১

সখ্যুক্তি।

ধানশী।

ঘন রসময় তনু অন্তর গহীন।
নিমগণ কতহুঁ রমণী-মন-মীন ॥
শ্রবণ মকর গীম কম্বু বিরাজ।
হিয় মাহা লখিমী মিলিত ফণি-রাজ।
এ সখি শ্যাম-সিন্ধু করি চোর।
কৈছে ধয়লি কুচ-কনয়-কটোর ॥ ধ্রু ॥
যছু মুখ চাঁদ সুধাময় হাস।
গরলহি ভরল নয়ন পরকাশ ॥
অধর পণ্ডার দশন মণিমোতি।
রোচন-তিলক মৈনাকক জ্যোতি ॥
সুরতরু-কুসুম সুগন্ধ নিবাস।
চূড়া জলদ পিঞ্জ ধনু-ভাস ॥
গতি গজরাজ চরণ অরবিন্দ।
নখমণি নিছনি দাস গোবিন্দ ॥ ৪১ ॥ ৭০২॥

তথা রাগ।

কুটিল কটাক্ষ- বিশিখ ঘন বরিখনে
দূরে করি বিবিধ তরঙ্গ ॥
নিজ তনু ঔষধি সরস পরশ দধি
লেশে থকিত করি অঙ্গ ॥

সুন্দরি ধনি পীতাম্বরী তুহুঁ ভেল।
এক হিলোলে শ্যাম-রস-সায়রে
সবহুঁ সার হরি নেল ॥ধ্রু॥
দূর অবগাহ অন্তর মাহা মন্থর
মদন-কমঠ অবগাহ।
উচ-কুচ মন্দর হার ভুজগ-বর
মেলি মথন নিরবাহ।
অধর সুধা পিয়- প্রেম লছমী হিয়
বাহিরে নখ-পদ চন্দ্র।
প্রীতি-অনুভব রতন পরিপূরল
গোবিন্দদাস রহু ধন্দ ॥ ৪২ ॥ ৭০৩ ॥

বিভাষ।

যো গিরি-গোচর বিপিনহি সঞ্চরু
কৃশ-কটি করু অবগাহ ॥
চন্দ্রক চারু শটা-পরিমণ্ডিত
অরুণ কুটিল দিঠি চাহ ॥
সুন্দরি ভালে তুহুঁ হরিনী-নয়ানী।
সো চঞ্চল হরি হিয়া-পিঞ্জর ভরি
কৈছনে ধয়লি সেয়ানি ॥
কত বর-দন্তীক করহি কর বারত
দশনহি গণ্ড বিদারি।
বল করি খরতর নখর-নিকর সঞে
মোতিম বনহি বিথারি ॥

অধর সুধা দেই পুনহি জীয়ায়ই
পুন নিরমদ করি তেজ।
গোবিন্দদাস ভণ তাক শয়ন পুন
অহনিশি কিশলয় শেজ ॥ ৪৩ ॥ ৭০৪ ॥

নিজোক্তি।

কৌ রাগিণী।

বেণুক ফুকে বুক মদনানল
কুল-ইন্ধন মাহা জারি।
দরশন পাণি তুহুঁ পরশে সোহাগল
শ্রম-জলে জোরল বারি ॥

সজনি কানু সে হৈল সোণার।
মঝু মন-কাঞ্চন আপন প্রেম-মণি
জোরি পিন্ধায়ল হার ॥

নব অনুরাগ- রঙ্গে পুন রঞ্জল
মূল না জানই কোই।
গুরুজন-নয়ন চোর পরে ছাপিয়ে
প্রাণনাথ সম গোই ॥

যো রস আগরি বিদগধ নাগরী
হের তুহুঁ মন সাধ।
গোবিন্দদাস কহই আনে হেরিলে
জানি হোয়ত পরমাদ ॥ ৪৪ ॥ ৭০৫ ॥

শ্রীগান্ধার।

কাজর ভরম তিমির জনু তনু-রুচি
নিবসই কুঞ্জ-কুটীর।
বাঁশী নিশাসে মধুর বিষ উগারই
গতি অতি কুটিল সুধীর॥

সজনি কানু সে বরজ-ভুজঙ্গ।
সো মঝু হৃদয় চন্দন-রুহে লাগল
ভাগল ধরম বিহঙ্গ॥ ধ্রু॥

লোচন কোণে পড়ত যব নাগরী
রহই না পারই থির।
কুঞ্চিত অরুণ অধরে ধরি পিবই
কুলবতী-বরত-সমীর॥

এক অপরূপ নয়নে বিষ তাকর
মেটয়ে দশনক দংশে।
বিষ ঔষধ বিষ অবধারল
গোবিন্দদাস পরশংসে॥ ৪৫॥ ৭০৬॥

ধানশী।

পহিলহি কুল তূল সম উয়ল
যাকর বেণুক ফুকে।
ধরম করম মতি ভরম সদৃশ ভেল
নারী গিরি সম দুখে॥

সজনি কি হাম করব উপায়।
হেরইতে সো কানু আপনি আপনা তনু
কাঁহে করত অন্তরায়॥ ধ্রু॥
নয়নহি নিন্দউ নয়ানে না হেরই
হানল ফুলশর বাণ।
যত পরমাদ কহই না পাবিয়ে
গোবিন্দদাস পরমাণ॥ ৪৬॥ ৭০৭॥

সুহই।

হৃদয়-মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল
প্রেম-প্রহরী রহু জাগি।
গুরুজন পৌর চোর সদৃশ ভেল
দূরহি দূরে রহু ভাগি।
সজনি এত দিনে ভাঙ্গল দ্বন্দ।
কানু অনুরাগ- ভুজগে গরাশল
কুল-দাদুরী মরু মন্দ॥ ধ্রু॥
আপনক চরিত আপে নাহি সমুঝিয়ে
আন করিতে হয়ে আন।
ভাবে ভরল মন পরিজন বাঁচিতে
গৃহ-পতি সপতিক ঠাম॥
নিন্দউ নিঁদ নয়নে নাহি হেরিয়ে
না জানিয়ে কিয়ে ভেল আঁখি।
যত পরমাদ কহই নাই পারিয়ে
গোবিন্দদাস এক সাখী॥ ৪৭॥ ৭০৮।

বিভাষ।

রজনী কাহিনী কহিতে রমণী
পুলকে পূরল দেহ।
কনক রমণী কি হৈল না জানি
সোঙরি সে সব লেহ॥
অঙ্গের বসন খসয়ে সঘন
নয়ানে ভরয়ে লোর।
বিষাদে বিকল বিছুরি সকল
চরণ না চলে থোর॥
হৃদয়-মন্দিরে পিরীতি-পালঙ্ক
রসের বালিস তায়।
আরতি তোষাণ তাহাতে অমনি
শুতল রসিক রায়॥
পিয়ার পিরীতি কহয়ে যুবতি
ধরিয়া সখীর করে।
শেখর সত্বরে কহয়ে রাধারে
দেখিবে নাগর বরে॥ ৪৮॥ ৭০৯॥

সুহই।

কহিতে কানুর বিলাস কথা।
ছল ছল ভেল নয়ন রাতা॥
গদ গদ কণ্ঠে না সরে বাণী।
বিবরণ ভেল কি হৈল জানি॥

পুলকে পূরল সকল দেহ।
স্তবধ হইলে না চলে সেহ॥
ঝর ঝর বাহি পড়য়ে ঘাম।
ক্ষণে থর থর কম্পিত নাম॥
মূরছি পড়ল সখীর গায়।
হেরি সহচরী চমক পায়॥
কোরে করিয়া রহল তাই।
ক্ষণেকে চেতন পাওল রাই॥
সখী কহে একি বিপরীত দেখি।
কহিতে এমন কোথা না লখি॥
আমরা কহিতে সুখের কথা।
কহিতে তোহার কি ভেল ব্যথা॥
রাই কহে মোর জীবন কানু।
সে গুণ কহিতে অবশ তনু॥
শেখর কহয়ে রহিয়া তাই।
এমন প্রেমের বালাই যাই॥ ৪৯॥ ৭১০॥

পুনশ্চ প্রকারান্তরং যথা।
ততো রসোদ্গারানুরাগঃ।

সুহই।

পিয়ার পিরীতে জাগি ঘুমায়লু
না জানি বিহান নিশি।
কানুর সঙ্গের অঙ্গের সৌরভ
ননদী পাওল আসি॥

ননদী বলে গা তোল বড়ুয়ার ঝি।
সে হেন অঙ্গের এমন বিতথা
লোকে না বলিবে কি ॥ ধ্রু ॥
কেন তোর তনু হেন বিবরণ
মলিন চাঁদের কলা।
মত্ত করিবরে মথিয়া থুঞা রে
শিরীষ-কুসুম-মালা ॥
কে দিল হেন রঙ্গের নূপুর
কে দিল এমন হার।
তড়িত জিনিয়া বরণ বসন
গুপতে আনিলি কার ॥
আপাদমস্তক নাহি পরকাশ
কে দিল চন্দন চুয়া।
সুরঙ্গ অধরে রঙ্গ ধরাইয়া
কে দিল তাম্বূল গুয়া ॥
নাসার বেশর ভালে সে তিলক
কে দিল এমন ছান্দে।
খঞ্জন নয়ানে অঞ্জন রঞ্জিত
জ্ঞান পড়ল ধান্দে ॥ ৫০ ॥ ৭১১ ॥

তথা রাগ।

ননদি গো রহিতে নারিনু ঘরে।
না দেখি না শুনি এমন দেবতা
যুবতী দেখিয়া ধরে ॥ ধ্রু ॥

নিশির স্বপনে চাঁদ উপরাগ
হেরিয়ে মন্দিরে বসি।
হেনই সময়ে সে বনদেবতা
মোরে গরাসিল আসি॥

গরাস তরাসে আকুল হইয়া
মূরছি পড়িনু ভূমে।
তোর নাম ধরি কত না ডাকিনু
শুনি না শুনিলি কাণে॥

এ মোর বিতথা সে বনদেবতা
শুনি চমকায় চিতে।
যুবতি দেখিয়া ফিরয়ে হেরিয়া
এমতি তাহারি রীতে॥

যে জন হেরয়ে সে বনদেবতা
রহয়ে তাহারি চিতে।
এবোল শুনিয়া ননদী চমকি
ভ্রমিয়া বুলয়ে ভীতে॥

গোকুল-পতির মতি ভুলাইলা
ঈষত আঁখির ঠারে।
জ্ঞানদাস কহে ননদী ভুলাতে
কি বা পরমাদ তারে॥ ৫১॥ ৭১২॥

দিনান্তরস্থ বার্ত্তা।

মল্লার।

এঘোর রজনী মেঘের ছটা
পিয়া কেমনে আইলা বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে॥

সই আর কি বলিব তোরে।
অনেক পুণ্য ফলে সে হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলল মোরে॥

ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ
বিলম্বে বাহির হৈনু।
আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া
কত না যন্ত্রণা দিনু॥

বঁধুর পিরীতি আরতি দেখিয়া
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনল ভেজাই ঘরে॥

আপনার দুখ , সুখ করি মানে
আমার দুখের দুখী।
চণ্ডীদাস কহে বঁধুর পিরীতি
শুনিয়া জগত সুখী॥ ৫২॥ ৭১৩॥

দিনান্তে সখ্যুক্তি।

স্থহই।

সজনি কি কহব রাইক সোহাগি।
যাকর দেহলী বাদর কোরে ধনী
রজনী পোহায়ল জাগি ॥ ধ্রু ॥

কোকিল সম হরি সঙ্কেত রবইতে
দ্বার খসাইতে রাধা।
কঙ্কণ ঝণকিতে গুরুজন জাগল
পড়ি গেও দারুণ বাধা ॥

ননদিনী বলে ধনি কে বাহিরাওত
চিত-পুতলী সম দেহা।
লোরে মিটাওল পীন পয়োধর-
মৃগমদ-কুঙ্কুম রেহা ॥

বিঘটি মনোরথ আন চলল হরি
তাহে দুহুঁ সঙ্কেত রাখি।
হার কুসুমিত সরসিজ মুকুলিত
গোবিন্দদাস এক সাখী ॥ ৫৩ ॥ ৭১৪ ॥

পুনশ্চ প্রকারান্তরেণ যথা।
দিনান্তে পরস্পরং সখ্যুক্তিঃ।
রসোদ্গারঃ।
তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।
আরে মোর গৌর কিশোর ইত্যাদি পদং জ্ঞেয়ং।

সিন্ধুড়া।

অবহুঁ রভস রস কয়লহুঁ ধাধস
ঝামর তুপর বেলি।
উলটল কবরী সম্বরে নাহি অম্বর
কহ কেবা গারি বা দেলি।

সখি হে কোন এতহুঁ দুখ দেল।
বিকচ কমল ফুল লোচন ছল ছল
অব কাঁহে মুদিত ভেল॥

তাম্বূল অধরে মধুর বিম্ব-ফলে
কীর দংশন কিবা দেল।
কুচ-ছিরিফল পর বিহগ কিয়ে বৈঠল
তাহে অরুণ-রেখ ভেল॥

কাজর কপোল লোল অমিয়-ফল
সিন্দুর সুন্দর বয়ানে।
জ্ঞানদাস কহ চলহ চল সখি
রাইক মিলাও সিনানে। ৫৪॥ ৭১৫॥

ধানশী।

সখি রাই কলাবতী কান।
এ দুহুঁ মনোভব মনহি বুঝাওল
কিয়ে দুহুঁ আপন সুজান॥

তুহুঁ দিঠি চঞ্চল বচন সমাপল
চৌদিশে কত আছে আনে।
তুহুঁ জন বুঝল কেহ নাহি সমুঝল
ঐছন তুহুঁ যে সিনানে॥
ভুজে ভুজে বান্ধি উরহি দরশায়ল
রমণী সমুঝল কাজে।
আনন সরোরুহ করে পরশাওল
সময় বুঝায়ল সাঁঝে॥
কর-কমলে মুখ- কমল লুকায়ল
আন সমুঝায়ল নাহ।
জ্ঞানদাস কহ তরুণী ঊন নহ
তৈছে কয়ল নিরবাহ॥ ৫৫ ॥ ৭:৬॥

বরাড়ী।

ছলে দরশায়ল উরজক ওর।
আপনি নেহারি হেরল মোহে গোর॥
বিহসি দশন আধ দরশন দেল।
ভুজে ভুজে বান্ধি অলপ চলি গেল॥
কি কহব রে সখি নারী সুজান।
হরখে বরখে কত মনমথ-বাণ॥
হরি কত দূরসেঁ পালটী নেহারি।
তোড়ল কানড় কুসুম উঘারি॥
বসনক ওর ঝাঁপল তব গোরী।
লীলা-কমলে মুখ গোপল থোরি॥

বৈদগধি বিবিধ পসারল সেহ।
কানু মুগধ তাহে ধরু নিজ দেহ॥
ধনি ধনি তাক যাক ইহ নারী।
জ্ঞানদাস কহ ধনী জনা চারি॥ ৫৬ ॥ ৭১৭

সুহই।

সখি বড় অপরূপ ভেলি।
রাই যমুনা সিনানে গেলি॥
কানু দরশন ভেল।
কিয়ে ইঙ্গিত কেল॥
বুঝিয়া সে সব রীত।
সবে গেল আন ভিত॥
যব হোত নিরজনে।
পৈঠলি নিকুঞ্জ-বনে॥
কি তুহুঁ কয়লি লেহ।
জ্ঞানদাস কি বুঝিব থেহ॥ ৫৭ ॥ ৭১৮ ॥

বরাড়ী।

নাহি উঠল তীরে রাই কমল-মুখী
সমুখে হেরল বরকান।
গুরু-জন সঙ্গে লাজে ধনী নত-মুখী
কৈছনে হেরব বয়ান॥
সখি হে অপরূপ চাতুরী গোরী।
সব জন তেজিয়া আগুসরি ফুকরই
আড় বদনে তহিঁ ফেরি॥ ধ্রু॥

তঁহি পুন মোতি- হার টুটি ফেলল
কহত হার টুটি গেল।
সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু
শ্যাম দরশন ধনী কেল ॥

নয়ন-চকোর কানু-মুখ শশধর
কয়ল অমৃত-রস পান ।
দুহুঁ দোঁহা দরশনে রসহুঁ পসারল
বিদ্যাপতি ভালে জান ॥ ৫৮ ॥ ৭১৯ ॥

ভূপালী ।

কি কহব রাইক চরিত অপার ।
ঐছে কতিহুঁ না হেরিয়ে আর ॥
গুরুজন সনে আজি চলইতে বাট ।
অন্তরে উপজল কানুক নাট ॥
পুলকে পূরল তনু ঝর ঝর ঘাম ।
অবশ হইয়া কহে কানু কানু নাম ॥
ননদী কহয়ে তুহিঁ কানু কাঁহা হেরি ।
ভানু ভানু করিয়া কহয়ে পুন বেরি ॥
অতিশয় তাপে তনুতে বহে ঘাম ।
তাহে পুন পুন সে কহলু ভানু নাম ॥
গুরুজন শুনি তব্ নিশবদ ভেল ।
জ্ঞানদাস চাতুরী উপদেশ কেল ॥ ৫৯ ॥ ৭২০

অথ রসোদ্গারঃ প্রকারান্তরং যথা।

শ্রীমহাপ্রভুঃ।

বিভাষ।

আজুক প্রেমক নাহিক ওর।
স্বপনহি শুতল গৌরক কোর॥
পহু মুখ হেরইতে পড়লহি ভোর।
ঢরকি ঢরকি বহে লোচনে লোর॥
উচ-কুচ কাজরে হারে উজোর।
ভীগল তিলক বসন রুচি মোর॥
মিটল অঙ্গ-বেশ বহু থোর।
বাসুদেব ঘোষ কহে প্রেম আগোর॥৬০॥৭২১॥

ধানশী।

কি কহব রে সখি রজনীক বাত।
শুতিয়া আছিনু হাম গুরুজন সাথ॥
আধ রজনী যব পূরল চন্দা।
সুমলয় পবন বহয়ে অতি মন্দা॥
গৌরক প্রেম ভরল মঝু দেহা।
আকুল জীবন না বান্ধই থেহা॥
গৌর গৌর করি উঠলুঁ রোই॥
জাগল গুরুজন কহে পুন কোই॥
গৌর নাম সবে শুনল কাণে।
গুরুজন তবহিঁ করল চিতে আনে॥

চোর চোর করি উঠায়লু ভাষ।
বাসুদেব ঘোষ কহে ঐছে বিলাস ॥ ৬১ ॥ ৭২২

তথা রাগ।

পালঙ্কে শয়ন ঘুমে অচেতন
দীঘল বহয়ে শ্বাস।
দীপ করে লই লুবধ মাধব
আওল হামারি পাশ ॥

সখি হে কানু সে ঐছন ঢীট।
হরষে পরশে অধিক লালসে
বিষম তাকর দীঠ ॥ ধ্রু ॥

জাগাইবে ডরে লহু লহু করে
বসন কয়ল দূর।
কনক গাগরে বেকত নেহারি
নিজ মনোরথ পূর ॥

দীপের ছটায় ঝটিতে জাগলু
ভরমে কহলু চোর।
ডরে চোর পাশে আন্ধারে পশিলু
সে মোরে করল কোর ॥

হাসিয়া রভসে বান্ধি ভুজপাশে
বিলসে অধিক সুখ।
চম্পতি-পতি বেকত কহয়ে
চোরের নিলাজ মুখ ॥ ৬২ ॥ ৭২৩ ॥

এ সখি রঙ্গিনী কি কহব তোয়।
আর এক কৌতুক কহনে না হোয়॥
একলি আছিনু ঘরে হীন-পরিধান।
অলখিতে আওল কমল-নয়ান॥
এ দিগে ঝাঁপিতে তনু ও দিগে উদাস।
ধরণী পশিয়ে যদি পাউ পরকাশ॥
করে কুচ ঝাঁপিতে ঝাঁপন না যায়।
মলয়-শিখর জনু হিমে না লুকায়॥
ধিক যাউ জীবন যৌবন লাজ।
আজু মোর অঙ্গ দেখল যুবরাজ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি রসবতি রাই।
চতুরক আগে কিয়ে চতুরাই॥ ৬৩॥ ৭২৪॥

তথা রাগ।

আজুক লাজ কি কহব মাই।
জল দেই ধোই তবহুঁ না যাই॥
নাহি উঠল হাম কালিন্দী তীর।
অঙ্গহি লাগল পাতল চীর॥
তাহি বেকত ভেল সকল শরীর।
তাহি উপনীত সমুখে যদুবীর॥
বিপুল নিতম্ব অতি বেকত ভেল।
পালটিয়া তাপর কুন্তল দেল॥

উরজ উপর যব দেয়ল দিঠ।
উর মোড়ি বৈঠলু হরি করি পীঠ॥
হাসি মুখ মোড়ই টীট মাধাই।
তনু তনু ঝাঁপিতে ঝাঁপন না যাই॥
বিদ্যাপতি কহে তুহুঁ আগেয়ানি।
পুন কাঁহে পালটি না পৈঠলি পানী॥৬৪॥১২৫॥

ধানশী।

এ ধনি রঙ্গিণি কি কহব তোয়।
আজুক কৌতুক কহনে না হোয়॥
একলি শুতিয়া ছিনু কুসুম শয়ান।
দোসর মনমথ করে ফুলবাণ॥
নূপুর ঝুনু ঝুনু আওল কান।
কৌতুকে হাম মুদি রহল নয়ান॥
আওল কানু বৈঠল মঝু পাশ।
পাশ মোড়ি হাম লুকায়লু হাস॥
কুন্তল-কুসুমদাম হরি নেল।
বরিহা-মাল পুনহি মঝু দেল॥
নাসা-মোতিম গীমক হার।
যতনে উতারল কত পরকার॥
কঞ্চুক ফুগইতে পহু ভেল ভোর।
জাগল মনমথ বান্ধল চোর॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি রসিক সুজান।
তুহুঁ রসবতী পুন সব রস ভাণ॥ ৬৫॥ ১২৬॥

তথা রাগ।

শাশ ঘুমাওত কোরে আগোর।
তহিঁ রতি-টীট পীঠ রহুঁ চোর॥
কিয়ে হাম আখরে কহল বুঝাই।
আজুক চাতুরী রহব কি যাই॥
না করহ আরতি এ অবুধ নাহ।
অব নাহি হোত বচন নিরবাহ॥
পীঠ আলিঙ্গনে কত সুখ পাব।
পাণীক পিয়াস দুধে কিয়ে যাব॥
কত মুখ মোড়ি অধর-রস নেল।
কত নিশবদ করি কুচে কর দেল॥
সমুখে না যায় সঘনে নিশোয়াস।
হাস-কিরণ ভেল দশন বিকাশ॥
জাগল শাশ চলত তব্ কান।
না পূরল আশ বিদ্যাপতি ভাণ॥ ৬৬॥ ৭২৭॥

বিভাষ।

এ সখি এ সখি কি কহব হাম।
পিয়া মোর বিদগধ বিহি মোর বাম॥
কত দুখে আওল পিয়া মঝু লাগি।
দারুণ শাশ রহল তহিঁ জাগি॥
ঘরে ঘোর আন্ধিয়ার কি কহব সখি।
পাশে লাগল পিয়া কিছুই না দেখি॥
চিত মোর ধস ধস কহিতে না পাই।
এ বড় মনের দুখ রহ চিরথাই॥

বিদ্যাপতি কহ তুহুঁ অগেয়ানি।
পিয়া হিয়া করি কাঁহে না ফেরি বয়ানি ॥৬৭॥১২৮॥

আড়ানা।

অলখিতে আওল অলখিতে গেল।
না পূরল মনোরথ বেকত না ভেল॥
গুরুজন জাগল ভেল বিহান।
চরণ-নখর হেরি আন বয়ান॥
হেরি হেরি কি কবব কুলবতী হোই।
অঙ্গনে কানু-চরণ-চিহ্ন সোই॥
গুরুজন ভয়ে তব্ লেপইতে চাই।
পিরীতি বিশেষ লেপই না পাই॥
সংভ্রম ভেল মন ভ্রমে আনিবারি।
সো রস ভাঙ্গল নয়ন কি বারি।
যে পথে রাতি চলল রতি-চোর।
সে পথে মনোরথ গেলহি মোর॥
দেহ রহল জনু সুধ পসারি।
কহ কবিশেখর প্রেম বিচারি॥ ৬৮॥ ১২৯॥

দিনান্তে।

ধানশী।

(সখি হে) সে সব কহিতে লাজ।
যে করে রসিক-রাজ॥
আঙ্গিনা আওল সেহ।
হাম চলিলু গেহ॥

ও ধরু আঁচল ওর।
ফুয়ল কবরী মোর॥
টীট নাগর চোর।
পাওল হেম কটোর॥
ধরিতে ধয়ল তায়।
তোড়ল নখের ঘায়॥
চকোর চপল চাঁদ।
পড়ল প্রেমের ফাঁদ॥
কবি বিদ্যাপতি ভাণ।
পূরল দুহুঁক কাম॥ ৬৯॥ ৭৩০॥

তথা রাগ।

যাইতে যমুনা সিনানে।
সঙ্গহি কাল সমানে॥
অলখিতে আওল কান।
হাম তব্ বঙ্ক বয়ান।
ননদিনী আগে আগে যায়।
তহিঁ কিছু কহিতে না পায়॥
ও বর বিদগধ নাহ।
ইথে সে করল নিরবাহ॥ ধ্রু॥
পুন পিছে পিছে গেও সেহ।
উলটি হেরিয়ে শ্যাম দেহ॥
অলখিতে চুম্বন কেল।
ভাবে অবশ তনু ভেল॥

বিহি দিল কণ্টক হাতে।
চললিহুঁ অধমক সাথে ॥
কয়লহুঁ যমুনা সিনান।
জ্ঞানদাস কহে সহে কি পরাণ ॥ ৭০ ॥ ৭৩১ ॥

ভূপালী।

দিনান্তে।

একেশ্বরী যাইতে যমুনা তীর।
অলখিতে আওল শ্যাম-শরীর।
অম্বরে ছিল মোর অঙ্গ উদাস।
কত বেরি হেরি হেরি মৃদু মৃদু হাস ॥
এ সখি এ সখি অপরূপ কাজে।
দিঠহি দিঠ পড়ল রহি লাজে ॥
আগে আগে অনুসরি ফিরি ফিরি চায়।
বিহসি বয়ানে ক্ষণে বয়ান লাগায় ॥
আন ছলে কত যে করয়ে পরিহাস।
হেন বুঝি কত কুলজা-কুল নাশ।
শুনইতে মধুর মুরলী রব থোর ॥
খসয়ে কাঁখের কুম্ভ নীবি-নিচোল ॥
কি দেখিনু কি শুনিনু কহনে না যায়।
জ্ঞানদাস কহে পিরীতি যাহায় ॥ ৭১ ॥ ৭৩২ ॥

তথা রাগ।

বরুণক দেশ রজনী চলি গেল।
অরুণ অতি সুরপতি-দিগ ভেল ॥

ঐছন সময়ে নিজ কেলি-নিবাসে।
বেশ করলি পিয়া বহু প্রীতি আশে।
আধ আধ তাহে না পূরল আশ।
হেরি বিঘিনি কত ছাড়য়ে নিশ্বাস॥
নাহক চিতহি অতিশয় খেদ।
জ্ঞানদাস কহ বিহিক সন্তেদ॥ ৭২ ॥ ১৩৩ ॥

তথা রাগ।

বঁধুর রসের কথা কি কহব তোয়।
মনের উল্লাস যত কহিলে না হোয়॥
এক দুই গণনাতে অন্ত নাহি পাই।
রূপে গুণে রসে প্রেমে আরতি বাঢ়াই॥
দণ্ডে প্রহরে দিনে মাসেক বরখে॥
যুগ মন্বন্তরে কত কলপে না দেখে॥
দেখিলে মানয়ে যেন কভু দেখি নাই।
পদ্ম শঙ্খ আদি কত মহানিধি পাই॥
জ্ঞানদাস বলে ভাল মনে মনে থাক।
এড়াইতে নারিলা ঠেকিলা বিষম পাক॥৭৩॥১৩৪॥

দিনান্তে।

ধানশী।

একলি মন্দিরে শুতলি সুন্দরী
কোরহি শ্যামর চন্দ্র।
তবহুঁ তাহার পরশ না ভেল
এ বড়ি মরমে ধন্দ॥

সজনি পাওলি পিরীতিক ওর।
শ্যাম সুনাগর শৈশব কিবা
কঠিন হৃদয় তোর॥
কস্তুরী চন্দন অঙ্গে বিলেপন
দেখিয়ে অধিক উজোর।
বিবিধ কুসুমে বান্ধল কবরী
শিথিল না ভেল ভোর॥
অমল বদন- কমল মাধুরী
না ভেল মধুপ সাথ।
পুছইতে ধনি ধরণী হেরসি
হাসি না কহসি বাত॥
কিবা রতি-পতি বসতি বিষয়ে
দেখিয়া দেয়ল ভঙ্গ।
জ্ঞানদাস কহে এ দোষ কাহার
দৈবে না ভেল সঙ্গ॥ ৭৪॥ ১৩৫।

সুহই।

সজনি ও কথা কহিলে নয়।
শ্যাম সুনাগর গুণের সাগর
পড়িনু কোরে ঘুমায়॥ ধ্রু॥
কত পরকারে চেতন করয়ে
চেতন না ভেল মোর।
অভিমান করি পাশ মোড়া ফিরি
দুখেতে চলল ভোর॥

উঠিনু জাগিয়া দেখি নাহি পিয়া
হৃদয়ে বাজয়ে শেল।
আহা মরি মরি মদন-বাণেতে
জর জর ভৈ গেল॥

সে সব সোঙরি চিত বেয়াকুল
কেমনে আছয়ে পিয়া।
জ্ঞানদাস কহে একথা শুনিতে
বিদরয়ে মোর হিয়া॥ ৭৫। ১৩৬॥

দিনান্তে।

একদিন যাইতে ননদিনী সনে।
শ্যাম বন্ধুর কথা পড়ি গেল মনে॥
ভাবে ভরল মন চলিতে না পারি।
অবশ হইল তনু কাঁপে থরহরি॥
কি কহিব সখি সে হইল বড় দায়।
ঠেকিনু বিপাকে আর না দেখি উপায়॥
ননদী বোলয়ে হেঁ লো কি না তোর হৈল।
কহে চণ্ডীদাস উহার কপালে যে ছিল॥৭৬।১৩৭॥

দিবসান্তরে।

ধানশী।

একলি আছিনু হাম গাঁথইতে হার।
সগরি খসল কুচ-চীর হামার॥

তৈখনে হাসি হাসি আওল কান্ত।
কুচ কিয়ে ঝাঁপব কিয়ে নীবি-বন্ধ ॥
হাসি বহু বল্লভ আলিঙ্গন দেল।
ধৈরজ লাজ রসাতল গেল ॥
করে কি বুতাওব দূরেহি দীপ।
লাজে না যাওল এ কঠিন জীব ॥
বিদ্যাপতি কহে মরমক কাজ।
জীবন সোঁপলি যাঁহে তাঁহে কিয়ে লাজ ॥৭৭॥৭৩৮॥

ললিত।

আজুক শয়নে ননদিনী সনে
শুতিয়া আছিনু সই।
যে ছিল মরমে বন্ধুর ভরমে
মরম তাহারে কই ॥

নিঁদের আলসে বন্ধুর ধাধসে
তাহারে করিনু কোরে।
ননদী উঠিয়া রুষিয়া বলিছে
বন্ধুয়া পাইলি কারে ॥

এত টীটপণা জানে কোন জনা
বুঝিনু তোহারি রীতি।
কুলবতি হৈয়া পর-পতি লৈয়া
এমতি করহ নিতি ॥

যে শুনি শ্রবণে পরের বদনে
নয়নে দেখিনু তাই।
দাদা ঘরে এলে করিব গোচরে
ক্ষণেক বিরাজ রাই॥

নিঠুর বচনে কাঁপিছে পরাণে
মরিয়া রহিনু লাজে।
ফিরাইয়া আঁখি গরবেতে থাকি
সঘনে আমারে যজে॥

এক হাতে সখি কচালিয়া আঁখি
নয়ানে দেখিয়ে আর।
চণ্ডীদাসে কয় কিবা কুল ভয়
কানুর পিরীতি যার॥ ৭৮ ॥ ৭৩৯ ॥

তথা রাগ।

আর এক দিন সখি শুতিয়া আছিনু।
বন্ধুর ভরমে ননদিনী কোরে নিনু॥
বঁধু নাম শুনি সেই উঠিল রুষিয়া।
কহে তোর বঁধু কোথা গেল পলাইয়া॥
সতী কুলবতী-কুলে জ্বালি দিলি আগি।
আছিল আমার ভালে তোর বধ ভাগী॥
শুনিয়া বচন তার অথির পরাণি।
কাঁপয়ে শরীর দেখি আঁখির তাজনি॥

কেমনে এড়াব সখি সে তাপিনীর হাতে।
বনের হরিণী থাকে কিরাতের সাথে॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে পিরীতি এমতি।
যার যত জ্বালা তার ততই পিরীতি॥ ৭৯। ৭৪০

ইতি স্বপ্ন-রসোদ্গারঃ।

ইতি তৃতীয়-শাখায়াং রসোদ্গার-
বর্ণনং নাম ষষ্ঠ-পল্লবঃ॥

অথ তস্যোচিত-মিলনং। অভিসারানুরাগঃ।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

কামোদ।

গৌরাঙ্গ চরিত কিছু কহনে না যায়।
পূরব সোঙরি পহু মৃদু মৃদু ধায়॥
নিরজনে কহে চল সুরধুনী তীরে।
পশুপতি পূজিব বিপদ যাবে দূরে॥
ঐছে বচন সবে রচন করিয়া।
অগুরু চন্দন ফুল হস্তেতে করিয়া॥
নিজ জন সঙ্গে চলে গোরা দ্বিজ-মণি।
কহে বিশ্বম্ভর গোরার নিছনি॥ ১॥ ৭৪১॥

কামোদ।

সবহুঁ বধূজন চলু বৃন্দাবন
গৌরী আরাধন লাগি।
ঐছন মুগধ বচন রচন করি
গুরুজন অনুমতি মাগি॥

হরি হরি কাঁহে শিখলি পরকার।
গুরুজনে বাঁচি মিছই বচনামৃতে
দিনহি করল অভিসার॥ ধ্রু॥

বেশ বনাওত ননদী শুনায়ত
চতুর সখী সঞে বাত।
গৌরী আরাধি মনোরথ পূরব
পশুপতি নন্দন সাথ॥

সুবাসিত কুসুম কপূরিত তাম্বূল
ভরি লেই চন্দন কটোর।
গোবিন্দদাস পথ দরশায়ত
যাহা নাহি কণ্টক আচোর॥ ২॥ ৭৪২॥

তথা রাগ।

গৌরী আরাধন ছল করি সুন্দরী
মিলল নাগর সঙ্গে।
আগুসরি নাহ রাই কর ধরি তহিঁ
আনল কৌতুক রঙ্গে॥

কুণ্ডক তীরে কুঞ্জ অতি শীতল
বহতহি মলয় সমীর।
কোকিল কুহরত মধুকর গায়ত
চৌদিগে শিখিকুল ফির॥

রাধামাধব কেলি-বিলাস ।
দুঁহে দুঁহা বদন নেহারি ঘন চুম্বয়ে
কতহুঁ করত পরিহাস ॥ ধ্রু ॥

চন্দন কুঙ্কুম ধরি সব সখীগণ
দেয়ত কানুক অঙ্গে ।
ঐছন সময়ে কবহুঁ রাধামোহন
হেরব সহচরী সঙ্গে ॥ ৩ ॥ ৭৪৩ ।

বরাড়ী ।

রাই কানু নিকুঞ্জ মন্দিরে ।
বসিয়াছে বেদীর উপরে ॥
হেমমণি রচিত তাহাতে ।
বিবিধ কুসুম চারি ভিতে ॥
সখীগণ চৌদিগে বেড়িয়া ।
বসিয়াছে দুহুঁমুখ চাঞা ॥
কুণ্ডের পূরবে সেই কুঞ্জ ।
যাহা বেড়ি মধুকর গুঞ্জ ॥
মলয় পবন বহে তায় ।
তরু পর শারী শুক গায় ॥
রাই কানু সে শোভা দেখয়ে ।
এ যদুনন্দন নিরখয়ে ॥ ৪ ॥ ৭৪৪ ॥

ততঃ সম্ভোগ-পদং যথাসম্ভবং জ্ঞেয়ং ।
ইতি তৃতীয়-শাখায়াং সপ্তম-পল্লবঃ ।

অথ আক্ষেপানুরাগ।
সখী প্রতি যথা।

সুহই।

গোরা অনুরাগে মোর পরাণ কাতরে।
নিরবধি ছল ছল আঁখি জল ঝরে॥
গোরা গোরা করি মোর কি হৈল বিয়াধি।
নিরন্তর পড়ে মনে গোরা গুণনিধি॥
কি করিব কোথা যাব গোরা অনুরাগে।
অনুক্ষণ গোরা-প্রেম হিয়ার মাঝে জাগে॥
গৌরাঙ্গ পিরীতি খানি বড়ই বিষম।
বাসু কহে নাহি রহে কুলের ধরম॥ ১ ॥ ৭৪৫ ॥

ধানশী।

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥
সোই কি আর বলিব।
যে পণ করিয়াছি মনে সেই সে করিব॥ ধ্রু ॥
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধুধার।
লহু লহু হাসে পহু পিরীতির সার॥
গুরু গরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে॥

পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
ঘরের যতেক সবে করে কাণাকাণি।
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাইলাম আগুনি॥২।১৪৬॥

ভাটিয়ারি।

সই এবে বলি কি আর কুলের ধরমে।
দীঘল নয়ানের বাণ হানিলে মরমে॥
সই, এবে বলি তার কি সন্ধান।
তাকিয়া মেরেছে বাণ যেখানে পরাণ।
সই, এবে বলি না রহে পরাণ।
জাগিতে ঘুমাতে দেখি বসিযা বয়ান॥
সই, এবে বলি কি রূপ দেখিনু
দেখিয়া মোহন রূপ আপনে নিছিনু॥
সই, এবে বলি কি রূপ সামনি।
যাচিয়া যৌবন দিব শ্যাম-রূপের নিছনি॥
সই এবে বলি মনে তাহাই জাগে।
গোবিন্দদাস কহে নব অনুরাগে॥ ৩। ১৪৭॥

সখ্যুক্তি।

ধানশী।

সুন্দরি ধরবি বচন হামার।
কানুক-প্রেম রতন পুন গোপবি
বেকত করবি কুলাচার॥

ধৈরজ লাজ করণ তুয়া সমুচিত
শুনবি গুরুজন-ভাষ।
আপক মান আপে পুন রাখবি
যৈছে নহত উপহাস॥

তুয়া সম কো পুন আছয়ে ত্রিভুবন
কুল শীল গুণবন্ত।
ঐছন দুহুঁ কুল হেরইতে উজোর
ধন জন গৌরব অন্ত॥

ভাব অন্তরে যব হোয়ত অঙ্কুর
আনতহিঁ দেয়বি চিত।
গোবিন্দদাস কহ ঐছে প্রেম নহ
অনুরাগ গতি বিপরীত॥ ৪॥ ১৪৮॥

ভাটিয়ারি।

সখিহে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জীয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে
তাহে তুমি কি আর বুঝাও॥

নয়ন পুতলী করি লইল মোহন রূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ;
পিরীতি-আগুনি জ্বালি সকলি পোড়াঞাছি
জাতি কুল শীল অভিমান॥

না জানিযা মূঢ় লোকে, কি জানি কি বলে মোকে
না করিয়ে শ্রবণ গোচরে।
স্রোত বিথার জলে এ তনু ভাসাঞাছি
কি করিবে কুলের কুকুরে॥
খাইতে শুইতে রৈতে আন নাহি লয় চিতে
বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়।
মুরারি গুপত কহে পিরীতি এমতি হৈলে
তার গুণ তিন লোকে গায়॥ ৫॥ ৭৪৯॥

ধানশী।

কানু অনুরাগে ঘরে রহিতে না পারি।
কেমনে দেখিব তারে কহ না বিচারি॥
গুরুজন-নয়ন পাপগণ বারি।
কেমনে মিলিব সখী নিশি উজীয়ারী॥
কানুর পিরীতি হাম ছাড়িতে নারিব।
রহিতে না পারি ঘরে কেমনে যাইব॥
শুনি কহে সখী শুন মো সবার বোল।
সবহুঁ ঘুমায়ব নহ উতরোল॥
যৈছনে যামিনী কামিনী ঘোর।
তৈছনে বেশ বনায়ত তোর॥
এতহিঁ কহই করু বেশ বনান।
ধনী অনুরাগিণী জ্ঞানদাস ভাণ॥ ৬॥ ৭৫০॥

তথা রাগ।

কুন্দ-কুসুমে করু কবরীক ভার।
হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম-হার॥

চন্দনে চরচিত রুচির কপূর।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরিপূর॥
চাঁদনী রজনী উজোরলি গোরী।
হরি-অভিসার-রভস-রসে ভোরি॥
ধবল বিভূষণ অম্বর ধরই।
ধবলিম কৌমুদী মিলি তনু চলই॥
হেরইতে পরিজন লোচন ভুল।
রঙ্গ পুতলী যেন রস মাহা বুর॥
পূরিত মনোরথ গতি অনিবার।
গুরু কুলকণ্টক কি করয়ে পার॥
মূরতি শিঙ্গার পিরীতিময় ভাষ।
মিললি নিকুঞ্জে কহে গোবিন্দদাস॥৭॥৭৫১॥

কামোদ।

আদরে আগুসরি রাই হৃদয়ে ধরি
জানু উপরে পুন রাখি।
নিজ কর-কমলে চরণ-যুগ মোছই
হেরই চির থির আঁখি॥
পিরীতি মূরতি অধিদেবা।
যাকর দরশনে সব দুখ মিটল
সোই আপনে কর সেবা॥
হিমকর-শীতল নীরহি তীতল
করতলে মাজই মুখ।
সজল নলিনী-দলে মৃদু মৃদু বীজই
পুছই পন্থকি দুখ॥

অঙ্গুলে চিবুক ধরি বদনে তাম্বূল পূরি
মধুর সম্ভাষই কান।
গোবিন্দ দাস ভণ নিতি নব নূতন
রাইক অমিয়া সিনান॥ ৮ ॥ ৭৫২ ॥

উভয়োত্তরানুরাগো যথা।

তোমার প্রেমে বন্দী হৈলাম শুন বিনোদ রায়।
তোমা বিনে মোর চিতে কিছুই না ভায়॥
শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি।
ভরমে তোমার রূপ ধরণীতে লেখি॥
গুরুজন মাঝে যদি থকিয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া॥
পুলকে পূরয়ে অঙ্গ আঁখে ঝরে জল।
তাহা নেহারিতে আমি হই যে বিকল।
নিশি দিশি বন্ধু তোমায় পাশরিতে নারি।
চণ্ডীদাসে কহে হিয়ায় রাখি স্থির করি॥৯॥৭৫৩॥

তিরোতা ধানশী।

সুন্দরি আমারে কহিছ কি।
তোমার পিরীতি ভাবিতে ভাবিতে
বিভোর হইয়াছি॥

থির নহে মন সদা উচাটন
সোয়াথ নাহিক পাই।
গগনে ভুবনে দশ দিগ পানে
তোমারে দেখিতে পাই॥

তোমার লাগিয়া বেড়াই ভ্রমিয়া
গিরি নদী বনে বনে।
খাইতে শুইতে আন নাহি চিতে
সদাই জাগয়ে মনে॥

শুন বিনোদিনি প্রেমের কাহিনী
পরাণ রৈয়াছে বান্ধা।
একই পরাণ দেহ ভিন ভিন
জ্ঞান কহে গেল ধান্ধা॥১০॥৭৫৪॥

শ্রীরাগ।

তোমাতে আমাতে যেমত পিরীতি
ভাল সে জানহ তুমি।
লোক চরচাতে ভাসুর ভায়ই
এমতি থাকিব আমি॥

আসিবা যাইবা দূরেতে থাকিবা
না চাবে আমার পানে।
বড়ই বিষম গুরু দুরজন
দেখিলে মারয়ে প্রাণে॥

তুমি যদি বল পরাণ বন্ধু
তবে কুলে বা আমার কি।
ইঙ্গিত পাইলে সব সমাধিয়া
কুলে তিলাঞ্জলি দি ॥
এ দুখ কহিতে সে দুখ বড়ই
কলঙ্ক রহিবে শেষে।
গোপত পিরীতি রাখহ যুবতী
কহয়ে লোচন দাসে ॥১১॥৭৫৫॥

সুহিনী।

দোঁহে কহি দুহুঁ অনুরাগ।
দুহুঁ প্রেম দুই হৃদে জাগ ॥
দুহুঁ দোঁহা করু পরিহার।
দুহুঁ আলিঙ্গই কত বার ॥
দুহুঁ বিম্বাধরে দুহুঁ দংশ।
দুহুঁ গুণ দুহুঁ পরশংস ॥
দুহুঁ হেরি দোঁহার বয়ান ॥
দুহুঁ জন সজল নয়ান।
দুহুঁ কহ মধুরিম ভাষ।
নিরখয়ে যদুনাথ দাস॥ ১২॥৭৫৬॥

ভূপালী।

নব অনুরাগিণী নব অনুরাগী।
মিলল দুহুঁ তনু গলে গল লাগি ॥

তহিঁ এক রঙ্গিণী পরম রসাল।
দুহুঁ গলে দেওল এক ফুলমাল॥
টুটব ভয়ে দুহুঁ পড়ু এক বন্ধ।
দৈবে ঘটাওল প্রেম আনন্দ॥
সখী মুখ হেরইতে উলসিত ভেল।
দুহুঁ মেলি মালা সেই সখী গলে দেল॥
বাহু পসারিয়া দোঁহে দোঁহা ধরু।
দুহুঁ অধরামৃতে দুহুঁ মুখ ভরু॥
দূরে গেও ময়ূর-শিখণ্ড পীতবাস।
দুহুঁ গুণ গাওত গোবিন্দদাস॥১৩॥৭৫৭॥

কেদার।

পেখনু রে সখি যুগল কিশোর।
কালিন্দী তীর নিকুঞ্জক ওর॥

নব নব রূপ নিরুপম লাবণী
মরকত কাঞ্চন কাঁতি।
নারী পুরুখ দোঁহে লখই না পারিয়ে
অছু পরিরম্ভন ভাতি॥

ঘন ঘন চুম্বনে লুবধ বদন দুহুঁ
বিগলিত স্বেদ-উদ-বিন্দু।
হেরি হেরি মরম ভরম পরিপূরল
কো বিধুমণি কো ইন্দু॥

সিন্দূর অরুণ বদন বিধু মণ্ডল
সঘনে উচিত আধ মেলি।
গোবিন্দদাস কহই অপরূপ নব
রাধা মাধব কেলি ॥১৪॥৭৫৮॥

বিগলিত কুন্তল মণিময় কুণ্ডল
রুনুঝুনু আভরণ বাজ।
ঘামহি অলকা তিলক বহি যাওত
ঘন দোলত মণিরাজ ॥

দেখ দেখ দুহুঁ জন কেলি।
দুহুঁ দুহুঁ অধর- সুধারস পিবি পিবি
দুহুঁ কিয়ে উনমত ভেলি ॥

গীমহি ভুজযুগ উর পর শশধর
কনক ধরাধর মাঝ ॥
অপরূপ পবনে সঘনে জনু দোলত
গগন সহিতে দ্বিজরাজ ॥

চঞ্চল চরণ- কমল মণি-নূপুর
সশবদ মঙ্গল তূর।
মনমথ কোটি মথন করু ঐছন
জ্ঞানদাস চিতে ফুর ॥১৫॥৭৫৯॥

ভূপালী।

দুহুঁ রসে ভোর হেরি পাঁচবাণ।
কেলি-কলা নিয়ে করত সন্ধান ॥

দেখ পুন চেতন দুহুঁ অবলম্ব।
পুনহি অচেতন যব দুহুঁ চুম্ব॥
বিপুল পুলক-বর স্বেদ সঞ্চার।
চির থির নয়নে নীর অনিবার॥
কাঁপয়ে থরহরি গদ গদ ভাষ।
দুহুঁ দোহা পরশনে কতহুঁ উল্লাস॥
আন আন সঙ্গ রঙ্গে ভরু অঙ্গ।
কো করু অনুভব প্রেম-তরঙ্গ॥
নিতি নিতি ঐছন হোয়ত বিলাস।
কব হেরব রাধামোহন দাস॥ ১৬॥ ৭৬০॥

রত্যন্তে মূর্চ্ছা।

বিহাগড়া।

রতি সুখ শয়নে নিবেশই সুন্দরী
প্রমুদিত-মানস ভেলি।
বিছুরল আন আন কেলি কৌতুক
অনুগত নিধুবন-কেলি॥

অদ্ভুত মদন-বিলাস।
রাইক দেহ-দণ্ড পরি শোভিত
শ্রমজল-মুকুতা বিকাশ॥

নিমীলিত নয়ন বয়ন বয় শোভন
হেরইতে সহচরী হাস।
অনধীন বাহু বাহু-বল্লরী অরু
সব অঙ্গে রহত উদাস॥
বিগলিত অঙ্গ- রাগ অরু আভরণ
বিগলিত কুঞ্চিত কেশ।
রাধামোহন চিতে নিতি নিতি ভাবই
ঐছন প্রেম আবেশ॥ ১৭॥ ৭৬১॥

ইতি তৃতীয়-শাখায়াং অষ্টম-পল্লবঃ।

অথ দশবিধং প্রেম-বৈচিত্র্যং।

তদুচিত-শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

গান্ধার।

হরি হরি গোরা কেনে কাঁদে।
নিজ সহচরগণ পুছই কারণ
হেরই গোরামুখ চাঁদে॥ ধ্রু॥
অরুণিম লোচন প্রেম-ভরে ভেল দোন
ঝর ঝর ঝরে প্রেম-বারি।
যৈছন শিথিল গাঁথিল মোতিফল
খসয়ে উপরি উপরি॥
সোঙরি বৃন্দাবন নিশাসই পুন পুন
আপনার অঙ্গ নিরখিয়া।
দুই হাত বুকে ধরি রাই রাই ধ্বনি করি
ধরণী পড়ল মূরছিয়া॥

তহিঁ প্রিয় গদাধর বসিয়া করিল কোর
কহয়ে শ্রবণে মুখ দিয়া।
পুন অট্ট অট্ট হাসে জগ-জন মন তোষে
বাসুঘোষ মরয়ে ঝুরিয়া॥ ১॥ ৭৬২॥

কেদার।

শ্যামক কোরে যতনে ধনী শুতল
মদন আলসে দুহুঁ ভোর।
ভুজে ভুজে বন্ধন নিবিড় আলিঙ্গন
যেন কাঞ্চন মণি যোড়॥

কোরহি শ্যাম চমকি ধনী বোলত
কবে মোহে মিলব কান।
হৃদয়ক তাপ তবহুঁ মঝু মিটব
অমিয়া করব সিনান॥

সো মুখ-মাধুরী বঙ্ক নেহারণি
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর।
সো তনু সরস পরশ যব পাওব
তবহিঁ মনোরথ পূর॥

এত কহি সুন্দরী দীর্ঘ নিশাসই
মুরছি হরল গেয়ান।
আকুল রাই শ্যাম পরবোধই
গোবিন্দদাস পরমাণ॥ ২॥ ৭৬৩॥

বিহাগড়া ।

রোদতি রাধা শ্যাম করি কোর।
হরি হরি কাঁহা গেও প্রাণনাথ মোর ॥
জানলু রে সখি প্রেম অগেয়ান।
নাগর কোরে নাগরী নাহি জান ॥
মূরছলি নাগর মূরছলি রাই।
বিরহে বেয়াকুল কূল না পাই ॥
দারুণ বিরহে না হেরই তায়।
সহচরী চিত্র-পুতলী সম চায় ॥
ঐছন হেরইতে রাইক রীত।
গোবিন্দদাস চিতে সচকিত ॥ ৩ ॥ ১৬৪ ॥

তথা রাগ ।

রসবতী বৈঠি রসিকবর পাশ।
রাই কহই ধনি বিরহ হুতাশ ॥
আর কি মিলব মোহে রসময় শ্যাম।
বিরহ-জলধি কব উতরব হাম ॥
নিকটহি নাহ না হেরই রাই।
সহচরী কত পরবোধব তাই ॥
কানু চমকি তব রাই করু কোর।
গোবিন্দদাস হেরি ভেল ভোর ॥ ৪ । ১৬৫ ॥

ধানশী ।

কত পরকারে তাহি পরিচয় দেল।
হেরইতে মুখ-শশী দুখ দূরে গেল ॥

সহচরীগণ সব চমকিত ভেল।
সজল নয়ানে আলিঙ্গন ধনী কেল॥
আঁচরে মোছায়ত নয়ানক লোর।
যতনহি দৃঢ় করি দুহুঁ করু কোর॥
কোই সখী দেওত চামর বায়।
গোবিন্দদাস দুহুঁ গুণ গায়॥ ৫॥ ১৬৬॥

অত্র সম্ভোগোচিতপদং যথাসম্ভবং জ্ঞেয়ং॥
জয় জয় রাধা কৃষ্ণের প্রেম অদ্ভুত।
নিতুই নূতন প্রেম অনুরাগযুত॥ ইত্যাদি।

ধানশী।

শ্যামর-চন্দ্র গৌরী যব বৈঠলি
নিধুবনে সখীগণ সঙ্গ।
চাতুরী রভস কলা কত কৌশল
কিয়ে কিয়ে মদন-তরঙ্গ॥

সজনি কোন যে ঐছন জান।
পিয় পিয় পাপিয়ার নাদ শুনি আকুল
মূরছিত আন ভই আন॥

ঢর ঢর লোরে নয়ন বহি যাওত
কত কত করুণা কোটি।
দন্তে তৃণহি কহি প্রিয় দরশন দেহ
না হেরিয়ে হিয়া যায় ফাটি॥

বহুত বিনতি করি সখীর বচন ধরি
কোরহি শ্যাম না মান।
বিপরীত অচল সচল দেখি ঐছন
বল্লভদাস রস গান ॥ ৬ ॥ ৭৬৭ ॥

শ্রীরাগ।

সজনি প্রেমক কো কহ বিশেষ।
কানুক কোরে কলাবতী কাতর
কহত কানু পরদেশ ॥

চাঁদক হেরি সূরয করি ভাখয়ে
দিনহি রজনী করি মান।
বিলপই তাপে তাপায়ত অন্তর
প্রিয়ক বিরহ করি ভান ॥

কবে আওব হরি হরি সঞে পুছই
হসই রোই ক্ষণে ভোরি।
সো গুণ গাওই শ্বাস ক্ষণে বাঢ়ই
ক্ষণহি নিজ তনু মোড়ি ॥

বিধুমুখী বদন কানু যবে পোঁছল
নিজ পরিচয় কত ভাতি।
অনুভবি মদন কান্ত কিয়ে কামিনী
বল্লভদাস সুখে মাতি ॥ ৭ ॥ ৭৬৮ ॥

বিহাগড়া।

নাগর সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই
কুঞ্জে শুতলি ভুজ-পাশে।
কানু কানু করি রোয়ই সুন্দরী
দারুণ বিরহ-হুতাশে॥

এ সখি আরতি কহনে না যাই।
হেম আঁচলে রহু যৈছন খোঁজি
ফিরত আনহি ঠাঞি॥ ধ্রু॥

কাঁহা গেও সো মঝু রসিক সুনাগর
মোহে তেজল কথি লাগি।
কাতর হোই মহী-তলে লুঠই
মদন-বেদনে রহু জাগি॥

রাইক বিরহে কানু ভেল চমকিত
বয়ানে বাণী নাহি স্ফুর।
প্রিয় সহচরী লেই করে কর বান্ধই
গোবিন্দদাস রহু দূর॥ ৮॥ ৭৬৯॥

বহুক্ষণে পরিচয় ভেল।
বিরহ-বেদন দূরে গেল॥
দোঁহে দোঁহা কোরে আগোরি।
সহচরী হেরি বিভোরি॥
অদভুত প্রেম চরিত।
হেরইতে চমকিত চিত॥

কোরহি দেখিতে না পায়।
ঐছন না শুনি কোথায়॥
পুন দোঁহে নিবিড় বিলাস।
দূরে গেও বিরহ-হুতাশ॥
গোবিন্দ দাসক দাস।
ইহ গুণ আনন্দে ভাষ॥ ৯॥ ৭৭০॥

ইত্যাদি শ্রীরাধিকায়াঃ প্রেমবৈচিত্র্যং।

প্রথমঃ প্রকারঃ।

অথ প্রেমবৈচিত্র্যং শ্রীকৃষ্ণস্য যথা।

আর কিয়ে কনক কষিল তনু সুন্দরী
দরশ পরশ মঝু হোয়।
উব পর পাণি হানি ক্ষিতি শুতল
আকুল-কণ্ঠে ঘন রোয়॥
সজনি না বুঝিয়ে প্রেম-তরঙ্গ।
রাইক কোরে চমকি হরি বোলত
কবে হবে তাকর সঙ্গ॥ ধ্রু॥
আর কিয়ে শ্রবণে শুনিব হাম তাকর
সো প্রিয় মধুরিম ভাষ।
নয়নে বয়ান চান্দ কিয়ে হেরব
কৌমুদী হাস বিকাস॥
রাইক কোরে কানু ঐছে বিলপই
ব্রজ-বনিতাগণ হাস।
প্রেমক রীত বুঝই সংশয় ভেল
কহতহি গোবিন্দদাস॥ ১০। ৭৭১

ধনী-কোরে বিনোদ নাগরবর ভুলিলা।
রোয়ত নীর বয়ান বহি গেলা॥
কোরে আকুল ভই মুরছিত ভেল।
সহচরীগণ কর বয়নহি দেল॥
শ্বাস-হীন হেরি সবহুঁ বিভোর।
রোয়ত ধনী তব শ্যাম করি কোর॥
এক সখী যুগতি করল অনুপাম।
শ্রবণে কহই তব রাধা নাম॥
বহুক্ষণে শ্রবণে পৈঠল সোই বোল।
রাই রাই করি উঠল তনু মোড়॥
রোই রোই সুবদনী পরিচয় দেল।
কোরে কয়ল সব দুখ দূরে গেল॥
বৈঠল নাহ রাই বাম পাশ।
হেরি চমকিত রাধাবল্লভ দাস॥ ১১। ৭৭২॥

বিহাগড়া।

পুনশ্চ দিনান্তরে।

রাধা মাধব বিলসই কুঞ্জক মাঝ।
তনু তনু সরস পরশ রস পিবই
কমলিনী মধুকর-রাজ॥ ধ্রু॥
সচকিত নাগর কাঁপই থর থর
শিথিল কয়ল সব অঙ্গ।
গদ গদ কহয়ে রাই ভেল অদরশ
কবে হোয়ব তছু সঙ্গ॥

সো ধনী চাঁদ বয়ান কিয়ে হেরব
শুনব অমিয়াময় বোল ।
ইহ মঝু হৃদয়ে তাপ কিয়ে মিটব
সোই করব কিয়ে কোল ॥

ঐছন কতহুঁ বিলপয়ে মাধব
সহচরী দূরহি হাস ।
অপরূপ প্রেমে বিষাদিত অন্তর
কহতহি মাধব দাস ॥ ১২ । ৭৭৩ ॥

মঙ্গল ।

পরশিতে রাই তনু আপনে ভুলল কানু
মূরছি পড়ল ধনী কোর ।
শ্যাম-মুখ হেরইতে ধনী ভেল গদগদ
ঢরকি ঢরকি বহে লোর ॥

শ্যাম মূরছিত হেরি চকিতে ললিতা ফেরি
রাধা-মন্ত্র শ্রুতি-মূলে দেল ।
অঙ্গ মোড়াইয়া কানু নিরখই রাই তনু
হেরি সখী চমকিত ভেল ॥

চিত্র-পুতলী যেন বেঢ়ল সখীগণ
নিরখই শ্যাম-মুখ-চন্দ্র ।
কি ভেল কি ভেল বলি ধাওল বিশাখা আলি
সব জনে লাগল ধন্দ ॥

শ্যামর সুন্দর বদন-সুধাকর
সুমুখী নেহারই সাধে।
উপজল উল্লাস কহই মাধবী দাস
বিদগধ মাধব রাধে॥ ১৩। ৭৭৪॥

ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেম-বৈচিত্র্যং।
ইতি তৃতীয়-শাখায়াং নবম-পল্লবঃ।

অথ অনুরাগঃ।

সদানুভূতমপি যৎ কুর্য্যান্নবনবাং প্রিয়ং।
রাগোভবন্নবনবং সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে॥
অনুরাগোভবেত্রিধা রূপাদাক্ষেপতঃ ক্রমাৎ।
অভিসারানুরাগশ্চ জ্ঞায়ন্তে রসিকৈর্জনৈঃ॥

আদৌ রূপানুরাগো যথা।

তত্র শ্রীমহাপ্রভুঃ।

সুহই।

নিরবধি মোর মনে গোরা-রূপ লাগিয়াছে
কহ সখী কি করি উপায়।
না দেখিলে গোরা রূপ বিদরিয়া যায় বুক
পরাণি বাহির হৈতে চায়॥

কহ সখি কি বুদ্ধি করিব।
গৃহপতি গুরুজন ভয় নাহি মোর মন
গোরা লাগি পরাণ তেজিব॥

সব সুখ তেয়াগিনু কুলে তিলাঞ্জলি দিনু
গোরা বিনু আন নাহি ভায়।
নিঝরে ঝরয়ে আঁখি শুন হে মরমি সখি
বাসুঘোষ কি বলিবে তায় ॥ ১ ॥ ৭৭৫ ॥

তথা রাগ।

নব জলধর তনু থির বিজুরী জনু
পীত-বসনাবলি তায়।
চূড়া শিখি-পুচ্ছ-দল বেড়িয়া মালতীমাল
সৌরভে মধুকর ধায় ॥

শ্যাম-রূপ জাগয়ে মরমে।
পাসরিব মনে করি যতনে ভুলিতে নারি
ঘুচাইল কুলের ধরমে ॥

কিবা সেই মুখ-শশী উগারে অমিয়া-রাশি
আঁখি মোর মজিল তাহায়।
গুরুজন ভয়ে যদি ধৈরজ ধরিতে চাহি
দ্বিগুণ আগুন উপজায় ॥

এতিন ভুবনে যত রস-সুধানিধি কত
শ্যাম আগে নিছিয়া ফেলিয়ে।
এ দাস অনন্তে কয় হেন রূপ রসময়
না দেখিলে পরাণ না জীয়ে ॥ ২ ॥ ৭৭৬

তুড়ী।

হরি-মুখচন্দ্র- সুধারস-লহরী-
কিরণহি ভুবন উজোর।
তিরপিত চাহি চকোরিণী কামিনী-
লোচন নিশি দিশি ভোর॥

সজনি অব হাম না বুঝি বিধান।
অতিশয় আনন্দে বিঘন ঘটাওল
হেরইতে ঝরয়ে নয়ান॥ ধ্রু॥

দারুণ দৈব কয়ল দুহুঁ লোচন
তাহে পলক নিরমাই।
তাহে অতি হরিষে এ দুহুঁ দিঠি পূরল
কৈছে হেরব মুখ চাই॥

তাহে গুরুজন- লোচন কণ্টক
সঙ্কট কতহুঁ বিথার।
কুলবতী বাদ বিবাদ করত কত
ধৈরজ লাজ বিচার॥

সবহুঁ উপেখি যাই বন পৈঠব
কানু গীমে করি হার।
নিরজনে রাতি দিবস সুখে হেরব
এহি দঢ়ায়ল সার॥ ৬॥ ৭৭৭॥

ভাটিয়ারি ।

যো মুখ দেখিতে হিয়া বিদরয়ে
কে তাহে পরাণ ধরে ।
ভালে সে কামিনী দিবস রজনী
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরে ॥

সই কি জানি কদম্ব তলে ।
ও রূপ দেখিয়া কুলে তিলাঞ্জলি
দিনু যমুনার জলে ॥ ধ্রু ॥

বঙ্কিম নয়ানে ভঙ্গিম চাহনী
তিলে পাসরিতে নারি ।
এত দিনে সখি নিশ্চয় জানিনু
মজিল কুলের নারী ॥

চাঁচর চুলে সে ফুলের কাঁচনী
সাজনি ময়ুর পাখে ।
বলরাম বলে কোন বা দারুণী
কুলের ধরম রাখে ॥ ৪ ॥ ৭৭৮ ॥

শ্রীরাগ ।

রসের ভরে অঙ্গ না ধরে
হেলিয়া পড়িছে বায় ।
অঙ্গ মোড়া দিয়া ত্রিভঙ্গ হইয়া
ফিরিয়া ফিরিয়া চায় ॥

রসিক নাগর হেরিয়া মরিনু
কি শেল বাজিল মোরে।
গুরু পরিজন লাগে উচাটন
তরাসে পরাণ ঝুরে॥
আঁখির ঠারে বুক বিদারে
ও বড় বিষম বাণ।
কুলবতী সতী পাপিনী যুবতি
রাখলু কুলের মান॥
হিয়া জর জর পরাণ কাঁফর
দারুণ মুরলী স্বরে।
কুটিল হরিণী লোটায় ধরণী
কান্দিয়া মরয়ে ঘরে॥
মধুর বোলে পরাণ দোলে
তাহে পরমাদ হাস।
বলরাম কহে এবে সে নিশ্চয়ে
ছাড়িল ঘরের আশ॥ ৫ ॥ ৭৭৯ ॥

সুহই।

দুই ভুরু কামের কামান।
নট কৈল কুল-অভিমান॥
কত ছাঁদে নয়ান ঢুলায়।
মন সনে পরাণ দোলায়॥
সে মোহন নাগর কিশোর।
পরমে পশিয়া রৈল মোর॥

কত না নাগরপণা জানে।
নিরখয়ে আধ নয়ানে॥
আধ মুচকি কথা কয়।
অবলা পরানে কি তা সয়॥
কে না কৈল মনোহর বেশ।
সেই সে মজাইল সব দেশ॥
নারী-বধে তার নাহি ভয়।
বলরামের মনে হেন লয়॥ ৬॥ ৭৮০॥

ধানশী তুড়া।

ঈষত হাসিতে কত অমিয়া উথলে।
ধরম করম হরে আধ আধ বোলে॥
রূপ দেখি কি না সে করিনু।
বল করি জাতি প্রাণ পর-হাতে দিনু॥ ধ্রু।
নানা ফুলে চাচর চুলে চূড়ার কাচনী॥
কত না ভঙ্গিমা দুটি নয়ান নাচনি।
কিসের ভয় কিবা গুরুজন লাজে।
মধুর মূরতি সে লাগিল হিয়ার মাঝে॥
ফাগু বিন্দু বিন্দু মাঝে চন্দনের চাঁদ।
কহে বলরাম ইহা পিরীতের ফাঁদ॥ ৭॥ ৭৮১॥

শ্রীরাগ।

কিবা রাতি কিবা দিন কিছুই না জানি।
জাগিতে স্বপনে দেখি কাল রূপ খানি॥

আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে।
পরাণ হরিল রাঙ্গা নয়ন নাচনে॥
কি রূপ দেখিনু সই নাগর-শেখর।
আঁখি ঝরে মন কাঁদে নয়ান ফাঁফর॥
সহজে মূরতি খানি বড়ই মধুর।
মরমে পশিয়া সে ধরম কৈল চূর॥
আর তাহে কত কত ধরে বৈদগধি।
কুলেতে যতন করে কোন বা মুগধী॥
দেখিতে সে চাঁদমুখ জগ-মন হরে।
আধ মুচকি হাসি কত সুধা ঝরে॥
কাল কপালে শোভে চন্দনের চাঁদে।
বলরাম বলে তেঞি সদাই পরাণ কাঁদে॥৮॥৭৮২॥

তুড়ী।

রূপ দেখিলে এমন হবে জানিব কেমনে।
এত কি সহিতে পারে অবলা পরাণে॥
দ্বিগুণ দহয়ে তনু মুরলীর স্বরে।
কুটিল সাপিনী যেন গরল উগারে॥
আর তাহে তাপ দিল পাপ ননদিনী।
ব্যাধের মন্দিরে যেন কম্পিত হরিণী॥ ৯॥৭৮৩॥

রামকেলি।

মনু মনু শ্যাম অনুরাগে।
মনোহর মধুর মূরতি নব কৈশোর
সদাই হিয়ায় মাঝে জাগে॥ ধ্রু॥

জীতে পাসরিতে নারি, বল সে কি বুদ্ধি করি
কি শেল রহল মোর বুকে ।
বাহির হৈয়া নাহি যায় টানিলে না বাহিরায়
অন্তরে জ্বলয়ে ধিকে ধিকে ॥

চরণে চরণ থুঞা অধরে মুরলী লৈয়া
দাঁড়াইয়া তেরছ নয়ানে ।
অঙ্গুলি দোলায়ে শ্যাম, কি জানি কি দেখাইল
সে কথা পড়য়ে সদা মনে ॥

কিছু না গোর সহে গায়, কে বা পরতীত যায়
তিলে প্রাণ তিন ঠাঞি ধরি ।
বসু রামানন্দের বাণী, দিবানিশি নাহি জানি
গোপতে গুমরি মরি মরি ॥ ১০॥৭৮৭॥

ইতি প্রথমঃ প্রকারঃ ।
পুনশ্চ প্রকারান্তরং যথা ।

ধানশী ।

গোরাঙ্গ লাবণ্য রূপে কি কহিব এক মুখে
আর তাহে কুলের কাঁচনী ।
চাঁদ মুখের হাসি জীব না গো হেন বাসি
আর তাহে ভাতিয়া চাহনী ॥

বিহি সে গঢ়ল রূপ ছান্দে ।
কেমন কেমন করে মন, সব লাগে উচাটন
পরাণ-পুতলী মোর কান্দে ॥ ধ্রু ॥

বিধিরে বলিব কি করিল কুলের ঝি
আর তাহে নহি স্বতন্তরি।
গেল কুল লাজ ভয় পরাণ বাহিরায় নয়
মনের অনলে পুড়ে মরি॥
কহিব কাহার আগে, কহিলে পিরীতি ভাঙ্গে
চিত মোর ধৈরজ না বান্ধে।
নয়নানন্দের বাণী শুন শুন বিনোদিনি
ঠেকিলা গৌরাঙ্গ প্রেম ফান্দে॥১১॥৭৮৫॥

তথা রাগ।

তপত কাঞ্চন- কান্তি কলেবর
উন্নত ভাঙর ভঙ্গী।
করিবর জিনি বাহু সুবলনী
বিহি সে গঢ়ল বহুরঙ্গী॥
গোরা রূপ জগ-মনোহারী।
আপন বৈদগধি বিধাতা প্রকাশিল
বধিতে কুলবতী নারী॥
আপদমস্তক পূর্ণ পুলকিত
প্রেমে ছল ছল আঁখি।
আপন গুণ শুনি আপনহি রোয়ত
হেরি কান্দয়ে পশু পাখী॥
চন্দ্র-চন্দ্রিকা কুমুদ মল্লিকা
জিনিয়া মধুর মৃদুহাস।
মধুর বচনে অমিয়া সিঞ্চনে
নিছনি গোবিন্দ দাস॥১২॥৭৮৬॥

পঠমঞ্জরী।

মরি মরি আলো শ্যাম রূপের বালাই লৈয়া।
কোন বিধি নিরমিল কত সুধা দিয়া ॥ধ্রু॥

শারদ বিধুবর কুল্ল পুষ্কর
সুন্দরানন মণ্ডলে।
রত্ন মণিময় রবি সমুদিত
গণ্ডে নৃত্যতি কুণ্ডলে ॥
চারু চন্দ্রিক চূড়া চিক্কণ
চঞ্চরীগণ আবৃতে।
চমকিত হিয়া মোর ও রূপ দেখিতে ॥
সজল জলধর তিমির পুঞ্জকর
ইন্দ্রনীলমণি মনোরমে।
বন্ধুরাধর রঙ্গ সিন্দূর
নিন্দি বিম্বক বিভ্রমে ॥
লোচনাঞ্চল বিমল চঞ্চল
বিষম-বাণ-সহোদরে।
শ্যাম-রূপ নিরখিতে হৃদয় বিদরে ॥ধ্রু॥
প্রবল ভুজকর নিন্দি করিবর
কঙ্কণাঙ্গদ শোভনে।
নখর তীখন রুচি বিলক্ষণ
গোপী-চিত্ত-প্রলোভনে ॥
হেম বিরাজিত মুদ্রিকাবৃত
পাণিশাখ মনোহরে।
ও রূপ দেখিতে প্রাণ কি জানি কি করে ॥

বিপুল বক্ষ শ্রীবৎস-লাঞ্ছন
তার-হার বিলম্বিতে ।
কৃশিম মধ্যম উরগ বিক্রম
পীত অম্বর শোভিতে ॥
চরণ পল্লব শরণ বল্লব
মঞ্জুমঞ্জীর রঞ্জিতে ।
মথুরাদাসের চিতে রহু অবিরতে ॥১৩॥৭৮৭॥

সুহই ।

বদন চাঁদ কোন কুন্দারে কুন্দিল গো
কে না কুন্দিল দুই আঁখি ।
দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ যেমন করে
সেই সে পরাণ তার সাখী ॥
রতন কড়িয়া কে বা যতন করিয়া গো
কে না গড়িয়া দিল কাণে ।
মনের সহিতে মোর এ পাঁচ পরাণ গো
যোগী হবে উহারি ধেয়ানে ॥
অমিয়া মধুর বোল সুধা-খনি খানি গো
হাতের উপর লাগি পাউ ।
এমতি করিয়া যদি বিধাতা গড়িত গো
ভাঙ্গিয়া উহা মুই খাঁউ ॥
মদন-ফান্দ ও না চূড়ার টালনী গো
উহা না শিখিয়া আইল কোথা ।
এ বুক ভরিয়া মুঞি উহা না দেখিনু গো
এ বড়ি মরমে মোর ব্যথা ॥

নাসিকার আগে দোলে এ গজ-মুকুতা গো
সোণায় গড়িল তার পাশে ।
বিজুরী জড়িত যেন চাঁদের কলঙ্ক গো
মেঘের আড়ালে থাকি হাসে ॥

করভের কর জিনি বাহুর বলনী গো
হিঙ্গুল-মণ্ডিত তার আগে ।
যৌবন বনের পাখী পিয়াসে মরয়ে গো
উহারি পরশ রস মাগে ॥

নাটুয়া ঠমকে যায় রহিয়া রহিয়া চায়
চলে যেন গরজাভ মাতা ।
শ্রীনিবাস দাস কয় লখিলে লখিল নয়
রূপসিন্ধু গঢ়ল বিধাতা ॥১৪॥৭৮৮॥

ভাটিয়ারি ।

অঙ্গে অঙ্গে মণি মুকুতা খেচনি
বিজুরী দমকে তায় ।
ছি ছি কি অবলা সহজে চপলা
মদন মুরছা পায় ॥

মরি মরি সই ও রূপ নিছিয়া লৈয়া ।
কি জানি কি ক্ষণে কো বিহি গঢ়ল
কি রূপ মাধুরী দিয়া ॥ধ্রু॥

ঢুলু ঢুলু ছুটি নয়ন নাচনি
চাহনী মদন-বাণে।
তেরছ বন্ধানে বিষম সন্ধানে
মরমে মরমে হানে॥
চন্দন তিলক আধ টানিয়া
বিনোদ চূড়াটী বান্ধে।
হিয়ার ভিতরে লোটাঞা লোটাঞা
কাতরে পরাণ কান্দে॥
আধ চরণে আধ চলনি
আধ মধুর হাস।
এই সে লাগিয়া ভাল সে বুঝিয়া
মরে বলরাম দাস॥১৫॥৭৮৯॥

রামকেলি।

আলো সই করিব কি।
পরাণ পরবশ জীবারে কি॥
কি দিয়া নিরমিল কেমন বিধি।
রূপের নাহিক সীমা গুণের নিধি॥
লখিলে নহে রূপ লখিল নয়।
যে অঙ্গে পড়ে দিঠি সে অঙ্গে রয়॥
দেখিতে দেখিতে মনে এমন লয়।
সকল অঙ্গে যদি নয়ান হয়॥
যখন শ্যামবন্ধু বাঁশীটি পূরে।
বনের পশু কান্দে বিরিখি ঝুরে॥

যখন তরুতলে বাঁশীটি বাজে।
পরাণ যেমন করে না কহি লাজে ॥
নয়ান-কোণে তার আছে কি ধন।
যার লাগি জাতি কুল করিনু পণ ॥১৬॥৭৯০

সিন্ধুড়া।

কি বা সে মোহন-বেশ ভুলাইল সব দেশ
না রহে সতীর সতীপণা।
ভরমে দেখিলে তারে জনম ভরিয়া গো
ঝুরিয়া মজয়ে কত জনা ॥

সই হাম কি করিনু কেন বা সে বাঢ়ায়নু
কি শেল হানিল যেন বুকে।
জাতি কুল শীলে সই বজর পড়িল গো
কালারূপ দেখি চোখে চোখে ॥

কিবা সে নয়ান বাণ হিয়ায় হানিল গো
গরল ভরিয়া রৈল বুকে।
কোন বা পামরী নারী আপনা রাখয়ে গো
আগুন জ্বালিয়া দি তার মুখে ॥

খাইতে সোয়াস্ত নাই নিঁদ দূরে গেল গো
হিয়া দহ দহ মন ঝুরে।
উড়ু উড়ু আনচান ধক ধক করে প্রাণ
কি হৈল রহিতে নারি ঘরে ॥

রসের মূরতি সে দেখিলে না রহে যে
বাতাসে পাষাণ হয় পানী।
বলরাম দাসে বলে সে অঙ্গ পরশ হলে
প্রাণ লৈয়া কি হয় না জানি॥১৭॥৭৯১॥

ধানশী।

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি
পুলক না তেজই অঙ্গ।
মোহন মুরলী রবে শ্রুতি পরিপূরিত
না শুনে আপন পরসঙ্গ॥

সজনি অব কি করবি উপদেশ।
কানু অনুরাগে মোর তনু মন বাতুল
না সহে ধরম ভয় লেশ॥ ধ্রু॥

নাসিকা সে অঙ্গের সৌরভে উনমত
বদনে না লয় আন নাম।
নব নব গুণগণে বান্ধল মঝু মনে
ধরম রহব কোন ঠাম॥

গৃহপতি-তরজনে , গুরুজন-গরজনে
কো জানে উপজয়ে হাস।
তাহিঁ এক মনোরথ যদি হয়ে অনুরত
পুছত গোবিন্দদাস॥১৮॥৭৯২॥

তুড়ী।

কানড় কুসুম জিনি কালিয়া বরণ খানি
তিলেক নয়নে যদি লাগে।
তেজিয়া সকল কাজ জাতি কুল শীল লাজ
মরিবে কালিয়া অনুরাগে॥
সই আমার বচন যদি রাখ।
ফিরিয়া নয়ন কোণে না চাইও তার পানে
কালিয়া বরণ যার দেখ॥
আরতি পিরীতি মনে, যে করে কালিয়া সনে
কখনে তাহার নহে ভাল।
কালিয়া রভসে কালা মনেতে গাঁথিয়া মালা
জপিয়া জপিয়া প্রাণ গেল॥
নিশিদিন অনুক্ষণ প্রাণ করে উচাটন
বিরহ-অনলে জলে তনু।
ছাড়িলে ছাড়ন নয় পরিণামে কিবা হয়
কি মোহিনী জানে কালা কানু॥
দারুণ মুরলী স্বর না মানে আপন পর
মরম ভেদিয়া যার থাকে॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় তনু মন তার নয়
যোগিনী হইবে সেই পাকে॥ ১৯॥ ৭৯৩॥

শ্রীরাগ।

কি রূপ দেখিনু সই কদম্বের তলে।
লখিতে নারিনু রূপ নয়নের জলে॥

কি বুদ্ধি করিব সেই কি বুদ্ধি করিব ।
নিতি নব অনুরাগে পরাণ হারাব ॥
কি বা নিশি কি বা দিশি কালা পড়ে মনে ।
দেখিলে এমন হবে জানিব কেমনে ॥
গৃহকাজে নাহি মন কায় নাহি সরে ॥
শ্যামনাম শুনিতে পুলকে অঙ্গ ভরে ॥
তাহাতে সে মোহন বাঁশী রাধা রাধা বাজে ।
পরাণ কেমন করে মনু লোক-লাজে ॥২০॥৭৯৪॥

ভাটিয়ারি ।

আগে পাছে চলে মোর　কত প্রিয় সহচরী
যমুনার জলে আজু যাই ।
ঘোঙ্গট কাড়িতে রূপ　নয়ানে লাগিয়া গেল
সরম রহিল সেই ঠাঞি ।

আজু দেখিল রূপ কদম্বের তলে ।
হিয়ার মাঝারে মোর, না জানি কি জানি হৈল
নিরবধি ধিক ধিক জ্বলে ॥ ধ্রু ॥

কেন বা চঞ্চল চিত　নিবারিতে নারি গো
মন মোর থির নাহি বান্ধে ।
তিলে তিলে বারে বারে, মুরুছা হইয়া থাকি
চেতন পাইলে প্রাণ কান্দে ॥

ধীরে ধীরে পা খানি বাড়াই কত ছল করি
তাহে গুরুজনেরে ডরাই ।
বংশীবদনে কহে শুন অনুরাগিণি
পিরীতি অনল না নিভাই ॥২১॥ ৭৯৫

তথা রাগ ।

নব অনুরাগ ভরে রহিতে না পারি ঘরে
চলে ধনী সখী একসঙ্গ ।
চলিতে না চলে পা ধরণে না যায় গা
কুঞ্জে মিলন হেন রঙ্গ ॥
দেখিয়া বিনোদ হরি আনিলেন আগুসরি
বসিলেন রসের আবেশে ।
ধনী অনুরাগিণী কহয়ে সরস বাণী
শুনি নাগর প্রেম-জলে ভাসে ॥
সুবদনী কহে কথা যেমন অন্তরে ব্যথা
ছল ছল অরুণ নয়ানে ।
গর্ব্ব হর্ষ রসাবেশ দৈন্য গ্লানি মোহ লেশ
গদ গদ মলিন বয়ানে ॥
আর কত ভাব তাহে, শ্যাম মন মোহে যাহে
ঈষদ বঙ্কিম তাহে মাথা ।
প্রেমদাস কহে ধনি সরস বিরস জানি
রাখিতে না যায় পুন রাখা ॥২২॥ ৭৯৬॥

ইত্যাদি রূপানুরাগঃ ॥

ইতি তৃতীয়-শাখায়াং দশম-পল্লবঃ ॥

অথ আপেক্ষানুরাগঃ।

স এব নানাবিধো যথা।

কৃষ্ণঞ্চ মুরলীঞ্চৈবং আত্মানঞ্চ সখীন্ প্রতি।

দূত্যাং ধাতরি কন্দর্পে তথা গুরুগণাদিষু॥

তত্র শ্রীকৃষ্ণং প্রতি আক্ষেপো যথা।

তত্রাদৌ শ্রীমহাপ্রভুঃ।

সুহই।

দেখি গোরা নীলাচল-নাথ।
নিজ পারিষদগণ সাথ॥
বিভোর হইলা গোপী-ভাবে।
কহে পহু করিয়া আক্ষেপে॥
আমি তোমা না দেখিলে মরি।
উলটিয়া চাহ তুমি ফেরি॥
করিলা পিরীতিময় ফাঁদ।
হাতে দিলা আকাশের চাঁদ॥
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ।
কহে গোরা করিয়া আবেশ॥
ছল ছল অরুণ নয়ান।
সরস বিরস বয়ান॥
অপরূপ গোরাঙ্গ বিলাস।
কহে কিছু নরহরি দাস॥ ১॥ ৭৯৭

ধানশী ।

কুঞ্জহি ভেটল নাগর শ্যাম ।
ধনী অনুরাগিণী সহজই বাম ॥
গদ গদ কহে কথা নাগর পাশ ।
তুহুঁ কাঁহে মাধব ভেলি উদাস ॥
পহিলহি যত তুহুঁ আরতি কেলি ।
সো অব দূরহি দূরে রহি গেলি ॥
হাম তুয়া দরশন লাগিয়া বিভোর ।
তুহুঁ কাহে বচন না শুনসি মোর ॥
তুয়া লাগি কুল শীল তেজিনু হাম ।
না জানি কি অবহুঁ আছয়ে পরিণাম ॥
জ্ঞানদাস কহ নাহ চতুরাই ।
ধনী অতি সরল কহয়ে পুন তাই ॥২॥১৭৮॥

শ্রীরাগ ।

বন্ধু সকলি আমার দোষ ।
না জানিয়া যদি করেছি পিরীতি
কাহারে করিব রোষ ॥

সুধার সমুদ্র সমুখে দেখিয়া
আইনু আপন সুখে ।
কে জানে খাইলে গরল হইবে
পাইব এতেক দুখে ॥

সো যদি জানিতাঙ অলপ ইঙ্গিতে
তবে কি এমন করি।
জাতি কুল শীল মজিল সকল
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি॥

অনেক আশার ভরসা মরুক
দেখিতে করিয়ে সাধ।
প্রথম পিরীতি তাহার নাহিক
ত্রিভাগ আধের আধ॥

যাহার লাগিয়া যে জন মরয়ে
সেই যদি করে আনে?
চণ্ডীদাসে কহে এমনি পিরীতি
করয়ে সুজন সনে॥৩।১৯॥ ॥

গান্ধার।

ওহে শ্যাম তু বড়ি সুজন জানি।
কি গুণে চাহিলা কি দোষে ছাড়িলা
নবীন পিরীতি খানি॥

তোমার পিরীতি, আদর আরতি
আর কি এমন হবে।
মোর মনে ছিল এ সুখ সম্পদ
জনম এমনি যাবে॥

ভাল হৈল কান দিলা সমাধান
বুঝিলাম অলপ কাজে।
মুঞি অভাগিনী পাছু না গণিলাম
ভুবন ভরিল লাজে॥

যখন আমার ছিল শুভদিন
তখনে বাসিতা ভাল।
এখনে এ সাধে না পাই দেখিতে
কান্দিতে জনম গেল॥

কহয়ে শেখর বন্ধুর পিরীতি
কহিতে পরাণ ফাটে।
শঙ্খ-বণিকের করাত যেমন
আসিতে যাইতে কাটে॥৪॥৮০০॥

ধানশী।

বন্ধু কানাই কহিলে বাসিবা দুখ।
আর যত কুলবতী কুলের ধরম রাখি
সে জানি হেরয়ে তুয়া মুখ॥

সহজে বরণ কাল তিমির-পুঞ্জ ভেল
অন্তর বাহির সমতুল।
মরুক তোমার বোলে কলসী বান্ধিয়া গলে
সে ধনী মজাক জাতি কুল॥

যখনে তোমার সনে　　পরিচয় নাহি ছিল
　　আন ছলে দেখিয়া বেড়াও।
বারে বারে ডাকি আমি, শুনিয়া না শুন তুমি
　　আঁখি তুলি সরমে না চাও॥

যখন পিরীতি কৈলা　আনি চাঁদ হাতে দিলা
　　আপনে বানাইতা মোর বেশ।
আঁখি আড় নাহি কর　　হৃদয় উপরে ধর
　　এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ॥

একে হাম পরাধিনী　　তাহে কুল-কামিনী
　　ঘর হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ।
যথা তথা থাকি আমি, তোমা বই নাহি জানি
　　সকলি কহিল সবিশেষ॥

বড় বৃক্ষ ছায়া দেখি　　ভরসা করিনু মনে
　　ফুল ফলে একই না গন্ধ।
সাধিলা আপন কাজ, আমারে সে দিলা লাজ
　　জ্ঞানদাস পড়ি রহু ধন্দ॥ ৫ ॥ ৮০১ ॥

সিন্ধুড়া।

　　ওহে কানাই বুঝিনু তোমার চিত।
আগে আহার দিয়া　　　মারয়ে বান্ধিয়া
　　এমতি তোমার রীত॥ ধ্রু॥

যখন আমাকে সদয় আছিলা
পিরীতি করিলা বড়।
এখন কি লাগি হইয়া বিরাগী
নিদয় হইলা দড়॥
বুঝিনু মরমে যে ছিল করমে
সেই সে হইতে চায়।
নহিলে কি আনে খলের বচনে
পরাণ সোঁপিনু তায়॥
তোমার পিরীতি দেখিতে শুনিতে
যে দুখ উঠেছে চিতে।
সে নারী মরুক যে করে ভরসা
তোমার পিরীতি রীতে॥
দেখিতে শুনিতে মানুষ আকার
আছি না আছিয়ে ঘরে।
হিয়ার ভিতরে যেমত পুড়িছে
সে দুখ কহিব কারে॥
পূরুবে জানিতাম হইবে এমতি
পাইব এতেক লাজে।
জ্ঞানদাস কহে ধৈরজ ধরহ
আপন সুখের কাজে॥ ৬॥ ৮০২॥

সুহই।

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥

রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি॥
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর॥
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর॥
বঁধু তুমি যদি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়।
পরের লাগিয়া কি আপন পর হয়॥ ৭ ॥ ৮০৩ ॥

শ্রীরাগ।

সে কাল গেল বৈয়া বঁধু সে কাল গেল বৈয়া।
আঁখি ঠারাঠারি মুচকি হাসি কত না করিতা রৈয়া॥
বেশের লাগিয়া দেশের ফুল না রহিত বনে।
নাগরীর সনে নাগর হইলা আর চিনিবে কেনে॥
বুলি বেড়াঞা নাম লইয়া ফিরিতা বংশী বাইয়া।
মুখের কথা শুনিতে কত লোক পাঠাইতা ধাইয়া॥
হাতে করিয়া মাথায় করিনু কলঙ্কের ডালা।
শেখর কহে পরের বেদন নাহি জানে কালা॥৮॥৮০৪॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

ধানশী।

সুন্দরি কাঁহে করসি তুহুঁ খেদ।
তুয়া বিনা রাতি দিবস হাম না জানিয়ে
কোন করল তুহুঁ ভেদ॥

তুয়া মুখচাঁদ হেরি মঝু মানস
অহনিশি তহিঁ রহি গেল।
নয়ন-কমল পর ভাঙ মদন-ধনু
তাহে উমতি মতি ভেল।
কোটি ধরণী তুয়া পায়ে নিরমঞ্ছিয়ে
তুহুঁ মঝু জীবন রাই।
তোহারি নাম গুণ অবিরত জপি হাম
সদাই হৃদয় তুয়া চাই॥
এত কহি মাধব ছল ছল লোচন
হৃদয় উপরে ধনী রাখি।
চরণ পরশি কহে হাম তুয়া অনুগত
প্রেমদাস তাহি সাখী॥ ৯॥ ৮০৫॥

পুন শ্রীমতীর উক্তি।

সিন্ধুড়া।

কি বলিব আর বন্ধু কি বলিব আর।
নয়ানের লাজে না ছাড়ি লোকাচার॥
গোকুলে গোয়ালাকুলে কেবা কিনা বোলে
তবু মোর ঝুরে প্রাণ তোমা না দেখিলে॥
একে মরি মনোদুখে আর গুরুর গঞ্জনা।
ডাকিয়া সুধায় হেন নাহি কোন জনা॥
ডরে ডরাইয়া সে বঞ্চিব কত কাল।
তুয়া প্রেম-রতন গাঁথিব কণ্ঠমাল॥

নিশি দিশি অবিরত পোড়ে মোর হিয়া।
বিরলে বসিয়া কান্দি তোমার নাম লৈয়া॥
তোমা দেখিবারে বন্ধু আসি নানা ছলে।
লোকভয় লাগিয়া সে ডরে প্রাণ হালে॥
না দেখিলে মরি যারে তারে কিবা ভয়।
যদুনাথ দাস বলে দড়াইলে হয়॥ ১০॥ ৮০৬॥

সুহই।

পরাণ কান্দে বন্ধু তোমা না দেখিয়া।
অন্তরে দগধে প্রাণ বিদরয়ে হিয়া॥
বারেক তোমার দেখা নাই সকল দিনে।
কেমনে বা রবে প্রাণ দরশন বিনে॥
এ দুখ কাহারে কব কে আছে এমন।
তুমি সে পরাণ বন্ধু জান মোর মন॥
ছট ফট করে প্রাণ রহিতে না পারি।
ক্ষণে ক্ষণে জীয়ে প্রাণ ক্ষণে ক্ষণে মরি॥
কুল গেল শীল গেল না রহিল জাতি।
জ্ঞানদাস কহে এই বিষম পিরীতি॥ ১১॥ ৮০৭॥

তুড়ী।

তোমারে বুঝাই বন্ধু তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া সুধায় মোরে হেন জন নাই॥
অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে।
নিশ্চয় জানিহ মুঞি ভখিব গরলে॥

এ ছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ।
মোর আগে দাঁড়াও তোমার দেখি চাঁদমুখ॥
খাইতে সোয়াস্তি নাই নাহি টুটে ভুক।
কে মোর বেথিত আছে কারে কব দুখ॥
চণ্ডীদাসে কহে রাই ইহা না যুয়ায়।
পরের বোলে কেবা প্রাণ ছাড়িবারে চায়॥১২॥৮০৮॥

আশাবরী।

নিজ পতির বচন যেমন শেলের ঘা।
তার আগে দাঁড়াইতে ভয়ে কাঁপে গা॥
তাহে আর ননদিনী করে অপমান।
তোমার পিরীতি লাগি রাখিয়াছি প্রাণ॥
মোর দিব্য লাগে বন্ধু মোর দিব্য লাগে।
চাঁদমুখ দেখি মরি দাড়াও মোর আগে॥
এ তোমার ভুবন-মোহন রূপ খানি।
ভাবিতে ভাবিতে মোর দগধে পরাণি॥
গুরু-ভয় লোক-লাজ নাহি পড়ে মনে।
কাঠের পুতলী যেন থাকি রাতি দিনে॥
কত পরকারে চিত করি নিবারণ।
তবু সে তোমার প্রেম নহে বিস্মরণ॥
তোমার পিরীতি বন্ধু পরাণ সনে জড়া।
কহে বলরাম দাস কেমনে যাবে ছাড়া॥১৩॥৮০৯॥

গান্ধার।

বিষের অধিক বিষ পাপ ননদিনী।
দারুণ শাশুড়ী মোর জ্বলন্ত আগুনি॥
শাণান ক্ষুরের ধার স্বামী দুরজন।
পাঁজরে পাঁজরে কুলবধূর গঞ্জন॥
বন্ধু তোমায় কি বলিব আন।
যে বলু সে বলু লোকে তুমি সে পরাণ॥
তোমার কলঙ্ক বন্ধু গায় সব লোকে।
লাজে মুখ নাহি তোলি সতীর সমুখে॥
এ বড় দারুণ শেল সহিতে না পারি।
মোরে দেখি আন নারী করে ঠারাঠারি॥
বলরাম দাস কহে ভাঙ্গিল বিবাদ।
সকল নিছিয়া নিনু তোমার পরিবাদ॥১৪॥৮১০॥

তুড়ী।

কান্দিতে না পাই বন্ধু কান্দিতে না পাই।
নিশ্চয় মরিব তোমার চাঁদমুখ চাই॥
শাশুড়ী ননদীর কথা সহিতে না পারি।
তোমার নিঠুরপণা সোঙরিয়া মরি॥
চোরের রমণী যেন ফুকরিতে নারে।
এমতি রহিয়ে পাড়াপড়সীর ডরে॥
তাহে আর তুমি সে হইলা নিদারুণ।
জ্ঞানদাস কহে তবে না রহে জীবন॥১৫॥৮১১॥

পুনশ্চ আক্ষেপ।

সিন্ধুড়া।

যখনে পিরীতি কৈলা, আনি চাঁদ হাতে দিলা
আপনি করিতা মোর বেশ।
আঁখির আড় নাহি কর হিয়ার উপরে ধর
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ॥
একে হাম পরাধিনী তাহে কুল-কামিনী
ঘর হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ।
এত পরমাদে প্রাণ না যায় তবু ত আন
আর কত কহিব বিশেষ॥
ননদী বিষের কাঁটা বিষমাখা দেয় খোঁটা
তাহে তুমি এত নিদারুণ।
কবি চণ্ডীদাসে কয় কিবা তুমি কর ভয়
বন্ধু তোর নহে অকরুণ॥ ১৬॥ ৮১২॥

সুহই।

হেদে হে বিনোদরায়।
ভাল হৈল ঘুচাইলা পিরীতের দায়॥
ভাবিতে গুণিতে তনু হৈল অতি ক্ষীণ।
জগ ভরি কলঙ্ক রহিল এই চিন॥
না জানি অন্তরে মোর হৈল কিনা ব্যথা।
একে মরি মনদুখে আর নানা কথা॥
খায়ে না মরিয়ে বন্ধু মরি মিছা দায়।
চণ্ডীদাস কহে কাহার কথায় কিবা যায়॥১৭।৮১

ভাটিয়ারি।

তুমিত নাগর রসের সাগর
যেমত ভ্রমর-রীত।
আমিত দুখিনী কুল-কলঙ্কিনী
হইনু করিয়া প্রীত॥

গুরুজন ঘরে গঞ্জয়ে আমারে
তোমারে কহিব কত।
বিষম বেদনা কহিলে কি যায়
পরাণ সহিছে যত॥

অনেক সাধের পিরীতি বন্ধু হে
কি জানি বিচ্ছেদ হয়।
বিচ্ছেদ হইলে পরাণে মরিব
এমতি মনে সে লয়॥

চণ্ডীদাস কহে পিরীতি বিষম
শুনহ বড়ুয়ার বহু।
পিরীতি বিষম হইলে বিপদ
এমত না হউ কেহু॥ ১৮॥ ৮১৪॥

তুড়ী।

দুখিনীর বেথিত বন্ধু শুন দুখের কথা।
কাহারে মরম কব কে জানিবে বেথা॥
কান্দিতে না পাই পাপ ননদীর তাপে।
আঁখির লোর দেখি কহে কান্দে বন্ধুর ভাবে॥

বসনে মুছিয়া ধারা রাখি যদি গায়।
আন ছলে ধরি গুরুজনেরে দেখায়॥
কালা নাম লৈতে না দেয় দারুণ শাশুড়ী।
কাল হার কাড়ি লয় কাল পাটের শাড়ী॥
দুখের উপরে বন্ধু অধিক আর দুখ।
দেখিতে না পাই বন্ধু তোমার চাঁদমুখ॥
দেখা দিয়া যাইতে বন্ধু কিবা ধন লাগে।
না যায় নিলাজ প্রাণ দাঁড়াই তোমার আগে॥
বলরাম দাস বলে হউক খেয়াতি।
জীতে পাসরিতে নারি তোমার পিরীতি॥১৯॥৮১৫॥

ধানশী।

আপন শপতি করি হাত দিয়া মাথে।
সুধুই শরীর মোর প্রাণ তোমার হাতে॥
বন্ধু হে তোমারে বুঝাই।
সবাই বলে আমি তোমার তেঞি জীতে চাই॥ধ্রু॥
নিরবধি তোমা লাগি দগধে পরাণ।
তিলেক দাঁড়াও কাছে যুড়াক নয়ান॥
কি লাগি দারুণ চিত কাঁদে দিন রাতি।
কহে বলরাম বড় বিষম পিরীতি॥ ২০॥ ৮১৬॥

তথা রাগ।

তোমার লাগিয়া বন্ধু যত দুখ পাই।
তাহা কি কহিতে পারি তোমার যে ঠাঞি॥

একে প্রেম-জ্বালা তাহে গুরুর গঞ্জন।
নিরবধি প্রাণ মোর করে উচাটন॥
পতি দুরমতি তাহে সদা দেয় গালি।
ভাবিতে ভাবিতে তনু ক্ষীণ অতি কালী॥
এ সব দুখেতে আমি দুখ নাহি গণি।
তোমা না দেখিতে পাই বিদরে পরাণি॥
শুনিয়া নাগর কহে করি নিজ কোরে।
বুক ভাসিয়া গেল নয়ানের লোরে॥
গদ গদ কহে নাগর কাতর বয়ানে।
পরাণ নিছুনি রাই তোমার চরণে॥
তুয়া গুণে বিকায়েছি কিনিয়াছ মোরে।
অধীন জনারে কেন কহ পুনর্ব্বারে॥
যে কহ তাহাই করি নাহি কিছু ভয়।
যদু কহে এই ভাল আর কিছু নয়॥ ২১ ॥৮১৭॥

ইতি সাক্ষাৎ অনুরাগঃ।

অত্রান্তরে সম্ভোগপদানি জ্ঞেয়ানি। তৃতীয়ঃ প্রকারঃ।

পুনশ্চ দিনান্তে।

মুরলীং প্রতি যথা।

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

সুহিনী।

রামানন্দ স্বরূপের সনে।
বসি গোরা ভাবে মনে মনে॥

চমকি কহয়ে আলি আলি।
ক্ষণে ক্ষণে রহিয়া বাঁশীরে দেয় গালি॥
পুন কহে স্বরূপের পাশে।
বাঁশী মোর জাতিকুল নাশে॥
ধ্বনি কাণে পশিয়া রহিল।
বধির সমান মোরে কৈল॥
নরহরি মনে মনে হাসে।
দেখি এই গৌরাঙ্গ বিলাসে॥ ২২॥ ৮১৮

শ্রীরাধা মুরলী প্রতি।

তথা রাগ।

মুরলীরে মিনতি করয়ে বারে বার।
শ্যামের অধরে রৈয়া রাধা রাধা নাম লৈয়া
তুমি মেনে না বাজিও আর॥

খলের বদনে থাক নাম ধরি সদা ডাক
গুরুজনা করে অপযশ।
খল হয় যেই জনা সে কি ছাড়ে খলপণা
তুমি কেনে হও তার বশ॥

তোমার মধুর স্বরে রহিতে নারি যে ঘরে
নিঝরে ঝরয়ে দু নয়ান।
পহিলে বাজিলে যবে কুল শীল গেল তবে
অবশেষ আছে মোর প্রাণ॥

যে বাজিলে সেই ভাল ইথেই সকল গেল
তোরে আমি কহিনু নিশ্চয়।
এ দাস উদ্ধবে ভণে যে বংশীর গান শুনে
সে জন তেজই কুল-ভয়॥ ২৩ ॥৮১৯ ॥

সুহই।

শুন তোরে কি বলিব বাঁশী।
সতীকুল সকলি বিনাশি॥
গোবিন্দ-অধর-সুধারস।
পিয়া পিয়া মাতালি সাহস॥
জগত মোহসি মৃদুস্বরে।
রমসি শবদে যারে তারে॥
অথবা কি তুমি অতি দোষী।
বাঁশিনী বঁাশের যাতে বঁাশী॥
দারুতে গঢ়ল তুয়া দেহ।
কেবল দারুণময়ী সেহ॥
এ যদুনন্দন দাস ভণে।
কি করুণা সুকঠিন জনে॥ ২৪ ॥ ৮২০ ॥

সৃতিস্তে ধনুষশ্চ বংশবরতোবন্দে তয়োরন্তিমং
বিদ্ধোযেন জনস্তনৌ বিরহিতোনান্তশ্চিরং তাম্যতি।
বিদ্ধানাং হৃদি মার-পত্রি-বিষমৈর্ধামৈর্মুভির্নস্ত্বয়া
ক্রূরে বংশি ন জীবনং ন চ মৃতির্ঘোরাবিরাসীদ্দশা॥

আড়ানা।

ছিদ্র-জালে পূর্ণ তুমি শুন হে মুরলী।
অতি লঘু সুকঠিন অন্তর তোহারি॥
নীরস তোহার তনু গ্রন্থি তাহে হয়।
কৃষ্ণ-করে থাক তুমি কেমন হৃদয়॥
কৃষ্ণের অধরে তুমি রহি অনুক্ষণ।
তাহাতে পাইলা আরো নিবিড় চুম্বন॥২৫॥ ৮২১॥

বালা ধানশী।

শ্যামের মুবলী হৃদয় খুবলি
করিলি সকল নাশ।
মোর মিনতি না শুনি আরতি
করহ বাজিতে আশ॥
শুন শুন রে ধরমনাশা।
দেব আরাধিয়া ও মুখ বান্ধিব
ঘুচাব তোমার আশা॥ ধ্রু॥
আমরা অবলা সহজে অখলা
দেখিয়া তোহারি লোভ।
অলপে অলপে সকল খাইয়া
জীবনে করহ ক্ষোভ॥
এখনে আমরা সতর হইনু
তেজহ এ সব আশ।
যাহার যেমন না ছাড়ে কারণ
কহে মনোহর দাস॥ ২৬॥ ৮২২॥

সুহই।

গুরুজন-জ্বালায় প্রাণ করয়ে বিকলি।
দ্বিগুণ আগুন দিয়ে শ্যামের মুরলী॥
উভ হাতে তোমায় মিনতি করি আমি।
মোর নাম লৈয়া আর না বাজিও তুমি॥
তোর স্বরে গেল মোর জাতি কুল ধন।
কত না সহিব পাপ-লোকের গঞ্জন॥
তোরে কহি বাঁশীয়া নাশিলা সতীকুল।
তোর স্বরে মুঞি অতি হৈয়াছি আকুল॥
আমার মিনতি শত না বাজিও আর।
জ্ঞানদাস কহে উহার ওই সে বেভার॥২৭।৮২৩॥

ততো মুরলী-চরিত্রং।
সখীং প্রতি কথয়তি।

শ্রীরাগ।

সজনি লো সই।
খানিক বৈসহ শ্যামের বাঁশীর কথা কই॥

শ্যামের বাঁশীটী, দুপরে ডাকাতি
সরবস হরি নৈল।
হিয়া দগ দগি পরাণ পোড়নি
কেন বা এমতি কৈল॥

খাইতে শুইতে আন নাহি চিতে
বধির করিল বাঁশা।
সব পরিহরি করিল বাউরী
মানয়ে যেমন দাসী॥
কুলের করম ধৈরজ ধরম
সরম মরম ফাঁসি।
চণ্ডীদাস কহে এই সে কারণে
কানুর সরবস বাঁশী॥ ২৮॥ ৮২৪॥

ধানশী।

কালা-গরলের জ্বালা আর তাহে অবলা
তাহে মুঞি কুলের বৌহারী।
অন্তরে মরম-ব্যথা কাহারে কহিব কথা
গুপতে গুমরি মরি মরি॥

সখি হে বংশী দংশিল মোর কাণে।
ডাকিয়া চেতন হরে পরাণ না রহে ধড়ে
তন্ত্র মন্ত্র কিছুই না মানে।

কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী।
কালা নিল জাতি কুল প্রাণ নিল বাঁশী॥
তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়াজাল।
সবার সুলভ বাঁশী রাধার হৈল কাল॥
অন্তরে অসার বাঁশী বাহিরে সরল।
পিবয়ে অধর-সুধা উগারে গরল॥

যে ঝাড়ের তরল বাঁশী ঝাড়ের লাগ পাঙ।
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাঙ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে বংশী কি করিবে।
সকলের মূল কালা তারে না পারিবে॥২৯॥৮২৫॥

তুড়ী।

মুরলীর স্বরে রহিবে কি ঘরে
গোকুল যুবতীগণে।
আকুল হইয়া বাহির হইবে
না চাবে কুলের পানে॥

কি রঙ্গ-লীলা মিলায় শিলা
শুনিতে সে ধ্বনি কাণে।
যমুনা পবন থকিত গগন
ভুবন মোহিত গানে॥

আনন্দ উদয় সুধু সুধাময়
ভেদিয়া অন্তরে টানে।
মরমেতে জ্বালা জীয়ে কি অবলা
হানয়ে মদন-বাণে॥

কুলবতী-কুল করে নিরমূল
নিষেধ নাহিক মানে।
চণ্ডীদাস ভণে রাখিও মরমে
কি মোহিনী কালা জানে॥ ৩০ ॥ ৮২৬ ॥

সুহই।

বিষম বাঁশীর কথা কথা কহন না যায়।
ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয়॥
কেশে ধরি লৈয়া যায় শ্যামের নিকটে।
পিয়াসে হরিণ যেন পড়িল সঙ্কটে॥
সতী ভুলে নিজ পতি মুনি ভুলে মৌন।
শুনি পুলকিত হয় তরু লতাগণ॥
কি হবে অবলা জাতি সহজে সরলা।
কহে চণ্ডীদাস সব নাটের গুরু কালা ॥৩১॥৮২৭॥

কি কহিব রে সখি ইহ দুখ ওর।
বাঁশী-নিশাস-গরলে তনু ভোর॥
হঠ সঞে পৈঠয়ে শ্রবণক মাঝ।
তৈখনে বিগলিত তনু মন লাজ॥
বিপুল পুলক পরিপূরয়ে দেহ।
নয়নে না হেরি হেরয়ে জনি কেহ॥
গুরুজন সমুখই ভাব-তরঙ্গ।
যতনহি বসনে ঝাঁপি সব অঙ্গ॥
লহু লহু চরণে চলিয়ে গৃহ মাঝ।
দৈবে সে বিহি আজু রাখল লাজ॥
তনু মন বিবস খসয়ে নীবি-বন্ধ।
কি কহব বিদ্যাপতি রহু ধন্ধ ॥৩২॥৮২৮॥

ইত্যাদি মুরলী প্রতি।

নিজ প্রতি যথা।

শ্রীগৌরচন্দ্র ॥

তুড়ী।

গৌরাঙ্গ চান্দের ভাব কহনে না যায়।
বিরলে বসিয়া পহু করে হায় হায় ॥
প্রিয় পারিষদগণ পুছয়ে তাঁহারে।
কহে মুঞি ঝাঁপ দিব যমুনার নীরে।
করিনু দারুণ প্রেম আপনা আপনি।
দু কুলে কলঙ্ক হৈল না যায় পরাণি।
এত কহি গোরাচান্দ ছাড়য়ে নিশ্বাস।
মরম বুঝিয়া কহে নরহরিদাস ॥৩৩॥৮২৯॥

পাহিড়া।

ধিক্ রহু নাগরী-যৌবনে।
পিরীতি করয়ে শঠ সনে ॥
যার লাগি প্রাণ সদা ঝুরে।
ফিরিয়া না চাহে সেই মোরে ॥
কি করিব তারে দোষ দিয়া।
না দেখিয়ে ললাট চিরিয়া ॥
আপনা আপনা বাঢ়াইনু।
দুই কুলে কলঙ্ক রাখিনু।
না করিনু সুপুরুখ সঙ্গ।
সকল করিল হাম ভঙ্গ ॥

ছিয়ে ছিয়ে পাপ পরাণ।
অবহুঁ নাহিক বাহিরান ॥
এ পাপ পিরীতে নাহি আশ।
শুনি কহে নরহরিদাস ॥৩৪॥৮৩০॥

গান্ধার।

ধিক রহুঁ জীবনে যে পরাধিনী জীয়ে।
তাহার অধিক ধিক্ পরবশ হয়ে ॥
এ পাপ পরাণে বিধি এমতি লিখিল।
সুধার সাগর মোরে গরল হইল ॥
অমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিনু তায়।
গরল ভরিয়া যেন উঠিল হিয়ায় ॥
শীতল বলিয়া যদি পাষাণ কৈলাম কোলে।
এ দেহ-অনল-তাপে পাষাণ সে গলে ॥
ছায়া দেখি যাই যদি তরুলতা বনে।
জ্বলিয়া উঠয়ে তরু লতাপাতা সনে ॥
যমুনার জলে যদি দিয়ে হাম ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ ॥
অতএব এ ছার পরাণ যাবে কিসে।
নিচয়ে ভখিব মুঞি এ গরল বিষে ॥
চণ্ডীদাস কহে দৈব-গতি নাহি জান।
দারুণ পিরীতি সেই ধরয়ে পরাণ ॥ ৩৫ ॥ ৮৩১

তথা রাগ।

যত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায়।
আন পথে যাই সে কানুর পথে ধায় ॥

এ ছার রসনা মোর হৈল কিবা বাম।
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম॥
এ ছার নাসিকা মুঞি কত করু বন্ধ।
তবু ত দারুণ নাসা পায় শ্যাম-গন্ধ॥
সে না কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কাণ॥
ধিক্ রহুঁ এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব।
কহে চণ্ডীদাস রাই ভাল ভাবে আছ।
মনের মরম কথা কারে জানি পুছ॥৩৬।৮৭২॥

শ্রীরাগ।

রাজার ঝিয়ারী কুলের বৌহারী
স্বামী সোহাগিনী নারী।
পিরীতি লাগিয়া এ তিন খোয়ানু
হইনু কুল খাঁখারী॥

সই কি ছার পরাণ কাজে।
স্বপনে সে জন নাহি দরশন
জগত ভরিল লাজে॥

ধরম করম সব তেয়াগিনু
যাহার পিরীতি সাধে।
জাতি কুল শীল সকলি মজিল
সে জনার পরিবাদে॥

ভাবিতে চিন্তিতে হিয়া জর জর
না রুচে আহার পানী।
কহে বলরাম এ তিন আখর
কেবল দুখের খনি ॥ ৩৭ ॥ ৮৩৩ ॥

তথা রাগ।

কোন বিধি সিরজিল কুলবতী নারী।
সদা পরাধিনী ঘরে রহে একেশ্বরী ॥
ধিক্ রহুঁ হেন জন হৈয়া প্রেম করে।
বৃথা সে জীবন রাখে তখনি না মরে ॥
বড় ডাকে কথাটি কহিতে যে না পারে।
পর পুরুষেতে রতি ঘটে কেন তারে ॥
এছার জীবনে মুই ঘুচাইনু আশ।
চণ্ডীদাস কহে কেন ভাবহ উদাস ॥৩৮॥৮৩৪॥

তথা রাগ।

আন্ধার ঘরের কোণে থাকি একেশ্বরী।
কোন বিধি সিরজিল ছার কুলনারী ॥
কথার দোসর নাই যারে কহে দুখ।
দেখিতে না পাঙ চাঁদ পুরুষের মুখ ॥
কহ সখি কি হবে উপায়।
না জানি কি গুণ কৈল বিদগধ রায় ॥
ঘরের আঙ্গিনা দেখিবারে লাগে সাধ।
তবু ত না গণে মনে এত পরমাদ ॥

ও রূপ দেখিয়া কৈনু মরণ সমাধি।
রাতি দিনে কান্দে প্রাণ বিষম বেয়াধি॥
আন কথা কহি যদি গুরুর সমুখে।
ভরমে তখনি শ্যাম-নাম আইসে মুখে॥
ভাবিতে বিভোর তনু গদ গদ বাণী।
ধরিতে ধরণ না যায় দুটি আখির পানী॥
সে রূপে মজিল চিত পাসরিলে নয়।
বলরামদাস বলে না জানি কি হয়॥৩৯॥৮৩৫॥

তথা রাগ।

অনুক্ষণ কোণে থাকি বসনে আপনা ঢাকি
দুয়ারের বাহির পরবাস।
আপনা বলিয়া বলে হেন নাহি ক্ষিতি তলে
হেন ছারের হেন অভিলাষ॥

সখি হে তুয়া পায় কি বলিব আর।
সে হেন দুলহ জনে অবিরত যার মনে
নিশ্চয় মরণ প্রতিকার॥ ধ্রু॥

যত যত মনে করি নিশ্চয় করিতে নারি
রাতি দিবস নাহি যায়।
ঘরে যত গুরুজন সব মোর রিপুগণ
কি করিব কি হবে উপায়॥ ৪০ ॥ ৮৩৬ ॥

ইত্যাদি।

নিজ প্রতি আক্ষেপ।
"ধিক্ রহু পরাধিনী নারী"
ইত্যাদি জ্ঞেয়ং।
পঞ্চমঃ প্রকারঃ॥
অথ সখী প্রতি। যথা শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুহই।

আরে মোর গৌর কিশোর।
পূরুব প্রেম-রসে ভোর॥
স্বরূপ দামোদর রায়।
করে ধরি করে হায় হায়॥
কহে মৃদু গদ গদ ভাষ।
ঘন বহে দীর্ঘ নিশাস॥
মরম না বুঝে কেহ মোর।
কহে পহু হইয়া বিভোর॥
কেন বা এ প্রেম বাঢ়াইনু।
জীয়ন্তে পরাণ খোয়াইনু॥
নিঝরে ঝরয়ে নয়ান।
নরহরি মলিন বয়ান॥ ৪১॥ ৮৩১॥

তথা রাগ।

কাহারে কহিব দুখ কে বুঝে অন্তর।
যাহারে মরমী কহি সে বাসয়ে পর॥
আপনা বলিতে বুঝি নাহিক সংসারে।
এত দিনে বুঝিনু সে ভাবিয়া অন্তরে॥

মনের মরম কহি জুড়াবার তরে।
দ্বিগুণ আগুন সেই জ্বালি দেয় মোরে॥
এত দিনে বুঝিলাম মনেতে ভাবিয়া।
এ তিন ভুবনে নাহি আপনা বলিয়া॥
এ দেশে না রব একা যাব দূরদেশে।
সেই সে যুকতি কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥৫২॥৮৩৮॥

সুহই।

কি করিব কোথা যাব কি হবে উপায়।
যারে না দেখিলে মরি তারে না দেখায়॥
যার লাগি সদা প্রাণ আনচান করে।
মোরে উপদেশ করে পাসরিতে তারে॥
এত দিন ধরি মুঞি হেন নাহি জানি।
যে মোর দুখের দুখী তার হেন বাণী॥
আন ছলে রহি কত করে কাণাকাণি।
প্রেমদাস বলে তুমি বড় অভিমানী॥ ৫৩ ।।৮৩৯॥

পুনশ্চ সখী প্রতি আক্ষেপ।

সিন্ধুড়া।

তোমরা মোরে ডাকিয়া সুধাও না প্রাণ আনচান বাসি।
কেবা নাহি করে প্রেম আমি হৈলাম দোষী॥ধ্রু॥
গোকুল নগরে । কেবা কি না করে
তাহে কি নিষেধ বাধা।
সতী কুলবতী সে সব যুবতী
কানু-কলঙ্কিনী রাধা॥

বাহির হইতে লোকে চরচায়
বিষ মিশাইল ঘরে ।
পিরীতি করিয়া জগতের বৈরী
আপনা বলিব কারে ॥
তোমরা পরাণের বেথিত আছিলা
জীবনে মরণে সঙ্গ ।
অনেক দোষের দোষিণী হইলে
কে ছাড়ে আপন সঙ্গ ॥
নন্দের নন্দন গোকুলে কানাই
সবাই আপনা বলে ।
সো পুন ইছিয়া নিছিয়া লইনু
অনাদি জনম ফলে ॥
রাধা বলি আর ডাকি না সুধাও
এখনি এখানে মৈলে ।
চণ্ডীদাস কহে সকলি পাইবা
বন্ধুয়া আপন হৈলে ॥ ৪৪ ॥ ৮৪০ ॥

তথা রাগ ।

দেখিলে কলঙ্কীর মুখ কলঙ্ক হইবে ।
এ জনার মুখ আর দেখিতে না হবে ॥
ফিরি ঘরে যাও নিজ ধরম লইয়া ।
এ দেশে না রব মুঞি যাব বারাইয়া ॥
কালা মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে ।
কানু-গুণযশ কাণে পরিব কুণ্ডলে ॥

কানু অনুরাগে রাঙ্গা বসন পরিয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া॥
চণ্ডীদাসে কহে কেন হইলে উদাস।
মরণের সাথী যেই সে কি ছাড়ে পাশ॥৪৫॥৮৪১॥

ধানশী।

সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জীয়স্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর বুঝাও॥

নয়ান পুতলী করি লৈয়াছে মোহন রূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পিরীতি-আগুন জ্বালি সকলি পোড়াঞাছি
জাতি কুল শীল অভিমান॥

না জানিয়া মূঢ় লোকে, কি জানি কি বলে মোকে
না করিয়ে শ্রবণ গোচরে।
স্রোত বিথার জলে এ তনু ভাসাঞাছি
কি করিবে কুলের কুকুরে॥

খাইতে শুইতে চিতে, আন নাহি হেরি পথে
বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়।
মুরারি গুপতে কহে পিরীতি এমতি হৈলে
তার যশ তিন লোকে গায়॥ ৪৬॥ ৮৪২॥

আর কত বল সই আর কত বল।
নিভান অনল আর পুন কেন জ্বাল॥
যে অনলে পোড়ে হিয়া সে অনলে সেকি।
কস্তুরী লেপিয়া অঙ্গে শ্যাম-নাম লেখি॥
শ্যাম-পরসঙ্গ বিনে যদি প্রাণ রয়।
তবু ত দারুণ লোকে এত কথা কয়॥৪৭॥৮৪৩॥

সিন্ধুড়া।

কি মোর ঘর দুয়ারে কাজ
লাজ কহিতে নারি।
তিলেক বিচ্ছেদ লাগে পরমাদ
হিয়া বিদরিয়া মরি॥

আপন ইচ্ছায় বাছিয়া লইনু
যে মোর করমে ছিল।
এ কথা শুনিয়া যে জন বিমুখ
তারে তিলাঞ্জলি দিল॥

কি আর বুঝাও কুলের ধরম
মন স্বতন্তর নয়।
কুলবতী হৈয়া রসের পরাণ
জানি কার পাছে হয়॥

কানু সে জীবন জাতি প্রাণ ধন
এ দুটি নয়ানের তারা।
পরাণ অধিক নয়ান-পুতলী
তিলেকে বাসিয়ে হারা॥
গঞ্জে গুরুজন বলে কুবচন
সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যাম অনুরাগে অঙ্গ বেচিয়াছি
তিল তুলসী দিয়া॥ ৪৮॥ ৮৪৪॥

ষষ্ঠঃ প্রকারঃ।

দূতী প্রতি।

মল্লার।

দিবস রজনী গুণ গণি গণি
কি হইল দারুণ বেথা।
খলের বচনে পাতিয়া শ্রবণে
খাইনু আপন মাথা॥
শুন শুন দূতি কি কহ মো প্রতি
বচন না লাগে ভাল।
কি ছার পিরীতি ভাবিতে ভাবিতে
সোণার বরণ কাল॥
সোণার গাগরী বিষজল ভরি
কেবা আনি দিল আগে।
করিনু আহার না করি বিচার
এ বধ কাহার লাগে॥

নীর লোভে মৃগী পিয়াসে ধাইতে
বাধ শর দিল বুকে ।
জলের সফরী আহার করিতে
বড়শী লাগিল মুখে ॥
নব ঘন হেরি পিয়াসে চাতকী
চঞ্চু পসারল আশে ।
বারিক বারণ করল পবন
কুলিশ মিলল শেষে ॥
লাখ হেম পাইয়া যতনে বান্ধিতে
পড়ল অগাধ জলে ।
হেন অনুচিত করে পাপ বিধি
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে ॥ ৪৯ ॥ ৮৪৫ ॥

সপ্তমঃ প্রকারঃ ।
অথ বিধাতা প্রতি ।
শ্রীগৌরচন্দ্র ।

সুহই ।

কনক চম্পক গোরাচান্দে ।
ভূমিতে পড়িয়া কেন কান্দে ॥
ক্ষেণে উঠি কহে হরি হরি ।
কে করিল আমারে বাউরি ॥
আজানুলম্বিত বাহু তুলি ।
বিধিরে পাড়য়ে সদা গালি ॥

কহে ধিক্ বিধির বিধানে।
এমত ঘোটন করে কেনে॥
কোন ভাবে কহে গোরারায়।
নরহরি সুধিয়া বেড়ায়॥ ৫০ ॥ ৮৪৬ ॥

বিহাগড়া।
তাল-তেওট।

ধাতা কাতা বিধাতার বিধানে দিয়াছি ছাই।
জনম হৈতে একা কৈল দোসর দিল নাই॥
না দিলে রসিক মূঢ় পুরুষের সনে।
এমতি আছিল তোর এ পাপ বিধানে॥
যার লাগি প্রাণ কান্দে তার নাহি দেখা।
এ পাপ করমে মোর এমতি লেখাজোখা॥
ঘর দুয়ারে আগুন দিয়া যাব দূর দেশে।
আরতি পূরিবে কহে কবি চণ্ডীদাসে॥৫১।৮৪৭॥

তথা রাগ।

বিধির বিধানে হাম আনল ভেজাই।
যদি সে পরাণ বন্ধু তার লাগি পাই॥
গুরু দুরুজন যত বন্ধুর দ্বেষ করে।
সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যামুনি তার বুকে পড়ে॥
আপন দোষ না দেখিয়া পরের দোষ গায়।
কাল সাপিনী যেন তার বুকে খায়॥
আমার বন্ধুকে যে করিতে চাহে পর।
দিবস দুপরে যেন পোড়ে তার ঘর॥

এতেক যুবতি আছে গোকুল নগরে।
কে না বন্ধুরে দেখি বুক ফাটি মরে॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে।
তোমার বন্ধু তোমার আছে গালি পাড়িছ কেনে॥
৫২॥ ৮৪৮॥

শ্রীরাগ।

আপনা আপনি দিবস রজনী
ভাবিয়ে কতক দুখ।
যদি পাখা পাই পাখী হৈয়া যাই
না দেখাই পাপ মুখ॥

সই বিধি দিল মোরে শোকে।
পিরীতি করিয়া আশা না পূরল
কলঙ্ক ঘুষিল লোকে॥ ধ্রু॥

হাম অভাগিনী তাহে একাকিনী
নহিল দোসর জনা।
অভাগিয়া লোকে যত বলে মোকে
তাহা যে না যায় শুনা॥

বিধি যে শুনিত মরণ হইত
ঘুচিত সকল দুখ।
চণ্ডীদাসে কয় এমতি হইলে
পিরীতির কিবা সুখ॥ ৫৩॥ ৮৪৯॥

ইতি অষ্টমঃ প্রকারঃ।

কন্দর্প প্রতি যথা।

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র।

তুড়ী।

গৌর সুন্দর মোর।
কি লাগি একলে বসিয়া বিরলে
গলয়ে নয়নে লোর ॥ ধ্রু ॥
হরি-অনুরাগে আকুল অন্তর
গদ গদ মৃদু কহে।
সকল অকাজ করে মনসিজ
এত কি পরাণে সহে ॥
অবলা-শরীর করে জর জর
মনের মাঝারে পশি।
কহিতে ঐছন পূরব বচন
অবনত মুখ-শশী ॥
প্রলাপের পারা কিবা কহে গোরা
মরম কেহ না জানে।
পূরব চরিত সদা বিভাবিত
দাস নরহরি ভণে ॥ ৫৪ ॥ ৮৫০ ॥

ধানশী।

পঞ্চবাণ-ধারী পর-মন্দকারী
তোরে বা বলিব কি।
তোর আকর্ষণে পিরীতির ফাঁদে
আমি সে ঠেকিয়াছি ॥

এত দিনে তোর মরম বুঝিনু
অনঙ্গ তোহারি নাম।
অঙ্গ বা থাকিলে আর কি হইত
কি জানি কি গুণগাম॥
মনের মাঝারে পশিয়া নারীর
সরম করিলা দূর।
তার প্রতিফল হইবে তোমার
কহিনু বচন গূঢ়॥
কালার পিরীতি লাগি তোর শরে
কাতর হৈয়াছি আমি।
কহয়ে উদ্ধব যে জন অন্তরে
তারে কি ছাড়িবে তুমি॥ ৫৫॥ ৮৫১॥

তিরোতা।

কতিহুঁ মদন তনু দহসি হামারি।
হাম নহ শঙ্কর হুঁ বরনারী॥
নাহি জটা ইহ বেণী-বিভঙ্গ।
মালতী-মাল শিরে নহ গঙ্গ॥
মোতিম-বন্ধ মৌলি নহ ইন্দু।
ভালে নয়ন নহ সিন্দুর-বিন্দু॥
কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদ-সার।
নহ ফণি-রাজ উরে মণিহার॥
নীল পটাম্বর নহ বাঘছাল।
কেলি-কমল ইহ না হয় কপাল॥

বিদ্যাপতি কহে এ হেন সুছন্দ।
অঙ্গে ভসম নহ মলয়জ-পঙ্ক ॥ ৫৬ ॥ ৮৫২ ॥

তথা রাগ।

মনমথ তোহে কি কহব অনেক।
দিঠি অপরাধে পরাণ পরে পীড়সি
এ তুয়া কোন বিবেক ॥ ধ্রু ॥

ডাহিন নয়নে পিশুনগণ বারণ
পরিজন বামহি আধ।
আধ নয়ন-কোণে যব হরি পেখল
তাহে ভেল এত পরমাদ ॥

পুর বাহির পথ করত গতাগত
কো নাহি হেরত কান।
তোহারি কুসুম শর কতিহুঁ না সঞ্চরু
হামারি হৃদয়ে পাঁচবাণ ॥ ৫৭ ॥ ৮৫৩ ॥

পুনশ্চ কন্দর্পচরিতং
সখীং প্রতি কথয়তি।

ধানশী।

কুলের বৈরী হইল মুরলী
করিল সকল নাশে।
মদন কিরাতী মধুর যুবতী
ধরিতে আইল দেশে ॥

সই জীব না এমন বাসি।
পিরীতি আঁটা ননদী কাঁটা
পড়সী হইল ফাঁসী ॥
বৃন্দাবন মাঝে বেড়ায় সাজে
ধরিতে যুবতী জনা।
যমুনার কূলে গাছের তলে
বসিয়া করিল থানা ॥
গাছের ডালে বসিয়া ভালে
তাক করে এক দিঠে।
জড়াল আঁটা না যায় কাটা
লাগিল পাখীর পিঠে ॥
পড়িয়া ভূমিতে ধড়ফড়াইতে
কিরাতে ধরিল পাখে।
পাখে পাখা দিয়া বান্ধিল আটিয়া
ঝুলিতে ভরিয়া রাখে ॥
চণ্ডীদাসে কয় মহাজন হয়
কিনিয়া লয় সে পাখী।
ছাড়িয়া যে দেয় পাখায় ধোয়ায়
তবে সে এড়ান দেখি ॥ ৫৮ ॥ ৮৫৬ ॥

তথা রাগ।

(আরে মনমথ) নাহি তুয়া ধরম বিচার।
কো করু দোখ রোখ করু কা সঞে
বড় তুহুঁ মূরুখ গোঙার ॥

শুনইতে রূপ কলা গুণ-মাধুরী
তেঞি দিঠি হেরল কান।
সোই যোধ-পতি তাহে নাহি পারলি
হৃদয়ে হানলি পাঁচ বাণ॥

কিয়ে গুণবতী তোহে পতি করি মানল
নাম কে রাখল কান।
নাশসি কাম কুলটা-পদ দেওসি
আর তোহি চিহ্নল হাম॥

দেবীপতি শিব জীব তুয়া রাখল
ছিয়ে ছিয়ে এ বড়ি দুখে।
তা সঞে বাদ সাধি যৈছে ধাওলি
তৈছে অনল দিল মুখে॥

অব হাম শম্ভু আরাধব তুয়া লাগি
পুন তোহে করব বিনাশ।
বিরহিণীগণ যেন কিয়ে ঘর কিয়ে বন
যাঁহা তাঁহা সুখে করু বাস॥

ধরণীক বাণী মান তুহুঁ সুন্দরি
শম্ভু আরাধবি কাঁয়।
মনমথ কোটি মথন করু যো জন
সো তুয়া চরণ ধোয়ায়॥ ৫৯। ৮৫৫॥

ইত্যাদি কন্দর্পং প্রতি।

নবমঃ প্রকারঃ। গুরুগণাদীন্ প্রতি যথা।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

বরাড়ী।

গোরাচাঁদে দেখিয়া কি হৈনু।
গোপত পিরীতি ফাঁদে মুঞি সে ঠেকিনু॥
ঘরে গুরুজন-জ্বালা সহিতে না পারি।
অবলা করিল বিহি তাহে কুলনারী॥
গোরা-রূপ মনে হৈলে হই যে পাগলী।
দেখিয়া শাশুড়ী মোর সদা পাড়ে গালি॥
রহিতে নারিনু ঘরে কি করি উপায়।
যদু কহে ছাড়িলে না ছাড়ে গোরারায়॥৬০॥৮৫৬॥

সিন্ধুড়া।

তাহারে বুঝাই সই গেলে তার লাগি।
ননদী বচনে যেন বুকে উঠে আগি॥
কাহারে না কহি কথা রহি দুখে ভাসি।
ননদী দ্বিগুণ বাদী এ পোড়া পড়সী॥
কাহারে কহিব দুখ যাব আমি কোথা।
কার সনে কব আর কালা কানুর কথা॥
যত দূরে যায় মন তত দূরে যাব।
পিরীতি পরাণ-ভাগী কোথা গেল পাব॥
তাহারে কহিব দুখ বিনয় করিয়া।
চণ্ডীদাস কহে তবে জুড়াইবে হিয়া॥ ৬১ ॥৮৫৭॥

শ্রীরাগ।

পরের রমণী ঘুচিবে কথনি
এমতি করিবে ধাতা॥
গোকুল নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
না শুনি পিরীতি কথা॥
সই যে বল সে বল মোরে।
শপতি করিয়া বলি দড়াইয়া
না রব এ পাপ ঘরে॥
গুরুর গঞ্জন মেঘের গর্জ্জন
কত না সহিব প্রাণে।
ঘর তেয়াগিয়া যাইব চলিয়া
রহিব গহন বনে॥
বনে যে থাকিব শুনিতে না পাব
এ পাপ-জনার কথা।
গঞ্জনা ঘুচিবে হিয়া জুড়াইবে
ঘুচিবে মনের ব্যথা॥
চণ্ডীদাস কয় সতন্তরী হয়
তবে সে এমন বটে।
যে সব কহিলে করিতে পারিলে
তবে সে এ পাপ ছুটে॥৬২।৮৫৮॥

তথা রাগ।

এ ছার দেশে বসতি হইল নাহিক দোসর জনা
মরমের মরমী নহিলে না জানে মরমের বেদনা॥

চিত উচাটন সদা কত উঠে মনে ।
ননদীর বচনে পাঁজরে বিন্ধে ঘুণে ॥
জ্বালার উপরে জ্বালা সহিতে না পারি ।
বন্ধু হৈল বিমুখ ননদী হৈল বৈরী ॥
গুরুজন-কুবচন সদা শেলের ঘায় ।
কলঙ্কে ভরিল দেশ কি করি উপায় ॥
বাশুলী আদেশে কবি চণ্ডীদাসের গীত ।
আপনা আপনি চিত করহ সম্বিত ॥৬৩॥৮৫৯॥

নিশ্বাস ছাড়িতে না দেয় ঘরের গৃহিণী ।
বাহিরে বাতাসে ফাঁদ পাতে ননদিনা ।
বিনি ছলে ছলে সে সদাই ধরি চুলি ।
হেন মন করে জলে প্রবেশিয়া মরি ॥
সতী-সাধে দাঁড়াই সখীগণ সঙ্গে ।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে ॥
পুলক ঢাকিতে নানা করি পরকার ।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার ॥
পোড়া লোক না জানে পিরীতি বলে কারে ।
তুমি যদি বল সমাধান দিয়ে ঘরে ॥
চণ্ডীদাস বলে শুন আমার যুকতি ।
অধিক জ্বালা যার তার অধিক পিরীতি ॥৬৪॥৮৬০॥

তথা রাগ।

গুরুজন-বচনে পাঁজর ধসি গেল।
পাড়াপড়সীর জ্বালায় প্রাণ সারা হৈল॥
কত না সহিব আর সহিতে না পারি।
কহিতে কহিতে দুখ কহিতেও নারি॥
এ দেশ ছাড়িয়া যাব রহিব কাননে।
এ পাপ লোকের মুখ না দেখি যেখানে॥৬৫॥৮৬১॥

ইতি দশমঃ প্রকারঃ। তত্র কুটিলায়াঃ সাক্ষাদুক্তিঃ।

গান্ধার।

একি পরমাদ আই।
লোকের বদনে শুনি যা শ্রবণে
তাহাই দেখিতে পাই॥

তোমার আমার বাপের কুলেতে
কখন কথাটি নাই।
তবে কেন তুমি কানু কানু করি
সদাই জপহ রাই॥

কানু নাম শুনি চমকি উঠহ
পুলক তাহার সাখী।
কালা-রূপ দেখি ছল ছল আঁখি
বেকত এ সব দেখি।

আমি ননদিনী সব রস জানি
পসারের চৌপিঠ।
কহে শিবরাম বুঝিনু কথায়
তুমি সে বড়ই টীট ॥৬৬॥৮৬২॥

বরাড়ী।

ননদিনি লো মিছাই লোকের কথা।
যদি কানু সঙ্গে পিরীতি করিত
শপতি তোমার মাথা ॥

নিজ পতি বিনে অন্য নাহি জানি
সেই সে আমার ভাল।
কোন গুণে যাই রাখালে ভজিব
যাহার বরণ কাল ॥

মণি মুকুতার আভরণ নাহি
সাজনি বনের ফুলে।
চূড়ার উপরে ভ্রমরা গুঞ্জরে
তাহে কি রমণী ভুলে ॥

রাজা হৈয়া যারে দেখিতে না পারে
মায়ে বলে ননীচোরা।
কহে শিবরাম রাধার কলঙ্ক
মিছাই করিলা তোরা ॥৬৭॥৮৬৩॥

সিন্ধুড়া।

সই এত কি সহে পরাণে।
কি বোল বলিয়া গেল ননদিনী
শুনিলা আপন কাণে॥
পরের কথায় এত কথা কহে
ইহাতে করিব কি।
কানু পরিবাদে ভুবন ভুলিল
বৃথাই পরাণে জী॥
কানুরে পাইত এ সব কহিত
তবে বা সে বোল ভাল।
মিছা পরিবাদে বাদিনী হইয়া
প্রাণ জর জর হৈল॥
কে আছে বুঝাঞা শ্যামেরে কহিয়া
এ দুখে করিবে পার।
চণ্ডীদাস কহ ধৈর্য্য ধরি রহ
কে কি বা করিবে কার॥৬৮॥৮৬৪॥

সিন্ধুড়া।

তাহারে বুঝাই সই পাই তার লাগি।
ননদী-বচনে যেন বুকে উঠে আগি॥
কাহারে না কহি কথা রহি দুখে ভাসি।
ননদী দ্বিগুণবাদী এ পোড়া পড়সী॥৬৯॥৮৬৫॥
ইত্যাদি জ্ঞেয়ং।

ধানশী

ভাদরে দেখিনু নট চাঁদে।
সেই হৈতে উঠে মোর কানু পরিবাদে।
এতেক যুবতীগণ আছয়ে গোকুলে।
কলঙ্ক কেবল লেখা মোর সে কপালে ॥
স্বামী ছায়াতে মারে বাড়ি ।
তার আগে কুকথা কয় দারুণ শাশুড়ী ।
ননদী দেখয়ে চোখের বালি ।
শ্যাম নাগর তোমায় সদাই পাড়ে গালি ॥
এ দুঃখে পাঁজর হৈল কাল।
ভাবিয়া দেখিনু এবে মরণ সে ভাল ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে পুন কয়।
পরের বচনে কি আপন পর হয় ॥১০॥৮৬৬॥

তথা রাগ ।

ইহ গুরু-গঞ্জন বোল ।
শুনইতে জিউ উতরোল ॥
কত সহ এ পাপ পরাণ ।
বুঝি কিয়ে হয় সমাধান ॥
মিছা ছলে তোলে পরিবাদ ।
কি কার করিনুঁ অপরাধ ॥
ননদী নয়ন-জালে বসি ।
তাহে কাল এ পাড়া পড়সী ॥

জ্ঞানদাস কহে ধনি রাই।
পরিবাদে আর ভয় নাই ॥৭১॥৮৬৭॥

ইতি একাদশ প্রকারঃ।
প্রেম প্রতি আক্ষেপ যথা।

পঠমঞ্জরী

কি বুকে দারুণ ব্যথা।
সে দেশে যাইব যে দেশে না শুনি
পাপ পিরীতির কথা ॥

সই কে বলে পিরীতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া
কান্দিতে জনম গেল ॥

কুলবতী হৈয়া কুলেতে দাঁড়াঞা
যে ধনী পিরীতি করে।
তুষের অনল যেন সাজাইয়া
এমতি পুড়িয়া মরে ॥

হাম অভাগিনী এ দুখে দুখিনী
প্রেমে ছল ছল আঁখি।
চণ্ডীদাস কহে যে গতি হইল
পরাণ সংশয় দেখি ॥৭২॥৮৬৮॥

শ্রীরাগ।

পিরীতি মূরতি কভু না হেরিব
এ দুটি নয়ান কোণে॥
পিরীতি বলিয়া নাম শুনইতে
মুদিয়া রহিব কাণে॥

সখি আর কি বলিব তোরে।
পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
এত দুখ দিল মোরে॥ ধ্রু॥

পিরীতি আরতি কভু না করিব
শয়ন স্বপনে মনে।
পিরীতি নগরে বসতি তেজিয়া
রহিব গহন বনে॥

পিরীতি পবন পরশ লাগিয়া
তেজিব নিকুঞ্জবাস।
পিরীতি বেয়াধি ছাড়িলে না ছাড়ে
ভালে জানে চণ্ডীদাস॥৭৩॥৮৬৯॥

তথা রাগ।

পিরীতি সুখের সাগর দেখিয়া
নাহিতে নামিলাম তায়।
নাহিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিতে
লাগিল দুখের বায়॥

কেবা নিরমিল প্রেম-সরোবর
নিরমল তার জল।
দুখের মকর ফিরে নিরন্তর
প্রাণ করে টলমল॥

গুরুজন-জালা জলের শিহালা
পড়সী-জীয়ল-মাছে।
কুল-পানীফল কাঁটায় সকল
সলিল বেড়িয়া আছে॥

কলঙ্ক-পাণায় সদা লাগে গায়
ছানিয়া খাইল যদি।
অন্তর বাহিরে কুট কুট করে
সুখে দুখ দিল বিধি॥

কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনি
সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি
দুঃখ যায় তার ঠাঞি॥ ৭৪। ৮৭০॥

সুহিনী।

শুন সহচরি না কর চাতুরী
সহজে দেহ উত্তর।
কি জাতি মূরতি কানুর পিরীতি
কোথাই তাহার ঘর॥

চলে কি বাহনে টিকে কোন স্থানে
সৈন্যগণ কেবা সঙ্গে।
কোন অস্ত্র ধরে পারাবার করে
কেমনে প্রবেশে অঙ্গে॥

পাইয়া সন্ধান হব সাবধান
না লব তাহার বা।
নয়নে শ্রবণে বচনে তেজিব
সোঙরি তাহার পা॥

সখী কহে সার দেখি নিরাকার
স্বরূপ কহিবে কে।
অনুরাগ ছুরী বৈসে মনোপরি
জাতির বাহিরে সে॥

মন তার বাহন রক্ষক মদন
ভাবগণ তার সঙ্গে।
সুজন পাইলে না দেয় ছাড়িয়ে
পিরীতি অদ্ভুত রঙ্গে॥

কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
ছাড়িতে কি কর আশ।
পিরীতি নগরে বসতি করেছ
পরেছ পিরীতি-বাস॥ ৭৫।৮৭১॥

তথা রাগ।

পিরীতি বলিয়া এ তিন আঁখর
ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইনু
তিঁতায় তিঁতিল দে॥
সই এ কথা কহিলে নহে।
হিয়ার ভিতর বসতি করিয়া
কখন কি জানি কহে॥
পিয়ার পিরীতি প্রথম আরতি
তাহার নাহিক শেষ।
পুন নিদারুণ শমন সমান
দয়ার নাহিক লেশ॥
কপট পিরীতি আরতি বাঢ়াঞা
মরণ অধিক কাজে।
লোকে চরচায় কুল-রক্ষা দায়
জগত ভরিল লাজে॥
হইতে হইতে অধিক হইল
সহিতে সহিতে মনু।
কহিতে কহিতে তনু জর জর
পাগলী হইয়া গেনু॥
এমতি পিরীতি না জানি এ রীতি
পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি পরম হয় দুখময়
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥ ৭৬॥ ৮৭২॥

তথা রাগ।

পিরীতি পিরীতি কি রীতি মূরতি
হৃদয়ে লাগল সে ;
পরাণ ছাড়িলে পিরীতি না ছাড়ে
পিরীতি গঢ়ল কে ॥
পিরীতি বলিয়া এ তিন আঁখর
না জানি আছিল কোথা।
পিরীতি-কণ্টক হিয়ার ফুটল
পরাণ-পুতলী যথা ॥
পিরীতি পিরীতি পিরীতি অনল
দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল।
বিষম অনল নিভাইলে নহে
হিয়ায় রহিল শেল ॥
চণ্ডীদাস-বাণী শুন বিনোদিনি
পিরীতি না কহে কথা।
পিরীতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে
পিরীতি মিলয়ে তথা ॥ ৭৭ ॥৮৭৩॥

শ্রীরাগ।

ভুবন ছানিয়া যতন করিয়া
আনিনু প্রেমের বীজ।
রোপণ করিতে গাছ যে হইল
সাধল মরণ নিজ ॥

সই প্রেম-তরু কেন হৈল।
হাম অভাগিনী দিবস রজনী
সিঁচিতে জনম গেল॥
পিরীতি করিয়া সুখ যে পাইব
শুনিয়া সখীর মুখে।
অমিয়া বলিয়া গরল কিনিয়া
খাইনু আপন সুখে॥
অমিয়া হইত স্বাদ যে লাগিত
হইল গরল ফলে।
কানুর পিরীতি শেষে হেন রীতি
জানিনু পুণ্যের বলে॥
যত মনে ছিল সকলি পূরিল
আর না চাহিব লেহা।
চণ্ডীদাস কহে পরশন বিনে
কেমনে ধরিবে দেহা॥ ৭৮। ৮৭৪॥

তথা রাগ।

কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি
ঘসিতে সৌরভময়।
ঘসিয়া আনিয়া হিয়ায় লইতে
দহন দ্বিগুণ হয়॥
সই কে বলে পিরীতি হীরা।
সোণায় জড়িয়া হিয়ায় করিতে
দুখ উপজিল ফিরা॥ ধ্রু॥

পরশ পাথর বড়ই শীতল
কহয়ে সকল লোকে ।
মুই অভাগিনী লাগুক আগুনি
পাইনু এতেক দুখে ॥

সব কুলবতী করয়ে পিরীতি
এমত না হয় কারে ।
এ পাড়াপড়সী ডাকিনী সদৃশী
এমত না খায় তারে ॥

গৃহের গৃহিণী আর ননদিনী
বোলয়ে বচন যত ।
কহিলে কি যায় কি করি উপায়
পরাণে সহিবে কত ॥

নান্নুরের মাঠে গ্রামের হাটে
বাশুলী আছয়ে যথা ।
তাহার আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
সুখ যে পাইব কোথা ॥ ৭৯ ॥ ৮৭৫ ॥

তথা রাগ ।

আপনা খাইনু সোণা যে কিনিনু
ভূষণে ভূষিতে দেহ ।
সোণা যে নহিল পিতল হইল
এমতি কানুর লেহ ॥

সই মদন সোণারে না চিনে সোনা।
সোণা যে বলিয়া পিতল আনিয়া
গড়ি দিল সে গহনা ॥ ধ্রু ॥
প্রতি অঙ্গুলিতে ঝলকে দেখিতে
হাসয়ে সকল লোকে।
ধন যে গেল কাজ না হইল
শেল রহি গেল বুকে ॥
যেন মোর মতি তেমতি এ গতি
ভাবিয়া দেখিনু চিতে।
খলের কথায় পাথারে সাঁতারি
উঠিতে নারিনু ভিতে ॥
অভাগিয়া জনে ভাগ্য নাহি জানে
না পূরয়ে সব সাধ।
খাইতে নাহি ঘরে সাধ বহু করে
বিহি করে অনুবাদ।
চণ্ডীদাসে কহে বাশুলী কৃপায়ে
আর নিবেদিব কায়।
তবু ত পিরীতি নাহি পায় যদি
পরাণে হরিয়া যায় ॥ ৮০ । ৮৭৬ ॥

তথা রাগ।

কানুর পিরীতি মরমে বেয়াধি
হইল এতেক দিনে।
মৈলে কি ছাড়িবে সঙ্গে যাইবে
না করিব কি বিধানে ॥

সই জীয়স্তে এমন জ্বালা ।
জাতি কুল শীল সকলি ডুবিল
ছাড়িলে না ছাড়ে কালা ॥ ধ্রু ॥
শয়নে স্বপনে না করিয়া মনে
ধরম গণিয়া থাকি ।
আসিয়া মদন দেয় কদর্থন
অন্তরে জ্বালয়ে উকি ॥
সরোবর মাঝে মীন যে থাকয়ে
উঠে অগ্নি দেখিবারে ।
ধীবর কাল হাতে লই জাল
তুরিতে ঝাঁপয়ে তারে ॥
কানুর পিরীতি কালের বসতি
যাহার হিয়ায় থাকে ।
খলের খলনে যারে সেই জানে
কলঙ্ক ঘোষয়ে লোকে ॥
চণ্ডীদাস মন বাশুলী চরণ
আদেশে রউক নারি ।
সহিতে সহিতে কিছু না ভাবিবে
রহিবে একান্ত করি ॥ ৮১ । ৮৭৭ ॥

তথা রাগ ।

যাবত জনমে কি হৈল করমে
পিরীতি হইল কাল ।
অন্তরে বাহিরে পশিয়া রহিল
কেমতে হইবে ভাল ॥

সই বলনা উপায় মোরে।
গঞ্জনা সহিতে নারি আর চিতে
মরম কহিনু তোরে॥
ননদী-বচনে জ্বলিছে পরাণে
আপদ মস্তক চুল।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
পাথারে ভাসাব কুল॥
ভাসিয়া যায় ঘুচয়ে দায়
এ বোল এ ছার লোকে।
চণ্ডীদাস কহে এমতি হইলে
মরিবে তাহারা শোকে॥ ৮২॥ ৮৭৮॥

ধানশী।

আমরা সরল পিরীতি গরল
লাগিল অমিয়াময়।
মহানন্দ রতি বিছুরিনু পতি
কলঙ্ক সবাই কয়॥
সই দৈবে হেন মতি।
অন্তর জ্বলিল পরাণ পুড়িল
ঐছন পিরীতি-রীতি॥ ধ্রু॥
মাটি খোদাইয়া থাল বানাইয়া
উপরে দেওল চাপ।
আহার দিয়া মারয়ে বান্ধিয়া
এমন করয়ে পাপ॥

নৌকাতে চড়াঞা দরিয়াতে লৈয়া
ছাড়য়ে অগাধ জলে ।
ডুবু ডুবু করি ডুবিয়া না মরি
উঠিতে নারিয়ে কূলে ॥
এমতি করিয়া পরাণে মারিয়া
চলিল আপন ঘরে ।
চণ্ডীদাসে কয় এমতি সে হয়
তুমি সে ভাবহ তারে ॥ ৮৩ ॥ ৮৭৯ ॥

তথা রাগ ।

সুখের লাগিয়া পিরীতি করিনু
শ্যাম বন্ধুয়ার সনে ।
পরিণামে এত দুখ হবে বলি
কোন অভাগিনী জানে ॥
সই পিরীতি বিষম মানি ।
এত সুখে এত দুখ হবে বলি
স্বপনে নাহিক জানি ॥
সে হেন কালিয়া নিঠুর হইল
কি শেল লাগিল যেন ।
দরশন-আশে যে জন ফিরয়ে
সে এত নিঠুর কেন ॥
বল না কি বুদ্ধি করিব এখন
ভাবনা বিষম হৈল ।
হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি
কিঁ দিলে হইবে ভাল ॥

চণ্ডীদাসে কহে শুন বিনোদিনি
মনে না ভাবিহ আন।
তুমি সে শ্যামের সরবস ধন
শ্যাম সে তোমার প্রাণ॥৮৪॥৮৮০।

শ্রীরাগ।

বিবিধ কুসুম যতনে আনিয়া
গাঁথিনু পিরীতি-মালা।
শীতল নহিল পরিমল গেল
জ্বালাতে জ্বলিল গলা॥

সই মালী কেন হেন হৈল।
মালায় করিয়া বিষ মিশাইয়া
হিয়ার মাঝারে দিল॥

জ্বালায় জ্বলিয়া উঠিল যে হিয়া
আপদ মস্তক চুল।
না শুনি না দেখি কি করিব সখি
আগুন হইল ফুল॥

ফুলের উপর চন্দন লাগল
সংযোগ হইল ভাল।
দুই এক হৈয়া পোড়াইল হিয়া
পাঁজর ধঁসিয়া গেল॥

ধঁসিতে ধঁসিতে সকলি ধঁসিল
নির্ম্মল হৈল দেহ ।
চণ্ডীদাসে কয় কহিলে না হয়
ঐছন কানুর লেহ ॥৮৫॥৮৮১॥

তথা রাগ ।

সুখের লাগিয়া রন্ধন করিনু
জ্বালাতে জ্বলিল দে ।
স্বাদু যে নহিল জাতি সে গেল
ব্যঞ্জন খাইবে কে ॥
সই ভোজন বিস্বাদ হৈল ।
কানুর পিরীতি হেন রসবতী
স্বাদ গন্ধ দূরে গেল ॥ ধ্রু ॥
পিরীতি রসের নাগর দেখিয়া
আরতি বাঢ়ানু তাতে ।
তবে সে সজনি দিবস রজনী
অনল উঠিল চিতে ॥
উঠিতে উঠিতে অধিক উঠিল
পিরীতে ডুবিল দেহ ।
নিমে সুধা দিয়া একত্র করিয়া
ঐছন কানুর লেহ ॥
চণ্ডীদাস কয় হিয়ায় সহয়
সকলি গরল হৈল ।
কিছু কিছু সুধা বিষ গুণে আধা
চিরজীবী দেহ কৈল ॥ ৮৬ ॥ ৮৮২ ॥

সুহই।

পাপ পরাণে কত সহিবেক জ্বালা।
শিশুকালে মরি গেলে হইত যে ভালা॥
এ জ্বালা জঞ্জাল সই তবে পরিহরি।
ছেদন করিয়া দেও পিরীতের ডুরি॥
তেমতি নহিল যার এমতি বেভার।
কলঙ্ক-কলসী লৈয়া ভাসিলা পাথার॥
চণ্ডীদাসে কহে ইহা বাশুলী কৃপায়।
পিরীতি লাগিয়া কেন ভাসিবে দরিয়ায়॥৮৭॥৮৮৩॥

তথা রাগ।

ধরম করম গেল গুরু গরবিত।
অবশ করিল কালা কানুর পিরীত॥
ঘরে পরে কি না বলে করিব হাম কি।
কে না করয়ে প্রেম আমি কলঙ্কী॥
বাহির হইতে নারি লোক চরচাতে।
হেন মন করে বিষ খাইয়া মরিতে॥
একে নারী কুলবতী অবলা বলে লোকে।
কানু-পরিবাদ হৈল পুড়ে মরি শোকে॥
খাইতে নারিয়ে কিছু রহিতে নারি ঘরে।
ভাবিতে ভাবিতে ব্যাধি সামাইল অন্তরে॥
জারিল সে তনু মন ব্যাপিল শরীর।
চণ্ডীদাস বলে ভাল হইবে সুস্থির॥ ৮৮॥ ৮৮৪॥

ধানশী।

সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥

সখি হে কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি॥

নিচল ছাড়িয়া উচলে উঠিতে
পড়িনু অগাধ জলে।
লছিমী চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল
মাণিক হারানু হেলে॥

পিয়াস লাগিযা জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরীতি
মরণ অধিক শেল॥ ৮৯॥ ৮৮৫॥

সিন্ধুড়া।

এ দেশে না রব সই দূরদেশে যাব।
এ পাপ পিরীতের কথা শুনিতে না পাব॥
না দেখিব নয়নে পিরীতি করে যে।
এমতি বিষম ব্যথা জ্বালি দিবে সে॥

পিরীতি আঁখর তিন না দেখি নয়ানে।
যে কহে তাহারে আর না হেরি বয়ানে॥
পিরীতি বিষম দায়ে ঠেকিয়াছি আমি।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে ইহার গুরু তুমি॥১০॥৮৮৬॥

ইতি প্রেম প্রতি আক্ষেপ।

একাদশ প্রকারঃ।

ততঃ প্রকারান্তরং।

ধানশী।

পিরীতি বলিয়া এ তিন আঁখর
সিরজিল কোন ধাতা।
অবধি জানিতে সুধাই কাহাতে
ঘুচাই মনের ব্যথা॥
পিরীতি-মূরতি পিরীতি-রতন
যার চিতে উপজিল।
সে ধনী কতেক জনমে জনমে
ভাগ্য করিয়াছিল॥
সই পিরীতি না জানে যারা।
এ তিন ভুবনে জনমে জনমে
কি সুখ জানয়ে তারা॥
যে জন যা বিনে না রহে পরাণে
সে যে হৈল কুলনাশী।
তবে কেনে তারে কলঙ্কিনী বলে
অবোধ গোকুলবাসী॥

গোকুল নগরে কেবা কি না করে
অবুধ মূঢ় সে লোকে।
চণ্ডীদাসে ভণে মরুক যে জনে
পর-চরচায় থাকে ॥৯১॥৮৮৭॥

শ্রীরাগ।

এই মোর মনে হয় রাতি দিনে
ইহা বই নাহি আর।
পিরীতি বলিয়া এ তিন আঁখর
এ তিন ভুবন-সার ॥
বিহি এক চিতে ভাবিতে ভাবিতে
নিরমাণ কৈল পি।
রসের সায়র মন্থন করিতে
তাতে উপজিল রী ॥
পুন যে মথিয়া অমিয়া হইল
তাহে ভিয়াইল তি।
সকল সুখের এ তিন আঁখর
তুলনা দিব যে কি ॥
যাহার মরমে পশিল যতনে
এ তিন আঁখর সার।
ধরম করম সরম ভরম
কিবা জাতি কুল তার ॥

এ হেন পিরীতি না জানি কি রীতি
পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি-বন্ধন বড়ই বিষম
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় ॥৯২॥৮৮৮॥

তথা রাগ।

পিরীতি বলিয়া একটী কমল
রসের সায়র মাঝে।
প্রেম-পরিমল- লুবধ ভ্রমর
ধায়ল আপন কাজে ॥

ভ্রমর জানয়ে কমল-মা
তেজিঞা সে তাহার বশ।
রসিক জানয়ে রসের চাতুরী
আনে কহে অপযশ ॥

সই এ কথা বুঝিবে কে।
যে জন জানয়ে সে যদি না কহে
কেমনে ধরিবে দে ॥

ধরম করম লোক চরচাতে
এ কথা বুঝিতে নারে।
এ তিন আঁখর যাহার মরমে
সেই সে বুঝিতে পারে ॥

চণ্ডীদাসে কহে শুনল সুন্দরি
পিরীতি রসের সার।
পিরীতি রসের রসিক নহিলে
কি ছার পরাণ তার ॥১৩॥৮৮৯॥

তথা রাগ।

সুখের পিরীতি আনন্দ যে রীতি
দেখিতে সুন্দর হয়।
মধুর পীযুষে মদন সহিতে
মাখিলে সে রসময় ॥

সই কিবা কারিগর সে।
এমত সংযোগ কবি অনুরাগে
কিমতে গড়িল দে ॥

সাগর মাঝারে থাকিয়া অমিয়া
কেমনে পাইবে সে।
মদন মাদন পাইল কোন স্থান
রসে নিরমিল দে ॥

তিন তিন গুণে বিন্ধিলেক ঘুণে
পাঁজর ধঁসিয়া গেল।
যতন করিয়া অবলা বধিতে
আনিল এমতি শেল ॥

এমন অকাজ করে কোন রাজ
বুঝিতে নারিনু মোরা।
কুলের ধরমে তেজিনু মরমে
এমতি হউক তারা॥

চণ্ডীদাসে কয় মিছা গালি হয়
না দেখি জনেক লোকে।
আপনা আপনি বলহ কাহিনী
আপন মনের সুখে॥ ৯৪ ॥৮৯০॥

তথা রাগ।

সই পিরীতি আঁখর তিন॥
জনম অবধি ভাবি নিরবধি
না জানিয়ে রাতি দিন॥

পিরীতি পিরীতি সব জনা কহে
পিরীতি কেমন রীত।
রসের স্বরূপ পিরীতি মূরতি
কেবা করে পরতীত॥

পিরীতি মন্তর জপে যেই জন
নাহিক তাহার মূল।
বন্ধুর পিরীতে আপনা বেচিনু
নিছি দিনু জাতি কুল॥

সে রূপ-সায়রে নয়ন ডুবিল
সে গুণে বাঁধিল হিয়া॥

সে সব চরিতে ডুবল যে চিতে
নিবারিব কি না দিয়া ॥
খাইতে খেয়েছি শুইতে শুয়েছি
আছিতে আছিয়ে ঘরে।
চণ্ডীদাস কহে ইঙ্গিত পাইলে
অনল দিয়ে দুয়ারে ॥ ৯৫ ॥ ৮৯১ ॥

সুহই।

এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে জানি টুটে ॥
গড়ন ভাঙ্গিতে সই আছে কত খল।
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল ॥
যথা তথা যাই আমি যত দূরে পাই।
চাঁদমুখে মধুর হাসি তিলেক জুড়াই ॥
সে হেন বন্ধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়।
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায় ॥
চণ্ডীদাস কহে রাই ভাবিছ অনেক।
তোমার পিরীতি বিনে সে জীয়ে তিলেক ॥৯৬॥৮৯২

শ্রীরাগ।

শ্যামের পিরীতি মূরতি হইতে
তবে কি পরাণ ফলে।
পরাণ পিরীতি সমান করিলে
কে তারে জীয়ন্ত বলে ॥

যদি হাম শ্যাম বন্ধু লাগি পাও
তবে সে এ দুখ টুটে।
আন মত শুনি মনের আগুনি
ঝলকে ঝলকে উঠে॥

পরাণ সমান পিরীতি-রতন
খুজিনু হৃদয়ে তুলে।
পিরীতি-রতন অধিক হইল
পরাণ উঠিল চুলে॥

জাতি কুল বলি দিনু তিলাঞ্জলি,
আর সতী-চরচাতে।
তনু ধন জন জীবন যৌবন
নিছিনু কালা-পিরীতে॥

হিয়ায় রাখিব কারে না কহিব
পরাণে পরাণে জড়া।
কি জানি কি ক্ষণে কি দিয়া কি কৈলে
মরিলে না যায় ছাড়া॥

তিলেকে মরিয়ে যদি না দেখিয়ে
শয়নে স্বপনে বন্ধু।
কহে চণ্ডীদাস মরমে রহল
পিরীতি অমিয়া-সিন্ধু॥ ৯৭ ॥ ৮৯৩ ॥

তথা রাগ।

কানু-পরিবাদ মনে ছিল সাধ
সফল করিল বিধি।
কুজন-বচনে ছাড়িতে নারিব
সে হেন গুণের নিধি॥

বন্ধুর পিরীতি শেলের ঘা
পহিলে সহিল বুকে।
দেখিতে দেখিতে ব্যথাটি বাড়িল
এ দুখ কহিব কাকে॥

অন্য বেথা নয় বোধে সোধে রয়
হিয়ার মাঝারে থুইঞা।
কোন কুলবতী কুল মজাইয়া
কেমনে রৈয়াছে শুইঞা॥

সকল ফুলে ভ্রমরা বুলে
কি তার আপন পর।
চণ্ডীদাস কহে কানুর পিরীতি
কেবল দুখের ঘর॥ ৯৮॥ ৮৯৪॥

শ্রীরাগ।

না বল না বল সখি না বল এমনে।
পরাণ বান্ধিয়া আছি সে বন্ধুর সনে॥

তেজিল কুল শীল এ লোক-লাজ।
কি গুরু-গৌরব গৃহের কাজ॥
তেজিয়া সব লেহা পিরীতি কৈনু।
যে হইবে বিরতি ভাবে তেজিয়া মৈনু॥
যে চিতে দড়াঞাছি সেই সে হয়।
খেপিল বাণ যেন রাখিল নয়॥
ঠেকিনু প্রেমফাঁদে সকলি নাশ।
ভাগে সে জ্ঞানদাস না করে আশ॥৯৯॥৮৯৫॥

সুহই।

কানু সে জীবন জাতি প্রাণ-ধন
এ দুটি আঁখির তারা।
পরাণ অধিক হিয়ার পুতলী
নিমিখে নিমিখে হারা॥

তোরা কুলবতী ভজ নিজ পতি
যার যেবা মনে লয়।
ভাবিয়া দেখিনু শ্যামবন্ধু বিনু
আর কেহ মোর নয়॥

কি আর বুঝাও কুলের ধরম
মন স্বতন্তর নয়।
কুলবতী হৈয়া রসের পরাণ
আর কার জানি হয়॥

যে মোর করমে লিখন আছিল
বিহি ঘটাওল মোরে।
তোমারা কুলবতী দেখিনু মুকতি
কুল লৈয়া থাক ঘরে ॥

গুরু দুরুজন বলু কুবচন
না যাব সে লোক পাড়া।
জ্ঞানদাস কয় কানুর পিরীতি
জাতি কুল শীল ছাড়া ॥ ১০০ ॥ ৮৯৬ ॥

দ্বাদশ প্রকারঃ।
ইত্যাদি অনুরাগ।
প্রেমোৎকৃষ্টতা।
অনুরাগঃ প্রকারান্তরং যথা।
তত্র শ্রীগৌরচন্দ্র।

শ্রীরাগ।

গোরা-রূপ লাগিল নয়নে।
কিবা নিশি কিবা দিশি শয়নে স্বপনে ॥
যে দিকে ফিরাই আঁখি সেই দিকে দেখি।
পিছলিতে করি সাধ না পিছলে আঁখি ॥
কি ক্ষণে দেখিলাম গোরা কি না মোর হৈল।
নিরবধি গোরা-রূপ নয়নে লাগিল ॥
চিত নিবারিতে চাহি নহে নিবারণ।
বাসুঘোষে বলে গোরা রমণী-মোহন ॥১০১।৮৯৭॥

তুড়ী।

মুঞি যদি বল পাসর কান
মনে সে না লয় আন।
তিল আধ আর মুখ নাহি দেখি
নিঝরে ঝরে নয়ান॥
শুন শুন শুন পরাণের সই
কানুর পিরীতি কাজে।
তনু মন প্রাণ ভেল পরাধীন
কি আর করিবে লাজে॥ ধ্রু॥
শ্যামের নামে সে পরাণ উছলে
ঐছন হয় অকাজে।
(যদি) শুনিতে না চাহ কানুর বচন
কাণে সে মুরলী বাজে॥
(যদি) চলিতে না চাহ কানুর পাশে
চরণে থির না বান্ধে।
গোবিন্দ দাস কহে কানুর লাগিয়া
ভালে সে পরাণ কান্দে॥ ১০২॥ ৮৯৮॥

ধানশী।

শুনইতে অনুক্ষণ যছু নব গুণগণ
শ্রবণ নয়ন ভৈগেল।
দরশনে তাকর এ হেন লোর ঝর
নয়ন শ্রবণ সম ভেল॥

হরি হরি কি ভেল দারুণ কাজ।
না জানিয়ে কো বিহি বিঘন বাঢ়াওল
কানু-সমাগম মাঝ॥ ধ্রু॥
যা সঞে কেলি- কলা-রস-লালসে
লাখ মনোরথ কেল।
তাকর পাণি পরশে তনু পরবশ
তবহি অচেতন ভেল॥
হিয়া ঘন-সার হার নাহি পহিরনু
যাক পরশ-রস-আশে।
তাক বিচ্ছেদে জীউ নাহি নিকসয়ে
কহতহিঁ গোবিন্দদাসে॥ ১০৩। ৮৯৯॥

কামোদ।

নব নব গুণগণ শ্রবণ-রসায়ন
নয়ন-রসায়ন অঙ্গ।
রভস সম্ভাষণ হৃদয়-রসায়ন
পরশ-রসায়ন সঙ্গ॥
এ সখী রসময় অন্তর-হার।
শ্যাম সুনাগর গুণগণ আগর
কো ধনী বিছুরয়ে পার॥ ধ্রু॥
গুরুজন-গঞ্জন গৃহপতি-তরজন
কুলবতী-কুবচন ভাষ।
যত পরমাদ সবহুঁ পুন মেটব
মুরলী-রব আশোআস॥

কিয়ে করব কুল দিবস-দীপ তুল
প্রেম-পবনে ঘন ডোল।
গোবিন্দ দাস যতন করি রাখত
লাজক স্তানে আগোর॥ ১০৪ ॥৯০০ ॥

কৌ রাগিণী।

অরুণ উদয় কালে ব্রজ-শিশু আসি মিলে
বিপিন পয়ান প্রাণনাথ।
এক দিঠি গুরুজনে আর দিঠি পথ পানে
চাহয়ে পরাণ করি হাত॥
সজনি না জানি কি হয় প্রেম লাগি।
দারুণ পিরাতি পর- বোধ না মানই
কত চিতে নিবারিব আগি॥
একে কুল-কামিনী তাহে নব যৌবনী
আর তাহে পরের অধীন।
পিরীতি বিষম শরে রহিতে না পারি ঘরে
ভাবিতে ভাবিতে তনু ক্ষীণ।
নিশি দিশি অবিরত জাগিতে ঘুমিতে কত
প্রাণনাথ সোঙরি সদাই।
জ্ঞানদাস বলে আকুল নয়ান জলে
তিল আধ থির নাহি পাই॥১০৫॥৯০১॥

ভূপালী।

শুন শুন বিনোদিনি রাই।
তোহে পুন কহিয়ে বুঝাই॥

কানুর ভাব যব হোই।
হিয় মাহা রাখবি গোই॥
কোন জন লখই না পার।
বেকত করবি কুলাচার।
কানু উয়ব হিয় মাহা।
আন ছলে বিছুরবি তাহা॥
গুরুজন জনি তুয়া পাপ।
দেখিলে দেয় বহু তাপ॥
থির করবি সদা চিত।
ঐছন কুলবতী-রীত।
পুন জনি ভাবহ আন।
ইহ কবিশেখর ভাণ॥১০৬॥৯০২

বরাড়ী।

কাল কুসুম করে পরশ না করি ডরে
এ বড় মনের মনোব্যথা।
যেখানে সেখানে যাই সকল লোকের ঠাঞি
কাণাকাণি শুনি এই কথা॥

সই লোকে বলে কালা পরিবাদ।
কালার ভরমে হাম জলদ না হেরি গো
তেজিয়াছি কাজরের সাধ॥

যমুনা সিনানে যাই আঁখি মেলি নাহি চাই
তরুয়া কদম্ব তলা পানে।
যথা তথা বসি থাকি বাঁশীটি শুনিয়ে যদি
দুটি হাত দিয়া থাকি কাণে॥

চণ্ডীদাস ইথে কহে সদাই অন্তর দহে
পাসরিলে না যায় পাসরা।
দেখিতে দেখিতে হরে তনু মন চুরি করে
না চিনি যে কালা কিবা গোরা॥১০৭॥৯০৩॥

তথা রাগ।

জীবারে নহ মুই জীবারে নহ নহ
জীবারে নহ মোর সাধ।
যাহার সনে সই পরিচয় নাহি মোর
তাহা সনে কহে পরিবাদ॥

কেমন কানাই সেই কেমন মূরতি সই
কেমন তাহার বেভার।
রাধার বন্ধুয়া বলি সব লোক ডাকে তারে
সেই মোর কুলের খাঁকার॥

কাহারে কহিব দুখ কেবা মোর জানে গো
পরাণ হইল সে ফাঁফর।
তাহার সনে যদি পিরীতি হইত গো
তবে সে কহিতে ভাল মোর॥১০৮॥৯০৪॥

সিন্ধুড়া।

যে দিগে কানুর ঘর সে দিকে না বসি।
সতী-সাধে সে দিগের বাও না পরশি॥
তবু ত দারুণ লোকে নানা কথা ভয়।
দুখের উপর দুখ আছয়ে হৃদয়॥ ১০৯॥৯০৫।
ভাদরে দেখিনু নট চাঁদে ইত্যাদি জ্ঞেয়ং।

সুহই।

যারে মুই না দেখি নয়ানে।
কলঙ্ক তোলায়ে তার সনে॥
নগরে আছয়ে কত নারী।
কে না চাহে শ্যাম পানে ফিরি॥
কে না পিরীতি নাহি করে।
গুরুজন নাহি কার ঘরে॥
মোর হৈল সব বিপরীত।
জগতে করিল বেয়াপিত॥
যাহা নাহি দেখয়ে নয়নে।
তাহা যেন দেখিল এখানে॥
বলরাম কহে পাপ লোকে।
মিছা কথা কহে পরতেকে॥১১০॥৯০৬॥

অথ প্রেম-বিচার॥

শ্রীগৌরচন্দ্র॥

ভাব-ভরে গর গর চিত।
খেনে উঠে খেনে বৈসে না পায় সম্বিত॥

অতি রসে নাহি বান্ধে থেহ।
সোঙরি সোঙরি কাঁদে পূরুব স্নেহ॥
নাচে পহু গোরা নটরাজ।
কি লাগি গোকুল-পতি সংকীর্ত্তন মাঝ।
নিজ পর কিছুই না জানে।
উত্তম অধম নাহি মানে।
ডগ মগ প্রেম-হিলোলে।
ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে ভকতের কোলে॥
প্রিয় গদাধর-কর ধরি।
মরম কথাটি কহে ফুকরি ফুকরি॥
এ রসে জগত রসময়॥
না দরবে বলরাম পাষাণ-হৃদয়॥১১১॥৯০৭॥

পরস্পর সখ্যুক্তি।

প্রেম-বিচার॥

সুহই।

সো কুলবতী অতি দুলহ গতাগতি
পর দুরমতি খর-ধার।
পাপিয় পিরীতি এতহুঁ না সমুঝিয়ে
দোসর মদন গোঙার॥
সজনি রাই সহজে পরতন্ত্র।
গহন বিরহ গহ কবহুঁ না দূর নহ
ইথে কি আছয়ে মণিমন্ত্র॥

দরশনে নহত .নয়ন ভরি তিরপিত
পরশনে না রহে গেয়ান।
তাহা বিনু তনু মন জীবন জর জর
কহত কিয়ে সমাধান॥
বিছুরত মরমে মরম মাহা পৈঠত
স্বপনে না হেরই আন।
অমিলন মিলন দুহুঁ ভেল সমতুল
গোবিন্দদাস ভালে জান॥১১২॥৯০৮॥

বরাড়ী।

দুহুঁ রসময়-তনু গুণে নাহি ওর।
লাগল দুহুঁক না ভাঙ্গই জোর॥
কে নাহি কয়ল কতহুঁ পরকার।
দুহুঁ জন ভেদ করই নাহি পার।
যো থল সকল মহীতল গেহ।
ক্ষীর নীর সম না হেরিনু লেহ॥
যব কোই বেরি আনল-মুখে আনি।
ক্ষীর দগু দেই নিরসত পাণি॥
তবহুঁ ক্ষীর উমড়ি পড়ু তাপে।
বিরহ-বিয়োগে আগ দেই ঝাঁপে॥
যব কোই পানী আনি তাহে দেল।
বিরহ-বিয়োগ তবহি দূরে গেল॥
ভণহুঁ বিদ্যাপতি এতনি সুলেহ।
রাধা মাধব ঐছন লেহ॥১১৩॥৯০৯॥

সুহই।

এমন পিরীত কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণ বান্ধা আপনি আপনি ॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥
জল বিনু মীন যেন কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে।
ভানু কমল বলি সেহ হেন নয়।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রয় ॥
চাতক জলদ কহি সে নহে তুলনা।
সময় নাহিলে সে না দেয় এক কণা ॥
কুসুম মধুপ কহি সেহ নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল ॥
কি ছার চকোর চান্দ দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাসে কহে ॥১১৪॥৯১০

সওয়ারী।

নিতুই নূতন পিরীতি দুজন
তিলে তিলে বাঢ়ি যায়।
ঠাঞি নাহি পায় তথাপি বাঢ়য়
পরিণামে নাহি থায় ॥
সখি হে অদভুত দুহুঁ প্রেম।
এত দিন ঠাঞি অবধি না পাই
ইথে কি কষিল হেম ॥

উপমার গণ সব কৈল আন
দেখিতে শুনিতে ধন্দ।
একি অপরূপ তাহার স্বরূপ
সবারে করিল অন্ধ॥

চণ্ডীদাস কহে দুহুঁ সম নহে
এখানে সে বিপরীত।
এ তিন ভুবনে হেন কোন জনে
শুনি না দরবে চিত॥১১৫॥৯১১॥

সুহই।

একে কুলবতী ধনী তাহে সে অবলা।
ঠেকিল বিষম প্রেমে কত সবে জ্বালা॥
অকথন বিয়াধি এ কহা নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়॥
পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়।
সোণার পুতলী যেন ভূমিতে লোটায়॥
পুছয়ে কানুর কথা ছল ছল আঁখি।
কোথায় দেখিলা শ্যাম কহ দেখি সখি।
চণ্ডীদাস বলে কাঁদ কিসের লাগিয়া।
সে কালা আছয়ে তার হৃদয়ে লাগিয়া॥১১৬॥৯১২॥

তথা রাগ।

সহজেই কুলবতী বালা।
সে কি সহই প্রেম-জ্বালা॥

তাহে গুরু-গঞ্জন বোল।
অহনিশি অন্তর রোল॥
তাহে নিতি প্রেম-তরঙ্গ।
জোর কবহুঁ নহ ভঙ্গ॥
দুরজন সঙ্গ সঞ্চারি।
ব্যাধ-মন্দিরে জনু শারী॥
সকল কহব কানু ঠাম।
ইথে কি কহয়ে পরিণাম॥
জ্ঞানদাস কহে তায়।
পরিণামে বড়ই সে দায়॥ ১১৭॥ ৯১৩॥

তত্রানুরাগঃ।

প্রকারান্তরং যথা।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

শ্রীরাগ।

গোরা-রূপ লাগিল মরমে।
কিবা নিশি কিবা দিশি শয়নে স্বপনে॥
যেই দিগে পড়ে দিঠি সেই দিগে দেখি।
পিছলিতে করি মনে না পিছলে আঁখি॥
কি ক্ষণে দেখিনু গোরা কিবা মোর হৈল।
নিরবধি গোরা-রূপ মরমে লাগিল॥
চিত নিবারিতে চাহি নহে নিবারণ।
বাসু ঘোষে বলে গোরা রমণী-মোহন॥১১৮॥৯১৪॥

তুড়ী।

ছাড়িব ঘরের আশ করিব সে বনবাস
এই চিতে দঢ়াইনু সার।
রাতি দিবস চিতে হিয়ার উপরে থোব
না করিব আর আঁখির আড় ॥

সই তোমারেই কহিয়ে মরম।
জাতি ভাসাইনু কুলে তিলাঞ্জলি দিনু
খাইনু সে ধরম করম ॥

শাশুড়ী ননদী ডরে নিশ্বাস না ছাড়ি ঘরে
এই দুখে হেন সাধ করে।
অঙ্গের উপর অঙ্গ থুইয়া চাঁন্দমুখ নিরখিয়া
মনের কথাটি কব তারে ॥

নয়ানে না দেখে আন আন নাহি শুনে কাণ
যত দেখে সব লাগে ধন্দ।
বলরাম দাসে বলে না জানি কি করিলে
ও নাগর গোকুলের চন্দ্র ॥ ১১৯ ॥ ৯১৫।

সিন্ধুড়া।

এ দেশে বসতি নাই যাব কোন দেশে।
যার লাগি প্রাণ কান্দে তারে পাব কিসে ॥
বল না উপায় সই বল না উপায়।
জনম অবধি দুখ রহল হিয়ায় ॥

তিঁতা কৈল দেহ মোর ননদীর বোলে।
কত না সহিব জ্বালা শাশুড়ীর বোলে॥
বিষ খাইলে দেহ যাবে রব রবে দেশে।
বাশুলী আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥১২০॥৯১৬॥

ধানশী।

শুনিয়া দেখিনু দেখিয়া ভুলিনু
ভুলিয়া পিরীতি কৈনু।
পিরীতি-বিচ্ছেদে না রহে পরাণে
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মৈনু॥
সই কে বলে পিরীতি ভাল।
শ্যাম বন্ধু সনে পিরীতি করিয়া
পাঁজর ধঁসিয়া গেল॥ ধ্রু॥
পিরীতি মিরিতি তুলে তোলাইয়া
পিরীতি গুরুয়া ভার।
পিরীতি বেয়াধি যার উপজয়ে
সে বুঝে না বুঝে আর॥
সবাই কহয়ে পিরীতি-কাহিনী
কে বলে পিরীতি ভাল।
কানুর পিরীতি ভাবিতে ভাবিতে
পাজর ধঁসিয়া গেল॥
জীবনে মরণে পিরীতি বেয়াধি
হইল যাহার অঙ্গ।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরীতি
নিতি নৌতুন রঙ্গ॥ ১২১ ॥ ৯১৭॥

সিন্ধুড়া।
বা
রাম পাহিড়া।

মুই মৈনু মৈনু মরিয়া গেনু
ঠেকিনু পিরীতি-রসে।
এ ঘর করণ বিহি নিদারুণ
সকল পরের বশে॥

কালিয়া কালিয়া বলিয়া বলিয়া
জনমে কি সুখ পাইনু।
হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি
মনের আগুনে মৈনু॥ ১২২॥ ৯১৮॥

ইত্যাদি জ্ঞেয়ং।

তথা রাগ।

কিবা সে মোহন বেশ দেখিতে মূরছে দেশ
না রহে সতীর সতীপণা।
ভরমে দেখিলে যারে জনম ভরিয়া সই
ঝুরিয়া মরয়ে কত জনা॥

কি করিনু কি না হৈল কেনে রস বাড়াইল
কি শেল হানিয়া গেল বুকে।
জাতি-কুল-শীল-শিরে বজর পড়িল সই
কানুরে দেখিয়ে চোখে চোখে॥

খাইতে সোয়াস্ত নাই নিঁদ গেল দূরে গো
হিয়া দহ দহ মন ঝুরে।
উড়ু উড়ু আনচান ধক ধক করে প্রাণ
কি হৈল রহিতে নারি ঘরে॥

রসের মুরতি সে দেখিলে সে রহে দে
বাতাসে পাষাণ হয় পানী।
বলরাম দাসে বলে সে অঙ্গ পরশ হলে
প্রাণ লৈয়া কি হয় না জানি॥ ১২৩ ॥ ৯১৯ ॥

তুড়ী।

কি ঘর বাহির লোকে বলে একি রীতি।
জীতে পাসরিলে নহে বন্ধুর পিরীতি॥
দেখিতে না দেখে আঁখি শ্যাম বিনে আন।
ভরমে আনের কথা না কহে বয়ান॥
শুনিতে শুনিয়ে হাম সেই পরসঙ্গ।
সোঙরি সঘনে মোর পুলকিত অঙ্গ॥
হিয়ার আরতি কহিতে নাহি দেশ।
মরমে ধরম কথা না করে প্রবেশ॥
গৃহকাজ করিতে আউলায় সব দেহ।
জ্ঞানদাস কহে বড় বিষম শ্যাম-লেহ॥১২৪॥৯২০॥

শ্রীরাগ।

মরম-কথা শুন লো সজনি।
শ্যাম বন্ধু পড়ে মনে দিবস রজনী॥

চিতের আগুনি কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব ॥
কোন বিধি সিরজিল কুলবতী বালা।
কেবা নাহি করে প্রেম কার এত জ্বালা ॥
কিবা সে মোহন রূপ মন মোর বাঁধে।
মুখেতে না সরে বাণী দুটি আঁখি কান্দে ॥
জ্ঞানদাস কহে সখি এই সে করিব।
কানুর পিরীতি লাগি যমুনা পশিব ॥ ১২৫ ॥৯২১॥

শ্রীরাগ।

রাজার ঝিয়ারী কুলের বৌহারী
স্বামী সোহাগিনী নারী।
পিরীতি লাগিয়া এ তিন খোয়ানু
হইনু কুল খোয়ারী।
সই কি ছার পরাণ কাজে।
স্বপনে তা সনে নাহি দরশন
জগত ভরিয়া লাজে ॥ ধ্রু ॥
ধরম করম সব তেয়াগিনু
যাহার পিরীতি সাধে ॥
জাতি কুল শীল সকলি নাশিনু
সে জনার পিরীতি বাদে।
ভাবিতে চিন্তিতে হিয়া জর জর
না রুচে আহার পানী।
কহে বলরাম পিরীতি আঁখর
কেবল দুখের খনি ॥ ১২৬ ॥ ৯২২ ॥

তুড়ী ।

এক জ্বালা ঘরে হৈল আর জ্বালা কানু ।
জ্বালাতে জ্বলিল দেহ সারা হৈল তনু ॥
কোথায় যাইব সই কি হবে উপায় ।
গরল সমান লাগে বচন হিয়ায় ॥
কাহারে কহিব কেবা যাবে পরতীত ।
মরণ অধিক হেন কানুর পিরীত ॥
জারিলেক তনু মন কি আছে ঔষধে ।
জগত ভরিল কালা কানু পরিবাদে ॥
লোক মাঝে ঠাঞি নাই অপযশ দেশে ।
বাশুলী আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥১২৭।৯২৩।

কি হৈল কি হৈল মোর কানুর পিরীতি ।
আঁখি ঝুরে পুলকিত প্রাণ কাঁদে নিতি ॥
শুইলে সোয়াস্ত নাই নিঁদ গেল দূরে ।
কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে ॥
নবীন পাঙসের মীন মরণ না জানে ।
নব অনুরাগে চিত ধৈরজ না মানে ॥
এ না রস যে না জানে সে না আছে ভাল ।
হৃদয়ে রহল মোর কানু প্রেম-শেল ॥
নিগূঢ় পিরীতি খানি আরতির ঘর।
ইথে চণ্ডীদাস বড় হইল ফাঁফর ॥১২৮।৯২৪॥

করুণ বরাড়ী।

বড় বিষম হৈল কালার প্রেম এ ঘর বসতি লাগে শেলি।
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে পরাণ-পুতলী ॥ ধ্রু ॥
যত যত পিরীতি করিয়াছে মোরে।
আঁখরে আঁখরে লেখা হিয়ার ভিতরে ॥
হাসিয়া পাঁজরকাটা কহিয়াছে কথা খানি।
সোঙরিতে চিতে উঠে আগুনের খনি ॥
নিরবধি বুকে থুইয়া চাহিলে চোখে চোখে।
এ বড় দারুণ শেল ফুটি রৈল বুকে ॥

হিয়ায় ধরিয়া নয়ান ভরিয়া
কবে সে দেখিব মুখ খানি।
বলরাম দাসে বলে হিয়ার ভিতরে জ্বলে
দারুণ শেল আগুনি ॥ ১২৯। ৯২৫ ॥

তথা রাগ।

নয়ান-কোণের বাণে হিয়ায় হানিল রে
সেই হইল পিঠের পার।
জানিয়া তিন কোনের খড়, দিনু ও সুখের মুখে
তবু আমার দুখের নাহি পার ॥

রসের আবেশে অঙ্গ মোড়া দিয়া
হাসিয়া কথাটি কয়।
কত ভঙ্গিমায় ও ভুরু নাচায়
তাতে কি পরাণ রয় ॥

বাঁশীর ফুকে বুকের ভিতরে
ফুটিয়া আগুন জ্বলে।
মধুর বচনে হিয়ার হিলনে
পরাণ-পুতলী দোলে॥
হিয়া জর জর পরাণ ফাঁফর
দেখিয়া ও মুখচন্দ্র।
বলরাম মনে আন নাহি লয়
সবে প্রাণ গোকুলচন্দ্র॥ ১৩০। ৯২৬॥

ভাটিয়ারি।

একে কুলবতী করি বিড়ম্বিলা বিধি।
আর তাহে দিল হেন পিরীতি বিয়াধি॥
কি হৈল কি হৈল সই কিবা সে করিনু।
গোপতে বাঢ়ায়ে প্রেম আপনা খোয়ানু॥
জাগিলে স্বপনে মনে নাহি জানে আন।
সে নব নাগর লাগি কান্দয়ে পারাণ॥
কত না সহিব আর হিয়ার পোড়নি।
কহিতে নাহিয়ে ঠাঞি ছার পরাধিনী॥
যার লাগি যেবা জন পরাণ তেজে।
বলরাম বলে আর কি করিবে লাজে॥১৩১॥৯২৭॥

সুহই।

শুন অনুরাগিণি কি তোহে কহিব বাণী
সদাই ভাবহ কালা কানু।
নিরবধি আঁখি ঝরে পুলকে শরীর ভরে
দিনে দিনে ক্ষীণ কত তনু॥

যদি তুহুঁ শুন মোর কথা।
সে কালা কানুর প্রেমে রবে সদা সাবধানে
তবে সে ঘুচিবে সব ব্যথা॥

একে তুহুঁ কুলবতী তাহে দুরজন পতি
জানিলে পাড়িবে পরমাদ।
এ পাড়াপড়সী যত বিপক্ষ আছয়ে কত
জগতে ঘুষিবে পরিবাদ॥

যব তাহে পড়ে মনে চিত দিবে আন কামে
যেন লোকে নহে উপহাস।
ধরিবে আমার কথা মনে না ভাবিহ ব্যথা
যতনে কহয়ে প্রেমদাস॥ ১৩২। ৯২৮॥

সুহই।

তোমরা কি আর বুঝাও ধরম।
শয়নে স্বপনে দেখি কালিয়া-বরণ॥

কেশ আউলাইয়া বেশ বনাইতে
হাত নাহি সরে বান্ধি।
সে কালার ভরমে কেশ কোলে করি
কালা কালা করি কান্দি॥

কালা সে বেশ কালা সে বেশ
লোট বান্ধিয়া রাখি।
যখন কালাকে পড়য়ে মনে
আউলাইয়া তাহা দেখি॥ ১৩৩॥ ৯২৯

ছাড়ে ছাড়ুক পতি কি ঘর বসতি
কিবা বা করিবে বাপ মায়।
জাতি জীবন ধন এ রূপ যৌবন
নিছনি ফেলিব শ্যাম পায়॥

কহিনু নিদান আর না রহে প্রাণ
শ্যাম সুনাগর বিনে।
কুলের ধরম ভরম সরম
ভাঙ্গিল এতেক দিনে॥

সমুখে রাখিয়া নয়ানে দেখিব
লইয়া থাকিব চোখে চোখে।
হার করিয়া গলায় গাঁথিয়া
লইয়া থাকিব বুকে॥

চিতে উঠে যত বেশ করি তত
অঙ্গে অঙ্গে দিয়া হাত।
অনেক দিনের সাধ পূরাইব
কোলে করি প্রাণনাথ॥

দেখিয়া দেখিয়া মুখানি মাজিব
তাম্বূল দিব চাঁদমুখে।
বলরামের কথা বন্ধু লৈয়া যাব তথা
রাধা বলি কেহ নাহি ডাকে॥ ১৩৪। ৯৩০॥

তথা রাগ।

সই না কহ ও সব কথা।
কালার পিরীতি যাহারে লাগিল
জনম হইতে ব্যথা॥
কালিন্দীর জল নয়ানে না হেরি
বয়ানে না বলি কালা॥
তবু ত সে কালা অন্তরে জাগয়ে
কালা হৈল জপ-মালা॥
বন্ধুর লাগিয়া যোগিনী হইব
কুণ্ডল পরিব কাণে।
সবার আগে বিদায় হইয়া
যাইব গহন বনে॥
গুরু পরিজন বলে কুবচন
না যাব লোকের পাড়া।
চণ্ডীদাসে কহে কানুর পিরীতি
জাতি কুল শীল ছাড়া॥ ১৩৫॥ ৯৩১॥

সিন্ধুড়া।

কহিলাম মনের কথা ছাড়িতে নারিব।
শ্যাম নাগর বিনে তিলেক না জীব॥
অনুক্ষণ হিয়া মোর শ্যাম অনুরাগী।
ছাড়িতে কহিবে যে সে হবে বধের ভাগী॥
শ্যাম সঙ্গে রস রঙ্গে অঙ্গ গেল পাগা।
মজিল আমার মন সোণায় সোহাগা॥

শিবরাম দাসে বলে ভাঙ্গিল চাতুরী।
মরমে লাগিল শ্যাম-রূপের মাধুরী ॥১৩৬॥৯৭২॥

ত্রয়োদশ প্রকারঃ।

অনুরাগঃ প্রকারান্তরং যথা।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

ধানশী।

নিরবধি মোর হেন লয় মনে
ক্ষণে ক্ষণে অনিমিষে।
নয়ন ভরিয়া গৌরাঙ্গ-বদন
হেরিয়ে মন হরিষে ॥
আই আই কিয়ে সে রূপ-মাধুরী
নিরমিল কোন বিধি।
নদীয়া-নাগরী সোহাগ-আগরি
পাইল রসের নিধি ॥
অপরূপ রূপ কেশর করিয়া
ইচ্ছায় হিয়ায় লেপি।
সোণার বরণ বসন পরিয়া
জীবন যৌবন সোঁপি ॥
চুলের চাঁপা ফুল হেন করি
আউলাঞা করিয়ে দেখা।
লাজ ভয় ছাড়ি লোকে উড়ি পড়ি
দু বাহু করিয়ে পাখা ॥

পিরীতির মূরতি চিত্র বানাইয়া
কহি যে মনের কথা।
বুকে বুকে ধরি মুখে মুখ ভরি
ঘুচাই মনের ব্যথা।। ১৩৭ ।। ৯৩৩ ।।

রসোদ্গারান্তে অনুরাগ।

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
অনুক্ষণ নৌতুন হোয়॥ ধ্রু॥

জনম অবধি হাম ও রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হাম হিয়ে হিয়ে রাখনু
হৃদয় জুড়ান নাহি গেল॥

বচন অমিয়া-রস অনুক্ষণ শুনলু
শ্রুতি-পথে পরশ না ভেল।
কত মধু যামিনী রভসে গোঙাইনু
না বুঝনু কৈছন কেল॥

কত বিদগধ জন রস অনুমোদই
অনুভব কাহুঁ না দেখি।
কহ কবিবল্লভ হৃদয় জুড়াইতে
মিলয়ে কোটিমে একি॥ ১৩৮ ॥ ৯৩৪ ॥

রসোদ্গারান্তে।

শ্রীগান্ধার।

কাহারে কহিব কানুর পিরীতি
তুমি সে বেদনী সই।
রসের ধাধসে ধস ধস হিয়া
তেঞি সে তোমারে কই॥

ও নব-নাগর রসের সাগর
আগর সকল গুণে।
সে রস পিরীতি আদর আরতি
ঝুরিয়া মরিব মেনে॥

পিরীতি বোল কত না ছল
সে কি না আকুতি সাধে।
মান নাশিয়া মধুর ভাষিয়া
হাসিয়া মরম বাঁধে॥

সে মোর কোলেতে করিয়া ভরিয়া
বদনে বদন দিয়া।
মধুর চুম্বিয়া বিধু বিড়ম্বিয়া
পরাণ লইয়া পিয়া॥

কাঁচুলী ফাঁড়িয়া সে রস লুটিয়া
অমিয়া মধুপ জনু।
কমল-কোরক ভরমে কি হৈল
গুণিতে ঘূর্ণিত তনু॥

ও দিঠি চাতুরী মুখের মাধুরী
লহরী বহয়ে আরু।
এ সুখ শুনিয়া ঝুরিয়া মরুক
দাস গোবিন্দ ছার ॥ ১৩৯ ॥ ৯৩৫ ॥

পুনশ্চ প্রকারান্তরং যথা।

তিরোতা।

সখি হে মন্দ প্রেম-পরিণামা।
বরকে জীবন করল পরাধীন
নাহি উপকার এক ঠামা ॥

ঝাঁপয়ে কূপ নথই না পারনু
আইতে পড়লহুঁ ধাই।
তখনক লঘু গুরু কছু না বিচারনু
অব অছু তরইতে চাই ॥

মধু সম বচন প্রেম সম:মানুখ
পহিলহি জানলু না ভেলা।
আপন চতুর-পণ পর হাতে সোঁপলু
দুদিসেঁ গরব দূরে গেলা ॥

এত দিনে আন ভানে হাম আছিনু
অব বুঝল অবগাহি।
আপন শূল হাম আপহি চাঁছলু
দোখ দেয়ব অব কাহি ॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর যুবতি
চিতে নাহি গুণবি আনে।
প্রেমক কারণ জীউ উপেখিয়ে
জগ-জন কো নাহি জানে ॥ ১৪০ ॥ ৯৩৬ ॥

ধানশী।

পিরীতি কি রীত কোন অবগাহক
সহজই বঙ্কিম সোই।
যো রস ধাধসে ধস ধস অন্তর
পাঁজর জর জর হোই ॥

সজনি তাহে কি কানুক লেহা।
যত যত নিতি চিতে মঝু উঠয়ে
ভাবিতে আকুল দেহা ॥

পরবশ হোই যো ধনী জীবয়ে
প্রেম বিলাসক আশে।
দরশন দুলহ দূরে রহুঁ লালস
নিচয়ে মরণ অভিলাষে ॥

মরমক বোল কহত হিয়া ডোলত
কো কহ জনি পরিবাদে।
গোবিন্দদাস বচনে হাম ভুলনু
তাহে ভেল এত পরমাদে

তুড়ী।

একে কুলবতী চিতের আরতি
বিধি বিড়ম্বিত কাজে।
শ্যাম সুনাগর- পিরীতি-কণ্টক
ফুটিল হিয়ার মাঝে॥

শুন শুন সই মরম তোমারে কই
পড়িনু বিষম ফাঁদে।
অমূল রতন বেড়ি ফণিগণ
দেখিয়া পরাণ কান্দে॥

গুরু গরবিত বোলে অবিরত
এ বড়ি বিষম বাধা।
এ কুল ও কুল দু কুলে চাহিতে
সংশয় পড়ল রাধা॥

ছাড়িলে ছাড়িল এ লোক সে লোক
পরাণ অধিক দড়।
জ্ঞানদাস কহে এমন সম্পদ
কাহার ডরে বা এড়॥ ১৪২॥ ৯৩৮॥

বিহাগড়া।

কবহুঁ রসিক সনে দরশন হোয়ে জানি
দরশনে হোয় জনু নেহ।
নেহ-বিচ্ছেদ জনি কাহুঁকে উপজয়ে
বিচ্ছেদে ধরয়ে জনি দেহ॥

সজনি দূরে কর ও পরসঙ্গ।
পহিলহি উপজিতে প্রেম-অঙ্কুর
দারুণ বিহি দিল ভঙ্গ॥
যবহুঁ দৈব দোষ উপজয়ে প্রেমহি
রসিক সনে জনু হোয়।
কানু সে গোপতে লেহ করি অব এক
সবহুঁ শিখায়ল মোয়॥
হেন ঔখদ সখি কাঁহা না পাইয়ে
জনু যৌবন জরি যায়।
অসমঞ্জস রস সহিতে না পারিয়ে
ইহ কবি শেখর গায়॥ ১৪৩॥ ৯৩৯॥

সুহই।

একে নব পিরীতি আর অতি দুরগম
সোঙরি সোঙরি ক্ষীণ দেহ।
তাহে গুরু-গঞ্জন হৃদয় বিদারণ
জীবইতে ভেল সন্দেহ॥
সজনি দূরে কর ও পরথাব।
প্রেম নাম যাহা শুনই না পায়ব
সোই নগরে হাম যাব॥ ধ্রু॥
যাহে বিনু স্বপনে আন নাহি হেরিয়ে
অব মোহে বিছুরল সোই।
হাম অতি দুখিনী সহজে একাকিনী
আপন বলিতে নাহি কোই॥

দুই কুল চাহিতে আকুল অন্তর
পাথরে পড়ি রহুঁ হেম।
জ্ঞানদাসে কহে ধিক ধিক জীবনে
যাকর পরবশ প্রেম ॥ ১৪৪ ॥ ৯৪০ ॥

তুড়ী।

ভালই সময় ছিল যখন শিশুমতি।
অন্তরে অনল জলে পিরীতিক রীতি ॥
বাহিরে অনল নহে জল দিব তায়।
শ্যাম-প্রেম ধকধকি কি বলিব কায় ॥
প্রাণসখি তোমারে সে বলি।
হিয়ার ভিতরে শ্যাম পরাণ-পুতলী।
ঘর হৈতে বাহির হইয়ে নিরন্তর।
দেখিবারে সাধ করি নহি সতন্তর ॥
মন ধকধকি করে দিবস রজনী।
লোক মাঝে না থাকিয়ে রহি একাকিনী ॥
নিশ্বাস ছাড়িতে মোর নাহি অবসর।
কৃষ্ণপরসাদ কহে পরমাদ বড় ॥ ১৪৫ ॥ ৯৪১

একে কাল হৈল মোর নয়লি যৌবন।
আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন ॥
আর কাল হৈল মোর কদম্বের তল।
আর কাল হৈল মোর যমুনার জল ॥

আর কাল হৈল মোর রতন-ভূষণ।
আর কাল হৈল মোর গিরি গোবর্দ্ধন॥
এত কাল সনে আমি থাকি একাকিনী।
এমন ব্যথিত নাহি শুনয়ে কাহিনী॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে না কহ এমন।
কারু কোন দোষ নাই সব এক জন॥১৪৬॥৯৪২॥

ভাটিয়ারী।

এবে দেখি অতি চিতের আরতি
পহিলে না ছিল এত।
ঘরে গুরুজন গঞ্জনা না মানে
নিতি নিবারিব কত॥

সই ঠেকিনু বিষম ফাঁদে।
কানুর পিরীতি তিলেক কি রীতি
তিলেক পরাণ কাঁদে॥

সহজে মধুর শ্যামের মূরতি
পিরীতি বুঝিবে কে।
সে সব আদর ভাদর-বাদর
কেমনে ধরিবে দে॥

চিতের বিচার উদিত কহিতে
জগত ভরিয়া লাজ।
জ্ঞানদাস কহে ইহার অধিক
রসিক গোপত কাজ॥ ১৪৭ ॥ ৯৪৩॥

সুহই ।

ঘর হেন নহে মোর ঘরের বসতি ।
বিষ হেন লাগে মোরে পতির পিরীতি ।
বিরলে ননদী মোরে যতেক বুঝায় ।
কানুর পিরীতি বিনে আন নাহি ভায় ॥
সখি মোর নব অনুরাগে ।
পরবশ জীউ না উবরে পুন ভাগে ।
আঁখে রৈয়া আঁখে রহে সদা রহে চিতে ।
সে রস নীরস নহে জাগিতে ঘুমিতে ॥
এক কথা লাখ হেন মনে বাসি কাঁদি ।
তিলে কতবার দেখি স্বপন সমাধি ॥
জ্ঞানদাস কহে ভাল ভাবে পড়িয়াছ ।
মনের মরম কথা কারে জানি পুছ ॥১৪৮॥৯৪৪ ॥

তথা রাগ ।

জীব না জীব না সই এ ছার পরাণ কার তরে ।
এত পরমাদে সই রাধার মনে আন নই
প্রাণ কাঁদে বিচ্ছেদের ডরে ॥

বন্ধুরে বিদরে হিয়া একা নিশবদ হইয়া
শুনিয়া রহিনু মুঞি দিনে ।
স্বপনে বন্ধুর সনে মনের কথাটি কই
ননদী দাড়াঞা তাহা শুনে ॥

ঘুমের আলসে ছুটি আঁখি মেলিতে নারি
কালা-রূপ যাঁহা তাঁহা দেখি।
আন বোল বলিতে কানু বলিয়া ডাকি
প্রতি বোলে তারা করে সাখী॥
কালা বিলাসের হার কালা গলার কাঁঠি
কাল সূতায় নিতি মালা গাঁথি।
লোচন বলয়ে অনু- রাগের বালাই রাই
বন্ধুগণের লাগি বেথি॥১৪৯॥৯৪৫॥

তথা রাগ।

পাসরিতে শরীর হয় অবসান।
কহিতে না লয় জব বুঝই অবধান।
কহনে না পারিয়ে সহনে না যায়।
বলহ সজনি অব কি করি উপায়॥
কোন বিহি নিরমিল এই পুন লেহ।
কাঁহে কুলবতী করি গড়ল মোর দেহ॥
কাম করে ধরিয়ে সে করয়ে বেভার।
রাখয়ে মন্দিরে এ কুলাচার॥
সহই না পারিয়ে চলই না পারি।
ঘন ফিরে যৈছন পিঞ্জর মাহা শারী॥
এতহুঁ বিপদে কাহে জীবয়ে দেহ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি বিষম এ লেহ॥ ১৫০ ॥ ৯৪৬॥

ততঃ সখ্যুক্তিঃ।

শুন শুন সুন্দরি কর অবধান।
নাহ রসিকবর বিদগধ কান॥

কাঁহে তুহুঁ হৃদয়ে করসি অনুতাপ।
অবহুঁ মিলব সোই সুপুরুখ আপ॥
উদভট প্রেম করসি অনুতাপ।
নিতি নিতি ঐছন হিয়া মাহা জাগ॥
বিদ্যাপতি কহ বান্ধই থেহ।
সুপুরুখ কবহুঁ না তেজয়ে লেহ॥১৫১॥৯৪৭॥

সপ্তদশ প্রকারঃ।
পুনশ্চ আক্ষেপানুরাগঃ॥

সুহই।

আর শুনেছ আলো সই তোমার কানুর রীত
হাসাইলে সব মোর গুরু গরবিত॥
সখীর সামিলে পথে আসিতে চলিয়া।
বাহু পসারিয়া রহে পথ আগুলিয়া॥
যতেক নিষেধি তায় দ্বিগুণ উথলে।
লোকে বলে এমন কেনে সে বোল নহিলে॥
পথে যাইতে লোকে সব কহে আমার কথা।
সদাই আমার নাম লয় যথা তথা।
রসাভাসে যে বোল বলে শুনে লাজে মরি।
পাপিয়া পাড়ার লোক করে ঠারাঠারি॥
এত দিন ছিল মোর অবেকত কাজ।
এবে সে বেকত হৈল গোকুল-সমাজ॥
বিরলে পাইয়া তাহা সোঙরি কহিয়া।
যদুনাথ দাস কহে সময় বুঝিয়া॥১৫২॥৯৪৮॥

তুড়ী।

সই কেমনে দেখাব মুখ।
গোপত পিরীতি বেকত করয়ে
এ বড়ি মরমে দুখ॥

এত চীটপনা করে কোন জনা
বুঝিনু তাহার মতি।
মোর অপযশে সকলে হাসয়ে
ইথে কি পাইবে সিদ্ধি॥

আর এক দিন সিনানে যাইতে
আঁচল ধরিল মোর।
তথা দুই চারি নাগরী আছিল
হাসিয়া হইল ভোর॥

পরশ পাইয়া অবশ হইনু
ইহাতে করিব কি।
শেখর কহে কি করিবে লোকে
তোমার নিছনি দি॥১৫৩॥৯৪৯॥

সিন্ধুড়া।

এমত বেভার না জানি তাহার
পিরীতি যাহার সনে।
গোপত করিয়া কেনে না রাখিল
বেকত করিল কেনে॥

মনের মরম জানিবে কে।
সেই সে জানয়ে মনের মরম
এ রসে মজিল যে॥
চোরের মা যেন চোরের লাগিয়া
ফুকরি কাঁদিতে নারে।
কুলবতী হৈয়া পিরীতি করিলে
এমতি সঙ্কট তারে॥
কে আছে বেগিত করে পর-হিত
এ দুখ কহিব কারে।
হয় দুখভাগী পাইয়ে তার লাগি
তবে সে কহিয়ে তারে॥
পরে কি জানয়ে পরের বেদন
সতর আপন কাজে।
চণ্ডীদাসে কহে বনের ভিতরে
তাহার রোদন সাজে॥ ১৫৪॥ ৯৫০॥

শ্রীরাগ।

সই কাহারে করিব রোষ।
না জানি না দেখি সরল হইনু
সে পুন আপন দোষ॥
বাতাস বুঝিয়া ফেলাই থু, পা
বাড়াই বুঝিয়া থেহ।
মানুষ বুঝিয়া কথা সে কহিয়ে
রসিক বুঝিয়া লেহ॥

মড়ক বুঝিয়া ধরিয়ে ডাল
ছায়ায় বুঝিয়া মাথা।
গাহক বুঝিয়া গুণ পরকাশি
বেথিত বুঝিয়া বেথা॥
অবিচারে সোই করিল পিরীতি
কেন কৈল হেন কাজ।
প্রেমদাস কহে ধীর হও সুন্দরি
কহিলে পাইবা লাজ॥১৫৫॥৯৫১॥

তথা রাগ।

কি হৈল কি, হৈল সই, জ্বালার উপর জ্বালা।
পথে যাইতে, দেখা হইলে, বসন টানে কালা॥
ভরম কৈনু, সরম কৈনু, বসন দিলাম মাথে।
সকল সখীর, মাঝে কালা, ধরে আমার হাতে॥
কালার সনে, রসের কথায়, মনে পাইনু সুখ।
গোপত কথা, বেকত হৈল, এই সে বড় দুখ॥
ছলবলকে, চতুর বলি, হেট মুড়াকে জপু।
রস বুঝিলে, রসিক বলি, না বুঝিলে ভেঁপু॥
লোচন বলে, আলো দিদি, গালি দিলা কেনে।
কালা বই, রসিক নাই, এ তিন ভুবনে॥১৫৬॥৯৫২॥

বরাড়ী।

কেনে কৈনু পিরীতির সাধ।
পিরীতি-অঙ্কুর হৈতে যত দুখ পাইনু চিতে
শুনিলে গণিবে পরমাদ॥

মুঞি যদি জানিত এত   তবে কেন হব রত
না করিও হেন সব কাজ।
ভুলিনু পরের বোলে   কুলটা হইনু কুলে
জগত ভরিয়া রৈল লাজ॥

যখন পিরীতি কৈল   আনি চাঁদ হাতে দিল
পুন তারে না পাই দেখিতে।
কি করিতে কি না করি,   ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি
অবশেষে প্রাণ চাহে নিতে॥

পিরীতি আঁখর তিন   যাহার হৃদয়ে চিন
কিবা তার লাজ কুল-ভয়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস   যে করে পিরীতি আশ
তার বুঝি এই সব হয়॥১৫৭॥৯৫৩॥

পুনশ্চ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ।

ধানশী।

সখি আর কি কহিতে ডর।
যাহার লাগিয়া   সব তেয়াগিনু
সে কেনে বাসয়ে পর॥

সুজন কুজন   যে জন না জানে
তাহারে কহিব কি।
অন্তর বাহির   যে জন জানয়ে
তাহারে পরাণ দি॥

কানুর পিরীতি কহিতে শুনিতে
পরাণ ফাটিয়া উঠে।
শঙ্খ-বণিকের করাত যেমন
আসিতে যাইতে কাটে ॥১৫৮॥৯৫৪॥

সিন্ধুড়া।

গৃহে গুরুজন স্বামি-তরজন
যা লাগি না দিনু কাণে।
এখন কি লাগি সে জন আমারে
না চাহে নয়ন-কোণে ॥
সই পরখে বুঝনু কাজে।
বিনি অপরাধে সাধিলে বাদ
জগত ভরিল লাজে।
সে সব পিরীতি আদর আরতি
সদাই পড়িছে মনে ॥
প্রেম-পরভাব এমন জানিয়া
এখন যায় পরাণে ॥
সহজে অবলা আগু অনুসরে
না জানি কি হয় পাছে।
জ্ঞানদাস কহে সময় বুঝিতে
কে জন এমন আছে ॥ ১৫৯। ৯৫৫ ॥

শ্রীরাগ।

যাহার লাগিয়া কৈনু কুলের লাঞ্ছনা।
কত না সহিবে দেহ গুরুর গঞ্জনা ॥

যার লাগি ছাড়িনু গৃহের যত সুখ।
না জানি কি লাগি এবে সে জনা বিমুখ॥
সজনি নিবেদনু তোরে।
কলঙ্ক রহিল সব গোকুল নগরে॥ ধ্রু॥
তিলেকে সে তেয়াগিনু পতি ক্ষুর-ধার।
শ্রবণে না শুনলু ধরম-বিচার॥
অবলা অখলা জাতি ভুলে পর বোলে।
অনেক সাধের দীপ নিভে সাঁজ বেলে॥
দুখের উপরে দুখ পরিজন বোল।
সতীর সমাজে দাঁড়াইতে হৈনু চোর।
জ্ঞানদাস কহে ইথে কেমনে উপায়।
প্রেম-পরাভব দুখ সহনে না যায়॥ ১৬০॥ ৯৫৬।

সুহই।

ভালই আছিনু আন মনে।
প্রমাদ পড়িল সেই ক্ষণে॥
কেনে শুনাইলা তার গুণ।
উথলিল আগুনের থুন॥
নিশি দিশি যার গুণ গাই।
সে কেনে এতেক নিঠুরাই।
যার লাগি তেয়াগিনু ঘর।
সে কেনে ভাবয়ে ভিন পর॥
যার লাগি কুলে দিনু ছাই।
তারে কেনে দেখিতে না পাই॥

সতীর সমাজে হইনু মন্দ।
জ্ঞানদাস শুনি রহ ধন্দ ॥১৬১॥৯৫৭॥

শ্রীরাগ।

বন্ধুর লাগিয়া সব তেয়াগিনু
লোকে অপযশ কয়।
এ ধন আমার লয় অন্য জনা
ইহা কি পরাণে সয় ॥

সই কত না রাখিব হিয়া।
আমার বন্ধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া ॥

যে দিন দেখিব আপন নয়নে
আন জন সঞে কথা।
কেশ ছিঁড়ি ফেলি বেশ দূরে করি
ভাঙ্গিব আপন মাথা ॥

বন্ধুর হিয়া এমন করিল
না জানি সে জন কে।
আমার পরাণ করিছে যেমন
এমন হউক সে ॥

জ্ঞানদাস কহে শুন হে সুন্দরি
মনে না ভাবিহ আন।
তুহুঁ সে শ্যামের সরবস ধন
শ্যাম সে তাহারি প্রাণ ॥১৬২॥৯৫৮॥

ধানশী

এ সখি হাম সে কুলবতী রামা।
অনেক যতন করি প্রেম হাম পায়নু
বেকত করল ওই শ্যামা ॥ধ্রু॥
আছিনু মালতী বিহি কৈল বিপরীত
ভৈ গেল কেতকী ফুলে।
কণ্টক লাগি ভ্রমর নাহি আওত
দূরে রহি তুহুঁ মন ঝুরে ॥
যব তুহুঁ দরশন দৈবে মিলায়ল
কোন না কহে কত বোল।
অন্তরে বৈদগধি মাণিক ছাপায়ল
তুহুঁ ভেল পন্থক চোর ॥
দখিণ নয়ন করি রঞ্জব কিয়ে হরি
বাম নয়ন করি আধা।
গোপত পিরীতি খানি কানু টুটায়ল
মঝু মনে লাগল ধাঁদা ॥
কান্দিব রে কত কাঁদি গোয়ায়ব
কাহারে করিব বিশোয়াস।
জ্ঞানদাস কহ ধিক রহু জীবনে
যো করে পর প্রতি আশ ॥১৬৩॥৯৫৭॥

তিরোতা।

প্রেমক গুণ কহব সব কোই।
যো প্রেমে কুলবতী কুলটা হোই ॥

হাম যদি জানিয়ে পিরীতি দুরন্ত।
তব কিয়ে যায়ব পাপক অন্ত॥
অব সব বিষময় লাগয়ে মোই।
হরি হরি পিরীতি না করে জনি কোই॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরনারি।
পাণী পিয়ে পাছে জাতি বিচারি॥১৬৪॥৯৬০॥

সিন্ধুড়া।

পুরুখ-রতন হেরি মন ভেল ভোর।
তিল আধ সুখ নাহি দুখ নাহি ওর।
বড় অভিলাষে ভজিনু বর নাহ।
দৈবে বিমুখ ভেল কি কহব কাহ॥
দরশন দুলহ দুলহ নব লেহ।
বিরহ-বিকল মন জীবন সন্দেহ॥
অপরূপ রূপ মধুর রস-লীলা।
সকল নাগরীগণ কষণক শিলা॥
অনুচিত কাজ সহজে মঝু ভেলা।
সোঙরি সো তনু যৌবন গেলা॥
মরমক দুখ কহিতে হয় লাজ।
দারুণ দৈব কয়ল কোন কাজ॥
রসিক-শিরোমণি নাগর কান।
রস ইঙ্গিত কবিরঞ্জন ভাণ॥১৬৫॥৯৬১॥

তথা রাগ।

কত গুরু-গঞ্জন দুরজন-বোল।
মনে কিছু না গণলু ও রসে ভোল।
কুলজা-রীতি ছোড়ল যছু লাগি।
সো অব বিছুরল হামার অভাগি॥
সোঙরি সোঙরি সখি কহবি মুরারি।
সুপুরুষ পরিহরে দোখ বিচারি॥
যো পুন সহচরি হোয় মতিমান।
করয়ে পিশুন বচনে অবধান॥
নারী অবলা হাম কি বলিব আন।
তুহুঁ রসনানন্দ গুণক নিধান॥
মধুর বচন কহি কানুকে বুঝাই।
এই কর দেখি রোখ অবগাই॥
তুহুঁ বর চতুরী হাম কিয়ে জান।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস গান॥১৬॥৯৬২॥

ধানশী।

গুরুজন পরিজন কে নাহি গঞ্জয়ে
কে নাহি করয়ে বিগান।
আপন অপযশ যশ করি মানলু
হৃদয়ে না ভাবিনু আন॥
সখি হে কানুকে কহবি সম্বাদ।
এত দিন প্রেম গোপত করি রাখলু
অব ভেল মুঝে পরমাদ॥ধ্রু॥

গুণ লাগি প্রাণ তৃণহুঁ করি মানহু
কি করব কুলবতী জাতি ॥
কহ কবিশেখর অনুভবে জানিহু
পিরীতিক যৈছন ভাতি ॥১৬৭॥৯৬৩॥

শ্রীরাগ।

সজনি কানুকে কহবি বুঝায়।
রোপিয়া প্রেমের বীজ অঙ্কুরে মোড়লি
বাচব কোন উপায় ॥
তৈল-বিন্দু যৈছে পানী পশারল
ঐছন তুয়া অনুরাগে।
সিকতা জল যৈছে ক্ষণহি শুখায়ল
ঐছন তোহারি সোহাগে ॥
কুল-কামিনী ছিনু কুলটা ভৈ গেনু
তাকর বচন লোভাই।
আপন করে হাম মুড় মুড়ায়নু
কানুসেঁ প্রেম বাঢ়াই ॥
চোর-রমণী জনু মনে মনে রোয়ই
অম্বরে বদন ছাপাই।
দীপক লোভে শলভ জনু ধায়ল
সো ফল ভুজইতে চাই ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ কলিযুগ-রীতি
চিন্তা না কর কোই।
আপন করম দোষে আপহি ভুঞ্জই
যো জন পরবশ হোই ॥১৬৮।৯৬৪॥

গান্ধার।

মনে ছিল না টুটব লেহা।
সুজনক পিরীতি পাষাণসম রেহা।
তাহে ভেল অতি বিপরীত।
না জানিয়ে ঐছন দৈব গঠিত॥
এ সখি কহবি বন্ধুরে কর যোড়ি।
বিফল প্রেমক অঙ্কুর মোড়ি।
যদি কহ তুহুঁ অগেয়ানী।
হাম সোঁপল হিয়া নিজ করি জানি॥
বিদ্যাপতি কহে লাগল ধন্দা।
যো কর পিরীতি সো জন অন্ধা॥১৬৯॥৯৬৫॥

ধানশী।

পহিলে পিয়া মোর মুখে মুখ হেরল
তিল এক না ছোড়ল অঙ্গ।
অপরূপ প্রেম- আশে তনু গাঁথিল
অব তেজল মোর সঙ্গ॥
সখি হাম জীয়ব কথি লাগি।
যো বিনে তিল এক রহই না পারিয়ে
সো ভেল পর-অনুরাগী॥ ধ্রু॥
অঙ্গুলক আঙ্গুটি সো ভেল বাহুটি
হার ভেল অতি ভার।
মনমথ বাণহি অন্তর জর জর
সহই না পারিয়ে আর॥ ১৭০॥ ৯৬৬॥

পুনশ্চ সখ্যুক্তি।

পঠমঞ্জরী।

এ সখি কাঁহে করসি অনুযোগে।
কানুসেঁ অবহি করবি প্রেম ভোগে॥
কোলে লেযব সখি তুহুঁক পিয়া।
হাম চলমু তাই থির কর হিয়া॥
এত কহি কানু পাশে মিলল সোই সখী।
প্রেমক রীত কহল সব দেখি॥
শুন তহিঁ কানু মিলল ধনী পাশ।
বিদ্যাপতি কহে অধিক উলাস॥ ১৭১॥ ৯৬৭॥

বিহাগড়া।

নব অনুরাগে মিলল দুহুঁ কুঞ্জে।
আবেশে কহয়ে ধনী রস পরিপুঞ্জে॥
বন্ধু হে কি বলিব তোরে।
তোমা বিনে দেখো মুঞি সব আন্ধিয়ারে॥ ধ্রু॥
পাইয়াছি তোমারে বন্ধু না ছাড়িব আর।
যে বলু সে বলু মোরে লোকে দুরাচার॥
এক তিল তোমা বন্ধু না দেখিলে মরি।
ছাড়িয়া কেমনে যাব পরাধীন নারী॥
হিয়ার মাঝারে থোব বসনে ঝাঁপিয়া।
প্রেমদাস কহে রাই দৃঢ় কর হিয়া॥১৭২॥৯৬৮॥

ইতি আক্ষেপানুরাগঃ সংপূর্ণঃ॥
ইতি তৃতীয়শাখায়াং একাদশ পল্লবঃ॥

ততঃ পুনশ্চ অভিসারানুরাগঃ ॥

রাত্রৌ যথা ॥

শ্রীগৌরচন্দ্র ॥

সুহই ।

চল দেখি গিয়া অতি মনোহরে ।
অপরূপ গোরা নদীয়া নগরে ॥
ঢল ঢল কষিত কাঞ্চন জিনি অঙ্গ ।
কে দেখি ধৈরজ ধরে নয়ন-তরঙ্গ ॥
আজানুলম্বিত ভুজ কনকের স্তম্ভ ।
অরুণ বসন কটি বিপুল নিতম্ব ॥
মালতীর মালা গলে আপাদ দোলনি ।
বাসু কহে চল দিব পরাণ নিছনি ॥ ১ ॥ ৯৬৯ ॥

তথা রাগ ।

চলু নব নাগরী মালা । গোরা-রূপ হিয়ে উজিয়ালা ॥
গুরুজন-ভয় নাহি মান । হেরইতে কয়ল পয়ান ॥
অপরূপ সুরধুনী তীর । বহতহিঁ মলয় সমীর ॥
সকল ভকতগণ মাঝ । নাচত গোরা দ্বিজরাজ ॥
হেরি সবে চমকিত ভেল । নয়ন নিমিষ হরি গেল ॥২॥৯৭০।

তত্র শ্রীমত্যা যথা ॥

ধানশী ।

কানু-অনুরাগে হৃদয় ভেল কাতর
রহই না পারই গেহ ।
গুরু দুরুজন ভয় কছু নাহি মানয়ে
চীর নাহি সম্বরু দেহ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণোক্তি।

পঠমঞ্জরী।

অম্বর ভরি নব নীরদ ঝাঁপ।
কত শত কোটি শবদ জীউ কাঁপ॥
তহিঁ দিঠি জারত বিজুরীক জ্বালা।
ইথে জানি ছোড়বি মন্দির বালা॥
ঐছন কুঞ্জে একলা বনমালী।
অম্বর জর জর পন্থ নেহারি॥
ভ্রমত ভুজঙ্গম নিশি আন্ধিয়ার।
তহিঁ বরিখত অবিরত জলধার॥
পাতর না ভেল আঁতর বারি।
কৈছে পোয়ারব সা সুকুমারী॥
গণি গণি আকুল চলল মুরারি।
মিলল আধ পন্থে বরনারী॥
গোবিন্দ দাস কহই পুন ধন্দ।
প্রেম পরীখত মনমথ মন্দ॥১॥১৮৭॥

কেদার।

দুহুঁ জন আওল কুঞ্জক মাহ।
অপরূপ কো বিহি রস নিরবাহ॥
ঝর ঝর বরিখে গগনে জল-ধার।
দামিনী দহই ঝলকে অনিবার॥
ঐছে সময়ে বর রাধা কান।
কুঞ্জক মাঝে বৈঠি এক ঠাম॥

দুহুঁ তনু মিলল মনমথে মাতি।
দুহুঁ পরিরম্ভন সমরক ভাতি ॥
অপরূপ দুহুঁজন নিধুবন-কেলি।
গোবিন্দদাস হেরই সখী মেলি ॥১০॥৯৮৮॥

এতদ্দিনান্তরং সম্ভোগপদং জ্ঞেয়ং।

দিনান্তে।

জয়জয়ন্তী।

মেঘ যামিনী চললি কামিনী
পহিরি নীল নিচোল রে।
সঙ্গে নায়ক কুসুম-শায়ক
ছোড়ি মঞ্জীর লোল রে ॥
গুরুয়া কুচ-ভরে চল উলট পদ
পীন জঘনক ভার রে।
হেরিয়া যামিনী ফটিক তরু জানি
চমকি ধর নীরধার রে ॥
দেখি ফণি-মণি দীপ জনু জানি
বাম করে দেই ঝাঁপি রে ॥
জানল যুবতী এহি ফণি-পতি
সঘনে তনু উঠে কাঁপি রে ॥
প্রাণ-বল্লভ ভেটল দুর্ল্লভ
দুহুঁ পূরল মন আশ রে।
ঐছনে পাই গেহ সফল করু দেহ
বদত গোবিন্দ দাস রে ॥১১॥৯৮৯॥

অত্র সম্ভোগপদানি জ্ঞেয়ানি ॥

অথ বর্ষাকালোচিত-দিবাভিসারঃ।

সিন্ধুড়া।

গগনহি নিমগন দিনমণি-কাঁতি।
লখই না পারিয়ে কিয়ে দিন রাতি ॥
ঐছন জলদ কয়ল আন্ধিয়ার।
নিয়ড়হি কোই লখই নাহি পার ॥
চলু গজ-গামিনী হরি-অভিসার।
গমন নিরঙ্কুশ আরতি বিথার ॥
চৌদগে অথির পবন তরু দোল।
জগ ভরি শীকরনিকর হিলোল।
চলইতে গোরী নগর পুর বাট।
মন্দিরে মন্দিরে লাগল কপাট ॥
যব ধনী কুঞ্জে মিলল হরি পাশ।
দূরহি দূরে রহু গোবিন্দদাস ॥১২॥৯৯০॥

অস্যোচিত-সম্ভোগঃ।

বরাড়ী।

ঝাঁপল দিনমণি প্রাতহি নীর।
তহিঁ অতি দর দর বহত সমীর ॥
রাধা মাধব রতি-রণ-ধীর।
দুহুঁ পরবেশল কুঞ্জ-কুটীর ॥
নিধুবন-কেলি মিলিত এক ঠান।
পরাভব পাওল কিয়ে পাঁচবাণ ॥

রাধামোহন দুহুঁক বিলাস।
তাহি রসিকগণ অধিক উলাস॥ ১৩॥ ৯৯১॥
অথ শীতকালোচিত-দিবাভিসারঃ।

ভূপালী।

হরি রহু কাননে কামিনী লাগি।
জাগরে জর জর মনসিজ আগি॥
দারুণ গুরুজন-নয়ন নিপাত।
না মিলল সুন্দরী ভৈ গেল প্রাত॥
আজি ভেল ভালে কুঝটি আন্ধিয়ার।
ঐছে সময়ে ধনী চলু অভিসার॥
বিঘটি মনোরথ অবইতে কান।
ধনী চলু আন ছলে মাঘ সিনান॥
যব দুহুঁ মিলল আন আন পন্থ।
দরশনে মিটল বিরহ দুরন্ত॥
যব দুহুঁ হরখে তরখে করু কোর।
বিঘটি কি ঘটল চকোরক জোর॥
গোবিন্দদাস দুলহ রস গাব।
ভাগণ গঠই মদন পরভাব॥ ১৪॥ ৯৯২॥

দিনান্তরে।

ধানশী।

সহজই শীত সময় অতি হিম।
তাহাধিক পবন বাঢ়াওত সীম।

কুজ্ঝটি ভেল দশ দিশ ব্যাপি।
দিনমণি-কিরণ সবহুঁ রহু ছাপি॥
রাই করল সুখে হরি-অভিসার।
সুসময় জানি অব তাক সঞ্চার॥ ধ্রু॥
কছু নাহি দিশই গতি অনিবার।
সুপথ দেখায়ল মদন দিশার॥
কুসুম পরশে যোই বরণিত হোই।
এতহুঁ তুহিনে পদ নিরাপদ সোই॥
ঐছে মিলল বর যুগল কিশোর।
রাধামোহন পহু আনন্দে ভোর॥১৫॥৯৯৩॥

তথা রাগ।

রাধামাধব করু রস-পুঞ্জে।
হিম ঋতু দিনহিঁ মিলল দুহুঁ কুঞ্জে॥
নিবিড় আলিঙ্গনে শীত অনিবার।
এক মুখে ঘাম আর শীতকার।
ঐছনে কতহুঁ করত সঞ্চার।
সুরত-পয়োনিধি দুহুঁ ভেল পার॥
দুহুঁকগণ দুহুঁ জন পরশংস।
রাধামোহন পহু দুহুঁ অবতংস॥১৬॥৯৯৪॥

অথ বর্ষাকালোচিতো যথা।

ভূপালী।

চলু গজ-গামিনী হরি-অভিসার।
গমন নিরঙ্কুশ আরতি বিথার॥

পঙ্ক-পিছল পথ গুরুয়া নিতম্ব ।
পড়ু কত বেরি নাহি অবলম্ব ॥
বিজুরী-জ্যোতি দরশায়ল দেহ ।
উঠইতে চাহে জলধারক এহ ॥
ঐছনে মিলল নাগর পাশ ।
গোবিন্দদাস কহ পূরল আশ ॥ ১৭ ॥ ৯৯৫ ॥

সুহই ।

আজু কৈছে সুন্দরি তেজলি গেহ ।
কে জানে কৈছন তোহারি সুলেহ ॥
গুরুজন-ভয়ে কি না কাঁপ ।
ঘন-আন্ধিয়ারে সবহুঁ দিঠি ঝাঁপ ॥
তুহুঁ কৈছে হেরলি রাতি ।
মরমহি উরল মনমথ-বাতি ॥
দুতর পন্থ সঞ্চার ।
চড়ল মনোরথে ইথে কি বিচার ॥
একলি আওলি এত দূর ।
আগেহি আগে কুসুম-শর পূর ॥
আগে করই দুহুঁ কোর ।
মিলল দুহুঁ দুহুঁ তনু তনু জোর ॥
রাধামাধব ভাষ ।
না বুঝল মুগধল গোবিন্দদাস ॥ ১৮ ॥ ৯৯৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণং প্রতি সখ্যুক্তিঃ।

কেদার।

কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরী বারি চারি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলি কাঁপি॥
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ- গমন ধনী সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি॥
করযুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী
তিমির পয়ানক আশে।
কর-কঙ্কণ পুন করি মুখ বন্ধন
শিখই ভুজগ গুরু পাশে॥
গুরুজন-বচন বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন-বচনে মুগধি সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ॥১৯॥৯৯৭॥

তথা রাগ।

ভীতক চিত ভুজগ হেরি যো ধনী
চমকি চমকি ঘন কাঁপ।
অব আন্ধিয়াবে আপন তনু ঝাঁপই
কর দেই ফণি-মণি ঝাঁপ॥

মাধব কি কহব তুয়া অনুরাগ।
তুয়া অভিসারে অবশ নব নাগরী
জীবই বহু পুণভাগ ॥ধ্রু॥

যো পদতল থল- কমল-সুকোমল
ধরণী পরশে উপচঙ্ক।
অব কণ্টকময় সঙ্কট বাটহি
আওত যাওত নিশঙ্ক ॥

মন্দির মাঝ শেজ নাহি তেজত
দেহলী মানয়ে দূর।
অব কুহু যামিনী চলয়ে একাকিনী
গোবিন্দদাস কহ ফুর ॥২০॥৯৯৮॥

গান্ধার।

যব ধনী ঘর সঞে ভেল বাহার।
ঝর ঝর বরিখে জলদ অনিবার ॥
কর ঠেলন নহে ঘন আন্ধিয়ার।
দিশ দরশায়ল মদন দিশার।
কি কহব মাধব পুণ-ফল তোরি।
এতহুঁ দূর তরি তোহে মিলু গোরী ॥
ঝলকত বিজুরী নয়ন ভরু চঙ্ক।
চলইতে খলয়ে সঘনে মহী পঙ্ক ॥
উঠইতে ফণী-মণি উজোর হেরি।
কণক-দণ্ড বলি ধরু কত বেরি ॥

ঐছনে সোঁপনু তোহে নিজ দেহ।
অপরূপ ঐছন তোহারি সুলেহ।
এত দিনে প্রেমক পরিচয় ভেল।
গোবিন্দদাস ভরম দূরে গেল।। ২১ ॥ ৯৯৯ ॥

অত্র সম্ভোগপদানি জ্ঞেয়ানি।

অথ গ্রীষ্মকালোচিত-দিবাভিসারঃ ॥

বরাড়ী।

মাথহি তপন তপত পথ-বালুক
আতপ দহন বিথার ॥
ননীক পুতলী তনু চরণ কমল জনু
দিনহি করল অভিসার ॥
হরি হরি প্রেমক গতি অনিবার।
কানু পরশ রসে পরবশ রসবতী
বিছুরল সবহুঁ বিচার ॥
গুরুজন-নয়ন পাপগণ বারণ
মারুত-মণ্ডল ধূলি।
তাপয়ে মেলি চললি বর রঙ্গিণী
পন্থহি গেও সব ভুলি ॥
যত সব বিঘনি জিতলি অনুরাগিণী
সাধলি মনসিজ-মন্ত্র।
গোবিন্দদাস কহই অব সমুঝাউ
হরি সঞে সমরক তন্ত্র ॥ ২২ ॥ ১০০০ ॥

তথা রাগ।

রাধামাধব মিলন ভেল।
নিদাঘক দুঃখ সবহুঁ দূরে গেল॥
তঁহি পুন সরোবর মন্দির মাঝ।
জল কলসী করনিকর বিরাজ॥
সৌরভে মিলিত গন্ধবহ মন্দ।
কি করব দিনমণি-কিরণক বন্ধ॥
তহিঁ বর সুরত বারি অবগাহ।
রাধামোহন পহুঁ রসিক সুনাহ॥ ২৩॥১০০১॥

অথ উৎকণ্ঠায়াং ভ্রমাভিসারঃ।

তথা রাগ।

সুন্দরি কৈছন আরতি তোর।
বিঘটিত ঘটিত সাজ নাহি জানল
ভুলল মাধব মোর॥
বিপরীত চীর পহিরি হরি সাজল
দুহুঁ অঙ্গদ দুহুঁ কাণে।
সীথি বলয় করি বাহে সাজাওল
কুণ্ডল মুদরিক ভানে॥
কিঙ্কিণী-জাল মাল করি পহিরল
হার সাজাওল হাতে।
চূড়ক সাজ চরণহি পহিরল
মঞ্জীর পহিরল মাথে॥

পূরব উত্তর নাহি দিগ দিগন্তর
নব অনুরাগক লাগি।
বল্লভদাস কহ চঢ়ল মনোরথে
সঙ্কট দূরহি ভাগি॥ ২৪॥ ১০০২॥

ধানশী।

কানুক ইহ উৎকণ্ঠিত জানি।
বিছুরল সুন্দরী আপনার বাণী॥
কি কহিতে কি কহে নাহিক থেহ।
বিছুরল আভরণ আপনক দেহ॥
কানুক লেহ হৃদয় মাহা জাগ।
সো রূপ নিরুপম নয়নহি লাগ॥
কহইতে চল চল রহ রহ বোল।
লেহ লেহ কহইতে দেহ দেহ বোল॥
সাজহ কহইতে ভাজই ভাষ।
আনহি বাণীজাল পরকাশ॥
ঐছন ভ্রমময় শুনইতে হাস।
কি কহব সহচরী বল্লভ দাস॥ ২৫॥ ১০০৩॥

কেদার।

মণি মঞ্জীর যতনে আনি ধনী
সো পহিরনু দুই হাত।
কিঙ্কিণী গীম হার বলি পহিরল
হার সাজাওল মাথ॥

সুন্দরী অপরূপ পেখলু আজ।
হরি-অভিসার ভরম ভরে সুন্দরী
বিছুরল সাজ বিসাজ ॥ ধ্রু ॥
ঘন আন্ধিয়ার রজনী জনি কাজর
গরজত বরিখত মেহ।
বিষধর ভরল দুতর পথ পাতর
একলি চললি তেজি গেহ ॥
চঢ়ল মনোরথে দোসর মনমথে
পন্থ বিপথ নাহি মান।
গোবিন্দদাস কহই ব্রজনাগরি
ঐছনে ভেটলি কান ॥ ২৬ ॥ ১০০৪ ॥

পুনশ্চ।

শ্রী রাগ।

রাই সাজে বাঁশী বাজে না পড়িল উন।
কি করিতে কিনা করে সব হৈল ভুল ॥
মুকুরে আচরে রাই বান্ধে কেশ-ভার।
পায়ে বান্ধে ফুলের মালা না করে বিচার ॥
করেতে নূপুর পরে জঙ্ঘে পরে তাড়।
গলাতে কিঙ্কিণী পরে কটিতটে হার ॥
চরণে কাজর পরে নয়নে আলতা।
হিয়ার উপরে পরে বঙ্করাজ পাতা ॥
শ্রবণে করয়ে রাই বেশর সাজনা।
নাসার উপরে করে বেণীর রচনা ॥

বংশীবদনে কহে যাই বলিহারি।
শ্যাম অনুরাগের বালাই লৈয়া মরি ॥২৭॥১০০৫॥

বেলাবলী।

বিপরীত বেশে মিলল ধনী
মাধব বিপরীত বেশ।
ভুলল সরস সম্ভাষ হাসময়
জনু নহ আরতি লেশ ॥
সজনি অপরূপ প্রেম বিচারি।
দোঁহে দোঁহা হেরি স্তম্ভ ভেল কলেবর
চিত-পুতলী সম থারি ॥ ধ্রু ॥
বহুক্ষণে সহচরী- বচনহি দুহুঁ জন
ধাই করল দুহুঁ কোর।
তৈছনে তনু তনু লাগি রহল দুহুঁ
দুহুঁ দুহুঁ ভাবে বিভোর ॥
বিছুরল কেলি- বিলাস রস-লালস
রহলহি কোরে আগোর।
ঐছন সহচরী শেজে শুতায়ল
বল্লভ হেরি বিভোর ॥ ২৮ ॥ ১০০৬ ॥

কেদার।

কতহুঁ যতনে দুহুঁ দুহুঁ তনু তেজ।
বৈঠল সরস কুসুমময় শেজ ॥
বিপরীত চরিত হেরি সখী হাস।
তনু তনু তেজি অতনু পরকাশ ॥

সহচরীগণ কহ দুহুঁজন-রীত।
শুনইতে দুহুঁ জন চমকিত চিত॥
লাজহি সুন্দরী না কহয়ে বাণী।
তেজল ভূষণ বিপরীত জানি॥
উপজল কতহুঁ হাস পরিহাস।
কত কত কৌতুক মদন-বিলাস॥
রাধামাধব প্রেম-তরঙ্গ।
হেরই বল্লভ সহচরী সঙ্গ॥ ২৯॥ ১০০৭॥

ইতি ভ্রমাভিসারঃ।

অথ জ্যোৎস্নাভিসারঃ। প্রকারান্তরং যথা॥

তথা রাগ।

অবহুঁ রাজপথে পুরজন জাগি।
চাঁদ-কিরণ জগমণ্ডলে লাগি॥
রহিতে সোয়াথ নাহি নৌতুন লেহ।
হেরি হেরি সুন্দরী পড়ল সন্দেহ॥
কামিনী কয়ল কতহুঁ পরকার।
পুরুষক বেশে কয়ল অভিসার॥
ধামিলী লোল ঝুট করি বন্ধ।
পহিরণ বসন আনহি করি ছন্দ॥
অম্বরে কুচ নাহি সম্বরু ভেল।
বাজন-যন্ত্র হৃদয়ে করি নেল॥
ঐছনে মিলল কুঞ্জক মাঝ।
হেরি না চিহ্নই নাগর-রাজ॥

হেরইতে মাধব পড়লহি ধন্দ।
পরশিতে ভাঙ্গল হৃদয়ক দ্বন্দ্ব॥
বিদ্যাপতি কহ তব কিয়ে ভেলি।
উপজল কত কত মনমথ-কেলি॥ ৩০॥ ১০০৮॥

পুনশ্চ দিনান্তরে।

ধানশী।

ত্বং কুচ-বল্গিত-মৌক্তিক-মালা।
স্মিত-সান্দ্রীকৃত-শশি-কর-জালা॥
হরিমভিসর সুন্দরি সিত-বেশা।
রাকা রজনিরজনি গুরুরেষা॥ ধ্রু॥
পরিহিত-মাহিষ-দধি-রুচি-সিচয়া।
বপুরর্পিত-ঘন-চন্দন-নিচয়া॥
কর্ণ-করম্বিত-কৈরব-হাসা।
কলিত-সনাতন-সঙ্গ-বিলাসা॥ ৩১॥ ১০০৯

তথা রাগ।

কুন্দ কুসুমে করু কবরীক ভার॥
ইত্যাদি পূর্ব্বোক্তং জ্ঞেয়ং॥ ৩২॥ ১০১০॥

ভূপালী।

গুরু দুরু বক্ষ উজোরল চন্দ।
গুরুজন-নয়ন পদহি পদ ফন্দ॥
তাহে অতি দূরতর পন্থ সঞ্চার।
ততহিঁ কলাবতী চলু অভিসার॥

কি কহব মাধব প্রেমক রীত।
তুয়া অনুরাগিণী ত্রিভুবন জিত ॥ ধ্রু ॥
যাহাঁ ধনী ধাধসে ভাঙ ধুনান।
সাধসে ধাওয়ে কতহুঁ পাঁচবাণ ॥
সো তোহে কুঞ্জে মিলল নিরবাধ।
গোবিন্দদাস কহ পূরল সাধ ॥ ৩৩ ॥ ১০১১ ॥

পুনশ্চ দিনান্তে।

শ্রীরাগ।

চিকুর-তরঙ্গক-ফেন-পটলমিব কুসুমং দধতি সকামং।
নট-পদ-সব্য-দৃশা দিশতি বচন-নর্ত্তিতমতনুমরামং ॥
রাধা মধুর-বিহারা।
হরিমুপগচ্ছতি মন্থর-পদ-গতি লঘু-লঘু-তরলিত-হারা।
শঙ্কিত-লজ্জিত-রস-ভর-চঞ্চল-মধুর-দৃগঞ্চলকেন।
মধু-মথনং প্রতি সমুপহরন্তী কুবলয়-দামরসেন ॥
গজপতি-রুদ্র-নরাধিপমধুনাতনু-মধুরং মধুরেণ।
রামানন্দ-রায়-কবি-ভণিতং সুখয়তু রস-বিসরেণ ॥
৩৪ ॥ ১০১২

কেদার।

কলয়তি নয়নং দিশি দিশি বলিতং।
পঙ্কজমিব মৃদু-মারুত-চলিতং ॥
কেলি-বিপিনং প্রবিশতি রাধা।
প্রতিপদ-সমুদিত-মনসিজ-বাধা ॥ ধ্রু ॥

বিনিদধতি মৃদু-মন্থর পাদং।
রচয়তি কুঞ্জর-গতিমনুবাদং॥
জনয়তি রুদ্র-গজাধিপ-মুদিতং।
রামানন্দ-রায়-কবি-গদিতং॥ ৩৫॥ ১০১৩॥

মায়ূর।

সম-বয় বেশ- ভূষণ-ভূষিত-তনু
সখীগণ সঙ্গহি মেলি।
গজ-গতি নিন্দি গমন অতি সুন্দর
কিয়ে জিত খঞ্জন-কেলি॥

দেখ রাই করল অভিসার।
শিরীষ-কুসুম জিনি কোমল পদতল
বিপথে পড়ত অনিবার॥ ধ্রু॥

যো থল-কমল পরশে সুকোমল
ঝামর ভই উপচঙ্ক।
সো অব যাঁহা তাঁহা কঠিন ধরণী মাহা
ডারত বড়ই নিশঙ্ক॥

ঐছন ভাতি মিলল কুঞ্জ মাহা
দূতীক যাঁহা উপদেশ।
ভণ রাধামোহন তঁহি যো আচরণ
হাম কিয়ে পায়ব উদেশ॥ ৩৬॥ ১০১৪॥

অত্র সম্ভোগপদানি জ্ঞেয়ানি।

পুনশ্চ দিনান্তে

তিমিরাভিসারে দূত্যুক্তিঃ।

বরাড়ী।

রতি-সুখ-সারে গতমভিসারে মদন-মনোহর-বেশং।
ন কুরু নিতম্বিনি গমন-বিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশং॥
ধীর-সমীরে যমুনা-তীরে বসতি বনে বনমালী॥ধ্রু॥
নাম-সমেতং কৃত-সঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুং।
বহুমনুতে ননু তে তনু-সঙ্গত-পবন-চলিতমপি রেণুং॥
পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিত-ভবদুপযানং।
রচয়তি শয়নং সচকিত-নয়নং পশ্যতি তব পন্থানং॥
মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলং।
চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীল-নিচোলং॥
উরসি মুরারেরুপহিত-হারে ঘন ইব তরল-বলাকে।
তড়িদিব পীতে রতি-বিপরীতে রাজসি সুকৃত-বিপাকে॥
বিগলিত-বসনং পরিহৃত-রসনং ঘটয় জঘনমপিধানং।
কিশলয়-শয়নে পঙ্কজ-নয়নে নিধিমিব হর্ষ-নিধানং॥
হরিরভিমানী রজনিরিদানীমিয়মপি যাতি বিরামং।
কুরু মম বচনং সত্বর-রচনং পূরয় মধুরিপু-কামং॥
শ্রীজয়দেবে কৃত-হরি-সেবে ভণতি পরম-রমণীয়ং।
প্রমুদিত-হৃদয়ং হরিমতি-সদয়ং নমত সুকৃত-কমনীয়ং॥৩৭॥১০১৫॥

ভূপালী।

সখীগণ বচনে বনাওল বেশ।
বিরচিল কবরী আঁচরি নিজ কেশ॥

ভালহি দেওল সিন্দূর-বিন্দু।
চন্দন-রেখ শোভয়ে আধ ইন্দু॥
কত কত আভরণ সাজায়ল অঙ্গে।
হেরইতে মূরছে কতহুঁ অনঙ্গে॥
নীল-বসনে তনু ঝাঁপিল গোরী।
চললি নিকুঞ্জে শ্যাম-রসে ভোরি॥
মদনমোহন-মনোমোহিনী নারী।
জ্ঞানদাস কহ যাঙ বলিহারি॥ ৩৮॥ ১০১৬॥

বেলোয়ার।

সাজলি রসবতী রঙ্গিণী রামা।
মন্দ মন্দ গতি নূপুর-কলরব-
লজ্জিত-রাজহংসকুল বামা॥ধ্রু॥
চম্পক কনক কেশর কুসুমাবলি
রুচি জিনি সুন্দর অপঘন সাজে।
অলিকুল অঞ্জন জলদ নীলমণি
ছবিচয় নিন্দিত বসন বিরাজে॥
অমল ইন্দীবর- দল লোচনযুগ
কত কত শশী জিনি কমল-বয়ানী।
সিন্দুর-বিন্দু অরুণ-ছবি নিন্দই
অহি-রমণী ফণী বেণী বনি॥
বিভ্রম অধরে মধুর মৃদু হাসনি
দশন সুদামিনী দমন করে।
তার-হার মণি- কুণ্ডল লম্বিত
কত মণি দরপই দরপবরে॥

চৌদিশে সহচরী যন্ত্র বাজাওত
ধীরে ধীরে রসবতী চলত সমাজে।
বল্লভ ভণত প্রবেশলি নিধুবনে
হেরি কত রতিপতি ভাগল লাজে ॥৩৯॥১০১৭॥

সুহই।

মিললি নিকুঞ্জে রাই কমলিনী।
দোহে দোঁহে পায়ল পরশ-মণি॥
দরশনে দুহুঁ মুখ দুহুঁ প্রেমে ভোর।
নয়নে ঝরয়ে দুহাঁর আনন্দ-লোর॥
সরস-সম্ভাষণে উপজল রঙ্গ।
উথলল দুহুঁ মন মদন-তরঙ্গ॥
সহচরীগণ সব আনন্দে ভাস।
দুহুঁ মুখ হেরই নরোত্তম দাস ॥৪০॥ ১০১৮॥

মঙ্গল।

ও মুখ শরদ সুধাকর সুন্দর
ইহ নলিনী-দল গঞ্জে।
ও তনু নবঘন- সুন্দর রঞ্জিত
ইহ থির দামিনী পুঞ্জে॥

দেখ রাধামাধব জোরি।
দুহুঁক পরশ-রসে আকুল দুহুঁ জন
দুহুঁ দোঁহা রহল আগোরি ॥ধ্রু॥

ও বর নাগর সব গুণে আগর
ইহ সে কলাবতী-সীম।
ও অতি চতুর- শিরোমণি বিদগধ
এ সব গুণহি গরিম॥

মধুর বৃন্দাবনে শ্যাম-গোরী-তনু
দুহুঁ নব কিশোরী কিশোর।
নরোত্তম দাস আশ চরণে রহু
শ্রীবল্লভ মন ভোর॥ ৪১॥ ১০১৯॥

পুনশ্চ দিনান্তে।

কল্যাণী।

বয়সে সমান সঙ্গে নব রঙ্গিনী
সাজলি শ্যাম-দরশ-রস লোভে॥
কোই রবাব মুরজ স্বরমণ্ডল
বীণ উপাঙ্গ হাত পর শোভে॥

ভালে বনী আওয়ে বৃষভানু তনি।
চরণ-কমল-তলে অরুণ বিরাজিত
মঞ্জীর-রঞ্জিত মধুর-ধ্বনি॥ধ্রু॥

গতি অতি মন্থর নব যৌবন-ভর
নীল বসন মণি-কিঙ্কিণী রোল।
গজ-অরি মাঝারি উপরে কনয়া-গিরি
বীচহি সুরধুনী মুকুতা-হিলোল॥

রবি-মণ্ডল-ছবি জিনি মণি-কুণ্ডল
সুন্দর সিন্দূর-বিন্দু ভালহি ভালে।
গোবিন্দদাস কহ ভুলল অলিকুল
বেঢ়ল কবরীক মালতী মালে ॥৪২॥১০২০।

শ্রীরাগ।

রাই কনক মুকুর-কাঁতি।
শ্যাম বিলাসিতে সুন্দর তনু
সাজয়ে কতেক ভাতি ॥
নীল বসন রতন ভূষণ
জলদে দামিনী সাজে।
চাঁচর কেশের বিচিত্র বেণী
দুলিছে হিয়ার মাঝে ॥
রসের আবেশে গমন মন্থর
হেলি দুলি চলি যায়।
আধ ওড়নি ঈষত হাসিয়া
বঙ্কিম-নয়নে চায় ॥
সিঁথায় সিন্দূর নয়ানে কাজর
তাহে চন্দনের রেখা।
নব জলধরে অরুণ-কোরে
নবীন চাঁদের দেখা ॥
শ্যামানন্দ ভণে নিকুঞ্জ ভবনে
কলপ-তরুর মূলে।
রসের আবেশে বৈসে বিনোদিনী
শ্যাম নাগরের কোরে ॥ ৪৩ ॥ ১০২১ ॥

অত্র সম্ভোগপদানি জ্ঞেয়ানি।

পুনশ্চ তিমিরান্তে জ্যোৎস্নাভিসারো যথা।

বেলোয়ার।

সখি মাধব নিকট গমন করি তুমি তহিঁ
এমতি করবি চতুরাই।
যদবধি গগনে উদিত হোয় হত-বিধু
হরি অভিসার জানাই॥
মদন-দহনে তনু অবিরত দাহই
পরাণক দুখ তুহুঁ জানসি চিত।
ইহ তাহে নাহি জানাওবি অন্তর
হাম যাহে কুলবতী পথে উপনীত॥
এত শুনি দূতী চলল অবিলম্বনে
আসি ভেল উপনীত কানুক পাশ।
নয়ন-তরঙ্গে সকল সমুঝায়ল
পুন হেরি কুমুদ কহে পরকাশ॥
কুমুদিনী গুণ পরি- মলে জগ জীতল
কাহে বিফলায়ত শ্যামল ভৃঙ্গ।
দূতীক বচনে চলল বরনাগর
তুরিতহি গৌর হৃদয় পরসঙ্গ॥৪৪॥১০২২॥

মঙ্গল।

সুন্দরি মাধব তুয়া পথ হেরই
তুরিতে করহ অভিসার।
গগন উপরে উয়ল বিধু-মণ্ডল
বিমল কিরণ পরচার॥

সমুচিত বেশ করহ বর চন্দন
কর্পূর খচিত করি অঙ্গ ।
দুগ্ধ-ফেন-সিত অম্বর পহিরহ
কুঞ্জহি চলহ নিশঙ্ক ॥

চরণ-কমল নূপুর হেরি সুন্দরী
চল তাহে শবদ-রহিত ।
এতহিঁ বচনে চললি গজ-গামিনী
মনসিজ-মদে উলসিত ॥

নয়ন কমল-মৃগ- খঞ্জন-গঞ্জন
সচকিত হেরত গোরী ।
গৌরমোহন অনু- মানই আনবি
শ্যাম-নয়ন চিত চোরি ॥৪৫॥১০২৩॥

কেদার ।

কুন্দ কুমুদ গজ-মোতিম হার ।
পহিরল হৃদয়ে ঝাঁপি কুচ-ভার ॥
থোরই শশধর-কিরণ বিথার ।
ঐছন সময়ে কয়ল অভিসার ॥
চৌদিকে সচকিত-নয়নে নেহার ।
মদন-মদালসে চলই না পার ॥
মিললি নিকুঞ্জে কুঞ্জ-নৃপ পাশ ।
কহ কবিশেখর কেলি-বিলাস ॥৪৬॥১০২৪॥

ততঃ সম্ভোগপদানি জ্ঞেয়ানি।

পুনশ্চ দিনান্তে।

শঙ্করাভরণ।

ধনি ধনি বনী অভিসারে।
সঙ্গিনী রঙ্গিণী প্রেম-তরঙ্গিণী
সাজলি শ্যাম-বিহারে।ধ্রু॥

চলইতে চরণ সঙ্গে চলু মধুকর
মকরন্দ-পানকি লোভে।
সৌরভে উনমত ধরণী চুম্বয়ে কত
যাঁহা যাঁহা পদচিহ্ন শোভে॥

কনক-লতা জিনি জিনি সৌদামিনী
বিধির অবধি-রূপ সাজে।
কিঙ্কিণী রণরণি বঙ্করাজ-ধ্বনি
চলইতে সুমধুর বাজে॥

হংসরাজ জিনি গমন সুলাবণি
অবলম্বন সখী-কান্ধে।
অনন্তদাস ভণে মিললি নিকুঞ্জ-বনে
পূরাইতে শ্যাম মন-সাধে॥১৭॥ ০২৫॥

অত্র সম্ভোগপদং সম্ভবপরং জ্ঞেয়ং ইতি।

ইতি তৃতীয়-শাখায়াং ত্রয়োদশ পল্লবঃ॥

অথ রূপোল্লাসঃ।

শ্রীমদ্গৌরচন্দ্র।

ধানশী।

গোরাচাঁদ কিবা তোমার বদন-মণ্ডল।
কনক-কমল কিয়ে শরদ পূর্ণিমা-শশী
নিশি দিশি করে ঝলমল॥

তোমার বরণ জনু হরিতাল জিনি
কিয়ে থির বিজুরী জিনিয়া।
কিয়ে নব গোরোচনা কিয়ে দশবাণ সোণা
মনমথ-মন-মোহনিয়া॥

খগপতি জিনি নাসা অমিয়া-মধুর ভাষা
তুলনা না হয় ত্রিভুবনে।
আকর্ণ নয়ান-বাণ ভুরু-ধনু-সন্ধান
কটাক্ষ হানয়ে নারী-মনে॥

আজানুলম্বিত ভুজ বিলেপিত মলয়জ
অঙ্গুরী বলয়া তাহে সাজে।
সিংহ জিনি মধ্য সরু হেম-রম্ভা জিনি উরু
চরণে নূপুর বঙ্করাজে॥

জিনি মদমত্ত হাতী হংস জিনিয়া গতি
দেখিয়া এ হেন রূপ-রাশি।
কহয়ে গোবিন্দ ঘোষ মোর মনে সন্তোষ
নিছনি যাইয়ে হেন বাসি॥১॥১০২৬॥

সুহই।

আহা মরি গোরা-রূপে কি দিব তুলনা।
তুলনা নহিল যে কষিল বাণ সোণা॥
মেঘের বিজুরী নহে রূপের উপাম।
তুলনা নহিল রূপে চম্পকের দাম॥
তুলনা নহিল স্বর্ণ-কেতকীর দল।
তুলনা নহিল গোরোচনা নিরমল॥
কুঙ্কুম জিনিয়া অঙ্গ-গন্ধ মনোহরা।
বাসু কহে কি দিয়া গড়িল বিধি গোরা॥২॥১০২৭॥

ভাটিয়ারী।

ওহে গৌর বসিয়া থাকহ নিজ ঘরে।
দেখিয়া ও রূপ ঠাম মোহে কত শত কাম
যুবতি ধৈরজ কিসে ধরে॥

হেরিয়া বদন-ছাঁদ উদয় না করে চান্দ
লাজে যায় মেঘের ভিতরে।
সৌদামিনী চমকিল চম্পক শুখাঞা গেল
লাজে কেহ সোণা নাহি পরে॥

ভাঙ-ধনু-ভঙ্গিমায় ইন্দ্র-ধনু লাজ পায়
দশনে মুকুতা নাহি গণে।
দেখিয়া চাঁচর কেশ চমরী ছাড়িল দেশ
চঞ্চল জলদ আন ভানে॥

মৃণাল শুখায় লাজে দেখিয়া যুগল ভুজে
রঙ্গ ভূমি জিনিল হিয়ায়।
হরি হেরি মধ্যদেশে কন্দরেতে পরবেশে
উরুতে কি রাম-রম্ভা ভায়॥
স্থল-পদ্ম আদি যত তরুতে শুখায় কত
না তোলয়ে হেরি পাদপাণি।
শুন গৌরসুন্দর এই তোমার কলেবর
ভুবন-বিজয়ী অনুমানি ॥৩॥১০২৮॥

তথা রাগ।

দামিনী-দাম দশন-রুচি দরশনে
দূরে গেও দরপক দাপ।
শোণ কুসুম তাহে কোন গণিয়ে রে
প্রাতর অরুণ সন্তাপ॥
গোরা-রূপের যাই বলিহারি।
হেরি সুধাকর মূরছি চরণ-তলে
পড়ি দশ-নখ-রূপ-ধারী॥
সুবরণ বরণ হেরি নিজ কুবরণ
মানি আপন মনস্তাপে।
নিজ-তনু জারি ভসম সম করইতে
পৈঠল অনল-সন্তাপে॥
যো সম বিধিক অধিক নাহি অনুভবি
তুলনা দিবার নাহি ঠোর।
জগদানন্দ কহ পহুক তুলনা পহু
নিরুপম গৌরকিশোর ॥৪॥১০২৯॥

তথা রাগ।

গৌর-কলেবর মৌলি মনোহর
চিকুর ঐছে নেহারি।
জনু হেম-মহীধর- শিখরে চামর
দেই উর পর ডারি॥

পীন উরু উপ- নীত কৃত উপ-
বীত শিতিম রঙ্গ।
(জনু) কনয়-ভূধর বেড়ি বিলসই
সুর-তরঙ্গিণী গঙ্গ॥

আধ অম্বর আধ সম্বর
আধ অঙ্গ সুগৌর।
(জনু) জলদ সঞে অতি বাল রবি-ছবি
নিকসে অধিক উজোর॥

জগদানন্দ পহুক পদ-নখ
লখই ঐছন ছন্দ।
জনু মীন-কেতন করু নিরমঞ্ছন
চরণে দেই দশ চন্দ্র॥৫॥১০৩০॥

অথ শ্রীরাধিকায়াঃ সখ্যুক্তিঃ।

কামকন্দর্প।

ধনি ধনি কো বিহি বৈদগধি সাধে।
মদন সুধা-রসে যো নিরমাওল
তুয়া মুখ-মণ্ডল রাধে॥

ভাল আধ-ইন্দু অমিয়া আগোর
ভাঙ-তিমির ঘন ঘোর ।
কিরণ বিকাশিত শ্রুতি-কুবলয় পরি
ধাবই নয়ন-চকোর ॥
নাসা-শিখর সমুখে উদিত পুন
সিন্দূর-ভানু উজোর ।
অহনিশি বদন- কমল তেজি বিকসিত
শ্যাম-ভ্রমর নাহি ছোড় ।
অরুণ কিরণ পুন অধরে হেরি হেরি
হার তরঙ্গিণী তীরে ।
কুচযুগ-কোক শোক নাহি জানত
গোবিন্দদাস কহ ফুরে ॥৬॥১০৩১॥

শ্রী রাগ ।

এ ধনি রূপ নাহি সহয়ে নয়ান ।
এতহুঁ নেহারি মুগধ মধুসূদন
দিন রজনী নাহি জান ॥
সিন্দূর-তরুণ- অরুণ-রুচি-রঞ্জিত
ভাল সুধাকর-কাঁতি ।
সো ঘন চিকুর- তিমির-ঘন-চুম্বিত
ইহ অতি অপরূপ ভাতি ॥
লোচন-যুগল কমল কিয়ে কুবলয়
খঞ্জন চারু চকোর ।
কাজর-জালে পড়ত কিয়ে সংশয়
ততহি ভ্রমই অলি জোর ॥

তবহি যো হাসি অধর দরশায়সি
অরুণিম কৌমুদী-কাঁতি।
মোহিত জন বিফল পুন মোহন
গোবিন্দদাস নাহি ভাতি ॥৭॥১০৩২॥

অথ রূপোল্লাসেন অভিসারোপযুক্তং বেশং রচয়তি ॥

তুড়ী।

সিচয়মুদঞ্চয় হৃদয়াদল্পং।
বিলিখাম্যদ্ভুত মকরাকল্পং।
ইহ নহি সঙ্কুচ পঙ্কজ-নয়নে।
বেশং তব করবৈ রতি-শয়নে॥
রাধে দোলয় ন কিল কপোলং।
চিত্রং রচয়াম্যহমবিলোলং॥
তব বপুরস্তু সনাতন-শোভং।
জনয়তি হৃদি মম কঞ্চন লোভং॥৮॥১০৩৩॥

তত্রাভিসারঃ।

বেলোয়ার।

কন্দর্প তাল।

মঞ্জু চরণযুগ যাবক-রঞ্জন
খঞ্জন-গঞ্জন মঞ্জীর বাজে।
নীল বসন মণি- কিঙ্কিণী রণরণি
কুঞ্জর-দমন গমন ক্ষীণ মাঝে॥

সাজলি শ্যাম বিনোদিনী রাধে ।
সঙ্গহি রঙ্গ- তরঙ্গিণী রঙ্গিণী
মদন-মোহন ছাঁদে ॥ধ্রু॥
কনক-কটোর-চোর কুচ-কোরক জোরে
উজোরল মোতিম-দাম ।
ভুজযুগ থির বিজুরী পরি মণিময়
কঙ্কণ ঝনকিতে চমকিত কাম ॥
মধুরিম হাস সুধারস-নিরসন
দশন-জোতি-জিত মোতিম-কাঁতি ।
সুভগ কপোল লোল মণি-কুণ্ডল
দশ দিশ ভরল নয়ান-শর-পাতি ॥
ঝাঁপলি কবরী ভালে অলকাবলি
ভাঙ-ধনুয়া জনু মনমথ সেবি ।
গোবিন্দদাস হৃদয়ে অবধারলি
শিঙ্গার-দেব-অধিদেবী ॥ ৯ ॥ ১০৩৪ ॥

বিহাগড়া ।

এ ধনি আঁচরে বদন ঝাপাও ।
লুবধল মধুপ চকোর বিধুন্তুদ
আনত আনত চলি যাও ॥
মুখ-মণ্ডল কিয়ে শরদ-সরোরুহ
ভালহি অষ্টমীক চন্দ ।
মধুরিপু-মরম ভরম যাহা ঐছন
তারে কি গণিয়ে মতি-মন্দ ॥

জনি কহ গরবে পাণিতলে বারব
ও থল-কমল উজোর।
তহিঁ নখ-চাঁদ ভরম ভয়ে ঐছন
ততহিঁ পড়ত জানি ভোর॥
ভাঙ-ধনুয়া কিয়ে সুতনু ধুনায়সি
যছু শরে গিরিধর কাঁপ॥
সে কিয়ে অতনু- পতগ শিরে ডারসি
গোবিন্দদাস হিয়ে তাপ॥১০॥১০৩৫॥

সুহই।

হন্ত ন কিং মন্থরয়সি সন্ততমভিজল্পং।
দন্ত রুচিরন্তরয়তি সন্তমসমনল্পং॥
রাধে পথি মুঞ্চ ভূরি সম্ভ্রমমভিসারে॥
চারয় চরণাম্বুরুহে ধীরে সুকুমারে॥
সন্তনু-ঘন-বর্ণমতুল-কুন্তল-নিচয়ান্তং।
ধ্বান্তং তব জীবতু নখ-কান্তিভিরতিশান্তং॥
সা সনাতন-মনসাত্ম যান্তী গত-শঙ্কং।
অঙ্গীকুরু মঞ্জু-কুঞ্জ-বসতেরলমঙ্কং॥১১॥১০৩৬॥

ধানশী।

কলয়তি নয়নং দিশি দিশি বলিতং।
পঙ্কজমিব মৃদুমারুত-চলিতং॥
কেলি-বিপিনং প্রবিশতি রাধা।
প্রতিপদ-সমুদিত-মনসিজ-বাধা॥
বিনিদধতী মৃদু মন্থর-পাদং।
রচয়তি কুঞ্জর-গতিমনুবাদং॥

জনয়তি রুদ্রগজাধিপ-মুদিতং।
রামানন্দরায়-কবি-গদিতং ॥ ১২ ॥ ১০৩৭ ॥

পূর্ব্বরাগাভিসারঃ।

শঙ্করাভরণ।

এ ধনি পদুমিনি পড়ল অকাজ।
জনি ভেটত হরি কুঞ্জক মাঝ ॥
তুহুঁ গজ-গামিনী মতি অতি ভোর।
উচ কুচ-কুম্ভ-গরবে নাহি ওর ॥
যৌবন-গরবে না হেরসি পন্থ।
পরিমলে বাসিত করসি দিগন্ত ॥
যব তোহে করব অরুণ দিঠি ভঙ্গ।
নিয়ড়ে না হেরবি সহচরী সঙ্গ ॥
সো খর-নখর-পরশ যব হোতি।
এ কুচ-কুম্ভে না রাখিবি মোতি ॥
গণ্ডে করব যব দশনক ঘাত।
মূরছি পড়বি ধরণী নিপাত ॥
গোবিন্দদাস যবহুঁ সোঙরাব।
অধর-সুধা দেই তবহি জীয়াব ॥১৩॥১০৩৮॥

অস্ত মিলনং।

ধানশী।

নূপুর-কলরব শুনইতে মাধব
কুঞ্জক হোই বাহার।
চলইতে খলই পড়ই সব আভরণ
অম্বর নহত সম্ভার ॥

সজনি অদভুত কানুক লেহ।
অগুসরি আদর ভাবহি বাদর
কি করব না পায়ই থেহ॥
কর গহি সঙ্কেত লেই পরবেশই
করু নীরাজন নিজ হাত॥
শীকরযুত বীজই সরসিজ-দলে
মলয়জ লেপই গাত॥
রাই পুন দরশ- পরশ রসে মগন
লাজহি অবনত মুখ।
হেরি রাধামোহন সোই সুশোভন
যৌটব পূরুবক দুখ॥ ১৪॥ ১০৩৯॥

শ্রীকৃষ্ণস্যোক্তিঃ। রূপোল্লাসঃ।

তুয়া মুখ চাঁদ কমল আদি কবলই
নিবিড় চামর জিতি কেশ।
কনক কমল অলি জিনি অলকাবলি
শ্রুতি অছু গিধিনী বিশেষ॥
তরুণী-মুকুট-মণি গোরী।
ভ্রূযুগ-পাতনে তনু অতি কম্পিত
পরাগ-পুতলী তুহুঁ মোরি॥ ধ্রু॥
চঞ্চল নয়ন ইন্দীবর নিন্দই
গণ্ডহি জিতল মুকুর।
নাসা তিলফুল অধর পণ্ডারকুল
স্মিত জিতি অমিয়া কর্পূর॥

কুন্দ করগ-বীজ জিতি দ্বিজ-লাবণি
কণ্ঠহি কম্বুক শোভা।
বাহু মৃণাল করযুগ পঙ্কজ
মঝু মন মধুকর লোভা॥

কুচযুগ কোক লোম ভুজঙ্গিনী
ত্রিবলি ত্রিবেণী-বিলাস।
মাঝ বর সিংহ নিতম্ব করি-কুম্ভ
উরু রম্ভা করু উপহাস॥

পদ থল-কমল নখ জিতি চাঁদ কত
লাবণি অমিয়া রঙ্গ।
রাধামোহন পহু কহইতে ঐছন
ভাবে অবশ ভেল অঙ্গ॥ ১৫॥ ১০৪০॥

ধানশী।

নিরমিল কো বিধি কেলি-কলানিধি
নওল কিশোর কিশোরী।
দুহুঁ দুহুঁ নিরখি পুলককুলে আকুল
হাসি কহই গিরিধারী॥

শুন শুন সুন্দরি রাধে।
তুয়া মুখ-মাধুরী লেশ নাহি হেরি
কমল মুকুরবর চাঁদে॥ ধ্রু॥

যো বিধু শোভিত সোই কলঙ্কিত
বিরহি-বিদারণ-শূল।
নিরখি বদন তব সোই ডুবাইব
ইথে শশী না ভেল তুল॥

দরপণ মলিন পরশে যদি জল-কণ
মার্জ্জন-বিহীন অসার।
তুয়া মুখ মলিন কবহুঁ নহে সুন্দরি
নীরে নিচয় উজিয়ার॥

নিতি নিতি মলিন জল মাঝে নিবসই
তেজই অলি মধুপান।
তুয়া মুখ-কমল বিমল নব পরিমল
মঝু মন মধুপ সমান॥

শুনি ধনী বাণী অলস দিঠি-পঙ্কজ
প্রিয় সহচরী হেরি হাস।
নিরখিতে শ্যাম পরস-রসে মাতল
কহতহিঁ নন্দন দাস॥১৬॥১০৬১॥

গান্ধার।

শুন শুন নাগর সকল কহিতে পার
কে বুঝিবে বচন-তরঙ্গ।
একে তুহুঁ বিদগধ তাহে প্রিয়ম্বদ
তাহে কত রসবতী সঙ্গ॥

মাধব রসিক রসায়ন-বাণী।
ব্রজবধূ-বদন বিমল রাজীব
তাহে ভ্রমর তুহুঁ জানি॥

আড় নয়ন করি অলক তিলক হেরি
মুচকি মুচকি করু হাস॥
সো হসনামৃত অধরে মিলায়ত
তঁহি মধুমঙ্গল ভাষ।

তাপনী তীর তীর নিতি ধায়সি
তাহে এত শীতল দেখি।
সুরধুনী দেবী সেবি কিয়ে সুমধুর
পুছহ নন্দ এক সাখী॥১৭॥১০৪২॥

পুনশ্চ শ্রীকৃষ্ণস্যোক্তিঃ।

বালা ধানশী।

সুন্দরি আন-গুণে নহ মোর বচন মধুর।
তুয়া পরসাদে সাধ সব পূর॥
আন-সঙ্গ কভু না কহবি মোর।
চাঁদ না তেজই কবহুঁ চকোর॥
তুয়া গুণ-গায়ন বচন হামার।
তুয়া হৃদি শীতল পঙ্কজ-হার॥
তুহুঁ দরশন বিনু সব আন্ধিয়ার।
মিছ নহ নন্দ কহয়ে কতবার॥ ১৮॥ ১০৪৩

ভূপালী।

তুহুঁ রসে হেরি ভোর পাঁচ-বাণ।
কেলি-কলা নিয়ে করত সন্ধান॥
দেখ পুন সচেতন তুহুঁ অবলম্ব।
পুনহি অচেতন যব পুন চুম্ব॥
বিপুল পুলকবর স্বেদ-সঞ্চার।
চির থির নয়ানে নীর অনিবার।
কাঁপই থরহরি বিদগধ-ভাষ।
তুহুঁ তুহুঁ পরশনে কতহুঁ উল্লাস॥
আন আন সঙ্গে রঙ্গে ভরু অঙ্গ।
কো করু অনুভব প্রেম-তরঙ্গ॥
নিতি নিতি ঐছন হোয়ত বিলাস।
কব হেরব রাধামোহন দাস॥১৯॥১০৪৪॥

কেদার।

রতি-সুখ-শয়ন নিবেশহি সুন্দরী
প্রমুদিত-মানস ভেলি।
বিছুরল আন আন রস-কৌতুক
অনুগত নিধুবন কেলি॥

অদ্ভুত মদন-বিলাস।
রাইক দেহ- দণ্ড পরি শোভিত
শ্রমজল-মুকুতা বিকাশ॥

মিলিত নয়ান বয়নবর শোহন
অলখিত সহজহিঁ হাস।
অনধীন বাহু- বল্লী অরু সব অঙ্গ
তেজহ রহত উদাস।
বিগলিত অঙ্গ- রাগ অরু আভরণ
বিগলিত কুঞ্চিত-কেশ।
রাধামোহন চিতে নিতি নিতি ভাবই
ঐছন প্রেম-আবেশ॥ ২০ ॥১০৪৫॥

ইতি রূপোল্লাসঃ।

অথ রূপোল্লাসঃ প্রকারান্তরং যথা।

শ্রীমদ্গৌরচন্দ্র।

বরাড়ী।

নিরুপম সুন্দর গৌর কলেবর
মুখ জিতি শারদ-চন্দ্র।
কুন্দ করগ-বীজ নিন্দি সুশোভিত
অতিশয় দন্ত সুছন্দ॥
বুঝল কাম পুন সাধে।
অমিয়াক সার ছানি নিরমায়ল
বিহি সিরজন ভেল বাধে॥
অকলঙ্ক চান্দ ভানে বিধুন্তুদ
ধাবই পরশক লাগি।
নিকটহি যাই হেরি তছু মাধুরী
তছু কর-ভয়ে পুন ভাগি॥

প্রতিযোগী আদি নাম-দোষ শতগুণ
ভেলহিঁ যাক ধেয়ানে।
সোই চরণ-গুণ কলিযুগ-পাবন
করু রাধামোহন গানে ॥২১॥১০৪৬॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপ যথা।

শ্রীরাগ।

সুর-পতি-ধনু কি শিখণ্ডক চূড়ে।
মালতী ঝুরি কি বলাকিনী উড়ে ॥
ভাল কি ঝাঁপল বিধু আধ-খণ্ড।
করিবর-কর কিয়ে ও ভুজ-দণ্ড ॥
ওকি শ্যাম নট-রাজ।
জলদ কলপ-তরু তরুণী-সমাজ ॥
কর-কিসলয় কিয়ে অরুণ-বিকাশ।
মুরলী-খুরলী কিয়ে চাতক-ভাষ ॥
হাস কি ঝরয়ে অমিয়া মকরন্দ।
হার কি তারক-জ্যোতিক ছন্দ ॥
পদ-তলে থল-কমল কি ঘন-রাগ।
তাহে কলহংস কি নূপুর জাগ ॥
গোবিন্দদাস কহয়ে মতিমন্ত।
ভুলল যাহে দ্বিজরাজ বসন্ত ॥ ২২ ॥ ১০৪৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের অভিসার।

তথা রাগ।

কাননে সবহুঁ কুসুম পরকাশ।
শারী শুক পিককুল মধুরিম-ভাষ ॥

ময়ূর ময়ূরীগণ ঘন দেই নাদ।
শুনইতে কাতর ভেল উনমাদ॥
দেখ দেখ নাগর-রাজ।
চললহি সঙ্কেত-কুঞ্জক মাঝ॥
কিশলয়-পুঞ্জহি শেজবর কেল।
তঁহি পর বৈঠি পুন তরখিত ভেল॥
পথ হেরি আকুল বিকল পরাণ।
অবহুঁ না সুন্দরী করল পয়ান॥
অন্তরে মদন কয়ল পরকাশ।
চৌদিশে হেরই গোবিন্দদাস॥ ২৩॥ ১০৪৮

শ্রীমতীর আপ্তদূতীর উক্তি।

গান্ধার।

কালিয়-দমন জগতে তুয়া ঘোষই
সহচরী শুনইতে কাণে।
তুয়া সনে বাদ করিয়া ধনী আওত
মনমথ চঢ়ই ঝাঁপানে॥
মাধব অতয়ে কহিয়ে তুয়া লাগি।
ত্রিবলিক মাঝে লোম-ভুজঙ্গিনী
হেরইতে তুহুঁ জানি ভাগি॥ ধ্রু॥
নয়ন-কমল পর যুগল-ভুজগবর
কাজর-গরল উগারি।
মদন-ধনন্তরি আপে যব আওব
সো বিখ তবহি না সারি॥

বেণী-ভুজগবর পিঠ পর দোলত
চিরদিন ভুখিল পিয়াসে।
শুনইতে নাগ- দমন-তনু কম্পিত
কহতহিঁ গোবিন্দদাসে ॥২৪ ॥ ১০৪৯ ॥

তথা রাগ।

রাইক আগমন-বাত। শুনইতে উলসিত গাত ॥
তাহে কহই বর কান। নাগ-দমন মঝু নাম ॥
খগ-পতি রহু মঝু পাশ। সবহুঁ সে করব গরাস ॥
বিকট মকর পুন হোয়। এক না রাখব সোয় ॥
দৈব করয়ে যব আন। দংশয়ে হামারি বয়ান ॥
রসনা-ধনন্তরি আগে। তহিঁ পুন অমিয়া লাগাবে ॥
নিরবিষ হোয়ব তায়। জীতব এহি উপায় ॥
এত শুনি সহচরী গেল। গোবিন্দদাস মতি দেল॥২৫॥১০৫০॥

শ্রীমতীর অভিসার ॥

শ্রীরাগ।

নিরুপম কাঞ্চন- রুচির কলেবর
লাবণি বরণি না হোই।
নিরমল বদন হাস-রস-পরিমলে
মলিন সুধাকর অম্বরে রোই ॥

আওত নব রঙ্গিণী ধনী রাই।
সঙ্গিনী সকল শিঙ্গারিণী সাই ॥

লোল অলক তিলকাবলি রঞ্জিত
সিঁথহি কাঞ্চন-কমল উজোর।
লোচন-মধুকরী চলত ফেরি ফেরি
শ্রুতি-কুবলয়-পরিমলে কিয়ে ভোর॥
শ্যামর-চিত-চোর কুচ-কোরক নীল
নিচোল-কোরে করু বাস।
যাবক-রঞ্জিত অরুণ চরণ-তলে
জীউ নিরমঞ্ছব গোবিন্দদাস॥ ২৬॥ ১০৫১॥

সিন্ধুড়া।

শারদ-সুধাকর মণ্ডল-খণ্ডন
বদন-কমল বিকাশ।
অধরে মিলায়ত শ্যাম-মনোহর
চিত চোরায়লি হাস॥
আজু নব শ্যাম বিনোদিনী রাই।
তনু তনু অতনু- যুত শত সেবিত
লাবণি বরণি না যাই॥ ধ্রু॥
কবরী-বকুলফুলে আকুল অলিকুল
মধু পিবি পিবি উতরোল।
সকল অলঙ্কৃতি- কঙ্কণ ঝঙ্কৃতি
কিঙ্কিণী রণরণি বোল॥
পদ-পঙ্কজ পর মণি-ময় নূপুর
পূরিত খঞ্জন-ভাষ।
মদন-মুকুর জনু নখ-মণিদরপণ
নিছনি গোবিন্দদাস॥ ২৭॥ ১০৫২॥

মায়ুর।

সম-বয় বেশ- ভূষণে ভূষিত-তনু
সখীগণ সঙ্গহি মেলি।
গজ-গতি নিন্দিত গমন সুমন্থর
কিয়ে জিত খঞ্জন-কেলি॥
দেখ রাই করত অভিসার।
শিরীষ-কুসুম জিনি কোমল পদতল
বিপথে পড়ত অনিবার॥
যো থল-কমল- পরশে অতি কোমল
ঝামর ভই উপচঙ্ক।
সো অব যাঁহা তাঁহা কঠিন ধরণী মাহা
ডারত বড়ই নিশঙ্ক॥
ঐছন ভাতি মিলল কুঞ্জ মাহা
দূতীক যাঁহা উপদেশ।
ভণ রাধামোহন তঁহি যো আচরণ
হাম কিয়ে পায়ব উদেশ॥ ২৮॥ ১০৫৩॥

কেদার।

দুহুঁ দুহাঁ দরশনে উলসিত ভেল।
আকুল অমিয়া-সাগরে ডুবি গেল। ধ্রু॥
দুহুঁ দিঠি দুহুঁ মুখে অবধি নাহিক সুখে
পুলকে পূরল দুহুঁ তনু।
বেড়ল সখীর ঠাট যৈছন চান্দের হাট
তার মাঝে সাজে রাধা কানু॥

তুঁহার রূপের ছান্দে মদন পড়িয়া কান্দে
সুধাকর কিরণ লুকায়।
তুঁহার মুখের বাণী অমিয়া অধিক শুনি
সখীগণ শ্রবণ জুড়ায়॥
তুঁহার মাধুরী-গুণে উলসিত সখীগণে
নানা ফুলে দোঁহারে সাজায়।
সুগন্ধি চন্দন দিয়া কর্পূর তাম্বূল লৈয়া
বিশাখিকা দোঁহারে যোগায়॥
ললিতা-ইঙ্গিত পাঞা মালিনী আইল ধাঞা
বিনি হতে গাঁথি ফুলহার।
দেওল দোঁহার গলে হিয়ার উপরে দোলে
দেখি আঁখি শীতল সবার॥ ২৯॥ ১০৫৪

তথা রাগ।

রাধামাধব সুমধুর কেলি।
দুহুঁ রূপে দুহুঁ জন নিমগন ভেলি॥
উলসিত বিনোদ নাগরবর কান।
কহই অমিয়া-বাণী হসিত বয়ান॥
সুন্দরি কি কহব তোহারি বাখান।
অলপে জিতলি তুহুঁ ইহ পাঁচ-বাণ॥
শুরুয়া কামান নয়ান-কোণ এক।
আর এক ঈষত হাস পরতেক॥
করহি সুকুসুম তাহে এক হোয়।
কুঞ্চিত কেশ দরশে এক সোয়॥

অঙ্গহি অঙ্গ কিরণ কত ভেল।
হেরি পরাভব ভই চলি গেল॥
কহ কবিশেখর কি কহব কান।
লাখ বয়ানে নহত পরিমাণ॥ ৩০॥ ১০৫৫॥

পুনশ্চ।

শ্রীরাগ।

সুধামুখি কো বিহি নিরমিল বালা।
অপরূপ রূপ মনোভব-মঙ্গল
ত্রিভুবন-বিজয়ী মালা। ধ্রু॥

সুন্দর বদন চারু অরু লোচন
কাজরে রঞ্জিত ভেলা।
কনক-কমল মাঝে কাল ভুজঙ্গিনী
শ্রীযুত-খঞ্জন খেলা॥

নাভি-বিবর সঞে লোম-লতাবলি-
ভুজগী নিশ্বাস-পিয়াসা।
নাসা-খগপতি- চঞ্চু-ভরম-ভয়ে
কুচ-গিরি সান্ধি নিবাসা॥

তিন বাণ মদন তেজল তিন ভূবনে
অবধি রহল দৌ বাণে।
বিধি বড় দারুণ বধিতে রসিক জন
সোঁপল তোহার নয়ানে॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন সব যুবতি
ইহ রস-কূপ যো জান।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
লছিমা দেবী পরমাণ ॥৩১॥১০৫৬॥

বিহাগড়া।

শুনহ সুন্দরি কি রূপ তোর।
হেরিতে হরল মরম মোর॥
মদন-সদন বদন চান্দ।
ভুরু সে মূরতি সুরত-ফান্দ॥
অরুণ তরুণ অধর-কাঁতি।
নিন্দিত-মোতিম দশন-পাঁতি॥
তিল-কুসুম সমতুল নাসা।
শ্যাম চাঁচর চিকুর-পাশা॥
অমল কমল লোচন জোর।
তরল করল হৃদয় মোর॥
রুচির চিবুক মধুর গীম।
বিধিক শিলপ-শকতি-সীম॥
কনক-দাড়িম কুচক জোর।
মুনিক মানস-চতুর-চোর॥
ভণয়ে বল্লভ না লব বাক।
মদন দেয়ল জয়-পতাক॥৩২॥১০৫

তিরোতা ।

আঁচরে বদন ঝাঁপহ গোরি ।
রাজা শুনইতে চান্দকি চোরি ।
ঘরে ঘরে পহরী ছোড়ি গেল ঘোয় ।
অবহি দেখব ধনি নাগরী তোয় ॥
হাসি সুধামুখি না কর বিজোরি ।
বাণীক ধ্বনি ধনি বোলবি থোরি ॥
অধর সমীপ দশন করু জ্যোতি ।
সিন্দুর সমীপ বসায়লি মোতি ॥
শুন শুন সুন্দরি হিত উপদেশ ।
স্বপনে হোয়ে জনি বিপদক লেশ ॥
চান্দক আছয়ে ভেদ কলঙ্ক ।
ও যে কলঙ্কী তুহুঁ নিকলঙ্ক ॥
রাজা শিবসিংহ লছিমা দেবী সঙ্গ ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি মনহু নিশঙ্ক ॥৩৩॥১০৫৮॥

সম্ভোগ ।

কেদার ।

সুখদ বৃন্দাবন সুখময় শ্যাম ।
সুখময়ী রাধা তঁহি অনুপাম ।
দুহুঁ মেলি কেলি বিলাস করু ॥
দুহুঁ অধরামৃতে দুহুঁ মুখ ভরু ॥
দুহুঁ অঙ্গ পুলকিত বিলাসে বিভোর ।
বিনোদিনী রাধা বিনোদিয়া-কোর ॥

তুহুঁ কেলি-পণ্ডিত রূপে গুণে সম।
বিলাস রভস-রসে কেহ নহে কম।
সুরত-মুরত তুহুঁ করু পরকাশ।
রতিপতি-হৃদয়ে লাগত তরাস॥
অদভূত পরিরম্ভণে ধনী সাজ।
নূপুর রুণু রুণু কিঙ্কিণী বাজ।
এক তনু এক মন একহি পরাণ।
দুহুঁ তনু এক ভেল বিহি নিরমাণ॥
শ্রম-জলে ভিগল দুহুঁ জন গায়।
দুহুঁ রতি-সায়রে ওর না পায়।
দুহুঁ দুহাঁ চুম্বি সমাধল কেলি।
দুহুঁজন সেবনে শেখর গেলি॥৩৪॥১০৫৯॥

ইত্যাদি রূপোল্লাসঃ॥
ইতি তৃতীয়-শাখায়াং চতুর্দ্দশ পল্লবঃ॥

অথ নিত্যরাসঃ সর্ব্বকালোচিতঃ।
তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

তুড়ী।

দেখত বেকত গৌর-চন্দ্র
বেড়ল ভকত-নখত-বৃন্দ
অখিল-ভুবন উজোরকারী
কুন্দ-কনক-কাঁতিয়া।

অগতি-পতিত-কুমদ-বন্ধু
হেরি উছলল রসক-সিন্ধু
হৃদয়-কুহর-তিমির-হারী
উদিত দিনহু রাতিয়া॥

সহজে সুন্দর মধুর দেহ
আনন্দে আনন্দে না বান্ধে থেহ
ঢুলি ঢুলি চলত খলত
মত্ত-করিবর-ভাতিয়া।

নটন ঘটন ভৈ গেল ভোর
মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ বোল
রোয়ত হসত ধরণী খসত
শোভত পুলক-পাঁতিয়া॥

মহিম-মহিমা কো কহুঁ ওর
নিজ পর ধরি করই কোর
প্রেম-অমিয়া হরখি বরখি
তরখিত মহী মাতিয়া॥

যো রসে উত্তম অধম ভাস
বঞ্চিত একলি গোবিন্দদাস
কো জানে কো খেনে কোন গঢ়ল
কাঠ কঠিন ছাতিয়া॥ ১॥ ১০৬০

শ্রীরাগ ।

পরম মধুর মৃদু মুরলী বোলায়ত
অধর-সুধাধরে ধরিয়া ।
ধ্বনি শুনি ধরণী ধয়ল কুল-কামিনী
চোঙক পড়ল জগ ভরিয়া ॥

নীপ নিকটে নব রঙ্গিয়া ।
পদের উপরে পদ তরুমূলে শ্যামচাঁদ
লীলা-ললিত ত্রিভঙ্গিয়া ॥

পঞ্চানন চতু- রানন নারদ
ধ্বনি শুনি সুরপতি ধন্দে ।
ফল ফুলে মগন সকল বৃন্দাবন
তরু সঞে ঝরে মকরন্দে ॥

শুনিয়া বংশীর গান মুনিজন ভুলে ধ্যান
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মূরুছায় ।
রায়শেখর বোলে বাঁশী শুনে কে না ভুলে
কুলবতী কি বাঁচিবে কি তায় ॥২॥১০৬১॥

মায়ুর ।

নব যৌবনী ধনী জগ জিনি লাবণি
মোহন বেশ বনায়লি তাই ।
মনমথ চিত ভীত নাহি মানত
কুঞ্জরাজ পর সাজলি রাই ॥

চললি নিকুঞ্জে কুঞ্জর-বর-গমনী ॥
যুবতিযুত মেলি গাওত বাওত
চলত চিত্র-পদ বিদগধ রমণী ॥ধ্রু॥
হেরই শ্যাম সুরত-রণ-পণ্ডিত
হাসি মদন-মদে মাতল বালা।
রতি-রণ-ধীর ধীর সহচরী মেলি
বরিখয়ে নয়নে কুসুম-শর-জালা ॥
নয়ানে নয়ানে বাণ ভুজে ভুজে সন্ধান
তনু তনু পরশে নাহি জয় ভঙ্গ।
গোবিন্দদাস চিতে অব্ নাহি সমুঝল
বাজত কিঙ্কিণী কৌন তরঙ্গ ॥৩।১০৬২॥

বিহাগড়া।

দেখিব সখি শ্যাম-চন্দ
ইন্দু-বদনী রাধিকা।
বিবিধ যন্ত্র যুবতী-বৃন্দ
গাওয়ে রাগ-মালিকা ॥
মন্দ পবন কুঞ্জ ভবন
কুসুম-গন্ধ-মাধুরী।
মদন-রাজ নব সমাজ
ভ্রমর-ভ্রমণ-চাতুরী।
তরল তাল গতি দুলাল
নাচে নটিনী নটন সুর।
প্রাণনাথ করত হাত
রাই তাহে অধিক পুর ॥

অঙ্গে অঙ্গে পরশে ভোর
কেহুঁ রহত কাহুঁক কোর।
জ্ঞানদাস কহত রাস
যৈছন জলদে বিজুরী জোর ॥৪॥১০৬৩॥

তথা রাগ।

মত্ত মধুকর বিবিধ গুঞ্জর
কোকিল পঞ্চম গায়।
নানা তরুকুল বিকসিত ফুল
খসি পড়ু শ্যাম গায় ॥
শ্যাম গোরী গোরী শ্যাম
নটনে চঞ্চল গমনি।
কনক-লতায় বেড়ল যৈছে
ইন্দ্র নীলমণি ॥
কবহুঁ গোরী ভোরি চলত
কবহুঁ চলত কান।
রসের আবেশে অবশ অঙ্গ
ওর নাহিক পান ॥৫॥১০৬৪॥

তথা রাগ।

নব নাগরী নব নাগর
নৌতুন নব লেহা।
আঁখে আঁখে নিমিখে নিমিখে
বিছুরল নিজ দেহা ॥

নৌতুন গণ নৌতুন বন
নৌতুন সখী গানে।
তা দিগ দিগ থো দিগ দিগ
তাল ফুকরই বামে॥
নৌতুন রস কেলি-রভস
নৌতুন গতি ভালে।
দ্রিমি ধা দ্রিমি দ্রিমি দ্রিমি থো দ্রিমি দ্রিমি
বাওল সখী তালে॥
চঞ্চল মণি- কুণ্ডল চল
চঞ্চল পট-বাস।
দুহেঁ দুহুঁ কর ধরিয়া নাচয়ে
হেরত অনন্তদাস॥৬॥১০৬৫॥

মল্লার।

বা

শঙ্করাভরণ।

বাজত তাল রবাব পাখোয়াজ
নাচত যুগল কিশোর।
অঙ্গ হেলাহেলি নয়ন ঢুলাঢুলি
দুহুঁ দুহুঁ মুখ হেরি ভোর॥
চৌদিগে সখী মেলি গাওত বাওত
করহি করহি কর জোর।
নবঘন পরে জনু তড়িত লতাবলি
দুহুঁ রূপ অতি উজোর॥

বীণ উপাঙ্গ মুরজ স্বর-মণ্ডল
বাজত থোরহি থোর।
অনন্ত দাস পহুঁ রাই-মুখ নিরখই
যৈছন চান্দ চকোর ॥৭॥১০৬৬॥

মল্লার।

শ্যাম রস রঙ্গিয়া।
নব যুবরাজ যুবতি সঙ্গিয়া ॥ধ্রু॥
চঞ্চল-গতি চরণে চলত
সঙ্গীত সুরঙ্গিয়া।
নাচে মনোহর-গতি অঙ্গ-ভঙ্গিয়া ॥
বীণ অধিক বিবিধ যন্ত্র
বাজাওয়ে উপাঙ্গিয়া।
মধুর তাতা থৈ থৈ থৈ
বোলত মৃদঙ্গিয়া ॥
কানু লপত সুর মোহন
লাল মঞ্জীর মান রে ॥
রুচির তাতা থৈয়া থৈয়া থৈয়া
গাওত সুতান রে ॥
বৃষভানু-নন্দিনী কিশোরী গোরী
গাওত অনুপাম রে।
শিবরাম আনন্দে নাহিক ওর
হেরত রাস-ধাম রে ॥৮॥১০৬৭॥

বাজে গিড়ি গিড়ি দাং দ্রাম্
দ্রিমি দ্রিমি কট্ দিদি দ্রান্
উঘটত পটতাল মৃদঙ্গ
রঙ্গ রভস-মূল ॥ধ্রু॥

তা, তা, তোঙ্গ থোঙ্গি
ধোঙ্গি ননন ঝিঝি ননন
ঝঙ্কৃত নন ঝনন ননন
মনমথ-মন ভুল।

হরষ পরশ সরস হাস
নয়ন ছলায় রতি-বিলাস
চঞ্চল পট-অঞ্চল মণি-
কুণ্ডলেতে ফুল ॥

তাকর মণিহার শশী
ঝিলমিলি মোতি-হার ঝলসি
পুঞ্জ পুঞ্জ মঞ্জুল অতি
গুঞ্জতি অলিকুল।

তাতা থৈথৈ নাদ নূপুর
গান মান তান মধুর
ধ্বনি শুনি শিবরাম-অন্তর
আনন্দেতে ভুল ॥ ৯ ॥ ১০৬৮

কেদার ।

বাজে ধ্রুংনিং ধ্রুংনিং বাজে ধ্রু'নিং ধ্রুংনিং ।
থট্যা তাগর্‌ধো নাগর্‌ধো ধুকা ধুন্নায়ে ॥ ধ্রু॥
বীণ উপাঙ্গ তাল স্বর-মণ্ডল
বাজত ডম্ফ রবাব এ ।
বাজে থো দ্রিমি দ্রিমিধো তথৈ তথৈ তৎ
তা থোথো বোল মৃদঙ্গ এ ॥
কনক-কঙ্কণ কিঙ্কিণী কিনিকিনি
ঝনন্‌ন মঞ্জীর-রাব এ ।
রাধা-কর ধরি সুনট-শিরোমণি
নাচত কহই পরবন্ধ এ ॥
কবহু‍ঁ তাল কহই নট-শেখর
কবহু‍ঁ চন্দ্রমুখী গায়ত এ ।
আনন্দ-সাগর- মগন সুধাকর
শিবরামদাস মনে ভাও এ ॥ ১০ ॥ ১০৬৯ ॥

সিন্ধুড়া ।

জলদহি জলদ বিজুরী দিঠি তাপক
মরকত কনয় কঠোর ।
এতহুঁ তনু মন নয়ন-রসায়ন
নিরুপম নওল কিশোর ॥
রাধামাধব-ভাতি ।
কো বিহি নিরমিল কোন ঘটাওল
শ্যামর-গৌরী-সঙ্গাতি ॥

যব ँ তুহুঁ তুহুঁ হেরি নয়ন-অঞ্জলি ভরি
আন আন পিবইতে চাহ।
তনু তনু পৈঠত সঘনে আলিঙ্গিত
কৈছে হোয়ত নিরবাহ॥

আরতি অধর- সুধারস পিবি পিবি
তুহুঁক পিরীতি-উনমাদ।
গোবিন্দদাস কহ অধিক রস-আবেশে
কিয়ে না কর পরমাদ। ১১॥ ১০৭০

কামোদ।

একতাল ধরা।

কদম্ব-তরুর ডাল ভূমে নামিয়াছে ভাল
ফুল ফুটিয়াছে সারি সারি।
পরিমলে ভরল সকল বৃন্দাবন
কেলি করে ভ্রমরা ভ্রমরী॥

রাই কানু বিলসই রঙ্গে।
কিয়ে তুহুঁ লাবণি বৈদগধি ধনি ধনি
মণিময় আভরণ অঙ্গে॥

রাইক দক্ষিণ কর ধরি প্রিয় গিরিধর
মধুর মধুর চলি যায়।
আগে পাছে সখীগণ করে ফুল বরিষণ
কোন সখী চামর ঢুলায়॥

পরাগে ধূসর স্থল চন্দ্র-করে সুশীতল
মণিময় বেদীর উপরে।
রাই কানু কর ধরি নৃত্য করে ফিরি ফিরি
পরশে পুলক অঙ্গ ভরে॥

মৃগমদ চন্দন করে করি সখীগণ
বরিখয়ে ফুল গন্ধরাজে।
শ্রম-জল বিন্দু বিন্দু শোভে রাই মুখ-ইন্দু
অধরে মুরলী নাহি বাজে॥

কুসুমিত বৃন্দাবন কল্প-তরুর গণ
পরাগে ভরল অলিকুল।
রতনে খচিত হেম মন্দির সুন্দর যেন
নরোত্তম-মনোরথ পূর॥ ১২॥ ১০৭১॥

কেদার।

কানন-ভ্রমণ নটন দুহুঁ মেলি।
অতিশয় শ্রমযুত দুহুঁ ভৈ গেলি॥
দুহুঁ জন বৈঠল মণিময় কুঞ্জে।
কুসুম শেজ পরে আনন্দ পুঞ্জে॥
চামর বীজই কেহ দুহুঁ অঙ্গে।
কোই তাম্বূল দেই প্রেম তরঙ্গে॥
কত কত কৌতুক হাস পরিহাস।
নিরখই আনন্দে উদ্ধব দাস॥ ১৩॥ ১০৭২॥

অথ বিপরীত রতি।

ধানশী।

মঝু পদ দংশল মদন-ভুজঙ্গ।
গরলহি ভরল অবশ ভেল অঙ্গ॥
তুহুঁ যদি সুন্দরি করসি উপায়।
মুধগল জন তব জীবন পায়॥
পহিলহি ঝাঁপবি দিঠে পসারি।
করে কর-পল্লবে ভার সম্ভারি॥
শ্রম-জল অঙ্গহি করবি বিথার।
কুচযুগ-কলসে করবি পাণি সার॥
খর নখ-রঞ্জনী তুয়া নখ মানি।
ঝারবি নিরবিষ উর পর হানি॥
যতনে অধর ধরি অধর-রস দেবি।
অধরক দংশনে অধর-বিষ নেবি॥
রজনী উজাগরি রহবি আগোরি।
গোবিন্দদাস গুণ গাওব তোরি॥ ১৪॥ ১৭৭৩।

কামোদ।

রতি-রঙ্গ-উচিত শয়নহি নাগর
যাবত বিপরীত কেলি।
অনুনয় কতহুঁ করয়ে জনি হসি হসি
মুখহি মুখহি করি মেলি॥

শুনি হসি শশি-মুখী লাজহি কুঞ্চিত
অবনত করত বয়ান।
জীউইতে উপবাসী দারিদ যৈছন
মাগয়ে ভোজন পান॥

দেখ দেখ বৈদগধি-রঙ্গ।
কামকলা-গুরু রসিক-শিরোমণি
না ছোড়ই সো রস ঢঙ্গ॥

পাদ পরশি পুন রাই মানাওল
নিজসুখ বহুত জানাই।
ভণ রাধামোহন তছু সুখে সুখী উহ
অতয়ে সে হোত বাধাই॥ ১৫ ॥ ১০১৭।

উদসল কুন্তল-ভারা।
মূরতি শিঙ্গার-মূরতি অবতারা॥
অতিশয় প্রেম-বিকারা।
কামিনী করত পুরুখ-বিহারা॥
ডোলত মোতিম-হারা।
যামুন-জলে যৈছে দুধক ধারা॥
কুচ-কুম্ভ পালটল বয়ানা।
রস-অমিয়া জনু ঢারল নয়ানা॥
প্রিয়তম কর তহি দেবা।
সরসিজ মাহে জনু রহল চকেবা।

কঙ্কণ কিঙ্কিণী বাজে।
জয় জয় ডিণ্ডিম মদন সমাজে॥
রসিক-শিরোমণি কান।
কবিরঞ্জন রস ভাণ॥ ১৬॥ ১০৭৫॥

ভূপালী।

বিগলিত-চিকুর- মিলিত মুখ-মণ্ডল
চাঁদে বেড়ল ঘনমালা।
মণিময়-কুণ্ডল শ্রবণে দুলিত ভেল
ঘামে তিলক বহি গেলা॥

সুন্দরি তুয়া মুখ মঙ্গলদাতা।
রতি-বিপরীত- সময়ে যদি রাখবি
কি করব হরি হর ধাতা॥

কিঙ্কিণী কিনি কিনি কঙ্কণ কণ কণ
কল-রব নূপুর বাজে।
নিজ-মদে মদন পরাভব মানল
জয় জয় ডিণ্ডিম বাজে॥

তলে এক জঘন সঘন-রব কহইতে
হোয়ল সৈনক ভঙ্গ।
বিদ্যাপতি পতি ও রস-গাহক
যামুনে মিলল গঙ্গ-তরঙ্গ॥ ১৭॥ ১০৭৬॥

বিহাগড়া।

গোর দেহ সুধা-রস-খনি
শ্যামসুন্দর নাহ রে।
জলদ উপরে তড়িত সঞ্চর
স্বরূপ ঐছন আহা রে॥
পিঠ পর ঘন শ্যাম বেণী
নিরখি ঐছন ভানরে।
(জনু) অঙ্গার হাটক- পাঁতি করগহি
লিখল লেখ পাচ-বাণ রে॥
খলন থির রহু সঘন সঞ্চরু
মণিক মেখল-রাব রে।
নয়ন-রাজ দোহাই কহ কহ
জঘন যশ রস গাব রে॥
রয়নি অরু অবসান মানিয়ে
কেলি নহ অবসান রে।
রসিক যদুপতি রমণী রাধা
সিংহভূপতি ভাণ রে॥ ১৮॥ ১০৭৭

ধানশী।

বদন সোহাগল শ্রমজল-বিন্দু।
মদন মোতি দেই পূজল ইন্দু॥
প্রিয়-মুখ সমুখ চুম্বন ওজ।
চাঁদ অধোমুখে পিবই সরোজ॥

রতি-বিপরীত বিলম্বিত হার।
কনক-লতা পরি তুথক ধার॥
কিঙ্কিণী-শবদ নিতম্বহি সাজ।
মদন-বিজয়ী রণ-বাজন বাজ॥
বিগলিত চিকুর মাল ধরু অঙ্গ।
জনু যামুন জলে তুথক তরঙ্গ॥
সুকবি বিদ্যাপতি ইহ রস জান।
জলদে ঝাঁপল জনু চপলা সুঠান॥১৯॥১০৭৮॥

মল্লার।

রতি-অবসানে বৈঠি শ্যামসুন্দর
পোঁছয়ে নিজকরে ঘাম।
জনু দ্বিজ-রাজ পোঁছই বর কোকনদে
পরাভব পাইয়া কাম॥
অপরূপ নাগর-প্রেম।
না জানিয়ে কি করব যৈছন দারিদ
পাইয়া ঘট ভরি হেম॥
বীজনে মৃদুতর পবন করই পুন
চন্দন গাত লাগায়।
খপুর কপূরযুত পূর্ণ সুশোভিত
মুখ ভরি প্রচুর যোগায়॥
ঐছন বহুবিধ করিয়া সুসেবন
পুনহি কয়ল শয়ান।
কহ রাধামোহন কব হব শুভ দিন
যবহি পায়ব দরশন॥ ২০॥ ১০৭৯॥

রসালসঃ।

রাস-জাগরণে নিকুঞ্জ-ভবনে
আলুঞা আলস-ভরে।
শুতলি কিশোরী আপনা পাসরি
প্রাণনাথের কোরে॥
সখি হের দেখসিয়া।
নিঁদ যায় ধনী চাঁদ-বদনী
শ্যাম অঙ্গে দিয়া পা॥
নাগরের বাহু করিয়া শিথান
বিথার বসন ভূষা।
নিশ্বাসে দুলিছে রতন বেশর
হাসি খানি তাহে মিশা॥
পরিহাস করি নিতে চাহে হরি
সাহস না হয় মনে।
ধীরি করি বোল না করিহ রোল
জ্ঞানদাস রস ভণে॥ ২১ ॥ ১০৮০॥

কেদার।

আলসে শুতল দোঁহে মদন-শয়ানে।
উরে উর দোহেঁ দোঁহার বয়ানে বয়ানে।
দুহুঁক উপরে দোহেঁ দুহুঁ শির রাখি।
কনয়া-জড়িত যেন মরকত কাঁতি॥
রতি-রসে পণ্ডিত নাগর কাম।
রতি-রসে পরাভব ভেল পাচ-বাণ॥

স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু গায়।
নরোত্তম দাস করু চামরের বায় ॥২১॥১০৮১॥

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

ভৈরবী।

সোঙর নব গৌরসুন্দর
নাগর বনোয়ারী।
নবদ্বীপ-ইন্দু করুণা-সিন্ধু
ভক্ত-বৎসলকারী ॥ ধ্রু ॥

বদন-চন্দ্র অধর রঙ্গ
নয়নে গলত প্রেম-তরঙ্গ
চন্দ্র কোটি ভানু কোটি
মুখ শোভা নিছয়ারি।
কুসুম-শোভিত চাঁচর চিকুর
ললাটে তিলক নাসিকা উজোর
দশন মোতিম আমিয়া হাস
দামিনী ঘনয়ারি ॥
মকর-কুণ্ডল ঝলকে গণ্ড
মণি-কৌস্তুভ-দীপ্ত কণ্ঠ
অরুণ বসন করুণ বচন
শোভা অতি ভারি।
মাল্য-চন্দন-চর্চ্চিত অঙ্গ।
লাজে লজ্জিত কোটি অনঙ্গ।
চন্দন বলয়া রতন নূপুর।
যজ্ঞ-সূত্রধারী ॥

ছত্র ধরত ধরণীধরেন্দ্র
গাওত যশ ভক্তবৃন্দ
কমলা-সেবিত পাদদ্বন্দ্ব
বলিয়া বলিহারি ।
কহত দীন কৃষ্ণদাস
গৌর-চরণে করত আশ ।
পতিত-পাবন নিতাই চান্দ ।
প্রেম-দানকারী ॥ ২৩ ॥ ১০৮২ ॥

তথা রাগ ।

গোবিন্দ, মুখারবিন্দ, নিরখি মন বিচারো ।
চন্দ্র কোটি, ভানু কোটি, মদন কোটি আরো ॥
ভাল সুন্দর, কপোল লোল, পঙ্কজদল-নয়না ।
অধরবিন্দু, মধুর হাস, কুন্দকলিক-দশনা ॥
মণি-কুণ্ডল, মকরাকৃত, অলক-ভৃঙ্গপুঞ্জ ।
কেশরক, তিলক বনিয়ো সোণে মুড়ি গুঞ্জ ॥
নব জলধর, তড়িত অম্বর, গলে বনমালা শোহে ।
নীল নট-শূরকে প্রভু, রূপে জগ-মন মোহে ॥
রাধা-মুখ, কমল বিমল, নিরখি চিত বুঝাওে ।
কোটি চন্দ্র, কোটি ভানু, মদন ছবি নিছাওে ॥
ভাল সুন্দর, অতি মনোহর, কুবলয়দল-নয়নী ।
অধর অরুণ, মুকুতা দশন, হাস অমিয়া বয়নী ॥
শ্রবণ-ভূখণ, জিনি রবি-ছবি, বেশরযুত নাসা ।
ঘন মৃগমদ, তিলক অলক, থলিত চাঁচর কেশা ॥

জিনি নবঘন, নীল বসন, গলে গজমোতি-হার।
ত্রিভুবন-মন-মোহিনী রূপ, উদ্ধব বলিহার ॥২৪॥১০৮৩॥

তথা রাগ।

দেখবি সখি কমল-নয়ন
কুঞ্জমে বিরাজ রে ॥ ধ্রু

বামেতে কিশোরী গোরী
অলস-অঙ্গ অতি বিভোরি
হেরি শ্যামে বয়ন-চন্দ
মন্দ মন্দ হাস রে।

অঙ্গে অঙ্গে বাহে ভীড়
পুছত বাত অতি নিবিড়
প্রেম-তরঙ্গে ঢরকি পড়ত
কমল মধুপ সঙ্গ রে ॥

শারী শুক পিক করত গান
ভমরা ভমরী ধরত তান
শুনি ধ্বনি ধনী উঠি বৈঠত
চোর চপল যাত রে।

শ্রীগোপাল ভট্ট-আশ
বৃন্দাবন কুঞ্জবাস
শয়ন স্বপন নয়ন হেরি
ভুলল মন আপ রে ॥ ২৫ ॥ ১০৮৪ ॥

বিভাষ ।

হেরি দুহুঁ নিশি অবসান । তৈখনে তেজল শয়ান ॥
সব সহচরীগণ মেলি । করি কত কৌতুক কেলি ॥
মন্দিরে করত পয়ান । করে কত ধনি ধনি কান ।
হেরি যদু দুহুঁক বয়ান ॥ কি করব তাক বাখান ॥২৬॥১০৮৫॥

ভৈরবী ।

রাধিকা-মুখারবিন্দ কোটি ইন্দু লাজে ।
নয়ান যুগল অতি রসাল
বিবিধ রত্ন কণ্ঠমাল
উমগতি অতি প্রেম-বিবশ
যৌবন-মদ গাজে ॥
মণি দামিনী লসত দশন
পহিরে গোরী নীল বসন
কঙ্কণ কিঙ্কিণী নূপুর আদি
মধুর মধুর বাজে ।
নিরখি মুকুন্দ ছবি-তরঙ্গ
লাজে লজ্জিত কোটি অনঙ্গ
তাহে কনক মুকুর অঙ্গ
বিবিধ মঞ্জীর বাজে ॥ ২৭ ॥ ১০৮৬ ॥

তথা রাগ ।

চললহি মন্দিরে নওল কিশোরী ।
হেরইতে হরি-মুখ অলস বিলোচন
চেতন-রতন চোরায়লি গোরী ॥

ঝামর বদন শ্যাম-ঘন-চুম্বনে
প্রাতর-ধূসর-শশধর-কাঁতি।
চম্পক-মালে ললিত-করে বারই
পরিমলে লুবধল মধুকর-পাঁতি॥
বিগলিত কেশ বেশ সব খণ্ডিত
নখ-পদ-মণ্ডিত হৃদয় নেহারি।
পীত বসনে চমকি তনু ঝাঁপই
রস-আবেশে চলু চলই না পারি॥
লহু লহু হাসি সম্ভাষই সহচরী
সচকিত লোচনে দশ দিশ চাই।
গোবিন্দদাস কহ জানব গুরুজন
চলহ তুরিতে ঘর যাই॥২৮॥১০৮৭॥

ইতি তৃতীয়-শাখায়াং পঞ্চদশ পল্লবঃ॥

অন্যোচিত-রসোদ্গারঃ।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

বিভাষ।

আরে মোর গৌর কিশোর।
রজনী-বিলাস-রস-ভাবে বিভোর॥
কহইতে গদগদ কহই না পার।
নিরজনে বসিয়া নয়নে জলধার॥
প্রেমালসে ঢুলু ঢুলু অরুণ নয়ান।
কহই সরস বিরস বয়ান॥

চকিত-নয়নে প্রভু চৌদিশে নেহারে।
চতুর ভকতগণ পুছে বারে বারে॥
কি আছে মনের কথা কহনে না যায়।
এ রাধামোহন পহু গোরা গুণ গায়॥.॥১০৮৮॥

আদৌ সখ্যুক্তিঃ।

বিভাষ।

কহ কহ সখি নিকুঞ্জ-মন্দিরে
আজু কি হইল ধন্দ।
চপলে ঝাঁপল জনু জলধর
নীল উতপল চন্দ॥

ফণী মণিবর উগরে নিরখি
শিখিনী আনত গেল।
সুমেরু উপরে সুর-তরঙ্গিণী
কেবল তরল ভেল॥

কিঙ্কিণী কঙ্কণ করু কলরব
নূপুর অধিক তাহে।
সুঠাম নটনে তুরিয়তিক চ্ঁ
ঐছন সকল শোহে॥

না কর গোপনে নিজ পরিজনে
ইহ বুঝি অনুমান।
বিদ্যাপতি কৃত কৃপায়ে তাহারি
কো ন জান ইহ গান॥ ২॥ ১০৮৯॥

বিভাষ।

আজুক রজনী নিধুবনে আনি
করল বিনোদ রাস।
রসের সাগরে ডুবায়ল মোরে
ভুলল আপন বাস॥
শুনহ মরমি সোই।
তুহুঁ সে আমার পরাণের সোসর
তেঞি সে তোমারে কই॥ধ্রু॥
তাহার সাধন বচন যতেক
তাহা কি কহনে যায়।
রতি বিপরীত লাগিয়া নাগর
ধরল হামারি পায়॥
তাহার পিরীতে বশ যে হইয়া
করিনু তাহারি মত।
না জানিনু মুঞি তাহার সুখে
আপনি হইনু রত॥
মোর-শ্রমজল হইয়া বিকল
মোছয়ে অপন করে।
বীজন লইয়া আপনি বীজয়ে
আমার ছরম ডরে॥
সে সব কাহিনী কহিতে আপনি
অবশ হইল অঙ্গ।
এ রাধামোহন- দাস কি শুনব
এ সব প্রেমক রঙ্গ॥৩॥১০৯০॥

সুহই।

কি কহব রে সখি কেলি-বিলাস।
বিপরীত সুরত নায়র-অভিলাষ॥
মানায়ত নায়র দূরে রহু লাজ।
অবিরত কিঙ্কিণী কঙ্কণ বাজ।
শুনইতে ঐছন লহু লহু ভাষ।
দুহুঁ মুখ হেরইতে উপজল হাস।
শ্রম-জল-বিন্দু মুখে সুন্দর জ্যোতি।
কনক-কমলে যৈছে ফুটি রহু মোতি॥
কুচযুগ কনক-ধরাধর জানি।
ভাঙ্গি পড়ল জনি পহুঁ দিল পাণি॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
নহিলে কি বশ কৈছে তোহারি মুরারি॥৪॥১০৯১॥

ভাটিয়ারি।

সখি হে কি কহব নাহিক ওর।
স্বপন কি পরতেক কহই না পারিয়ে
কি অতি নিকট কি দূর॥ধ্রু॥

তড়িত-লতাতলে তিমির সম্ভায়ল
আঁতরে সুরধুনী-ধারা।
তরল তিমির শশী সূর গরাসল
চৌদিকে খসি পড়ু তারা॥

অম্বর খসল ধরাধর উলটল
ধরণী ডগমগ ডোলে।
খরতর বেগ সমীরণ সঞ্চরু
চঞ্চরীগণ করু রোলে॥
প্রলয়-পয়োধি জলে জনু ঝাঁপল
ইহ নহ যুগ অবসানে।
কো বিপরীত কথা পাতিয়ায়ব
কবি বিদ্যাপতি ভাণে॥৫॥১০৯২॥

শ্রীরাগ।

আমার পিয়ার কথা কি কহিব সোই।
যে হয় তাহার চিতে স্বতন্তরী নই॥
তাহার গলার, ফুলের মালা, আমার গলায় দিল।
তাহার মত, মোরে করি, সে মোর মত হৈল॥
তুমি সে আমার, প্রাণের অধিক, তেঞি সে তোমারি কহি।
এই যে কাজ, কহইতে লাজ, আপন মনেই রহি॥
তাহার প্রেমের, বশ হইয়া, যে কহে তাহাই করি।
চণ্ডীদাস, কহয়ে ভাষ, বালাই লইয়া মরি॥৬॥১০৯৩॥

পুনর্ব্যক্তরূপেণ সখীঃ প্রতি কথয়তি।

ধানশী।

এ কথা কহিবে সোই এ কথা কহিবে।
অবলা এতেক তপ করিয়াছে কবে॥
পুরুষ পরশ হৈয়া নন্দের কুমার।
কি ধন লাগিয়া ধরে চরণে আমার॥

কাহারে কহিব সখি মরমের কথা।
নাগর হইয়া দেয় মোর চরণে আলতা॥
আপনি চূড়ার বেশ বনায়ে আমারে।
রমণী হইয়া যেন রহে মোর কোরে॥
কহিতে সরম সই কহিতে সরম।
আমারে আচরে সোই পুরুষ-ধরম॥
জ্ঞানদাস কহে শুন শুন বিনোদিনি।
জিতে কি পাসরা যায় কানু গুণমণি ॥৭॥১০৯৪॥

কুচযুগ চারু ধরাধর জানি।
হৃদি পৈঠব জনি পহুঁ দিল পাণি॥
ঘামবিন্দু মুখে হেরয়ে নাহ।
চুম্বয়ে হরষ সরস অবগাহ॥
বুঝই না পারিয়ে পিয়া-মুখ-ভাষ।
বদন নেহারিতে উপজয়ে হাস॥
আপন-ভাব পিয়া মোহে অনুভাবি।
না বুঝিয়ে ঐছন কিয়ে সুখ পাবি॥
তাকর বচনে কয়ল সব কাজ।
কি কহব সো সব কহইতে লাজ॥
এ বিপরীত বিদ্যাপতি ভাণ।
নাগরী রমইতে ভয় নাহি মান ॥৮॥১০৯৫॥

শ্রীরাগ।

আজু মঝু সরম ভরম রহু দূর।
আপন মনোরথ সো পরিপূর॥

কি কহব রে সখি কহইতে হাস।
সব বিপরীত ভেল আজুক বিলাস ॥ধ্রু॥
জলধর উলটি পড়ল মহী মাঝ।
উয়ল চারু ধরাধর-রাজ ॥
মরকত দরপণ হেরইতে হাম।
উচ নীচ না বুঝি পড়ল সোই ঠাম ॥
পুন অনুমানিয়ে নাগর কান।
তাকর বচনে ভেল সমাধান ॥
নিবাস বাস পুন দেয়ল সোই।
লাজে রহিনু হিয়ে আন লাগই ॥
সোই রসিকবর কোরে আগোরি।
আঁচরে শ্রম-জল মোছল মোরি।
মৃদু বীজইতে ঘুমল হাম।
ভণয়ে বিদ্যাপতি রস অনুপাম ॥৯॥১০৯৬॥

তথা রাগ।

নিলাজ কহিনু সখি রাখিহ হিয়ায়।
জীবন নিছিয়ে যাহে ইহ কি তাহায় ॥

ইত্যাদি বিপরীত রসোদ্গার ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য রসোদ্গারো যথা।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

বিভাষ।

অপরূপ গোরাচান্দে।
বিভোর হইয়া রাধার প্রেমে
তার গুণ কহি কান্দে ॥

নয়নে গলয়ে প্রেমের ধারা
পুলকে পূরল অঙ্গ।
খেনে গরজয়ে খেনে সে কাঁপয়ে
উথলে ভাব-তরঙ্গ ॥

পারিষদগণে কহয়ে যতনে
রাধার প্রেমের কথা।
জ্ঞানদাস কহে গৌরাঙ্গ নাগর
যে লাগি আইল এথা ॥১০॥১০৯৭॥

সিন্ধুড়া ছটা।

আজুকার নিশি নিকুঞ্জে আসি
করল বিবিধ রাস।
রসের সাগরে ডুবাইল মোরে
বিহানে চলিলা বাস ॥

শুন হে সুবল সখা।
সে হেন সুন্দরী গুণের আগরি
পুন কি পাইব দেখা ॥

মদনে আগুলি গলে গলে মিলি
চুম্বন করিল যত।
কেশ বেশ আদি বিথার হইল
তাহা বা কহিব কত ॥

অশেষ বিশেষে বচন কহিয়া
আবেশে লইয়া কোরে।
অঙ্গের পরশে হিয়া ডুবাইল
কেমনে বিসরি তারে॥

চণ্ডীদাসে কহে শুন হে নাগর
এ বড় লাগিল ধন্দ।
সে রাধা রমণী রস-শিরোমণি
তোমারে করিল বন্ধ॥১১॥১০৯৮॥

সুহিনী।

সুবলের সনে বসিয়া শ্যাম।
কহয়ে রজনী-বিলাস কাম॥
সে যে সুবদনী সুন্দরী রাই।
আবেশে হিয়ার মাঝারে লাই॥
চুম্বন করল কতহুঁ ছন্দ।
রভসে বিহসি মন্দ মন্দ॥
বহুবিধ কেলি করল সোই।
সে সব স্বপন হোয়ল মোই॥
কিবা সে বচন অমিয়া মিঠ।
ভাঙর-ভঙ্গিমা কুটিল দিঠ॥
ধনী হিয়ার মাঝারে জাগে।
বিদ্যাপতি কহে নবীন রাগে॥১২॥১০৯৯॥

।

কি কহব রাইয়ের গুণের কথা ।
সব গুণে তারে গড়িলা ধাতা ॥
এ রস-বিলাস করিল যত ।
এক মুখে তাহা কহিব কত ॥
কিবা সে মধুর নটন গান ।
অমিয়া অধিক করিনু পান ॥
সে সব কহিতে হিয়া না বান্ধে ।
দরশন লাগি পরাণ কান্দে ॥
শুন হে পরাণ-বল্লভ সখা ।
সে ধনী পুন কি পাইব দেখা ॥
নয়ন-বাণ সে হানিল যবে ।
বিভোর হইয়া রহিনু তবে ॥
চুম্বন করল যখন ধনী ।
অধীর তবহুঁ কছু না জানি ॥
দৃঢ় আলিঙ্গনে হরল জ্ঞান ।
বিপরীত কবিরঞ্জন ভাণ ॥ ১৩ ॥ ১১০০

সুহই ।

রাধার প্রেমের তরে বিনোদ নাগর ।
ধরি সুবলের করে কাতর অন্তর ॥
দোঁহে চলি আওল নিকুঞ্জ মাঝ ।
রাইকুণ্ড-তীরে সে বসিলা রস-রাজ ॥

বৃন্দাদেবী তহিঁ মিলল যাই।
তাহে মিনতি বহু করল কানাই ॥
শুনিয়া আওল সোই রাইক পাশ।
উদ্ধব দাস কহ মধুরিম ভাষ ॥ ১৪ ॥ ১১০১

তথা রাগ।

সুন্দরি তুরিতহিঁ করহ পয়ান।
সবহুঁ তীরথ-ফল স্বামী-সুমঙ্গল
ভানুক কুণ্ডে সিনান ॥ ধ্রু ॥
ঐছন বচন কহল যব সো সখী
গুরুজনে অনুমতি মাগি।
বহু উপহার সুকর্পূর চন্দন
লেওল ভানুক লাগি ॥
সবহুঁ সখী মেলি দেই হুলাহুলি
চলতহিঁ পন্থক মাঝ।
সো বর-সুন্দরী করি পথ চাতুরী
মিলায়ল নাগর-রাজ ॥
রাইক বদন- চান্দ হেরি মাধব
পূরল সব অভিলাষ।
দুহুঁ দরশনে দুহুঁ আরতি নব নব
কহতহিঁ গোবিন্দদাস ॥ ১৫ ॥ ১১০২ ॥

ভূপালী।

দোঁহার দুলহ দুহুঁ দরশন ভেল।
বিরহ-জনিত দুখ সব দূরে গেল ॥

করে ধরি বৈসায়লি বিচিত্র আসনে।
রময়ে রতন-শ্যাম রমণী-রতনে ॥
বহুবিধ বিলসয়ে বহুবিধ রঙ্গ।
কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ ॥
নয়ানে নয়ান দুহাঁর বয়ানে বয়ান।
দুহুঁ গুণে দুহুঁ গুণ দুহুঁ জনে গান ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি নাগর ভোর।
ত্রিভুবন-বিজয়ী নাগর চোর ॥ ১৬ ॥ ১১০৩ ॥

তত্র জল-ক্রীড়া।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র

সারঙ্গ।

জলকেলি গোরাচান্দের মনেতে পড়িল।
পারিষদগণ সঙ্গে জলেতে নামিল ॥
কার অঙ্গে কেহ কেহ জল ফেলি মারে।
গৌরাঙ্গ ফেলিয়া জল মারে গদাধরে ॥
জল-ক্রীড়া করে গোরা হরষিত মনে।
হুলাহুলি বোলাবুলি করে জনে জনে ॥
গৌরাঙ্গচান্দের লীলা কহনে না যায়।
বাসুদেব ঘোষ তঁহি গোরা-গুণ গায় ॥১৭॥১১০৪॥

আশাবরী।

রাধা সখি জল-কেলিষু নিপুণা।
খেলতি নিজকুণ্ডে মধুরিপুণা ॥

কুচ-পট-লুণ্ঠন-নির্ম্মিত-কলিনা।
আয়ুধ-পদবী-যোজিত-নলিনা॥
দৃঢ়-পরিরম্ভণ-চুম্বন হঠিনা।
হিম-জল-সেচন-কর্ম্মণি কঠিনা॥
সুখ-ভর-শিথিল-সনাতন-মহসা।
দয়িত-পরাজয়-লক্ষণ-সহসা॥ ১৮॥ ১১০৫॥

সারঙ্গ।

রাধে নিজ-কুণ্ড-পয়সি তুঙ্গীকুরু রঙ্গং।
কিঞ্চ সিঞ্চ পিঞ্ছ-মুকুটমঙ্গীকৃত-ভঙ্গং॥
অস্য পশ্য ফুল্ল-কুসুম-রচিতোন্নত-চূড়া।
ভীতিভিরতি-নীল-নিবিড়-কুন্তলমনুগূঢ়া॥
ধাতু-রচিত-চিত্র-বীথিরম্ভসি পরিলীনা।
মালাপ্যতি শিথিল-বৃত্তিরজনি ভৃঙ্গ-হীনা॥
শ্রীসনাতন-মণিরত্নমংশুভিরতিচণ্ডং।
ভেজে প্রতিবিম্ব-ভাব-দম্ভাত্তব গণ্ডং॥১৯॥ ১১০৬॥

ধানশী।

নাহি উঠল দোঁহে কুণ্ডক তীর।
তনু তনু লাগল পাতল চীর॥
অঙ্গে বনাওল নব নব বেশ।
কুঞ্জক মাঝে করল পরবেশ॥
বিবিধ মিঠাই কতহুঁ উপহার।
ভোজন করু তঁহি কত পরকার॥
রাইক যতনে সোই শ্যামরায়।
বহুবিধ ভুঞ্জল হরিষ হিয়ায়॥

যো কছু শেষ রহল পুন থারি।
সখী সঞে ভোজন করল বরনারী॥
তাম্বুল খাই শয়ন দুহুঁ কেল।
আলসে আকুল দোঁহে নিন্দ গেল॥
সখীগণ তঁহি শয়ন করু কুঞ্জে।
কুসুম-শেজ রচিত রসপুঞ্জে॥
নিতি নিতি ঐছন দুহুঁক বিলাস।
বীজন করতহিঁ গোবিন্দদাস॥ ২০॥ ১১০৭

ইতি তৃতীয়-শাখায়াং ষোড়শ পল্লবঃ।

অথ জন্মলীলা।

আদৌ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রস্য যথা।

সিন্ধুড়া

এ তিন ভুবন মাঝে   অবনী-মণ্ডল সাজে
তাহে পুন অতি অনুপাম।
শোক দুখ তাপত্রয়   যার নামে শান্ত হয়
হেন সেই শান্তিপুর গ্রাম॥

কুবের পণ্ডিত তায়   শুদ্ধ সত্য দ্বিজরায়
লাভা দেবী তাহার গৃহিণী।
শান্তিপুরে করে স্থিতি   কৃষ্ণ-পূজা করে নীতি
ভক্তি-হীন দেখিয়া অবনী॥

কলি-হত জীব দেখি মনোদুঃখ পায় অতি
ভক্তে আরাধয়ে ভগবান।
সেই আরাধন কাজে লাভাদেবী গর্ভ মাঝে
মহাবিষ্ণু হৈলা অধিষ্ঠান॥

মাঘ মাস শুভক্ষণে শুক্লা সপ্তমী দিনে
অবতীর্ণ হৈলা মহাশয়।
দেখিয়া পণ্ডিত অতি হৈলা হরষিত-মতি
নয়নে আনন্দ-ধারা বয়॥

আচম্বিতে জগ-জনে আনন্দ পাইল মনে
কি লাগিয়া কেহ নাহি জানে।
এ বৈষ্ণবদাসে বলে উদ্ধার হইবে হেলে
পতিত পাষণ্ডী দীন হীনে॥ ১॥ ১১০৮।

কল্যাণ।

কুবের পণ্ডিত অতি হরষিত
দেখিয়া পুত্রের মুখ।
করি জাতকর্ম্ম যে আছিল ধর্ম্ম
বাড়য়ে মনের সুখ॥

সব সুলক্ষণ বরণ কাঞ্চন
বদন-কমল-শোভা।
আজানুলম্বিত বাহু সুবলিত
জগ-জন-মন-লোভা॥

নাভি সুগভীর পরম সুন্দর
নয়ন কমল জিনি।
অরুণ চরণ নখ দরপণ
জিতি কত বিধুমণি ॥

মহাপুরুষের চিহ্ন মনোহর
দেখিয়া বিস্ময় সবে।
বুঝি ইহা হৈতে জগত তরিবে
এই করে অনুভবে ॥

যত পুরনারী শিশু-মুখ হেরি
আনন্দ-সাগরে ভাসে।
না ধরয়ে হিয়া পুনঃ পুন গিয়া
নিরখয়ে অনিমিষে ॥

তাহার মাতারে করে পরিহারে
কহে হেন সুত যার।
তার ভাগ্য-সীমা কি দিব উপমা
ভুবনে কে সম তার ॥

এতেক বচন সব নারীগণ
কহে গদ গদ ভাষা।
জগত তারণ বুঝল কারণ
দাস বৈষ্ণবের আশা ॥ ২ ॥ ১১০৯ ॥

সুহই।

বিষয়ে সকলে মত্ত নাহি কৃষ্ণ-নাম-তত্ত্ব
ভক্তিশূন্য হইল অবনী।
কলিকাল-সর্প-বিষে দগ্ধ জীব মিথ্যারসে
না জানয়ে কেবা সে আপনি॥
নিজ কন্যা-পুত্রোৎসবে ধন-ব্যয় করে সবে
নাহি অন্য শুভ কর্ম্মলেশ।
যক্ষ পূজে মদ্য মাংসে নানা মতে জীব হিংসে
এই মত হৈল সর্ব্ব দেশ॥
দেখিয়া করুণা করি কমলাক্ষ নাম ধরি
অবতীর্ণ হৈলা গৌড় দেশে।
ব্রজরাজ-কুমার সাঙ্গোপাঙ্গে অবতার
করাইব এই অভিলাষে॥
সর্ব্ব আগে আগুয়ান জীবের করিতে ত্রাণ
শান্তিপুরে করিলা প্রকাশ।
সকল দুষ্কৃতি যাবে সবে কৃষ্ণ-প্রেম পাবে
কহে দীন বৈষ্ণবের দাস॥ ৩॥ ১১১০।

তথা রাগ।

জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য মহাশয়।
অবতীর্ণ হৈলা জীবে হইয়া সদয়॥
মাঘ মাস শুক্লপক্ষে সপ্তমী দিবসে।
শান্তিপুরে আসি প্রভু হইলা প্রকাশে॥

সকল মহান্ত মাঝে আগে আগুয়ান।
শিশুকালে থুইলা পিতা কমলাক্ষ নাম॥
কলি-কাল-সাপে জীবে করিলা গরাস।
দেখিয়া করুণা করি হইলা প্রকাশ॥ ৪ ॥ ১১১১ ॥

ইত্যাদি জ্ঞেয়ং।

ততঃ শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রাবির্ভাবঃ।

শ্রীরাগ।

রাঢ়দেশ নাম একচক্রা গ্রাম
হাড়াই পণ্ডিত ঘর।
শুভ মাঘ-মাসি শুক্লা ত্রয়োদশী
জনমিলা হলধর।
হাড়াই পণ্ডিত অতি হরষিত
পুত্র-মহোৎসব করে।
ধরণী-মণ্ডল করে টল মল
আনন্দ নাহিক ধরে॥
শান্তিপুর-নাথ মনে হরষিত
করি কিছু অনুমান।
অন্তরে জানিলা বুঝি জনমিলা
কৃষ্ণের অগ্রজ রাম॥
বৈষ্ণবের মন হৈল পরসন্ন
আনন্দ-সাগরে ভাসে॥
এ দীন পামর হইবে উদ্ধার
কহে দুখী কৃষ্ণদাসে॥ ৫ ॥ ১১১২ ॥

সুহই।

ভুবন-আনন্দ-কন্দ বলরাম নিত্যানন্দ
অবতীর্ণ হৈল কলি-কালে।
ঘুচিল সকল দুখ দেখিয়া ও চান্দমুখ
ভাসে লোক আনন্দ-হিল্লোলে॥
জয় জয় নিত্যানন্দ রাম।
কনক-চম্পক-কাঁতি অঙ্গুলে চান্দের পাঁতি
রূপে জিতল কোটি কাম॥
ও মুখ-মণ্ডল দেখি পূর্ণ-চন্দ্র কিসে লেখি
দীঘল নয়ান ভাঙ-ধনু।
আজানুলম্বিত ভুজ তল থল-পঙ্কজ
কটি ক্ষীণ করি-অরি জনু॥
চরণ-কমল-তলে ভকত-ভ্রমর বুলে
আধ বাণী অমিয়া প্রকাশ।
ইহ কলিযুগ-জীবে উদ্ধার হইল সবে
কহে দীন দুঃখী কৃষ্ণদাস॥ ৬॥ ১১১৩॥০

ধানশী।

আগে জনমিলা নিতাইচান্দ।
পাতিয়া অমিয়া করুণা ফান্দ॥
নারীগণ সবে দেখিতে যায়।
সবারে করুণা-নয়ানে চায়॥
দেখিয়া সে ঘরে আসিতে নারে।
রূপ হেরি তার নয়ান ঝরে॥

দেখি সবে মনে বিচার করে।
এই কোন মহাপুরুষ-বরে॥
দেখিতে দেখিতে বাঢ়য়ে সাধ।
ঘরে আসিবারে পড়য়ে বাদ॥
মনে করি ইহায় হিয়ায় ভরি।
নয়ানে কাজর করিয়া পরি॥
কত পুণ্য কৈল ইহার মাতা।
এ হেন বালক দিলা বিধাতা॥
এত কহি কারু নয়ান দিয়া।
আনন্দের ধারা পড়ে বাহিয়া॥
কারু স্তন বাহি দুগধ ঝরে।
কেহ যায় তারে করিতে কোরে॥
এ সব বিকার রমণীগণে।
শিবরাম আশা করয়ে মনে॥ ৭ ॥ ১১১৪ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে যথা।

রাঢ় মাঝে একচাকা নামে আছে গ্রাম।
তাহে অবতীর্ণ নিত্যানন্দ বলরাম॥
হাড়াই পণ্ডিত নাম শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব্ব পিতা তাঁরে কৈল পিতা ব্যাজ॥
মহা জয়জয়-ধ্বনি পুষ্প বরিষণ।
সঙ্গোপে দেবতাগণ করিলা তখন॥
কৃপা-সিন্ধু ভক্তিদাতা শ্রীবৈষ্ণব-ধাম।
অবতীর্ণ হৈলা রাঢ়ে নিত্যানন্দ রায়॥

সেই দিন হৈতে রাঢ়-মণ্ডল সকলে।
পুনঃ পুনঃ বাড়িতে লাগিল সুমঙ্গলে ॥৮॥১১১৫॥

অথ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রস্য জন্মলীলা।

ভাটিয়ারি।

ফাগুন পূর্ণিমা তিথি সুভগ সকলি।
জনম লভিবে গোরা পড়ে হুলাহুলি ॥
অম্বরে অমর সবে ভেল উনমুখ।
লভিবে জনম গোরা যাবে সব দুখ ॥
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে পরম হরিষে।
জয়-ধ্বনি সুরকুল কুসুম বরিষে ॥
জগ ভরি হরিধ্বনি উঠে ঘন ঘন।
আবালবনিতা আদি নরনারীগণ ॥
শুভক্ষণ জানি গোরা জনম্ লভিলা।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় করিলা।
সেই কালে চন্দ্রে রাহু করিল গ্রহণ।
হরি হরি ধ্বনি উঠে ভরিয়া ভুবন ॥
দীন হীন উদ্ধার হইবে ভেল আশ।
দেখিয়া আনন্দে ভাসে জগন্নাথ দাস ॥৯॥১১১৬॥

তুড়ী।

জয় জয় কলরব নদীয়া নগরে।
জনম লভিলা গোরা শচীর উদরে ॥
ফাগুন পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফাল্গুনী।
শুভক্ষণে জনমিলা গোরা দ্বিজমণি ॥

পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি কিরণ প্রকাশ।
দূরে গেল অন্ধকার পাইয়া নৈরাশ॥
দ্বাপরে নন্দের ঘরে কৃষ্ণ অবতার।
যশোদা উদরে জন্ম বিদিত সংসার॥
শচীর উদরে এবে জন্ম নদীয়াতে।
কলিযুগের জীব সব নিস্তার করিতে॥
বাসুদেব ঘোষ কহে মনে করি আশা।
গৌর-পদ-দ্বন্দ্ব মনে করিয়া ভরসা॥১০॥১১১৭॥

কল্যাণী।

নদীয়া-উদয়-গিরি পূর্ণ-চন্দ্র গৌরহরি
কৃপা করি করিলা উদয়।
পাপ-তম হৈল নাশ ত্রিজগতে উল্লাস
জগ ভরি হরি-ধ্বনি হয়॥

হেনকালে নিজালয়ে উঠিয়া অদ্বৈত রায়ে
নৃত্য করে আনন্দিত মনে।
হরিদাস লৈয়া সঙ্গে হুঙ্কার গর্জ্জন রঙ্গে
কেনে নাচে কেহ নাহি জানে॥

দেখি উপরাগ রাশি শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি
আনন্দে করিল গঙ্গাস্নান।
পাঞা উপরাগ ছলে আপনার মনোবলে
ব্রাহ্মণেরে করে নানা দান॥

জগত আনন্দময় দেখি মনে বিস্ময়
ঠারে ঠোরে কহে হরিদাস।
তোমার ঐছন রঙ্গ মোর মন পরসন্ন
বুঝি কিছু কাজে আছে ভাষ॥
আচার্য্য-রত্ন শ্রীবাস হৈল মনে সুখোল্লাস
যাই স্নান করে গঙ্গাজলে।
আনন্দে বিহ্বল মন কৈল হরি-সঙ্কীর্ত্তন
নানা দান কৈল মনোবলে॥
এই মত ভক্ত তিথি যার যেই দেশে স্থিতি
তাহা তাহা পাই মনোবলে।
নাচে করে সঙ্কীর্ত্তন আনন্দে বিহ্বল মন
দান করে গ্রহণের ছলে॥১১॥১১১৮॥

দিনান্তরে।

বিভাষ।
বা
তুড়ী।

হের দেখসিয়া নয়ান ভরিয়া
কি আর পুছসি আনে।
নদীয়া নগরে শচীর মন্দিরে
চান্দের উদয় দিনে॥
কিয়ে লাখবান কষিল কাঞ্চন
রূপের নিছনি গোরা।
শচীর উদর- জলদে নিকসিল
স্থির বিজুরী পারা॥

কত বিধুবর বদন উজোর
নিশি দিশি সম শোভে।
নয়ান-ভ্রমর শ্রুতি-সরোরুহে
ধায় মকরন্দ-লোভে ॥

আজানুলম্বিত ভুজ সুবলিত
নাভি হেম-সরোবর।
কটি করি-অরি উরু হেম-গিরি
এ লোচন-মনোহর ॥১২॥১১১৯॥

সুহই

প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র। দশ দিগে বাড়িল আনন্দ ॥
রূপ কোটি মদন জিনিয়া। হাসে নিজ কীর্ত্তন করিয়া ॥
অতি সুমধুর মুখ আঁখি। মহারাজ-চিহ্ন সব দেখি ॥
শ্রীচরণে ধ্বজ বজ্র শোহে। সব অঙ্গে জগ-মন মোহে ॥
দূরে গেল সকল আপদ। ব্যক্ত হইল সকল সম্পদ ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জান। বৃন্দাবন তছু পদে গান ॥১৩॥১১২০॥

শ্রীচৈতন্য অবতার শুনি লোক নদীয়ার
উঠিল পরম মঙ্গল রে।
সকল-তাপ-হর শ্রীমুখ সুন্দর
দেখিয়া হইল বিভোর রে ॥

অনন্ত ব্রহ্মা শিব আদি যত দেব
সবাই নর-রূপ ধরিল রে।
গায়েন হরি হরি গ্রহণ ছল করি
লখিতে কেহ নাহি পারি রে॥

কেহ করে স্তুতি কার হাতে ছাতি
কেহ চামর ঢুলায় রে।
পরম হরিষে কেহ পুষ্প বরিষে
কেহ নাচে কেহ গায় বায় রে॥

দশ দিগে ধায় লোক নদীয়ায়
করিয়া উচ্চ হরি-ধ্বনি রে।
মানুষ দেবে মিলি এক ঠাঁই করে কেলি
আনন্দে নবদ্বীপপুরী রে॥

শচীর অঙ্গনে সকল দেবগণে
প্রণত হইয়া পড়িল রে।
গ্রহণ-অন্ধকারে লখিতে কেহ নারে
দুর্জ্ঞেয় চৈতন্য-খেলা রে॥

সকল শক্তি সঙ্গ আইলা গৌরাঙ্গ
পাষণ্ডী কেহ নাহি জানে রে।
রাহু-অধর ইন্দু প্রকাশ নাম-সিন্ধু
কলি-মর্দ্দন বান রে॥১৪॥১১২১॥

তথা রাগ।

দুন্দুভি ডিণ্ডিম মহুরী জয় ধ্বনি
গাওয়ে মধুর বিষাণ রে।
বেদের অগোচর ভেটিবা গৌরবর
বিলম্বে নাহি আর কাজ রে॥

আনন্দে ইন্দ্রপুর মঙ্গল-কোলাহল
সাজ সাজ বলি সাজ রে।
বহু পুণ্যভাগ্যে চৈতন্য প্রকাশ
পাওল নবদ্বীপ মাঝারে॥

অন্যোন্যে আলিঙ্গন চুম্বন ঘনে ঘন
লাজ কেহ নাহি মানে রে।
নদীয়া পুরবাসী জনম-উল্লাসী
আপন পর নাহি জানে রে॥

ঐছন কৌতুক দেবতা নবদ্বীপে
আওল শুনি হরি-নাম রে।
পাইয়া গৌর-রসে বিভোর পরবশে
চৈতন্য জয় জয় গান রে॥

দেখিলা শচী-গৃহে গৌরাঙ্গ পরকাশে
একত্রে যৈছে কত কোটি চান্দ রে॥
মানুষ-রূপ ধরি গ্রহণ ছল করি
বোলয়ে উচ্চ হরি-নাম রে॥

সকল শক্তি সঙ্গে আইলা গৌরাঙ্গে
পাষণ্ডী কেহ নাহি জানে রে ।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত আদি ভক্ত-বৃন্দ
বৃন্দাবন দাস গুণ গান রে ॥১৫॥১১২২॥

ইত্যাদি জন্মলীলা ॥

তৃতীয়-শাখায়াং সপ্তদশ পল্লবঃ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য জন্ম-লীলা ॥

নন্দোৎসবঃ ।

অস্যোচিতশ্রীগৌরচন্দ্রঃ ।

কল্যাণী ।

পূরব জনম- দিবস দেখিয়া
আবেশে গৌর রায় ।
দ্বিজগণ লৈয়া হরষিত হৈয়া
নন্দ-মহোৎসব গায় ॥
খোল করতাল বাজয়ে রসাল
কীর্ত্তন জনম-লীলা ।
আবেশে আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর
গোপ-বেশ নিরমিলা ॥
ঘৃত ঘোল দধি গো-রস হলদি
অবনি মাঝারে ঢালি ।
কান্ধে ভার করি তাহার উপরি
নাচে গোরা বনমালী ॥

করেতে লগুড় নিতাই সুন্দর
আনন্দ-আবেশে নাচে।
রামাই মহেশ রাম গৌরীদাস
নাচে তার পাছে পাছে॥
হেরিয়া যতেক নীলাচল-লোক
প্রেমের পাথারে ভাসে।
দেখিয়া বিভোর আনন্দ-সাগর
এ জগমোহন দাসে॥ ১ ॥ ১১২৩ ॥

বিভাষ।

নিশি-অবশেষে জাগি ব্রজেশ্বরী
হেরই বালক মুখ-চান্দে।
কতহুঁ উল্লাস কহই না পারিয়ে
উথলই হিয়া নাহি বান্ধে॥
আনন্দ কো করু ওর।
শুনি ধ্বনি নন্দ গোপেশ্বর আওল
শিশু-মুখ হেরিয়া বিভোর॥
চলতহিঁ খলত উঠত খেনে গিরত
কহি সব গোকুল-লোকে।
আইল বন্দিগণ ব্রাহ্মণ সজ্জন
করতহিঁ জাত বৈদিকে॥
দধি ঘৃত নবনী হরিদ্রা হৈয়ঙ্গব
ঢালত অঙ্গন মাঝে।
কহ শিবরাম- দাস অব আনন্দে
নাচত গাওত ব্রজবর-রাজে॥২॥১১২৪॥

ধানশী।

নন্দ সুনন্দ যশোমতী রোহিণী
আনন্দ করত বাধাই।
গোকুল নগর- লোক সব হরষিত
নন্দ-মহল চলু ধাই ॥
গোরোচনা জিনি গোরী সুনাগরী
নব নব রঙ্গিণী সাজ।
নন্দ-সুত সবে হেরইতে আনন্দে
লোক চলত পথ মাঝ ॥
আনন্দ কো করু ওর।
পহুঁহি গান তান কত করতহিঁ
মন-সুখে সব জন ভোর ॥
আওল নন্দ- মহল মহা আনন্দে
অঙ্গনে ভেল উপনীত ॥
যশোমতী রোহিণী লেই সব গোপিনী
করতহি সব জন প্রীত ॥
যশোমতী-বয়ান হেরি সবে পুছত
কৈছন বালক দেখি।
জনম সফল তুয়া আনন্দ ধন জন
পুণ্য ভুবনে কত পেখি ॥
গোপ গোপীগণ দধি ঘৃত মাখন
ঢালত ভারহি ভার।
কহ শিবরাম সকল দুখ মিটব
আনন্দে কো করু পার। ৩।১১২৫।

ভৈরবী।

পুত্রমুদারমসূত যশোদা।
সমজনি বল্লব-ততিরতিমোদা॥
কাপ্যুপনয়তি বিবিধমুপহারং॥
নৃত্যতি কোঽপি জনোবহুবারং।
কোঽপি মধুরমুপগায়তি গীতং।
বিকিরতি কোঽপি সদধি-নবনীতং॥
কোঽপি তনোতি মনোরথ-পূর্ত্তিং।
পশ্যতি কোঽপি সনাতন-মূর্ত্তিং॥ ৪॥ ১১২৬॥

আশাবরী।

বিপ্র-বৃন্দমভূদলঙ্কৃতি-গোধনৈরপি পূর্ণং।
গায়নানপি মদ্বিধান্ ব্রজনাথ তোষয় তূর্ণং॥
বাঢ়মদ্ভুত-সুন্দরোঽজনি নন্দরাজ তবায়ং।
দেহি গোষ্ঠ-জনায় বাঞ্ছিতমুৎসবোচিত-দায়ং॥
তাবকাত্মজ-বীক্ষণ-ক্ষণ-নন্দি মদ্বিধ-চিত্তং।
সন্নকৈরপি লব্ধমর্থিভিরেতদিচ্ছতি বিত্তং॥
শ্রীসনাতন-চিত্ত-মানস-কেলি-নীল-মরালে।
মাদৃশাং রতিরত্র তিষ্ঠতু সর্ব্বদা তব বালে॥৫॥১১২৭॥

তুড়ী।

জয় জয় ধ্বনি ব্রজ ভরিয়া রে।
উপনন্দ অভিনন্দ সুনন্দ নন্দন নন্দ
সবে মেলি নাচে বাহু তুলিয়া রে॥

যশোধর যশোদেব সুদেবাদি গোপ সব
নাচে নাচে আনন্দে ভুলিয়া রে।
নাচে রে নাচে রে নন্দ, সঙ্গে লৈয়া গোপ-বৃন্দ
হাতে লাঠি কান্ধে ভার করিয়া রে॥

খেনে নাচে খেনে গায় সূতিকা-গৃহেতে ধায়
ফিরয়ে বালক-মুখ হেরিয়া রে।
দধি দুগ্ধ ভারে ভারে ঢালয়ে অবনী পরে
কেহ শিরে ঢালে দধি ভুলিয়া রে॥

লগুড় লইয়া করে আওল ধীরে ধীরে
নন্দের জননী নাচে বর্ষীয়সী বুড়ি রে।
যত বৃদ্ধ গোপ নারী জয়কার-ধ্বনি করি
আশীষ করয়ে শিশু বেড়িয়া রে॥

নর্ত্তক বাদক কত নাচে গায় শত শত
ধেনু ধায় উচ্চ পুচ্ছ করিয়া রে।
ভোর হৈল গোপ সব অপরূপ নন্দোৎসব
এ দাস শিবাই নাচে ফিরিয়া রে॥৬॥১১২৮॥

ঝুমর।

স্বর্গে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ।
হরি হরি হরি ধ্বনি ভরিল ভুবন॥
ব্রহ্মা নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ॥

নন্দের মন্দিরে গোয়ালা আইল ধাইঞা।
হাতে লাঠি কান্ধে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া।
নাচে রে নাচে রে নন্দ গোবিন্দ পাইয়া॥
আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল।
এ দাস শিবাইর মন ভুলিয়া রহিল॥ ৭ ॥১১২৯॥

কল্যাণী।

যশোদা-নন্দন দেখি আনন্দে পূর্ণিত আঁখি
কৌতুকে নাচে গোপ-রাণী।
তৈল হরিদ্রা পায় সবে সবার অঙ্গে দেয়
হুলাহুলি দিয়া জয়-ধ্বনি॥
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ নানা বাদ্য বায়
নন্দের আনন্দের নাহি সীমা।
উৎসব করয়ে রোলে ঘন ঘন হরি বোলে
কি কহিব যশোদার মহিমা॥
ইত্যাদি॥ ৮ ॥১১৩০ ॥

ঝুমর।

যোগমায়া ভগবতী দেবী পৌর্ণমাসী।
দেখিয়া যশোদা-পুত্র নন্দ-গৃহে আসি॥
সবে সাবধান করি যশোদারে কহে।
বহু পুণ্যে এ হেন বালক মিলে তোহে॥
বহু আশীর্ব্বাদ কৈলা হরষিত হৈয়া।
রূপ নিরখয়ে সুখে এক দিঠি চাইয়া॥৯॥১১৩১॥

আশোয়ারী।

ব্রজরাজ-কোঙর।
গোকুল-উদয়গিরি-চাঁদ উজোর॥
কোটি ইন্দু জিনি মুখ তনু জলধর।
একত্র উদয়ে মিলি করিয়াছে ঘর॥
মুখ নীল-সরোরুহ বিম্ব অধর।
অরুণ-কমল শ্রুতি নয়ান ভ্রমর॥
করভ জিনিয়া কর রক্তপল্লবর।
নীল ধরাধর উরু নাভি সরোবর॥
সিংহের শাবক কোটি অতি মনোহর।
উলটি কদলী উরু দেখিতে সুন্দর॥
ও থল-কমল জিনি চরণ রাতুল।
হেরিয়া উদ্ধব পহুঁ চিত মন ভুল॥১০॥১১৩২॥

অথ শ্রীরাধিকায়া জন্মোৎসবঃ।
তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

গোরা-রূপে কি দিব তুলনা।
উপমা নহিল যে কষিল বানসোণা॥
মেঘের বিজুরী নহে রূপের উপাম।
তুলনা নহিল রূপে চম্পকের দাম॥
তুলনা নহিল স্বর্ণ-কেতকীর দল।
তুলনা নহিল গোরোচনা নিরমল।
কুঙ্কুম জিনিয়া অঙ্গ-গন্ধ মনোহরা।
বাসু কহে কি দিয়া গড়িল বিধি গোরা॥১॥১১৩৩॥

গাও রে গৌরাঙ্গ-গুণ গাও।
গাইয়া দেখ কেমন জুড়াও॥
ইত্যাদি ধ্রুবং।

কল্যাণী।

ভাদ্র-শুক্লাষ্টমী তিথি বিশাখা নক্ষত্র তথি
শ্রীমতী-জনম সেই কালে।
মধ্যদিন-গত রবি দেখিয়া বালিকা-ছবি
জয় জয় দেই কুতুহলে॥
বৃষভানু-পুরে প্রতি ঘরে ঘরে
জয় রাধে শ্রীরাধে বলে।
কন্যার চাঁদ-মুখ দেখি, রাজা হৈলা মহাসুখী
দান দেই ব্রাহ্মণ সকলে॥
নানা দ্রব্য হস্তে করি নগরের যত নারী
আইলা সবে সূতিকা-মন্দিরে।
অনেক পুণ্যের ফলে দৈব কৈলা অনুকূলে
এ হেন বালিকা মিলে তোরে॥
মোদের মনে হেন লয় এহত মানুষ নয়
কোন ছলে কেবা জনমিলা।
ঘনশ্যাম দাস কয় না করিহ সংশয়
কৃষ্ণ-প্রিয়া সদয়া হইলা॥১২॥১১৩৪॥

আশোয়ারী।

জয় বৃষভানু-তনি।
অবনী উয়ল থির বিজুরী জিনি॥

অরুণ অধর মুখ চন্দ্র জিনি।
উগারে অমিয়া তাহে ঈষত হাসনি।
নয়নযুগল শ্রুতি অতি মনলোভা।
কর পদতল এই অষ্ট পদ্ম-শোভা॥
মুখ-ইন্দু গণ্ডযুগ ভালে অর্দ্ধ চান্দে।
কর-পদ-নখে কত বিধু পড়ি কান্দে।
কনক-মৃণাল ভুজ নাভি সরোবর।
এ দাস উদ্ধব হেরি চিত মনোহর॥১৩॥১১০৫॥

ঝুমর।

বৃষভানু-পুরে আজি আনন্দ বাধাই।
রত্নভানু সুভানু নাচয়ে তিন ভাই॥
দধি ঘৃত নবনীত গো-রস হলদি।
আনন্দে অঙ্গনে ঢালে নাহিক অবধি॥
গোপ গোপী নাচে গায় যায় গড়াগড়ি।
মুখরা নাচয়ে বুড়ী হাতে লৈয়া নড়ি॥
বৃষভানু রাজা নাচে অন্তর-উল্লাসে।
আনন্দ বাধাই গীত গায় চারি পাশে॥
লক্ষ লক্ষ গাভী বৎস অলঙ্কৃত করি।
ব্রাহ্মণে করয়ে দান আপনা পাসরি॥
গায়ক নর্ত্তন ভাট করে উতরোল।
দেহ দেহ লেহ লেহ শুনি এহি বোল॥
কন্যার বদন দেখি কৃত্তিকা জননী।
আনন্দে অবশ দেহ আপনা না জানি॥

কত কত পূর্ণ-চন্দ্র জিনিয়া উদয়।
এ দাস উদ্ধব হেরি আনন্দ হৃদয় ॥২৪॥১১৩৬॥

ইতি জন্মলীলা।

তৃতীয়-শাখায়াং অষ্টাদশ পল্লবঃ ॥

অথ বাৎসল্যং।

কৌমারকালোচিতং যথা।

শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

তুড়ী।

এক মুখে কি কহব গোরাচান্দের লীলা।
হামাগুড়ি যায় নানা রঙ্গে শচীর বালা ॥
নালে মুখ ঝর ঝর দেখিতে সুন্দর।
পাকা বিম্বফল জিনি সুন্দর অধর ॥
অঙ্গদ বলয়া শোভে সুবাহু যুগলে ॥
চরণে মগরা খাড়ু বাঘনখ গলে।
সোণার শিকলী পিঠে পাটের থোপনা ॥
বাসুদেব ঘোষ কহে নিছনি আপনা ॥১॥১১৩৭॥

নাটিকা বেলোয়ার।

নাচত মোহন নন্দ-দুলাল মেরা কান।
নাসা-বিরাজিত মোতিম-ভূষণ
কটি মাঝে ঘুঙ্গর রসাল ॥

সুন্দর উর পর বর রুরু-নখ
পদ-সরোরুহ রতন-মঞ্জীর।
নব নব বৎস- পুচ্ছ ধরি ধাওত
পতন অঙ্গুলি ধূলি-ধূসর শরীর॥

মরকত চান্দ মুকুর মুখ-মণ্ডল
পরিসর কুঞ্চিত অলক-হিল্লোল।
ব্রজ-রমণী পর- বোধ করাওত
নয়ন ফিরাওত আধ আধ বোল॥

অভিনব নীল জলদ জিনি তনু-রুচি
কহিলে নহিল রূপে কিয়ে নিরমাণ।
কত কত ভকত যতন করি ধাওত
সবে চূড়ামণি দাসের এই নিবেদন॥২॥১১৩৮॥

বিভাষ।

বাল গোপাল রঙ্গে সম-বয়-বেশ সঙ্গে
হামাগুড়ি আঙ্গিনা খেলায়।
তেজিয়া মাখন সরে তুলিয়া কোমল করে
মৃত্তিকা মনের সুখে খায়॥

বলরাম তা দেখিয়া যশোদা নিকটে যাঞা
কহিলা ভাইয়ের এই কথা।
শুনি তবে যশোমতী আইলা তুরিত গতি
গোপাল খাইছে মাটী যথা॥

মায়ে দেখে মাটী ফেলে, না খাই না খাই বোলে
আধ আধ বদন ঢুলায়।
মুখ নিরখিয়া রাণী ধরিয়া যুগল পাণি
মন-দুখে করে হায় হায়॥
এ ক্ষীর নবনী সর কিবা নাহি মোর ঘর
মৃত্তিকা খাইছ কিবা সুখে।
পিতা যার ব্রজ-রাজ কি তার এমন কাজ
শুনিলে হইবে মনে দুখে॥
এতেক বলিয়া রাণী কোলে করি নীলমণি
ছল ছল ভেল দু নয়ান।
এ উদ্ধব দাস গীতে যশোমতী হরষিতে
অনিমিখে নেহারে বয়ান॥৩॥১১৩৭॥

তথা রাগ।

বদন মেলিয়া রাণী গোপাল পানে চায়।
মুখ মাঝে অপরূপ দেখিবারে পায়॥
এ ভূমি আকাশ আদি চৌদ্দ ভুবন।
সুরলোক নাগলোক নরলোকগণ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গোলোক আদি যত ধাম।
মুখের ভিতর সব দেখে নিরমাণ॥
শেষ মহেশ ব্রহ্মা আদি স্তুতি করে।
নন্দ যশোমতী আর মুখের ভিতরে॥
দেখি নন্দ ব্রজেশ্বরী বচন না স্ফুরে।
স্বপ্নপ্রায় কি দেখিনু হেন মনে করে॥

নিজ-প্রেমে পরিপূর্ণ কিছুই না মানে।
আপন তনয় কৃষ্ণ প্রাণ মাত্র জানে॥
ডাকিয়া কহয়ে নন্দে আশ্চর্য্য বিধান।
পুত্রের মঙ্গল লাগি বিপ্রে করে দান॥
এ দাস উদ্ধবে কহে ব্রজে শুদ্ধ প্রেম।
কিছু নাহি সীমা যেন জাম্বুনদ হেম॥৪॥১১৪০॥

বিভাষ।

কোলে করিয়া রাণী নিরখয়ে মুখ।
সুখের সায়রে ডুবে পাসরে সব দুখ॥
মায়ের কোলেতে গোপাল মুখ পসারিল।
এ ভব-সংসার সব তাহাতে দেখিল॥
ই কি ই কি বলি রাণী হিয়ায় লইল।
স্বপন দেখিনু কিবা বুঝিতে নারিল।
থুতু থুতু দেয় রাণী বসনের দশি।
দেখিয়া মায়ের রীত ও না মুখে হাসি॥
ঘনশ্যাম দাস আশা করে এই মনে।
কবে বা সেবিব আমি যশোদা-চরণে॥৫॥১১৪১॥

ফলক্রয়ো যথা।

ভাটিয়ারি।

এক দিন মথুরা হৈতে ফল লৈয়া আচম্বিতে
আইলা সে ফল বেচিবারে।
ফল লেহ লেহ লেহ ডাকে পুন পুন সেহ
নামাইলা নন্দের দুয়ারে॥

ব্রজ-শিশু শুনি তায় ফল কিনিবারে ধায়
বেতন লইয়া পরতেকে।
কিনি কিনি ফল খায় আনন্দিত হিয়ায়
পসারি বেড়িয়া একে একে॥
শুনি কৃষ্ণ কুতূহলী ধান্য লইয়া একাঞ্জলি
কর হৈতে পড়িতে পড়িতে॥
পসারি নিকটে আসি ফল দেও বলে হাসি
ধান্য দিল ফলহারী হাতে॥
পুন পুন মুখ হেরি ধান্য লৈয়া ফলহারী
নিমিষ তেজিল পসারিণী
এ দাস উদ্ধব কয় কহিলে কহিল নয়
ভুবন মোহন রূপ খানি॥৬॥১১৪২॥

তথা রাগ।

ফল লেহ ফল লেহ ডাকে ফলহারী।
চ্যুত ধান্য শুধু করে আইলা শ্রীহরি॥
পসারে ফেলিয়া ধান্য ফল দেহ বোলে।
অনিমিখে পসারিণী সে মুখ নেহালে॥
নয়নে গলয়ে ধারা দেখি মুখ খানি।
কার ঘরের শিশু তুমি যাই রে নিছনি॥
কোন পুণ্যবতী তোমা করিলেক কোলে।
কাহারে বলিয়া মা স্তন পান কৈলে।
ঘনশ্যামদাস বোলে শুন পসারিণি।
ফলের সহিত কর জীবন নিছনি॥৭॥১১৪৩॥

সুহই।

ও মোর সোণার চাঁদ কি তোর মায়ের নাম
কার ঘরে হইলা উৎপতি।
বহুকাল তপ করি কে পূজিল হরগৌরী
কোন পুণ্য কৈলা সেই সতী ॥
তোমারে করিয়া কোলে কত শত চুম্ব দিলে
নয়ানের জলে গেল ভাসি।
পাইয়া মনের সুখে স্তন দিল চাঁদমুখে
মুই যাই হব তার দাসী ॥
এত কহি ফলহারী ফল দেন কর ভরি
প্রেম-ভরে গর গর চিত।
কৃষ্ণচন্দ্র ফল হাতে খাইতে খাইতে পথে
আসি নিজ-গৃহে উপনীত ॥
ফল দেখি যশোমতী আনন্দে না জানে কতি
খাওয়াইয়া প্রেম-সুখে ভাসে।
ধন্য সেই ফলহারী ফল পাইল নন্দহরি
কহে কিছু ঘনরাম দাসে ॥৮॥ ১১৪৪।

সুহিনী।

ডালা হৈল রতনে পূরিত।
ফলহারী সবিস্ময়-চিত ॥
আপনা আপনি করে খেদ।
মনে মনে ভাবে নিরবেদ ॥৯॥ ১১৪৫॥

অথ কৌমার-পৌগণ্ড-কালোচিত-বাৎসল্যং যথা।

শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

মায়ূর।

কিয়ে হাম পেখলু কনক-পুতলিয়া।
শচীর আঙ্গিনায় নাচে ধূলি-ধূসরিয়া॥
চৌদিকে দিগম্বর বালকে বেড়িয়া।
তার মাঝে গোরা নাচে হরি হরি বলিয়া।
রাতুল কমল-পদে ধায় দ্বিজমণিয়া।
জননী শুনয়ে ভাল নূপুর-সুধ্বনিয়া।
বাসুদেব ঘোষ কহে শিশু-রস জানিয়া।
ধন্য নদীয়ার লোক নবদ্বীপ ধনিয়া॥১০॥১১৪৬॥

তথা রাগ।

শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়।
বয়ানে বসন দিয়া বলে লুকাইনু।
শচী বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিনু॥
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল-চরণে।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জন-গমনে॥
বাসুদেব ঘোষ কহে অপরূপ শোভা।
শিশু-রূপ দেখি হয় জগ-মন-লোভা॥১১॥১১৪৭॥

মায়ূর।

পঞ্চ-বরিখ- বয়স-কৃত-মোহন
ধাবমান পর-অঙ্গনা।
পায়স পাণি উরথলে পাথন
আয়ত মিটায়ত বয়না॥
দোলে দোলে মোহন গোপাল।
প্রথম চরণ-গতি মুখর কিঙ্কিণী কটি
লোটন লোলয়ে বনমালা॥
সোণায় বান্ধিলা ভাল রুরু-নখ উরে মাল
পিঠে দোলে পাটকি থোপ।
খেনে আলগুছি দেই খেনে ভূমে গড়ি যাই
খেনে পরসন্ন খেনে কোপ॥
নন্দ সুনন্দ যশোমতী রোহিণী
আনন্দে সুত-মুখ চায়।
নয়ান-দৃগঞ্চল কাজরে রঞ্জিত
হাসি হাসি বদন দেখায়॥
কুন্তলে রতন মণি ঝলমল দেখি।
কুণ্ডলে উজ্জ্বল গণ্ড কাঁজর আঁখি॥
ঘনরাম দাস বোলে শুন নন্দরাণি।
ত্রিজগত-নাথ নাচাও করে দিয়া ননী॥১২॥১১৪৮॥

নাটিকা।

চপলহি নন্দন মতি ভাওয়ে।
বহুবিধ বালক সঙ্গহি রঙ্গহি
অঙ্গ দোলাইয়া আওয়ে॥

হেরি হরষিত অতি রাণী যশোমতী
বাহু পসারিয়া ধাওয়ে।
কটি-তটে কিঙ্কিণী ঘুঙ্গুর রণরণি
অরুণিত-চরণে নাচাওয়ে॥
এক করে নবনী আর করে পায়স
খেলন সঙ্গিয়া যাচয়ে।
গিরত আধ আধ কর বদনহি রহি
আধ আধ খাওয়ে ॥১৩॥১১৪৯॥

মায়ূর।

ধাতু প্রবাল দল নব গুঞ্জাফল
ব্রজ-বালক সঙ্গে সাজে।
কুটিল কুন্তল বেড়ি মণি মুকুতা ঝুরি
কটিতটে ঘুঙ্গুরু বাজে॥
নাচত মোহন বাল গোপাল।
বরজ-বধূ মেলি দেই করতালি
বোলই ভালি রে ভাল।
নন্দ সুনন্দ যশোমতী রোহিণী
আনন্দে সুত-মুখ চায়।
অরুণ দৃগঞ্চল কাজরে রঞ্জিত
হাসি হাসি দশন দেখায়॥
বংশী কহই সব ব্রজ-রমণীগণ
আনন্দ-সাগরে ভাস।
হেরইতে পরশিতে লালন করইতে
স্তন-ক্ষীরে ভীগল বাস ॥১৪॥১১৫০॥

বিভাষ।

হের দেখ বাছার রুচির করতল আঁখি
বিধির কারণ এক ঠাম।
আমার মনের সাধ বুঝিয়া সে মুনিরাজ
গোপাল বলিয়া থুইলা নাম॥

অতিশয় শিশু-মতি মন্দ মন্দ গতি
কটি-তটে কিঙ্কিণী বাজে।
কম্বু-কণ্ঠ পরি মোতিম-মালবর
লম্বিত রুরু-নখ সাজে॥

অনেক সাধ করি করে নবনীত ভরি
দেয়লু ভোজন লাগি।
সো নাহি খাওত ক্ষিতিতলে ডারত
ইহ মোর করম অভাগী॥

বংশী কহয়ে শুন মাতা যশোমতি
তোহারি চরণে করু সেবা।
এ তুয়া নন্দন ভুবন-বিমোহন
পুণ-ফলে পাওই কেবা॥ ১৫॥ ১১৫১॥

ভাটিয়ারি।

ভাল নাচ রে নাচ রে নাচ রে নন্দ-দুলাল।
ব্রজ-রমণীগণ চৌদিগে বেড়ল
যশোমতী দেই করতাল॥

ঝুনুর ঝুনুর ধ্বনি ঘাঁঘর কিঙ্কিণী
গতি নট খঞ্জন-ভাঁতি।
হেরইতে অখিল- নয়ন মন ভুলয়ে
ইহ নব-নীরদ-কাঁতি ॥
করে করি মাখন দেই রমণীগণ
খাওই নাচই রঙ্গে।
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ- পঙ্কজ-সুললিত
চরণ চালই কত ভঙ্গে ॥
কুঞ্চিত কেশ বেশ দিগম্বর
কটি-তটে ঘুঙ্গুর সাজ।
বংশী কহই কিয়ে জগ-জন মঙ্গল
শ্রবণে সুধা সম বাজ ॥ ১৬ ॥ ১১৫২ ॥

পুনশ্চ দিনান্তরে।

মায়ুর।

দধি-মন্থ-ধ্বনি শুনইতে নীলমণি
আওল সঙ্গে বলরাম।
যশোমতী হেরি মুখ পাওল মরমে সুখ
চুম্বয়ে চান্দ-বয়ান ॥
কহে শুন যাদুমণি তোরে দিব ক্ষীর ননী
খাইয়া নাচহ মোর আগে।
নবনী-লোভিত হরি মায়ের বদন হেরি
কর পাতি নবনীত মাগে ॥

রাণী দিল পুরি কর খাইতে রঙ্গিমাধর
অতি সুশোভিত ভেল রায়।
খাইতে খাইতে নাচে কটিতে কিঙ্কিণী বাজে
হেরি হরষিত ভেল মায়॥

নন্দ-দুলাল নাচে ভালি।
ছাড়িল মন্থন-দণ্ড উথলিল মহানন্দ
সঘনে দেয় করতালি॥

দেখ দেখ রোহিণি গদ গদ কহে রাণী
যাদুয়া নাচিছে দেখ মোর।
ঘনরাম দাস কয় রোহিণী আনন্দময়
দুহুঁ ভেল প্রেমে বিভোর॥ ১৭॥ ১১৫৩॥

পাঠমঞ্জরী।

নাচে রে নাচে রে মোর রাম দামোদর।
যত নাচ তত দিব ক্ষীর ননী সর॥
আমি নাহি দেখি বাছা নাচ আর বার।
গলায় গাঁথিয়া দিব মণিময় হার॥
তাতা থৈয়া থৈ বলয়ে নন্দ-রাণী।
করতালি দিয়া নাচে রাম যাদুমণি॥
রাম কানু রে মোর রাম কানু।
মণিময় ঝুরি মাথে ঝলমল তনু॥ ১৮॥ ১১৫৪॥

সুহিনী।

নব নীরদ-নীল সুঠাম তনু।
মুখ-মণ্ডল ঝলমল চান্দ জনু॥
শিরে কুঞ্চিত কুন্তল-বন্ধ ঝুঁটা।
ভালে শোভিত গোময়-চিত্র ফোঁটা॥
অধরোজ্জ্বল রঙ্গিম বিম্ব জনি।
গলে শোভিত মোতিম-হার মণি॥
ভুজ-অন্বিত অঙ্গদ মণ্ডলয়া।
নখ চন্দ্রক গর্ব্ব বিখণ্ডনয়া॥
হিয়ে হার রুরু-নখ রত্নে জড়া।
কটি কিঙ্কিণী ঘাঁঘর তাহে মোড়া॥
পদ নূপুর বঙ্করাজ সুশোভে।
থল-পঙ্কজ-বিভ্রমে ভৃঙ্গ লোভে॥
ব্রজ-বালক মাখন লেই করে।
সবে খাওত দেওত শ্যাম-করে॥
বিহরে নন্দ-নন্দন এ ভবনে।
পদ-সেবক দেব নৃসিংহ ভণে॥ ১৯॥ ১১৫৫॥

ভাটিয়ারি।

নাচত মোহন নন্দ-দুলাল।
রঙ্গিম চরণে মঞ্জীর ঘন বাজত
কিঙ্কিণী তাহি রসাল॥

স্থল-পঙ্কজদল জিনিয়া চরণতল
অরুণ-কিরণ কিয়ে আভা।
তাহার উপরে নখ- চান্দ সুশোভিত
হেরইতে জগ-মন-লোভা ॥
মণি-আভরণ কত অঙ্গহি ঝলকত
নাসায় মুকুতা কিবা দোলে।
মা মা মা বলি চান্দ-বদন তুলি
নবীন কোকিল যেন বোলে ॥ ২০ ॥ ১১৫৬ ॥

ইতি তৃতীয়-শাখায়াং উনবিংশতি পল্লবঃ।

অথ বাৎসল্যরসঃ।

শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

ভাটিয়ারি।

গোরা নাচে শচীর দুলালিয়া।
চৌদিকে বালক মেলি দেই করতালি
হরিবোল হরিবোল বলিয়া ॥
সুরঙ্গ চতুনা মাথে গলায় সোণার কাঁঠি।
সাধ করিয়া মায় পরাঞাছে ধড়া গাছি আঁটি ॥
সুন্দর চাঁচর কেশ সুবলিত তনু।
ভুবন মোহন বেশ ভুরু কাম-ধনু ॥
রজত কাঞ্চন নানা আভরণ
অঙ্গে মনোহর সাজে।
রাতা উতপল চরণ যুগল
তুলিতে নূপুর বাজে ॥

শচীর অঙ্গনে নাচয়ে সঘনে
বোলে আধ আধ বাণী।
বাসুদেব ঘোষে বলে ধর ধর কর কোলে
গোরা গোরা পরাণের পরাণি।১॥১১৫৭॥

তথা রাগ।

যমুনার জলে গেলা যশোদা রোহিণী।
শূন্য পাঞা লুটে খায় ক্ষীর নবনী॥
পিঁড়ির উপর পিঁড়ি উদূখল দিয়া।
তবু ত শিকার ভাণ্ড লাগি না পাইয়া॥
নড়িতে ছেদিয়া ভাণ্ড হেটে পাতে মুখ।
হেনই সময় দেখে জননী সমুখ॥
মায়ের শব্দ শুনি যাদু ধন নাচে।
ধড়ার অঞ্চল দিয়া চাঁদ-মুখ মোছে॥
এখনে কেমনে গোপাল লুকাইবা আর।
তোমার বুক বাহিয়া পড়ে গো-রসের ধার॥
ঘনরামদাস বোলে শুন যশোমতি।
মায়ারূপে তোমার ঘরে অখিলের পতি।২।১১৫৮॥

সুহই।

অরুণ অধর উরে নবনী লাগিয়াছে রে
মরি মরি বাছনি কানাই।
হেরি যশোমতী প্রেমেতে পূরিত আঁখি
আয় কোলে বলিহারি যাই॥

কর মোছে অধর মোছাই।
আয় মোর বাছনি কানাই ॥৩॥১১৫৯।

শ্রীরাগ।

দুবাহু পসারি আগে যায় নন্দরাণী।
ধরিতে ধরিতে ধরা না দেয় নীলমণি ॥
গৃহে পড়ি গড়ি যায় দধি নবনীত।
কোপ-নয়নে রাণী চাহে চারি ভিত ॥
হেদে রে নবনী-চোরা বলি পাছে ধায়।
এ ঘর ওঘর করি গোপাল লুকায় ॥
নড়ি হাতে নন্দরাণী যায় খেদাড়িয়া।
অখিল-ভুবন-পতি যায় পলাইয়া ॥
এ তিন ভুবনে যারে ভয় দিতে নারে।
সে হরি পালাঞা যায় জননীর ডরে ॥
রাণীর কোল হইতে গোপাল গেলা পলাইয়া।
আকুল হইলা রাণী গোপাল না দেখিয়া ॥
ঘরে ঘরে উকটিল সকল গোকুল।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ হইল আকুল ॥
কার ঘরে আছ গোপাল বোলে ডাক দিয়া।
তোমার মায়ের প্রাণ যায় বিদরিয়া ॥
শ্রীদাম ডাকিয়া বলে কানাই আমার ঘরে।
সবাকার প্রাণ গোপাল লুকাইল মায়ের ডরে ॥

॥ ৪ ॥১১৬০ ॥

সিন্ধুড়া।

আমি কিছু নাহি জানি ভাঙ্গিয়াছে ক্ষীর ননী
তোমারে সুধাই ইহার কথা।
না দেখি গোকুলচান্দ কেমন করয়ে প্রাণ
বল না গোপাল পাব কোথা॥
আমি কি এমন জানি কোলে লৈয়া যাদুমণি
বাছারে করাইছি স্তন পান।
মোরে বিধি বিড়ম্বিল উথলি গো-রস গেল
তা দেখি ধরিতে নারি প্রাণ॥
ভূলিলাম রোহিণীর বোলে গোপাল নামাঞা কোলে
সে কোপে কাঁপিত যদুমণি।
কোপিত নয়ান কোণে চাঞা ছিল আমা পানে
আমি কি এমন হবে জানি॥
তোমরা করিছ খেলা গোপাল আমার কোথা গেলা
দড় করি বোল এক বোল।
ঘনরাম দাস কহে আকুল হইলা সবে
রাখালের মাঝে উতরোল॥ ৫ ॥ ১১৬১॥

ধানশী।

কি বলিলা নন্দরাণী হারায়েছ নীলমণি
কানাই বিনা না রাখিব হিয়া।
ক্ষুধা বল্যা ভাই গেলা, সেই হৈতে কৈরাছি খেলা
আমরা রৈয়াছি মুখ চাঞা॥

হেদে শ্রীদামের মা শুন গো রোহিণি বা
এ পথে দেখেছ গোপাল মোর।
আর এক বিপরীত যাইতে না দেখি পথ
কাল হৈল নয়ানের লোর ॥
নিরমিয়া শোক-নদী তাহে ফেলাইলা বিধি
বিধি তাহে না দিলা সাঁতার।
এ দুখ কহিব কারে স্তন দুটি ক্ষীর ভরে
চলিয়া যাইতে নারি আর ॥
ঘরে ঘরে উকটিতে পদচিহ্ন দেখি পথে
সকরুণ-নয়ানে নেহারে।
আহা মরি হায় হায় মূরছিয়া পড়ে তায়
কান্দে পদচিহ্ন লৈয়া কোরে ॥
মায়েরে করেছ রোষ সঙ্গিয়ার কিবা দোষ
কোথা আছ বোল ডাক-দিয়া।
যদি থাকে মনে রোষ ক্ষম ভাই সব দোষ
যশোদা মায়ের মুখ চায়া ॥
শুনিয়া শ্রীদামের কথা মরমে পাইয়া ব্যথা
তুরিতে আইলা নীলমণি।
মরণ শরীরে যেন পাইয়া পরাণ দান
শুনিয়া নূপুরের ধ্বনি ॥
বসিয়া মায়ের কোলে গদ গদ বাণী বোলে
অনেক সাধের যাদুমণি।
সব ধন সম্পদ সকল তোমার আগে
চল যাই করিয়ে নিছনি ॥

ধরিয়া বলাইর হাতে দাড়াঞা মায়ের আগে
নাচিতে লাগিলা দুই ভাই ।
ঘনরাম দাসে কয় হইলা আনন্দময়
গোপালের বলিহারি যাই ॥ ৬ ॥ ১১৬২ ।

ধানশী ।

কত ভঙ্গী জান গোপাল নাচিতে নাচিতে ।
অরুণ-কিরণ দিছে চরণ তুলিতে ॥
ব্যাঘ্র-নখ মণিহার হিয়ার মাঝারে দোলে ।
চরণে নূপুর কিবা রুণু ঝুনু বোলে ॥
গোপাল নাচিছে তুড়ি দিয়া ।
কোথা গেলা নন্দরায় আনন্দ বহিয়া যায়
দেখসিয়া নয়ান ভরিয়া ॥
চিত্র বিচিত্র নাট চরণে চাঁদের হাট
চলে যেন খঞ্জনিয়া পাখী ।
সাধ করিয়া মায় নূপুর দিয়াছে পায়
পা খানি তুলিয়া নাচ দেখি ॥ ৭ ॥ ১১৬৩
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ বোলে নন্দরাণী ।
করতালি দিয়া নাচে রাম যদুমণি ॥
ইত্যাদি জ্ঞেয়ং ॥

অথ গোষ্ঠাষ্টমী যথা ।

শ্রীমদ্গৌরচন্দ্র ।

ভূপালী ।

গৌরাঙ্গ চান্দের মনে কি ভাব উঠিল ।
পূরুব-চরিত্র বুঝি মনেতে পড়িল ॥

গৌরীদাস মুখ হেরি উল্লসিত হিয়া।
আনহ ছান্দন ডুরি বোলে ডাক দিয়া॥
আজি শুভদিন চল গোষ্ঠেরে যাইব।
আজি হৈতে গো-দোহন আরম্ভ করিব॥
ধবলী সাঙলী কোথা শ্রীদাম সুদাম।
দোহনের ভাণ্ড মোর হাতে দেহ রাম॥
ভাবাবেশে বেয়াকুল শচীর নন্দন।
নিত্যানন্দ আসি কোলে করে সেই ক্ষণ॥
চৈতন্যদাসেতে বলে ছান্দনের দড়ি।
হারাইলা গৌরীদাস গোপী কৈল চুরি॥৮॥১১৬৮॥

ভাটিয়ারি।

নন্দের মন্দিরে আজু বড়ই আনন্দ।
রামকৃষ্ণ হাতে দিব গোদোহন-ভাণ্ড॥
প্রভাতে উঠিয়া নন্দ লৈয়া গোপগণ।
পাত্র মিত্র সহিতে বসিলা সভা-জন॥
যত্ন করি যতেক ব্রাহ্মণ মুনিগণে।
আনাইলা নন্দঘোষ করি নিমন্ত্রণে॥
পাদ্য অর্ঘ দিয়া নন্দ পূজে মুনিগণে।
রাম কৃষ্ণ বন্দিলেন মুনির চরণে॥
মুনিগণে কহে শুন নন্দ মহামতি।
আজি শুভ দিন হয় শুক্লাষ্টমী তিথি॥
পুত্র-হস্তে দেহ গোদোহন-ভাণ্ড আজ।
গোষ্ঠপূজা মহোৎসব কর মহারাজ॥

পাইয়া মুনির আজ্ঞা নন্দ মহাশয়।
মহামহোৎসব করে আনন্দ হৃদয়॥
চৈতন্যদাসের মনে পরম উল্লাস।
দেখিব নয়নে গাভী দোহন বিলাস॥৭॥১১৬৫॥

জয়জয়ন্তী।

ডাকিয়া তখন নিজ প্রজাগণ
আজ্ঞা দিল ব্রজ-রাজ।
বস্ত্র অলঙ্কার নানা উপহার
করহ গোষ্ঠের সাজ॥

শুনি গোপী যত আনন্দিত চিত
যৌতুক থালীতে ভরি।
নন্দের ভবনে দিলা দরশনে
দিব্য বাস ভূষা পরি॥

নন্দের গৃহিণী যশোদা, রোহিণী
অম্বা কিলিম্বাদি সঙ্গে।
হরিদ্রা কুঙ্কুম গন্ধ মনোরম
দিলা রামকৃষ্ণ-অঙ্গে॥

সুবাসিত জলে ধান্য দূর্ব্বাদলে
স্নান সমাপন করি।
পরিয়া বসন মণি-আভরণ
গোষ্ঠেতে চলিলা হরি॥

নন্দ মহামতি মুনির সংহতি
সভাসদগণে লৈয়া।
নানা বাদ্য বাজে মঙ্গল সুসাজে
গোষ্ঠে প্রবেশিলা যাঞা॥
যশোদা রোহিণী গোপিনী সঙ্গিনী
মঙ্গল দ্রব্য সহিতে।
নানা উপহারে বস্ত্র অলঙ্কারে
গোষ্ঠে হৈলা উপনীতে॥
দিব্য আলিপনে অগোর চন্দনে
স্থান কৈলা পরিষ্কার।
দিব্য চন্দ্রাতপ নিবারি আতপ
উপরে বান্ধিল তার॥
স্থাপিল কদলী জল ঘট ভরি
সহিত আম্রের দল।
রত্ন-পীঠোপরি বৈসে রাম হরি
হৈল মহা কোলাহল॥
স্বর্ণ-সূত্রে করি ছান্দনের ডুরি
রত্নের দোহন-ভাণ্ড।
মুনি-আজ্ঞামতে রামকৃষ্ণ হাতে
আনন্দে দিলেন নন্দ॥
বেদ পাঠ করি ব্রাহ্মণ সকলি
করে আশীর্ব্বাদ-ধ্বনি।
নর্ত্তক গায়ক ভট্টাদি যাচক
শব্দ চতুর্দ্দিকে শুনি॥

স্বর্গে সুরগণ পুষ্প বরিষণ
করিয়া সুখেতে ভাসে ।
ত্রিভুবন ভরি আনন্দ সবারি
কহয়ে চৈতন্যদাসে ॥১০॥১১৬৬॥

তথা রাগ ।

তবে নন্দ শীঘ্র আনাইলা দুই গাই ।
ধবলী সাঙলী বৎস সহিত তথাই ॥
সুরভি-সন্তুতি সেই মহা দুগ্ধবতী ।
স্বর্ণযুক্ত শৃঙ্গ খুর নবীন যুবতী ।
দুই গাই দুই ভাই ছান্দনে ছান্দিয়া ॥
দোহন করিলা গাভী আনন্দিত হৈয়া ।
দোঁহাকার দুই ভাণ্ড ক্ষণেকে পূরিল ।
প্রথম দোহন দুগ্ধ ব্রাহ্মণেরে দিল ॥
চৈতন্যদাসেতে কহে গাভীর দোহন ।
দেখি ব্রজ-বাসিগণের জুড়াইল মন ॥১১॥১১৬৭॥

তথা রাগ ।

আইলা সকলে নন্দের মহলে
নন্দ আনন্দিত মন ।
প্রথমে পূজিল ব্রাহ্মণ সকল
দিলেন অনেক ধন ॥

সুবর্ণ রজত গাভী বৎস কত
লক্ষাধিক পরিমাণ।
অলঙ্কার যত দক্ষিণা সহিত
ব্রাহ্মণে করয়ে দান॥
নর্ত্তক গায়ক ভট্টাদি বাদক
গোধনে তুষিল সবে।
নানা মিষ্ট অন্ন করাইল ভোজন
বিদায় করিলা তবে॥
কৃষ্ণ বলরাম সখাগণ বাম
করিল ভোজন কেলি।
নন্দ যশোমতী করিল আরতি
গোপ-গোপীগণ মেলি॥
ধন্য ব্রজ-জন ধন্য সে ব্রাহ্মণ
ধন্য সে গোকুলপুর।
ধন্য গাভীগণ যমুনা-পুলিন
এ দাস চৈতন্য ফুর॥১২॥১১৬৮॥

তেতা বৎসচারণাদি।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

ভাটিয়ারি।

ভালিরে নাচে রে মোর শচীর দুলাল।
চঞ্চল বালক মেলি সুরধুনী-তীরে কেলি
হরিবোল দিয়া করতাল॥

কুটিল কুন্তল শিরে বদনে অমিয়া ঝরে
রূপ জিনি সোণা শতবান।
যতন করিয়া মায় ধড়া পরাঞাছে তায়
কাজরে উজর দুনয়ান॥

করে শোভে তাড় বালা গলে মুকুতার মালা
কর-পদ কোদনদ জিনি।
সবে কহে মরি মরি সাগরে কামনা করি
হেন সুত পাইল শচী রাণী॥১৩॥১১৬৯॥

ধানশী।

আগো মা আজি আমি চরাব বাছুর॥
পরাইয়া দেহ ধড়া মন্ত্র পড়ি বান্ধ চূড়া
চরণেতে পরাহ নূপুর॥

অলকা তিলকা ভালে বন-মালা দেহ গলে
শিঙ্গা বেত্র বেণু দেহ হাতে।
শ্রীদাম সুদাম দাম সুবলাদি বলরাম
সবাই দাড়াঞা রাজপথে॥

বিশাল অর্জ্জুন জান রুক্মিণী অংশুমান
সাজিয়া সবাই গোষ্ঠে যায়।
গোপালের কথা শুনি সজল-নয়নে রাণী
অচেতনে ধরণী লোটায়॥

চঞ্চল বাছুর সনে কেমনে ধাইবে বনে
কোমল দুখানি রাঙ্গা পায়।
বিপ্রদাস ঘোষে বলে, এ বয়সে গোঠে গেলে
প্রাণ কি ধরিতে পারে মায় ॥১৪॥১১৭০॥

সুহই।

গোপাল নাকি যাবে দূর-বনে।
তবে আমি না জীব পরাণে ॥
দধি মন্থন কালে সম্মুখে বসিয়া খেলে
আঙ্গিনার বাহির না করি।
আঙ্গিনার বাহির হৈয়া যদি গোপাল খেলে যাঞা
তবে প্রাণ ধরিতে না পারি ॥
গোপাল যাবে বাথানে কি শুনিলাম শ্রবণে
যাদু মোর নয়ানের তারা।
কোরে থাকিতে কত চমকি চমকি উঠি
নয়ান-নিমিখে হই হারা ॥
গোপাল আমার পরাণ-পুতলী।
তোমারে সোঁপিয়া রাম কিছুই সন্দেহ নাই
তবু প্রাণ করয়ে বিকুলি ॥১৫॥১১৭১॥

ভাটিয়ারি।

বলরাম তুমি নাকি আমার পরাণ লৈয়া বনে যাইছ।
যারে চিয়াইয়া দুগ্ধ পিয়াইতে নারি
তারে তুমি গোঠেরে সাজাইছ ॥

বসন ধরিয়া হাতে, ফিরে গোপাল সাথে সাথে
দণ্ডে দণ্ডে দশ বার খায়।
এ হেন দুধের ছাওয়াল　　বনে বিদায় দিয়া
দৈবে মরিবে বুঝি মায়॥
জনম ভাগ্য করি　　আরাধিয়া হরগৌরী
তাহে পাইলাম এ দুঃখ পসরা।
কেমনে ধৈরজ ধরে　　মায় কি বলিতে পারে
বনে যাউক এ দুধ-কোঙরা॥১৬॥১১৭২॥

তথা রাগ।

নন্দরাণি গো মনে কিছু না ভাবিহ ভয়।
বেলি অবসান কালে　　গোপাল আনিয়া দিব
তোর আগে কহিনু নিশ্চয়॥
সোঁপি দেহ মোর হাতে　　আমি লৈয়া যাব সাথে
যাচিয়া খাওয়াব ক্ষীর ননী।
আমার জীবন হৈতে　　অধিক জানিয়ে গো
জীবনের জীবন নীলমণি॥
সকলে আনিব ধেনু　　বাজাইয়া শিঙ্গা বেণু
গোচারণ শিখাব ভাইয়েরে।
গোপ-কুলে উতপত্তি　　গোধন-চারণ বৃত্তি
বসিয়া থাকিতে নাহি ঘরে॥
শুনিয়া বলাই কথা　　মরমে পাইয়া ব্যথা
ধারা বহে অরুণ নয়ানে।
এ দাস শিবাই বোলে　　রাণী ভাসে প্রেম-জলে
হেরইতে কানাইর বয়ানে॥১৭॥১১৭৩॥

মায়ূর।

কান্দিয়া সাজায় নন্দরাণী।
হেরি হলধর পানে ধারা বহে দুনয়ানে
মুখে না নিঃসরে কিছুবাণী॥
অলকা তিলকা দিতে মুখ ঘামে আচম্বিতে
দেখিয়া বিভোর যশোমতী।
নারিল পাঠাইতে বনে, দেখিয়া সে মুখ পানে
শিশুগণে করয়ে মিনতি॥
স্তন-ক্ষীরে আঁখি-নীরে বসন ভিজিয়া পড়ে
বেশ বনাইতে কাঁপে কর।
কান্দি গদ গদ কহে আজি রাখি যাহ সবে
শূন্য না করিহ মোর ঘর॥১৮॥১১৭৪॥

গান্ধার।

আভরণ পরাইতে আভরণের শোভা।
প্রতি অঙ্গ চুম্বইতে মনে হয় লোভা॥
বান্ধিতে বিনোদ চূড়া নিরখিতে কেশ।
আঁখিযুগ ঝর ঝর না হইল বেশ॥
পরাইতে নারে রাণী রঙ্গ পীত ধড়া।
ক্ষীণ মাজা দেখি ভয়ে ভাঙ্গি পড়ে পারা॥
পরাইতে নুপুর কমল সে চরণ।
নারিনু বিদায় দিতে কহে ঘন ঘন॥
স্তন-ক্ষীরে ভিজিল রাণীর সব বাস।
নিছনি লইয়া মরু ঘনরামদাস॥১৯॥১১৭৫॥

শ্রীরাগ ।

গোপাল সাজাইতে নন্দরাণী না পারিল ।
যতনে কানাই-চূড়া বলাই বান্ধিল ॥
অঙ্গদ বলয় হার শোভিয়াছে ভাল ।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে গলে গুঞ্জহার ॥
পীত ধড়া আঁটিয়া পরায় কটি-তটে ।
বেত্র মুরলী হাতে শিঙ্গা দোলে পিঠে ॥
ললাটে তিলক দিল শ্রীদাম আসিয়া ।
নূপুর পরায় রাঙ্গা চরণ হেরিয়া ॥
ঘনরাম দাসে বোলে কান্দিতে কান্দিতে ।
অমনি রহিল রাণী বদন হেরিতে ॥২০॥১১৭৬॥

মঙ্গল ।

বিপিন গমন দেখি হৈয়া সকরুণ আঁখি
কান্দিতে কান্দিতে নন্দরাণী ।
গোপালেরে কোলে লৈয়া,প্রতি অঙ্গে হাত দিয়া
রক্ষা-মন্ত্র পড়য়ে আপনি ॥
এ দুখানি রাঙ্গা পায় ব্রহ্মা রাখিবেন তায়
জানু রক্ষা করু দেবগণ ।
কটিতট সুজঠর রক্ষা করু যজ্ঞেশ্বর
হৃদয় রাখুন নারায়ণ ॥
ভুজযুগ নখাঙ্গুলী রক্ষা করু বনমালী
কণ্ঠ মুখ রাখ দিনমণি ।
মস্তক রাখুন শিব পৃষ্ঠদেশ হয়গ্রীব
অধ ঊর্দ্ধ রাখুন চক্রপাণি ॥

জলে স্থলে গিরি বনে রাখিবেন জনার্দ্দনে
দশ দিকে দশ দিক পাল।
যত শত্রু হউ মিত্র রক্ষা করু সর্ব্বত্র
নহে তুমি হও তার কাল॥

এই সব মন্ত্র পড়ি প্রতি অঙ্গে হস্ত ধরি
গোময়ের ফোঁটা ভালে দিল।
এ দাস মাধব কয় নন্দরাণী প্রেমময়
বলরামে হাতে সমর্পিল॥ ২১ ॥ ১১৭৭॥

শ্লোকঃ।

শৃণু বল মম বাক্যং বালকানাং বলী ত্বং
গিরি-বন-জল-মধ্যে রক্ষ কৃষ্ণং মদীয়ং।
ইতি বল-কর-যুগ্মে কৃষ্ণ-পাণিং নিধায়
নয়ন-গলিত-ধারা নন্দ-জায়া পপাত॥

কামোদ।

প্রণতি করিয়া মায় চলিলা যাদব রায়
আগে পাছে ধায় শিশুগণ।
ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু গগনে গো-ক্ষুর-রেণু
সুর নর হরষিত মন॥

আগে আগে বৎসপাল পাছে ধায় ব্রজ-বাল
হৈ হৈ শবদ ঘন রোল।
মধ্যে নাচি যায় শ্যাম দক্ষিণে সে বলরাম
ব্রজ-বাসী হেরিয়া বিভোর॥

নবীন রাখাল সব আবা আবা কলরব
শিরে চূড়া নটবর-বেশ ।
আসিয়া যমুনা-তীরে নানা রঙ্গে খেলা করে
কত কত কৌতুক বিশেষ ॥

কেহ যায় বৃষ-ছান্দে, কেহ কার চড়ে কান্ধে
কেহ নাচে কেহ গান গায় ।
এ দাস মাধব বলে কি শোভা যমুনা-কূলে
রাম কানাই আনন্দে খেলায় ॥ ২২ ॥ ১১৭৮ ॥

ভাটিয়ারি

সকল রাখাল মেলি খেলা আরম্ভিল ।
রাম কানাই দুই ভাই দুদিগে দাঁড়াইল ।
শ্রীদামে কানায়ে খেলা বলাই সুবলে ।
এই মত আর সব শিশুগণে খেলে ॥
কানাই হারিয়া কান্ধে করয়ে শ্রীদামে ।
সুবল হারিয়া কান্ধে করে বলরামে ॥
বংশীবটের তলে রাখিবারে যায় ।
হেরি সব শিশুগণে শিঙ্গা বেণু বায় ॥
শ্রীদাম কানাই কান্ধ হইতে নামিল ।
আবা আবা রব দিয়া নাচিতে লাগিল ॥
এ দাস মাধব বলে অপরূপ নহে ।
প্রেমের অধিক নাই সাধু লোকে কহে॥২৩॥১১৭৯

সারঙ্গ।

নিরমল যমুনা- জল মাহা হেরই
আপন আপন তনু-ছায়।
দশনহি অধর নয়ন করি বঙ্কিম
কোপ করয়ে পুন তায়॥
ক্ষণে তিরিভঙ্গ রঙ্গ করি করতহিঁ
ক্ষণে ক্ষণে বেণু বাজায়।
ক্ষণে তরুবর হিলন দেই রঙ্গহি
রঙ্গিম চরণ দোলায়॥
বিহরয়ে নন্দ-দুলাল।
শৃঙ্গ মুরলী করে গলে গুঞ্জাবলি
চৌদিগে বেড়ি ব্রজবাল॥ ২৪॥ ১১৮০॥

ইতি তৃতীয়-শাখায়াং বিংশতি পল্লবঃ।

অথ সখ্যরসঃ।
গোষ্ঠ-গমনং যথা।
শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

বেলোয়ার।

আজু রে গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল।
ধবলী সাঙলী বলি সঘনে ডাকিল॥
শিঙ্গা বেণু মুরলী করিয়া জয়-ধ্বনি।
হৈ হৈ বলিয়া গোরা ফিরায় পাঁচনী॥
রামাই সুন্দরানন্দ সঙ্গে নিত্যানন্দ।
গৌরীদাস অভিরাম সবার আনন্দ॥

বাসুদেব ঘোষ কহে মনের হরিষে।
গোষ্ঠলীলা গোরাচাঁদ করিলা প্রকাশে ॥১॥১১৮১॥

ভূপালী।

নীল পীত ধড়া নন্দ পরায় আপনি।
চন্দন-তিলক দেই যশোদা রোহিণী ॥
চূড়ায় ময়ুর-পুচ্ছ গলে গুঞ্জ-হার।
চরণে নূপুর রাণী দেই দোঁহাকার ॥
গোপালে সাজাঞা রাণী দোলমান হিয়া।
একবার কোলে আয় রে মা মা বলিয়া ॥২॥১১৮২॥

বাৎসল্যং।

সুহই।

হেরে আয় রে বলরাম হাত দে মায়ের মাথে।
ধড় রাখিয়া প্রাণ দিয়ে তোর হাতে ॥
আর এক কথা কহি শুন হলধর।
যশোদার বালক বলিয়া না ভাবিহ পর ॥
যাচিয়া নবনী দিহ নিকটে রাখিবে।
বেলি অবসান হৈলে সকলে আসিবে ॥৩॥১১৮৩॥

শ্রীরাগ।

আমার শপতি লাগে না ধাইহ ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু পুরিহ মোহন বেণু
ঘরে বসি আমি যেন শুনি ॥

বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বাম ভাগে
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে ধাইও সঙ্গ ছাড়া না হইও
মাঠে বড় রিপু-ভয় আছে॥

ক্ষুধা হৈলে চাহি খাইও পথ পানে চাহি যাইও
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারু বোলে বড় ধেনু ফিরাইতে না যাইও কানু
হাত তুলি দেহ মোর মাথে॥

থাকিও তরুর ছায় মিনতি করিছে মায়
রবি যেন না লাগয়ে গায়।
যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইও বাধা পানই হাতে থুইও
বুঝিয়া যোগাবে রাঙ্গা পায়॥৪॥ ১১৮৪ ॥

গোষ্ঠ।

ভাটিয়ারি।

সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।
বলরামের শিঙ্গাতে সাজিল গোয়াল পাড়া॥
হাম্বা হাম্বা রব যে উঠিল ঘরে ঘরে।
সাজিয়া কাচিয়া সবে হইলা বাহিরে॥
আজি বড় গোকুলের রঙ্গ রাজপথে।
গোধন চালাঞা সবে চলিলা এক সাথে॥ধ্রু॥
চারি দিকে সব শিশু মধ্যে রাম কানু।
কাঁচনী পাঁচনী কার হাতে শিঙ্গা বেণু॥

সবার সমান বেশ বয়স এক ছান্দ ।
তারাগণ বেড়িয়া চলিলা শ্যাম-চান্দ ॥
ধাইয়া যাইয়া কেহ ধেনু বাহুড়ায় ।
জ্ঞানদাস এক ভিতে দাঁড়াইয়া চায় ॥৫॥১১৮৫॥

তথা রাগ ।

আজু বন ব্রজই রাম কানু ।
আগে পাছে শিশু ধায় লাথে লাথে ধেনু ॥
সমান বয়েস বেশ সমান রাখাল ।
সমান হৈ হৈ রবে চালাইছে পাল ॥
কারু নীল কারু পীত কারু রাঙ্গা ধড়ি ।
সুরঙ্গ চতুনা মাথে বিনোদ পাগড়ি ॥
কারু গলে গুঞ্জা গাঁথা কারু বনমালা ।
রাখালের মাঝে নাচিছে চিকণ কালা ॥
নূপুরের ধ্বনি শুনি মুনি-মন ভুলে ।
ঝাপিল রবির রথ গো-খুরের ধূলে ॥৬॥১১৮৬॥

তেওট ।

ভাটিয়ারি ।

গোঠেরে সাজল গোপাল ।
ধবলি সাঙলি পিউলি বলিয়া
হাঁকারে সব রাখাল ॥ ধ্রু ॥
কারু কান্ধে চেলি বিনোদ পাগড়ি
কারু গলে গুঞ্জকাভা ।
শ্বেত লোহিত কারু নীল পীত
কটি-তটে ভাল শোভা ॥

ভাই বলরাম পূরিছে বিষাণ
কানাই পূরিছে বেণু।
উচ্চ পুচ্ছ করি শ্রবণ তুলিয়া
আগে চলে সব ধেনু॥

নাচত গাওত বেণু বাজাওত
ধেনু চালাওত রঙ্গে।
ভোজন-সম্ভার লৈয়া আগুসার
যাদবেন্দ্র চলু সঙ্গে॥৭॥ ১১৮৭॥

ভাটিয়ারি।

ভালি রে গোপাল চূড়ামণি।
বংশীবটের মাঠে গোঠের সাজনি॥
বান্ধিয়া মোহন চূড়া গুঞ্জার আঁটনি।
বরিহা বকুলমালে ঈষত টালনি॥
গলায় ফুলের দাম গো-ধূলি সব গায়।
নাচিয়া যাইতে সে মঞ্জীর বাজে পায়॥
মণিময় আভরণ শ্যাম কলেবর।
তড়িতে জড়িত যেন নব জলধর॥
সবার সমান বেশ নাটুয়া কাছনি।
সঘনে পবন বেগে ফিরায় পাঁচনী॥
ব্রজ-বালক সঙ্গে রঙ্গে চলি যায়।
নবচন্দ্র দাস পায় পড়িয়া লোটায়॥৮॥১১৮৮॥

সারঙ্গ।

ও রাম কানাই কালিন্দীর তীরে।
শ্বেত শ্যাম দুই ভাই চাঁদ মেঘ এক ঠাঞি
শিশুগণ তারা যেন ফিরে॥

কেহ জলপানে ধায় অঞ্জলি পূরিয়া খায়
কেহ দেখে নিজ অঙ্গ-ছায়া।
যমুনা আনন্দ-মন তরঙ্গ উঠিছে ঘন
দেখি ব্রজ-বালকের মায়া॥

তুলিল কানাইর বানা, ঠাঞি ঠাঞি রাখালের থানা
সুবলের থানা সবার আগে।
মাঝে রাজা শ্যাম-ধাম তার বামে বলরাম
রাখাল বেড়িয়া লাখে লাখে॥

কেহ হাতী ঘোড়া হয় রাখাল রাখালে বয়
কেহ নাচে কেহ গায় গীত।
কেহ বায় শিঙ্গা বেণু বলে রাজা হৈল কানু
বলাই হইলা তার মিত॥

কেহ বলে সাজ সাজ বসিলা রাখাল-রাজ
অসুর উপরে দেও হানা।
বংশী বদনে গায় দধি দুগ্ধ কাড়ি খায়
কংসের যোগান দিতে মানা॥৭॥১১৮৭॥

ধানশী।

যমুনার তীরে তরু-তল সুশীতল
আসিয়া মিলল দোন ভাই।
সবে বলে ভাল ভাল, কি খেলা খেলাবি বোল
আজু খেলিব এই ঠাঞি॥

কারু কাছরে ভাটা করি, রামচাকি দাঁড়াগুলি
কেহ কেহ পাঁচনী ফিরায়।
রাম কানাই কুতূহলে দুই দিগে দুই দলে
শিশুগণ করে ধাওয়া ধায়॥

কৌতুকে ঠেলাঠেলি নিজ অঙ্গ হেলাহেলি
কেহ কেহ লাটুয়া ঘুরায়॥
সব শিশু থরে থরে গেঁড়ুয়া বলাই করে
লোফে গেঁড়ু মত্ত বলাই।
এক শিশু কহে শুন সাওলি পাতিয়াছি পুন
মার যদি কানাইর দোহাই॥১০॥১১৯০॥

ভাটিয়ারি।

আরে মোর রাম কানাই।
যমুনা-তীরের ছায়ে খেলে দোন ভাই॥
সবাই সমান খেলু বাটিয়া লইল।
হারিলে চড়িব কান্ধে এই পণ কৈল॥
যে জন হারিবে ভাই কান্ধে করি নিবে।
বংশীবটের তলে নিয়া রাখিয়া আসিবে॥

দুই দিগে দুই ভাই আসি দাঁড়াইলা।
যার যেই খেলু সব বাঁটিয়া লইলা॥
শ্রীদাম স্থদাম আদি কানাইর দিগে হৈল।
স্থবল বলাইর দিগে নাচিতে লাগিল॥
শ্রীদাম কহে আমরা কানাইর দিগে হব।
কানাই হারিলে আর কান্ধে না চড়িব॥
এমত বাঁটিয়া খেলু খেলা আরম্ভিলা।
সঘনে গম্ভীর নাদে খেলিয়া চলিলা॥
ঘনরাম দাস কহে দেখিয়া বলাই।
আপনি সাওলি ভাঙ্গি হারিলা কানাই॥১১॥১১৯১॥

ধানশী।

আজি খেলায় হারিলা কানাই।
স্থবলে করিয়া কান্ধে বসন আঁটিয়া বান্ধে
বংশীবটের তলে যাই॥

শ্রীদাম বলাই লৈয়া চলিতে না পারে ধাঞা
শ্রম-জল-ধারা পড়ে অঙ্গে।
এখন খেলিব যবে হইব বলাইর দিগে
আর না খেলিব কানাইর সঙ্গে॥

কানাই না জিতে কভু জিতিলে হারয়ে তবু
হারিলে জিতয়ে বলরাম।
খেলিয়া বলাইর সঙ্গে চড়িব কানাইর কান্ধে
নহে কান্ধে নিব ঘন-শ্যাম॥

মত্ত বলাই চান্দে কে করিতে পারে কান্ধে
খেলিতে যাইতে লাগে ভয়।
গেড়ুয়া লইয়া করে হারিলে সবারে মারে
ঘনরামদাস দেখি কয় ॥১২॥১১৯॥

বরাড়ী।
বা
সারঙ্গ।

ভাগ্যবতী যমুনা মাই।
যার এ কূলে ও কূলে ধাওয়া ধাই ॥
শ্বেত শাঙল দোন ভাই।
যার জলে দেখে আপন ছাই ॥
খেলা সমাধিয়া শ্রমযুত হৈয়া
সখাগণ লৈয়া সঙ্গে।
ভোজন-সম্ভার ছিল ভারে ভার
ভোজনে বসিলা রঙ্গে ॥
যমুনা-পুলিনে বেড়ি সখাগণে
মাঝে করি বৈসে কানু।
পাড়ি বনপাত তাহে নিল ভাত
জল ভরি শিঙ্গা বেণু ॥
সব সখা মেলি করিয়া মণ্ডলী
ভোজন করয়ে সুখে।
ভাল ভাল কৈয়া মুখ হৈতে লৈয়া
সবে দেই কানুর মুখে ॥

সবে কহে ভাই আমার কানাই
মোরে বড় ভাল বাসে।
আমার সমুখে বসি খায় সুখে
সদা রহে মোর পাশে॥

এহি করি মনে করয়ে ভোজনে
আনন্দ-সাগরে ভাসে।
বিশ্বম্ভর দাস করি মনে আশ
রহে সুবলের পাশে॥১৩॥১১৯৩॥

শঙ্করাভরণ।

সম তাল।

তোর আইঠা বড় মিঠা লাগে কানাই রে।
খাইতে বড় সুখ পাই তেঞি তোর আইঠা খাই
খাইতে যাইতে হৈতে দিতে হৈল ভাই রে॥ধ্রু॥

ও রাঙ্গা অধর মাঝে না জানি কি মধু আছে
আমরা তোমার চান্দ-মুখের বালাই যাই রে।
এই উপহার লেও খাইয়া আমাদিগে দেও
এ দাস উদ্ধবে কিছু দিতে চাই রে॥ ১৪ ॥ ১১৯৪ ॥

ভোজন সমাপি সবহুঁ ব্রজ-বালক
বৈঠল নীপক ছায়।
কালিন্দী-নীর- সমীর বহই মৃদু
শীতল করু সব গায়॥

সুন্দর শ্যাম-শরীর।
শ্রীদামক কোরে অলসে তহিঁ শুতল
সুবল-কোরে বলবীর ॥ধ্রু॥
নব নব পল্লব লেই সখাগণ
বীজই দুহুঁ জন অঙ্গে।
কোকিল ভ্রমর কানু-মুখ হেরি হেরি
গায়ই শবদ-তরঙ্গে ॥
অলস তেজি বৈঠল নন্দ-নন্দন
দূরহিঁ গেও সব ধেনু ॥
হেরইতে যতনে একযোগ কারণে
বাওই মোহন বেণু ॥ ১৫ ॥ ১১৯৫ ॥

সব সহচর সনে বেণু বাজওয়ে।
প্রেমহি কোই কানু-গুণ গাওয়ে ॥
কোই কোই নিরখয়ে কানুক মুখ।
খেলই কোই ততহুঁ মন সুখ ॥
কোই চক্রবৎ লগুড় ফিরায়।
কাহুঁক কান্ধে চড়ি কোই যায় ॥
ঐছে সখা সহ খেলয়ে কান।
মোহন রাম কানুক গুণ গান ॥ ১৬ ॥ ১১৯৬

করুণ ভাটিয়ারি।

আজু বনে আনন্দ বাধাই।
পাতিয়া বিনোদ খেলা, আনন্দে হইলা ভোলা
দূর বনে গেল সব গাই ॥

ধেনু না দেখিয়া বনে চকিত রাখালগণে
শ্রীদাম সুদাম আদি সবে।
কানাই বলিছে ভাই খেলা ভাঙ্গা হবে নাই
আনিব গোধন বেণু-রবে॥

সব ধেনু নাম কৈয়া অধরে মুরলী লৈয়া
ডাকিয়া পূরিল উচ্চস্বরে।
শুনিয়া বেণুর রব ধায় ধেনু বৎস সব
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে॥

ধেনু সব সারি সারি হাম্বা হাম্বা রব করি
দাঁড়াইল কৃষ্ণের নিকটে।
দুগ্ধ স্রবি পড়ে বাটে প্রেমের তরঙ্গ উঠে
স্নেহে গাবী শ্যাম-অঙ্গ চাটে॥

দেখি সব সখাগণ আবা আবা ঘনে ঘন
কানুরে করিল আলিঙ্গন।
প্রেমদাস কহে বাণী কানাইর মুরলী শুনি
পশু পাখী পাইল চেতন॥ ১৭॥ ১১৯৭

সিন্ধুড়া।

শ্রুতি-অবতংস অংস পরি লম্বিত
মুরলী অধর সুরঙ্গ।
চরণে লম্বিত পীত ধরি কর অঞ্চল
গো-ধূলি-ধূসর শ্যাম-অঙ্গ॥

ধেনু চরাওত বেণু বাজাওত
কানাই কালিন্দী-তীরে।
ধবলি শাঙলি বলি দিগ নেহারই
গরজই মন্দ গভীরে॥

করধৃত-লগুড় ভূমে আরোপিত
কটি-অবলম্বন-কারী।
বাম-চরণ পর দখিণ চরণ খানি
অঙ্গ-ভঙ্গ জগ-মন-হারী॥

ব্রজ-বালক সঙ্গে রঙ্গে কত ধাওত
মত্ত সিংহ জিনিয়া গমনে।
চান্দ মুখের ঘাম বামকরে বারই
রহই লগুড় হিলানে॥

উচ্চ পুচ্ছ করি ধেনুগণ ধাওত
চাহত ঝর ঝর দিঠে।
অনন্ত দাস কহ কানু-মুখ হেরি হেরি
পুচ্ছ নাচাওত পিঠে॥ ১৮॥ ১১৯৮॥

সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে যদুনন্দন
ধেনু চরাওত কালিন্দী-তীরে।
সম-বয়-বেশ কেশ পরি চন্দ্রক
গজবর-গমনে চলই ধীরে ধীরে॥

দাম শ্রীদাম মহাবল কোকিল
সবহুঁ সখা সঙ্গে বহুবিধ খেল।
কর চরণে মহী চরই ধবলী সম
কোই বৎস কোই বৃষ সম ভেল॥
কোই কোকিল সম গরজয়ে কুহু কুহু
কোই ময়ূর সম নৃত্য রসাল।
ঐছন ক্রীড়নে নিমগন সব জন
দূর কানন মাহা চলু সব পাল॥
যমুনা-তরঙ্গ রঙ্গ হেরি কোই কোই
জল মাহা পৈঠি করল জল-খেলা।
ঐছে আনন্দে বিহরে ব্রজ-বালক
দাস অনন্তক চিত হরি নেলা॥ ১৯॥ ১১৯৯।

শ্রীরাগ।

যমুনার তীরে কানাই শ্রীদামেরে লৈয়া।
মাতামাতি রণ করে শ্রমযুত হৈয়া॥
প্রখর রবির তাপে শুখাইল মুখ।
দেখি সব সখাগণের মনে হইল দুখ॥
আর না খেলিব ভাই চল যাই ঘরে।
সকালে যাইতে মা কহিয়াছে সবারে॥
মলিন হইল কানাই মুখানি তোমার।
দেখিয়া বিদরে হিয়া আমা সবাকার॥
বেলি অবসান হৈল চল ঘরে যাই।
কহে বলরাম দূর বনে গেল গাই॥ ২০॥১২০০॥

অথ উত্তর গোষ্ঠ।

সখ্যরস।

তথা রাগ।

পাল জড় কর শ্রীদাম সান দেও শিঙ্গায়।
সঘনে বিষম খাই, নাম করে মায়॥
আজি মাঠে আমাদের বিলম্ব দেখিয়া।
হেন বুঝি কান্দে মাতা পথ পানে চাঞা॥
বেলি অবসান হৈল চল যাই ঘরে।
মায়ে না দেখিয়া প্রাণ কেমন জানি করে॥
বলরাম দাস কহে শুনি কানাইর বোল।
সকল রাখাল মাঝে পড়ে উতরোল॥২১॥১২০১॥

ভাটিয়ারি।

চাঁদ-মুখে বেণু দিয়া সব ধেনু নাম লইয়া
ডাকিতে লাগিলা উচ্চস্বরে।
শুনিয়া কানাইর বেণু ঊর্দ্ধমুখে ধায় ধেনু
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে॥

অবসান বেণু-রব বুঝিয়া রাখাল সব
আসিয়া মিলিল নিজ-সুখে।
যে বনে যে ধেনু ছিল ফিরিয়া একত্র কৈল
চালাইলা গোকুলের মুখে॥

শ্বেত-কান্তি অনুপাম আগে ধায় বলরাম
আর শিশু চলে ডাহিন বাম।
শ্রীদাম সুদাম পাছে ভাল শোভা করিয়াছে
তার মাঝে নবঘন-শ্যাম॥
ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু গগনে গো-ক্ষুর-রেণু
পথে চলে করি কত ভঙ্গে।
যতেক রাখালগণ আবা আবা ঘনে ঘন
বলরাম দাস চলু সঙ্গে॥২২॥১২০২॥

গৌরী।

বন সঞে আওত নন্দ-দুলাল।
গো-ধূলি-ধূসর শ্যাম কলেবর
আজানুলম্বিত বন-মাল॥ধ্রু॥
ঘন ঘন শৃঙ্গ বেণু-রব শুনইতে
ব্রজ-বাসিগণ ধায়।
মঙ্গল থারি দীপ করে বধূগণ
মন্দির-দ্বারে দাঁড়ায়॥
পীতাম্বর-ধর মুখ জিনি বিধুবর
নব-মঞ্জরী অবতংস।
চূড়া ময়ূর- শিখণ্ডক-মণ্ডিত
বায়ই মোহন বংশ॥
ব্রজ-বাসিগণ বাল বৃদ্ধ জন
অনিমিখে মুখ-শশী হেরি।
ভুখিল চকোর চান্দ জনু পাওল
মন্দিরে নাচয়ে ফেরি॥

গোগণ সবহুঁ গোঠে পরবেশল
মন্দিরে চলু নন্দলাল।
আকুল পন্থে যশোমতী আওল
মোহন-ভণিত রসাল॥২৩॥১২০৩॥

গৌরী।

নন্দ-দুলাল বাছা যশোদা-দুলাল।
এতক্ষণ মাঠে থাকে কাহার ছাওয়াল॥
রতন প্রদীপ লৈয়া আইলা নন্দরাণী।
গদ গদ কণ্ঠ না নিকসয়ে বাণী॥
নেতের আঁচলে রাণী মোছে হাত পা॥
তোমার মুখের নিছনি লৈয়া মরে যাউক মা॥
কহে বলরাম নন্দরাণী কুতূহলে।
কত লক্ষ চুম্ব দেই বদন-কমলে॥২৪॥১২০৪

কল্যাণী।

পঞ্চদীপে নিরমঞ্ছন কেল।
কত শত চুম্ব বদন পর দেল॥
কোরে আগোরি সুত মন্দিরে গেল।
বহু উপহার থার পর দেল॥
রাম কানাই ব্রজ-বালক সঙ্গে।
ভোজন কয়ল বহুত রসরঙ্গে॥
কাতরে তবহুঁ পুছয়ে নন্দরাণী।
গদ গদ কণ্ঠ না নিকসয়ে বাণী॥

স্তন-ক্ষীরে ভিগল-পহিরণ-চীর ।
ঝর ঝর নয়নে গলয়ে ঘন নীর ॥
আকুল ভই তব পুছত বাত ।
মোহন নিরখই রোহিণী সাথ ॥ ২৫ ॥ ১২০৫ ॥

তুড়ী গৌরী ।

কোন বনে গিয়াছিলে ওরে রাম কানু ।
আজি কেন চান্দ-মুখে শুনি নাই বেণু ॥
ক্ষীর সর ননী দিলাম আঁচলে বান্ধিয়া ।
বুঝি কিছু খাও নাই শুখাঞাছে হিয়া ॥
মলিন হৈয়াছে মুখ রবির কিরণে ।
না জানি ভ্রমিলা কোন গহন কাননে ॥
নব তৃণাঙ্কুর কত বিন্ধিল চরণে ।
এক দিঠ হৈয়া রাণী চাহে চরণ পানে ॥
না বুঝি ধাইয়াছ কত ধেনুর পাছে ।
এ দাস বলাই কেনে এ দুখ দেখেছে ॥২৬॥১২০৬॥

ধানশী ।

আগো মা তোমার গোপাল কিবা জানয়ে মোহিনী ।
আমরা সঙ্গের ভাই তবু ত না মন পাই
তোমারে ভুলাবে কত খানি ॥
তৃণ খাইতে ধেনুগণ যদি যায় দূর বন
কেহ ত না যায় ফিরাইতে ।
তোমার দুলাল কানু পূরয়ে মোহন বেণু
ফিরে ধেনু মুরলীর গীতে ॥

আমরা ফিরাইতে ধেনু, তাহা নাহি দেয় কানু
সদা ফিরে সুবলের পাছে ।
সুবলে করিয়া কোলে, প্রেমে গদ গদ বোলে
না জানি মরমে কিবা আছে ॥
কিবা লীলা করে এহ, বুঝিতে না পারে কেহ
অপরূপ চরিত্র বিহরে ॥
বলরাম দাস বোলে, বলাই দাদা নাহি জানে
আনে কিবা বুঝিবে অন্তরে ॥২৭॥১২০৭॥

ইমন্ কল্যাণী ।

রাণী ভাসে আনন্দ-সাগরে ।
বামে বসাইয়া শ্যাম দক্ষিণে বসাই রাম
চুম্ব দেই মুখ-সুধাকরে ॥ ধ্রু ॥
ক্ষীর ননী ছেনা সর আনিয়াছে থরে থর
আগে দেই রামের বদনে ।
পাছে কানাইর মুখে দেয় রাণী মহাসুখে
নিরখয়ে চাঁদ-মুখ পানে ॥
গোপের রমণী যত চৌদিগে শত শত
মুখ হেরি লহু লহু বোলে ।
মাতা যশোমতী মেলি মঙ্গল হুলাহুলি
আরতি করয়ে কুতূহলে ।
জ্বালিয়া রতন বাতি করে সবে আরতি
হরষিত যশোমতী মাই ॥
কহে বলরাম দাসে আনন্দ-সাগরে ভাসে
দুহুঁ রূপের বলিহারি যাই ॥২৮॥১২০৮॥

কেবল সখ্যবাৎসল্য রস যথা ;

জয় জয় রাম কানাই দুই ভাই।
কলিতে হইলা দোঁহে চৈতন্য নিতাই॥
পঞ্চরসে মাতাইলা অখিল ভুবন।
সে কৃপা নহিলে ইহা জানিবে কোন জন॥

॥ ২৯ ॥ ১২০৯

ইতি তৃতীয়-শাখায়াং একবিংশতি পল্লবঃ॥

অথ সখ্যবাৎসল্য রস প্রকারান্তর যথা।

গোষ্ঠবিহারাদি।

আদৌ শ্রীমহাপ্রভু।

ভাটিয়ারি।

গৌর কিশোর পূরুব-রসে গর গর
মনে ভেল গোষ্ঠ-বিহার।
দাম শ্রীদাম সুবল বলি ডাকই
নয়নে গলয়ে জলধার॥
বেত্র বিশাল সাজ লেই সাজহ
যায়ব ভাণ্ডীর সমীপ।
গৌরীদাস সাজ করি তৈখনে
গৌর নিকটে উপনীত॥
ভাই অভিরাম বদনে ঘন বাওই
নূপুর চরণহি দেল।
নিত্যানন্দ-চন্দ্র পহুঁ আগুসরি
ধবলি ধবলি ধ্বনি কেল॥

নদীয়া নগর- লোক সব ধাওত
হেরইতে গৌরক রঙ্গ।
দাস জগন্নাথ ছান্দ দোহনি লেই
যাওব সব অনুসঙ্গ ॥ ১ ॥ ১২১০ ॥

তথা রাগ।

গোঠে আমি যাব মা গো গোঠে আমি যাব।
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে বাছুরী চরাব ॥
চূড়া বান্ধি দে গো মা মুরলী দে মোর হাতে।
আমার লাগিয়া শ্রীদাম দাড়াঞা রাজপথে ॥
পীতধড়া দে গো মা গলায় দেহ মালা।
মনে পড়ি গেল মোর কদম্বের তলা ॥
শুনিয়া গোপালের কথা মাতা যশোমতী।
সাজায় বিবিধ বেশে মনের আরতি ॥
অঙ্গে বিভূষিত কৈলা রতন-ভূষণ।
কটিতে কিঙ্কিণী ধটী পীত বসন ॥
কিবা সাজাইল রূপ ত্রিভুবন জিনি ॥
পুষ্প গুঞ্জা শিখি-পুচ্ছ চূড়ার টালনি ॥
চরণে নূপুর দিলা তিলক কপালে।
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ রত্ন-হার গলে ॥
বলরাম দাসে কয় সাজাইয়া রাণী।
নেহারে গোপাল-মুখ কাতর পরাণি ॥ ২ ॥ ১২১১ ॥

সিন্ধুড়া।

শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করি যে তো সবারে।
বন কত অতি দূর নব তৃণ কুশাঙ্কুর
গোপাল লৈয়া না যাইও দূরে॥

সখাগণ আগে পাছে, গোপাল করিয়া মাঝে
ধীরে ধীরে করিও গমন।
নব তৃণাঙ্কুর আগে রাঙ্গা পায় জনি লাগে
প্রবোধ না মানে মায়ের মন॥

নিকটে গোধন রেখো, মা বলে শিঙ্গাতে ডেকো
ঘরে থাকি শুনি যেন রব।
বিহি কৈলা গোপ জাতি, গোধন-পালন বৃত্তি
তেঞি বনে পাঠাইয়া দিব॥

বলরাম দাসের বাণী শুন ওগো নন্দরাণী
মনে কিছু না ভাবিও ভয়।
চরণের বাধা লৈয়া দিব আমরা যোগাইয়া
তোমার আগে কহিনু নিশ্চয়॥ ৩॥ ১২১২

ধানশী।

সাজল রাখালগণ নিতি নব নৌতুন
নন্দের অঙ্গনে সবে যায়।
কানাই কানাই বলি করে অঙ্গ হেলাহেলি
আনন্দে ললিত গীত গায়॥

গোপালেরে সাজাইয়া চাঁদ-মুখ মোছাইয়া
ভালে দিল চন্দনের বিন্দু।
নব জলধর যেন চলিয়া যাইছে হেন
উদয় হইল জগ ইন্দু॥
দুই ভাই সাজি তায় হাসিয়া হাসিয়া যায়
করি কর কর একবন্ধ।
দেখিয়া বালক সব শুনি শিঙ্গা বেণু-রব
সুরপুরে লাগে বড় ধন্দ॥
ব্রজ-নারীগণ সব যার যেই বালক
সবাকার বিয়াকুল চিত।
ঘনরাম দাস ভণে হৈয়া আনন্দিত মনে
নিরখই দুহাঁকার রীত॥ ৪ ॥ ১২১৩ ॥

ভাটিয়ারি।

সকালে আসিও গোপাল ধেনুগণ লৈয়া।
অভাগিনী রৈল তোমায় চাঁদ-মুখ চাঞা॥
থাকিও শ্রীদামের সঙ্গে চরাইও বাছুরী।
জোরে শিঙ্গা রব দিও পরাণে না মরি॥
এ ক্ষীর নবনী এই খাইতে তোরে দিনু।
তুমি যাবে দূর বনে আমি ভাবি মনু॥৫॥১২১৪॥

তথা রাগ।

নন্দরাণি যাও গো ভবনে।
তোমার গোপাল আনি দিব বেলি অবসানে॥

লৈয়া যাই তোমার গোপাল রাখিব বসাঞা ।
আমরা ফিরাব ধেনু চাঁদ-মুখ চাঞা ॥
লৈয়া যাইতে তোমার গোপাল বড় পাই সুখ ।
বেণুতে ফিরায় ধেনু এ বড় কৌতুক ॥
যে দিনে যেবা মনে করি কানাই তাহা জানে ।
ক্ষুধা লাগিলে অন্ন কোথা হৈতে আনে ॥
এক দিন দাবানলে মরিতাম পুড়িয়া ।
তাহাতে রাখিল গোপাল কেমন করিয়া ॥
নন্দরাণি তেঞি তোমার গোপাল লৈয়া যাই ।
সঙ্গেতে সাজিল পাছে এ দাস বলাই ॥৮॥১২১৫॥

ভূপালী ।

আজু গোঠেরে সাজল দোন ভাই ।
রাম কানাই গোঠে সাজে, জোরে শিঙ্গা বেণু বাজে
বরজে পড়িল ধাওয়া ধাই ॥
চৌদিকে ব্রজ-বধূ মঙ্গল গাওত
মুরছিত কতহুঁ বয়ান ।
আগে লাখে লাখে ধেনু গগনে উঠিছে রেণু
দ্বিজগণে করে বেদ গান ॥
মুরহর হলধর ধরাধরি করি কর
লীলায় দোলায় নিজ অঙ্গ ।
ঘনাঞা ঘনাঞা কাছে আনন্দে ময়ূর নাচে
চান্দে মেঘে দেখি এক সঙ্গ ॥

সুবল তুলিল বানা যেখানে বলাই থানা
রাখালের কান্ধে ভাল সাজে।
রাম কানাই কুতূহলে সাজিলা যে আগু দলে
বলাই যুগল শিঙ্গা বাজে ॥৭॥১২১৬॥

তথা রাগ।

কানাই বলাই চলে দোন ভাই
বিদায় হইয়া যায়।
নন্দ যশোমতী স্নেহাধিক অতি
সঙ্গে সঙ্গে চলি যায় ॥

কত যে যতনে পিতা মাতাগণে
নিজ গৃহে পাঠাইয়া।
মত্ত বলরাম অতিশয় প্রেম
বিচিত্র ভৈগেল হিয়া ॥

ব্যাকুল-নয়নে সহিত সগণে
ব্রজ-রাজ গেলা ঘর।
তাহার পিরীতে অগেয়ান চিতে
ফিরে চলে হলধর ॥

ভুলিয়া সখার প্রেমের আবেশে
কানাই চলিলা বনে।
বলাই ফিরিল কিছু না জানল
এ দাস উদ্ধবে ভণে ॥৮॥১২১৭॥

তথা রাগ।

শিঙ্গা বেণু বেত্র বাধা কটিতে আঁটিয়া।
সাজল রাখালরাজ সঙ্গে শিশু লৈয়া॥
শ্রীদাম ডাকিয়া বলে ভাইরে কানাই।
এ সব রাখাল মাঝে বলাই দাদা নাই॥
তুমি যদি বেণু পূরি ডাক এক বার।
বড় মনে সাধ আছে ভাঙ্গি খাব তাল॥
শ্রীদামের কথা শুনি হরষিত হৈয়া।
হাসি পূরে বেণু দাদা বলাই বলিয়া॥
ঘনরাম দাসের মন করে উচাটন।
দাদা রে বলাই বলি ডাকে শিশুগণ॥৯॥১২১৮॥

সারঙ্গ।

বট ভাণ্ডীরে যাবি বলাই আয়রে আয়।
বরজ-বালক সব তোর মুখ চায়॥
ধেনু তৃণ নাহি খায় তোহারি ধেয়ানে।
উচ্চ-পুচ্ছ ধায় সব ব্রজ-পুর পানে॥
যমুনার তীরে যত রাখালের মেলা।
নাহিক নটন গীত নাহি কারু খেলা।
তো বিনু নাহিক সুখ গহন কাননে।
যাদবেন্দ্র ডাকে ঝাঁট দেও দরশনে॥১০॥১২১৯॥

তথা রাগ।

ধাইয়া আইলা নন্দরাণী কেশ নাহি চাকে।
বাছার মুখের বেণু তোরে কেন ডাকে॥

কানাইর মুখের বেণু শুনিয়া বলাই।
মাতল রোহিণী-সুত ডাকে ভাই ভাই॥
শিঙ্গা-রবে কহে কেন ডাক রে কানাই।
নিকটে আসিছি আমি আর ভয় নাই॥
ঘনরাম দাস বোলে শুন যশোমতি।
জান না এমতি হয় রাখালের মতি॥১১॥১২২০।

মঙ্গল।

বাঁকুয়া পাঁচনী হাতে রঙ্গিয়া রাখাল সাথে
বাহির হৈলা রোহিণী-নন্দন।
শিঙ্গা দিয়া চাঁদ-মুখে উভ করি দিলা ফুঁকে
শিঙ্গা-রবে ভেদিল গগন॥
পরিধান নীল ধটী গলে শোভে হেম-কাঁঠি
কোটি চন্দ্র জিনিয়া বদন।
আকর্ণ শোভিত ঠাম আঁখিযুগ ঘূর্ণমান
শোভে কত রতন-ভূষণ॥
এক কাণে কোকনদ দেখিতে লাগয়ে সাধ
আর কাণে মকর-কুণ্ডল॥
জিনি মদ-মত্ত হাতী গমন মন্থর-গতি
ধরণী করয়ে টলমল॥
বাহির হৈলা বলরাম না দেখিয়া ঘন-শ্যাম
প্রেমে ছল ছল দু'নয়ান।
জ্ঞানদাস কয় মিলিয়া রাখালময়
মাঝে করি নন্দের নন্দন॥১২॥১২২১॥

দেশ বরাড়ী।

কত কোটি চন্দ্র জিনি উজোর বদন খানি
মল্ল-ছাঁদে পরে নীল ধটী।
কর পদ সুরাতুল জিনি কোকনদ ফুল
বিনোদ-রূপের পরিপাটী॥
বলাই মল্ল-বেশে আইলা বাথানে।
শ্রীকরে চম্পক বেড়া চাঁচর চিকুরে চূড়া
শিখি-পুচ্ছ উড়িছে পবনে॥ধ্রু॥
কনক অঙ্গদ বালা গলে বৈজয়ন্তী মালা
মকর-কুণ্ডল এক কাণে।
কান্ধে শোভে শিঙ্গা বেত্র, ঘূর্ণিত রাতুল নেত্র
রাতা উতপল আর কাণে॥
বাথানে আসিয়া সুখে শিঙ্গা দিল চাঁদ-মুখে
ডাকে শিঙ্গা ধাও ধাও বলি।
শুনিয়া শিঙ্গার রব ধাইল ধবলী সব
মেলি গেল রাখাল-মণ্ডলী॥
হাঁকি নিজ নিজ পাল সব হয় সমিশাল
সবে মেলি করি এক ছাঁদ।
বলাই রঙ্গিয়া বড়ি হাতে ছিল ছান্দন ডুরি
চলিলা যেমন সোণার চাঁদ।
সকল রাখাল সঙ্গে পরম কৌতুক রঙ্গে
তাল-বন পানে ধন চায়।
রূপ গুণ বেশ দেখি জুড়ায় তাপিত আঁখি
প্রেমদাস কি বলিবে তায়॥১৩॥১২২২॥

॥ঞ্জ নিজ

শ্রীরাগ।

আসিয়া বলাই বলে কানাই ওরে ভাইয়া।
আমারে ডাকিয়া ছিলা কিসের লাগিয়া॥
হাসিয়া বলাই বলে কানাই ওরে ভাই।
ধেনুক মারিয়া সবে তাল ফল খাই।
শুনিয়া বলাইর কথা হরষিত হৈয়া।
সামাইল তাল-বনে কৌতুক করিয়া॥
রুষিয়া আইল ধেনুক বলাই দেখিয়া।
লীলায় মারিল তার পুচ্ছ ঘুরাইয়া॥
তাল ফল লৈয়া সবে করিলা ভোজন।
ঘনরাম দাস হেরি আনন্দিত মন॥১৪॥১২২৩॥

ভাটিয়ারি।

চলিলা রাখালগণ যথা গিরি গোবর্দ্ধন
ধেনুগণ ধায় আগে আগে।
ঘন বায় শিঙ্গা বেণু গগনে গো-ক্ষুর-রেণু
চরণে শরণ মহী মাগে॥

যমুনার তীরে তীরে গোগণ আনন্দে চরে
পাছে পাছে ধায় রামকানু।
শ্রীদাম সুদাম দাম ধাইছে ডাহিন বাম
উভ করি মুখে দিলা বেণু। ১৫ ১২২৪॥

ধানশী।

নানা খেলা খেইলা শ্রমযুত হৈয়া
বসিলা তরুর মূলে।
মলয় পবন বহয়ে সঘন
শীতল যমুনা-কূলে ॥
ছরমে ঘরমে আলসে বলাই
শুইলা সুবল-কোরে।
কানাই দেখিয়া আকুল হইয়া
পাদ সম্বাহন করে ॥
নবীন পল্লব লইয়া শ্রীদাম
সঘনে করয়ে বায়।
বসন ভিজাঞা যতনে আনিয়া
মোছয়ে বলাই গায় ॥
শ্রম দূরে গেল শীতল হইল
বলরামের শ্রী-অঙ্গ।
সব সখাগণ হরষিত মন
শিবাই দেখয়ে রঙ্গ ॥১৬।১২২৫॥

অথ যজ্ঞপত্নীর অন্ন-ভোজন।

ভাটিয়ারি।

শ্রীনন্দ-নন্দন করি গোচারণ
মলিন ও মুখ-শশী।
সঙ্গে হলধর সব সহচর
বংশীবট-তলে বসি ॥

সকল রাখাল ক্ষুধায় ব্যাকুল
কহয়ে তেজিয়া লাজ।
হৃদয় বুঝিয়া কি খাবে বলিয়া
পুছয়ে রাখালরাজ॥
বটু কহে ভাই অন্ন খাইতে চাই
যদি খাওয়াইতে পার।
তবে সুখ পাই গোধন চরাই
কিছু না চাহিয়ে আর॥
বটুর বচন শুনিয়া তখন
হাসি নবঘন-শ্যাম।
এ উদ্ধবদাস চির দিনে আশ
পূরাও মনের কাম॥১৭॥১২২৬॥

শ্রীরাগ।

একতালী তাল।

শ্রীদাম সুদামে ডাকি কহয়ে কানাই।
যাজ্ঞিক নিকটে চাহি অন্ন আন যাই॥
কহ গিয়া যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ আগে।
রামকৃষ্ণ ক্ষুধায় তোমারে অন্ন মাগে।
শুনিয়া শ্রীদাম গিয়া মুনি বরাবর।
রামকৃষ্ণ অন্ন চাহে কি কহ উত্তর॥
মুনি কহে কোন রামকৃষ্ণ কহ শুনি।
বলে ব্রজরাজ-সুত পরিচয় জানি॥

অরুণ নয়ান মুনি সক্রোধ বচন ।
যজ্ঞ-অগ্রভাগ চাহে গোপের নন্দন ॥
দেবতারে অন্ন নাহি করি সমর্পণে ।
গোপ জাতি আগে মাগে ভয় নাহি মনে ॥
নিন্দা শুনি শ্রীদামাদি ফিরিয়া আইলা ।
মুনির ভৎর্সনা রামকৃষ্ণেরে কহিলা ॥
অন্ন নাহি দেয় আর কহে কটুবাণী ।
শুনিয়া উদ্ধবদাসের আকুল পরাণি ॥১৮॥১২২৭॥

তথা রাগ ।

শুনিয়া শ্রীদামের কথা, অন্তরে পাইয়া ব্যথা
কহে তুমি যাও পুনর্ব্বার ।
যাহা যজ্ঞপত্নী রহে কহ কৃষ্ণ অন্ন চাহে
শুনিলে নৈরাশ নহে আর ॥

শুনি আর বার ধাই যজ্ঞপত্নী স্থানে যাই
কৃষ্ণ-আজ্ঞা কহিলা সত্বর ।
কহি তোমাদের আগে রামকৃষ্ণ অন্ন মাগে
ইথে মোরে কি কহ উত্তর ॥

শুনি কৃষ্ণ-পরসঙ্গ প্রেমে পরিপূর্ণ অঙ্গ
থরে থরে থালী সাজাইয়া ।
দিব্য অন্ন ভরি ভরি চলিলা যে সারি সারি
কুল-ভয় লজ্জা তেয়াগিয়া ॥

আর এক মুনির নারী তার পতি করে ধরি
রাখিলা নির্জ্জন-গৃহে তারে।
যাইবারে না পাইয়া নিজ তনু তেয়াগিয়া
শ্রীকৃষ্ণ ভেটিল দেহান্তরে॥

নানা অন্ন ব্যঞ্জন লৈয়া মুনি-পত্নীগণ
যেখানে বসিয়া রামকানু।
নবঘন-শ্যাম দেখি প্রেমে ছল ছল আঁখি
সমর্পিল অন্ন সহ তনু॥

নিরখিয়া শ্যাম-রূপ কি কোটি কন্দর্প-ভূপ
পদ-তলে করয়ে নিছনি।
এ উদ্ধবদাস কয় লখিলে লখিল নয়
অখিল অমিয়া-রস-খনি॥১৯॥ ১২২৮॥

মঙ্গল।

নবঘন জিনি তনু দক্ষিণ করেতে বেণু
সুবলের কান্ধে বাম-ভুজ।
চূড়া শিখি-পুচ্ছ বরিহা মালতী-গুচ্ছ
ভাঙ-ভঙ্গী নয়ান-অম্বুজ॥

অলকা তিলক ভালে কাণে মকর-কুণ্ডলে
পাকা বিম্ব জিনিয়া অধর।
দশন মুকুতা-পাঁতি কম্বু-কণ্ঠ শোভা অতি
মণি-রাজ হিয়া পরিসর॥

বনমালা তহিঁ লম্বে সারি সারি অলি চুম্বে
ক্ষীণ কটি সুপীত বসন ।
নাভি-সরোবর পাশে ত্রিবলী-লতিকা ভাসে
নিমগন রমণীর মন ॥

রামরম্ভা-উরু ছান্দে কত বিধু নখ-চান্দে
অরুণ-কমল পদ-তলে ।
দাঁড়াঞা কদম্ব-তলে বঙ্কিম লগুড় হেলে
রঙ্গ-ভঙ্গী নয়ান-অঞ্চলে ॥

ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম রঙ্গে বেশ নটবর-অঙ্গে
হাসিয়া মধুর মৃদু বোলে ।
এ দাস উদ্ধব ভণে ভুলিল রমণীগণে
রূপ দেখি নিমিখ না চলে ॥২০॥১২২৯॥

রামকেলি ।

যজ্ঞ-পত্নী অন্ন দিয়া নয়ান-ইঙ্গিত পাঞা
নিজ গৃহে করিলা গমনে ।
অন্ন পাঞা বন মাঝে আনন্দে রাখালরাজে
সখা সহ বসিলা ভোজনে ॥

অগ্রজ শ্রীবলরাম কৃষ্ণ করি নিজ বাম
চৌদিগে বেড়িয়া সব সখা ।
আনিয়া পলাশ পাত বাড়িলা ব্যঞ্জন ভাত
কি আনন্দ নাহি তার লেখা ॥

খাইতে খাইতে সুখে কেহ দেই কারু মুখে
বন্য ভোজন রস-কেলি।
খাইতে খাইতে আগে ব্যঞ্জন যে ভাল লাগে
প্রশংসি প্রশংসি ভাল বলি॥

কক্ষতালি দিয়া দিয়া ভুঞ্জয়ে আনন্দ হিয়া
সুখের সাগর মাঝে ভাসে।
ভোজন হইল সায় আচমন কৈলা তায়
গুণ গায় এ উদ্ধব দাসে॥ ২১॥ ১২৩০॥

অথ গোষ্ঠ-বিহার যথা॥

তুড়ী।

রাখালে রাখালে মেলা খেলিতে বিনোদ খেলা
অতিশয় শ্রম সবাকার।
ননীর পুতলী শ্যাম রবির কিরণে ঘাম
স্রবে যেন মুকুতার হার॥

শ্রীদাম আসিয়া বোলে বৈসহ তরুর তলে
কানাই হইবে মাঠে রাজা।
যমুনা-পুলিনে ভাই কংসের দোহাই নাই
কেহ পাত্র মিত্র কেহ প্রজা॥

বনফুল আন যত সপত্র কদম্ব শত
অশোক-পল্লব আম্র-শাখা।
শুনি শ্রীদামের কথা সকল আনিল তথা
নবগুঞ্জা-গুচ্ছ শিখী পাখা॥

গাঁথিয়া ফুলের মালে কদম্ব-তরুর তলে
রাজপাট করি নিরমাণ।
এ উদ্ধব দাসে ভণে কক্ষতালি ঘনে ঘনে
আবা আবা বাজায় বয়ান।। ২২।। ১২৩১॥

ধানশী।

বিবিধ কুসুম দিয়া সিংহাসন নিরমিয়া
কানাই বসিলা রাজাসনে।
রচিয়া ফুলের দাম ছত্র ধরে বলরাম
গদ গদ নেহারে বদনে॥

অশোক-পল্লব করে সুবল চামর করে
সুদামের করে শিখি-পুচ্ছ।
ভদ্রসেন গাঁথি মালে পরায় কানাইর গলে
শিরে দেয় গুঞ্জাফল-গুচ্ছ॥

স্তোককৃষ্ণ প্রতি বানা ঠাঞি ঠাঞি বসাইলা থানা
আজ্ঞা বিনে আসিতে না পায়।
শ্রীদামাদি দূত হৈয়া কানাইর দেহাই দিয়া
চারি পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়॥

করযুগ যুড়ি তথি অংশুমান করে স্তুতি
রাজ-আজ্ঞা বচন চালায়।
বটু করে বেদ-ধ্বনি পড়ে আশীর্ব্বাদ-বাণী
দাম বসুদাম নাচে গায়॥

অতি মনোহর ঠাট নিরমিয়া রাজপাট
কতেক হইল রস-কেলি।
এ উদ্ধবদাস কয় সখ্য-দাস্য-রসময়
সেবয়ে সকল সখা মেলি ॥২৩॥১২৩২॥

সারঙ্গ।

মোহন যমুনার মাঠে অশোকের বন।
নবীন পল্লব সব অতি সুশোভন ॥
তার মধ্যে দুই ভাই কৃষ্ণ বলরাম।
সখা সঙ্গে বিহরয়ে অতি অনুপাম ॥
নবীন-জলদ-শ্যাম-তনু মনোহর।
ধাতু-রাগ-নব-গুঞ্জা-শৃঙ্গ-বেত্রধর ॥
কদম্ব-মঞ্জরী কাণে শিখি-চন্দ্র চূড়ে।
পীতবাস পরিধান বনমালা উরে ॥
শ্রীদামের অংসে রাম হস্ত-পদ্ম দিয়া।
দক্ষিণ হস্তেতে এক পদ্ম ঘুরাইয়া ॥
দাঁড়াইয়া তরু-তলে সঙ্গে বলরাম।
নব মেঘে চান্দে কিয়ে ভেল এক ঠাম ॥
আহীর-বালক সব বেড়ি চারি পাশ।
মনের হরিষে দেখে নবচন্দ্র দাস ॥২৪॥১২৩৩॥

শ্রীরাগ।

পীত-ধটী হেম-কাঁঠি ছান্দন ডুরি মাথে।
গাভী দোহন-ভাণ্ড শোভে বাম হাতে ॥

শিঙ্গা বেণু মুরলী দক্ষিণ কক্ষ-মূলে।
ধবলি বলিয়া ধায় কালিন্দীর কূলে॥
লম্বিত গুঞ্জার মালা গোরোচনা ভালে।
গোধূলি-ধূসর অঙ্গ কাণে ফুল ডোলে॥২৫॥১২৩৪॥

শ্রীগান্ধার।

পাল জড় করি শিশুগণ মেলি
নামাইল যমুনার জলে।
আনন্দে গোগণে করে জলপানে
পিও পিও সবে বোলে॥

উচ্চ পুচ্ছ করি জলে পেট ভরি
উপরে উঠিল ধেনু।
রাখাল মেলিয়া তুলিয়া তুলিয়া
ঘন বায় শিঙ্গা বেণু॥

নব তৃণ পাঞা ধেনু খাইয়া খাইয়া
ভ্রময়ে যমুনা-তীরে।
নন্দের নন্দন করি গোচারণ
সখাগণ সঙ্গে ফিরে॥

বেলি অবসান দেখি বলরাম
ধেনুগণ লৈয়া সুখে।
কৃষ্ণ মাঝে করি সখাগণ ঘেরি
চলিলা গোকুল মুখে॥

গোষ্ঠে প্রবেশিয়া গোগণ রাখিয়া
পথেতে মিলিল মায়।
পুত্র কোলে নিলা পরাণ পাইলা
দাস গোবর্দ্ধন গায়।২৬॥১২৩৫॥

ইতি তৃতীয়-শাখায়াং দ্বাবিংশতি পল্লবঃ ॥

অথ গোবর্দ্ধন-যাত্রা।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

শ্রীগান্ধার।

দেখ দেখ অপরূপ গৌরাঙ্গ-বিলাস।
পুন গিরি-ধারণ পূরব লীলা-ক্রম
নবদ্বীপে করিলা প্রকাশ ॥
শুদ্ধ ভক্তি গোবর্দ্ধন পূজা কর জগ-জন
এই বিধি দিলা কলি মাঝে।
শ্রবণাদি নব অঙ্গ কল্পরুতময় অঙ্গ
পঞ্চ-রস ফল তাহে সাজে ॥
পুলক-অঙ্কুর শোভা অশ্রু-জল মনোলোভা
মন্দ বায়ু বেপথু সুন্দর।
নিজেন্দ্রিয়-উপচারে সেব সেই গিরিবরে
প্রেম-মণি পাবে ইষ্ট-বর ॥
দেখিয়া লোকের গতি কলিযুগ-সুরপতি
কোপে তনু কম্পিত হইল।
অধরম-ঐরাবতে কুমতি-ইন্দ্রাণী সাথে
সসৈন্যেতে সাজিয়া আইল ॥

কাম-মেঘ বরিষণে ক্রোধ-বজ্র নিক্ষেপণে
লোকের হইল বড় ডর।
লোভ-মোহ-শিলাঘাতে, মাৎসর্য্যাদি-খর-বাতে
ধৈর্য্য ধর্ম্ম উড়ে নিরন্তর॥

জানিয়া জীবের ভয় শ্রীগৌরাঙ্গ দয়াময়
উপায় চিন্তিলা মনে মনে।
ভক্ত-ভাব-সারোদ্ধার নিজে করি অঙ্গীকার
ভক্তি-গিরি করিলা ধারণে॥

তাহার আশ্রয়ে লোক পাসরিল দুঃখ শোক
কলি-ভয় খণ্ডিল সকলে।
তবে কলি-দেবরাজ পাঞা পরাভব-লাজ
স্তুতি করে চরণ-কমলে॥

অপরাধ ক্ষমাইয়া কহে কিছু দীন হৈয়া
যত জীব প্রভুর আশ্রয়।
যেবা তব গুণ গায় তাহে মোর নাহি দায়
এই সত্য করিল নিশ্চয়॥

প্রভু তারে দয়া কৈল ধন্য কলি নাম থুইল
অদ্যাপিহ ঘোষয়ে সংসার।
চৈতন্যদাসেতে বলে গোবর্দ্ধন-লীলা-ছলে
যুগে যুগে জীবের উদ্ধার॥১॥১২৩৬॥

অথ শ্রীকৃষ্ণ-লীলা।

তথা রাগ।

গাও রে গাও রে সুখে কৃষ্ণের চরিত।
গিরি গোবর্দ্ধন- যাত্রা মনোরম
শ্রবণ-মঙ্গল গীত॥
এক দিন ব্রজে ইন্দ্র পূজা কাজে
সাজে গোপ গোপী যত।
জানিয়া কারণ নন্দের নন্দন
কহেন আপন মত॥
শুন ব্রজ-রাজ গোপের সমাজ
না পূজ দেবের রাজা।
মোর লয় মনে গিরি গোবর্দ্ধনে
সাবধানে কর পূজা॥
এহি সে উচিত মোর অভিমত
পাইবে বাঞ্ছিত ফল।
নানা উপহারে বস্ত্র অলঙ্কারে
সত্বরে সাজিয়া চল॥
বিপ্রে দেহ দান হইবে কল্যাণ
না ভাবিহ আন চিতে।
কহে কৃষ্ণদাস সবার উল্লাস
শ্রীবাস-বচন-রীতে॥২॥১২০৭॥

তথা রাগ।

কি আনন্দ আজু বৃন্দাবনে॥ধ্রু॥
নন্দ আদি গোপ গোপী একত্র হইয়া।
গিরি গোবর্দ্ধন পূজে নিকটে যাইয়া॥

মিষ্টান্ন পক্কান্ন আনি ধরিলা সকলে।
কৃষ্ণ-গুণ গায় নানা বাদ্য কোলাহলে॥
হেনই সময়ে কৃষ্ণ দেব-মায়া মতে।
আরোহণ একরূপে করিলা পর্ব্বতে॥
দেখি গোপ গোপীগণে প্রণাম করিলা।
সবে কহে গোবর্দ্ধন মূর্ত্তিমন্ত হৈলা॥
প্রণাম করিয়া কহে নন্দের নন্দন।
দেখ দেখ কি ভাগ্য যতেক গোপগণ॥
যত ব্রজ-বাসী সবে পাইয়া আহ্লাদ।
পর্ব্বতের স্থানে মাগি নিল আশীর্ব্বাদ।
নানা দ্রব্য অলঙ্কারে সাজায়ে গোধনে।
বেদের বিহিত দান দিলেন ব্রাহ্মণে॥
কৃষ্ণের সহিত তবে গেলা গোবর্দ্ধনে।
ইন্দ্র-যজ্ঞ-ভঙ্গ কথা কৃষ্ণদাস ভণে॥৩।১২৩৮॥

তথা রাগ।

যত গোপগণ পূজে গোবর্দ্ধন
না কৈল ইন্দ্রের পূজা।
পাই অপমান কোপে কম্পমান
সাজিলা দেবের রাজা॥
মহা অহঙ্কারে কৃষ্ণ-নিন্দা করে
অজ্ঞানে মোহিত হৈয়া।
কহে গোপ-পুরী মহাবৃষ্টি করি
আজি ডুবাইব যাঞা॥

ডাকি মেঘগণে যতেক পবনে
আজ্ঞা দিলা সুর-পতি।
শিলা-বৃষ্টি করি ভাঙ্গ ব্রজ-পুরী
যাহ যাহ শীঘ্র-গতি॥
আপনি তখনে চড়িয়া বাহনে
বজ্র হস্তে দেবরাজ।
সঙ্গে সেনাগণ ছাইয়া গগন
আইল গোকুল মাঝ॥
চতুর্দিগে মেঘে ধায় বায়ু-বেগে
দিনে হৈল অন্ধকার।
খর বরিষণে বজ্রের ক্ষেপণে
ভাঙ্গিল ঘর দুয়ার॥
প্রলয়ের হেন বৃষ্টি-ধারা ঘন
ঝঞ্ঝনা চিকুর পড়ে।
হাহাকার করি পথাপথ ছাড়ি
ব্রজবাসী সব নড়ে।
পড়িয়া সঙ্কটে কৃষ্ণের নিকটে
. আইলা গোকুল-বাসী।
ধেনুগণ যত যূথে যূথে কত
দাঁড়াইল নিকটে আসি॥
কৃষ্ণ মহামতি গোকুলের পতি
কর পরিত্রাণ বোলে।
চৈতন্যদাস করি এই আশ
এবার রাখ গোকুলে॥ ৪ ॥ ১২৩৯ ॥

তথা রাগ।

নন্দ আদি গোপ গোপী হইলা বিকল।
দেখিয়া জানিলা কৃষ্ণ ইন্দ্রে করে বল॥
এতেক ভাবিয়া কৃষ্ণ নন্দের নন্দন।
এক হস্তে তুলিয়া ধরিল গোবর্দ্ধন॥
কন্দুকের প্রায় গিরি ধরিয়া কৌতুকে।
সবারে ডাকেন আন জননী জনকে॥
আইস আইস সবে শিশু বৎসগণ লৈয়া।
এই গর্ত্তে থাক আসি নির্ভয় হইয়া॥
গোপগণে বলে কৃষ্ণ শুন হে বচন।
হাত হৈতে তোমার যদি পড়ে গোবর্দ্ধন॥
সকল গোকুল-পুরী যাবে রসাতলে।
কিসে হৈতে রক্ষা তায় পাইবে সকলে॥
কান্দিয়া যশোদা দেবী কহে গোপগণে।
একাকী পর্ব্বত কৃষ্ণ ধরিবে কেমনে॥
কোথা রে কৃষ্ণের প্রিয় শ্রীদাম সুদাম।
সবে মেলি গোবর্দ্ধন ধর বলরাম॥
চৈতন্য দাসেতে কহে শুন যশোমতি।
গোকুল রাখিতে তুয়া সহায় শ্রীপতি॥৫॥১২৪০॥

তথা রাগ।

হেনকালে সখী মেলে রাই-কনক-গিরি
আচম্বিতে দরশন দিলা।
দাণ্ডাঞা রূপের ভরে ধরি সহচরী-করে
মুখ জিনি শশী ষোলকলা॥

রাই নব সুমেরু-সুঠাম।
স্মিত-সুরধুনী-ধারে রসের ঝরণা ঝরে
হেরি হেরি তৃপত নয়ান॥
নব অনুরাগ-বাতে স্থির নাহি বান্ধে চিতে
পাসরিলা নিজ মরিযাদ।
কাঁপে তনু থরহরে পর্ব্বত তোলয়ে করে
গোয়ালে গণিল পরমাদ॥
লগুড় লইয়া করে কেহ কেহ গিরি ধরে
উদার ব্রজের গোপগণ।
ললিতা দেবী হাসি দাঁড়াইলা আগে আসি
রাইয়ের করিয়া অদর্শন।
ভাব সম্বরিয়া হরি রাখিল গোকুল-পুরী
ইন্দ্রেরে করিয়া পরাজয়।
চৈতন্যদাসের বাণী ত্রিভুবনে জয়-ধ্বনি
গোবর্দ্ধন-লীলার সময়॥৬॥১২৪১॥

জয় জয় ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
ব্রজের জীবন প্রাণ-ধন॥
পরিবার সহ ব্রজ-বাসী।
গর্ত্ত হৈতে উঠিলা হরষি।
সেই খানে লীলায় শ্রীহরি।
স্থাপিলেন গোবর্দ্ধন গিরি॥
নন্দ আদি যত গোপগণে।
আশীর্ব্বাদ করে কায়মনে॥

কেহ কেহ করে আলিঙ্গন।
স্বর্গে স্তুতি করে দেবগণ।
যশোদা রোহিণী হর্ষ পাঞা।
চাঁদ-মুখ চুম্বয়ে চাপিয়া॥
আনন্দেতে নাচে বিদ্যাধরী।
পুষ্প বর্ষে অপ্সরা কিন্নরী॥
দেবরাজ পাঞা পরাভব।
করযোড়ে করে নানা স্তব॥
নিজ অপরাধ ক্ষেমাইয়া।
গেলা আপনার গণ লৈয়া॥
চৈতন্যদাসেতে ইহা গায়।
যুগে যুগে ভক্তের সহায়॥৭॥১২৪২॥

পুনশ্চ যথা॥

মঙ্গল।

কৃষ্ণের আদেশ পাঞা ইন্দ্র-যজ্ঞ নিবারিয়া
নন্দ আদি যত গোপগণ।
নানা উপহার লৈয়া সকলে একত্র হৈয়া
আইলেন যথা গোবর্দ্ধন॥

সহস্র সহস্র জন রান্ধে অন্ন ব্যঞ্জন
এক ঠাঞি লৈয়া করে রাশি
দধি-দুগ্ধ-সরোবর রোটী-রাশি থরে থর
হরিষে না খায় ব্রজ-বাসী॥

শ্রীকৃষ্ণের অভিমত পাক কৈল বহু মত
সূপান্ন পায়স শিখরিণী।
ব্যঞ্জনের কত কূপ পর্ব্বত সমান স্তূপ
অন্নকোটি করিলা সাজনি॥

নানা বাদ্য বাজে কত নর্ত্তকী নাচয়ে শত
সহস্র সহস্র লোকে গায়।
যত গোপ গোপীগণ অলঙ্কৃত সব জন
আনন্দে অবধি নাহি পায়॥

ধেনু বৎস সাজাইযা কত স্বর্ণ-মুদ্রা লৈয়া
ব্রাহ্মণেরে দেই নন্দরায়।
মহা মহোৎসব রোল কে কার শুনয়ে বোল
এ মাধব দেখিয়া বেড়ায়॥৮॥১২৫৩॥

শ্রীরাগ।

নানা মত অন্নকোটি করিয়া সাজন।
গোবর্দ্ধনে বিপ্রগণে কৈল সমর্পণ।
মূর্ত্তিমন্ত গোবর্দ্ধন আপনে আইলা।
অন্ন ব্যঞ্জন সব ভোজন করিলা।
প্রসন্ন হইয়া বর দিলা গোপগণে।
দেখি ব্রজ-বাসীগণ সবিস্ময় মনে॥
কৃষ্ণ কহে এই শৈল কর নমস্কার।
মাগি বর লেহ সবে যে ইচ্ছা যাহার

বর দিয়া গোবর্দ্ধন অন্তর্দ্ধান হৈলা।
প্রণাম করিয়া সবে বিস্ময় হইলা॥
গোবর্দ্ধন-প্রসাদ সবে করিলা ভক্ষণ।
আনন্দিত ব্রজ-বাসী প্রসন্ন হৈল মন॥ ৯॥১২৪৪॥

ধানশী।

যত ব্রজ-বাসীগণ পূজা কৈলা গোবর্দ্ধন
না করিল ইন্দ্রের অর্চ্চন।
করিল শৈলের পূজা শুনি ইন্দ্র মহারাজা
ক্রোধ করি ডাকে মেঘগণ॥

মহাক্রোধে ইন্দ্রদেব প্রলয়-কালের মেঘ
চারি জনে ডাকিয়া আনিলা।
অতি ক্রোধ-মন করি নন্দের গোকুল-পুরী
ডুবাইতে তারে আজ্ঞা দিলা॥

তবে দেব সুর-পতি আনি ঐরাবত হাতী
আপনি করিলা আরোহণ।
গোধন নাশিতে মেঘ যায় অতি বায়ু-বেগে
উপনীত নন্দের ভবন॥

পবনে করিয়া ঝড় উড়াইল বৃক্ষ ঘর
মুষল-ধারায় পড়ে জল।
ঝনকি তড়িত পাত ঘন হয় বজ্রাঘাত
জলে পূর্ণ হৈল উচ্চ স্থল॥

কৃষ্ণের আদেশ পাঞা গোধনাদি সব লৈয়া
গোবর্দ্ধনের লইলা শরণ।
কৃষ্ণ-চন্দ্র অতি ত্রস্ত পসারিয়া বাম হস্ত
ধরিলেন গিরি গোবর্দ্ধন।
তার মধ্যে গোপগণ ধেনু বৎস ধন জন
সশঙ্কিত হইয়া রহিলা।
ইন্দ্রদেব সাত দিন বৃষ্টি করি পরবীণ
পরাভব আপনি মানিলা ॥১০॥১২৪৫॥

ইত্যাদি কৃষ্ণ-মঙ্গলে।

তথা রাগ।

পর্ব্বত-গহ্বরে থাকি ব্রজ-বাসীগণ।
কৃষ্ণ রাখিলেন প্রাণ এই সবায় মন ॥
পরাভব মানি ইন্দ্র গেলা নিজ-স্থান।
ধেনু বৎস লইয়া উঠে যত গোপগণ ॥
নন্দ যশোমতী অতি হরষিত হৈয়া।
বহু দান কৈল কৃষ্ণের কল্যাণ লাগিয়া ॥১১॥১২৪৬॥

ইতি তৃতীয়-শাখায়াং ত্রয়োবিংশতি পল্লবঃ।

অথ শরৎকালীয়-পূর্ণিমায়াং মহারাসঃ।

তদুচিত-শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

তুড়ী।

বৃন্দাবন-লীলা গোরার মনেতে পড়িল।
যমুনার ভাব সুরধুনীরে করিল ॥

ফুলবন দেখি বৃন্দাবনের সমান।
সহচরগণ গোপি-জন অনুমান ॥
খোল করতাল গোরা সুমেলি করিয়া।
তার মাঝে নাচে গোরা জয় জয় দিয়া ॥
বাসুদেব ঘোষ তাহে করয়ে বিলাস।
রাস-রস গোরাচাঁদ করিলা প্রকাশ ॥১॥১২৪৭॥

কামোদ

নাচত গৌর রাস-রস অন্তর
গতি অতি ললিত ত্রিভঙ্গী।
ব্রজ-সমাজ রমণীগণ যৈছন
তৈছন অভিনয়-রঙ্গী ॥
দেখ দেখ নবদ্বীপ মাঝ।
বাওত গাওত মধুর ভকত শত
মাঝহি বর-দ্বিজরাজ ॥ ধ্রু ॥
তা তা দ্রিমি দ্রিমি মৃদঙ্গ সুবাজত
রুণু ঝুনু নূপুর রসাল।
রবাব বীণ আর স্বর-মণ্ডল
সুমিলিত কর করতাল ॥
এ হেন আনন্দ না হেরিয়ে ত্রিভুবনে
নিরুপম প্রেম-বিলাস।
ও সুখ-সিন্ধু পরশ কিয়ে পাওব
কহ রাধামোহন দাস ॥২॥১২৪৮॥

অভিসার।

কানড়া।

শরদ চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতী যূথী
মত্ত মধুকর ভোরণী।

হেরত রাতি ঐছন ভাতি
শ্যাম মোহন মদনে মাতি
মুরলী গান পঞ্চম তান
কুলবতী-চিত চোরণী॥

শুনত গোপী প্রেম রোপি
মনহিঁ মনহিঁ আপনা সোঁপি
তাঁহি চলত যাঁহি বোলত
মুরলীক কল রোলনী।

বিছুরি গেহ নিজহুঁ দেহ
একু নয়নে কাজর-রেহ
বাহে রঞ্জিত একু মঞ্জীর
একুঁ কুণ্ডল ডোলনী॥

শিথিল-ছন্দ নীবিক বন্ধ
বেগে ধাওত যুবতীবৃন্দ
খসত বসন রসন চোলি
গলিত বেণী লোলনী।

ততহিঁ বেলি সখিনী মেলি
কেহু কাহুক পথ না হেরি
ঐছনে মিলল গোকুল-চন্দ
গোবিন্দদাস বোলনী ॥৩॥১২৪৯॥

মল্লার।

বিপিনে মিলল গোপ-নারী
হেরি হসত মুরলীধারী
নিরখি বয়ান পুছত বাত
প্রেম-সিন্ধু গাহনী।

পুছত সবক গমন-ক্ষেম
কহত কিয়ে করব প্রেম
ব্রজক সবহুঁ কুশল বাত
কাহে কুটিল চাহনি ॥

হেরি ঐছন রজনী ঘোর
তেজি তরুণী পতিক কোর
কৈছে পাওলি কানন ওর
থোর নহত কাহিনী।

গলিত ললিত কবরীবৃন্দ
কাহে ধাওত যুবতীবৃন্দ
মন্দিরে কিয়ে পড়ল দ্বন্দ
বেঢ়ল বিপথ-বাহিনী॥

কিয়ে শারদ চান্দনী রাতি
নিকুঞ্জে ভরল কুসুম-পাঁতি
হেরত শ্যাম ভ্রমর-ভাতি
বুঝি আওলি সাহিনী।

এতহুঁ কহত না কহ কোই
রাখত কাঁহে মনহি গোই
ইহহি আন নহই কোই
গোবিন্দদাস গায়নী ॥৪॥১২৫০॥

ধানশী।

ঐছন বচন কহল যব কান।
ব্রজ-রমণীগণ সজল নয়ান।
টুটল সবহুঁ মনোরথ-করণী।
অবনত-আননে নখে লিখ ধরণী॥
আকুল অন্তর গদ গদ কহই।
অকরুণ-বচন-বিশিখ নাহি সহই॥
শুন শুন সুকপট শ্যামর চন্দ্র।
কৈছে কহসি তুহুঁ ইহ অনুবন্ধ॥
ভাঙ্গলি কুল শীল মুরলীক সানে।
কিঙ্কিণীগণ জনু কেশ ধরি'আনে॥
অব কহ কপটে ধরমযুত বোল।
ধার্ম্মিক হরয়ে কিয়ে কুমারী-নিচোল॥

তোহে সোঁপিত জীব তুয়া রস পাব।
তুয়া পদ ছোড়ি অব কো কাঁহা যাব ॥
এতহুঁ কহত ব্রজ-যুবতি মেল।
শুনি নন্দ-নন্দন হরষিত ভেল ॥
কবি পরসাদ তহিঁ করয়ে বিলাস।
আনন্দে নিরখয়ে গোবিন্দদাস ॥৫॥১২৫১॥

মহারাস।

কামোদ।

কাঞ্চন মণিগণ জনু নিরমাওল
রমণী-মণ্ডল সাজ।
মাঝহি মাঝ মহামরকত-সম
শ্যামর নটবর রাজ ॥
ধনি ধনি অপরূপ রাস-বিহার ॥
থির বিজুরী সঞে চঞ্চল জলধর
রস বরিখয়ে অনিবার ॥ ধ্রু ॥
কত কত চান্দ তিমির পর বিলসই
তিমিরহি কত কত চান্দে।
কনক-লতায়ে তমালহুঁ কত কত
দুহুঁ দুহুঁ তনু তনু বান্ধে ॥
কত কত পদুমিনী পঞ্চম গাওত
মধুকর ধরু শ্রুতি-ভাষ।
মধুকর মিলি কত পদুমিনী গাওত
মুগধল গোবিন্দদাস ॥৬॥১২৫২॥

অত্রান্তরে অন্তর্দ্ধানং যথা।

কেদার।

রাস-বিহারে মগন শ্যাম নটবর
রসবতী রাধা বামে।
মণ্ডল ছোড়ি রাই করে ধরি হরি
চললি আন বন-ধামে॥
যব হরি অলখিত ভেল।
সবহুঁ কলাবতী আকুল ভেল অতি
হেরইতে বন মাহা গেল॥ ধ্রু॥
সখীগণ মেলি সবহুঁ বন ঢ়ুঁড়ই
পুছই তরুগণ পাশ॥
কাঁহা মঝু প্রাণনাথ ভেল অতি অলখিত
না দেখিয়া জীবন নিরাশ॥
কহ কহ কুসুম- পুঞ্জ তুহুঁ ফুল্লিত
শ্যাম-ভ্রমর কাঁহা পাই।
কোন উপায়ে নাহ মঝু মিলব
উদ্ধবদাস তাঁহা যাই॥১॥১২৫৩॥

তথা রাগ।

পনস পিয়াল চূতবর চম্পক
অশোক বকুল বক নীপ।
একে একে পুছিয়া উতর না পাইয়া
আওল তুলসী সমীপ॥

জাতি যূথী নব- মল্লিকা মালতী
পুছল সজল-নয়ানে।
উতর না পাইয়া সতিনী সম মানই
দূরহিঁ করল পয়ানে॥

পুন দেখে তরুকুল অতিশয় ফলফুল-
ভরে পড়িয়াছে মহী মাঝ।
কাম্মুক হেরি প্রণাম করল ইহ
এ পথে চলল ব্রজ-রাজ॥

এত কহি বিরহে বেয়াকুল অতিশয়
ব্রজ-রমণীগণ রোয়।
উদ্ধবদাস কহে শ্যাম ভেল অলখিত
কতি ক্ষণে মিলব মোয়॥৮।১২৫৪॥

তথা রাগ।

যূথে যূথে রঙ্গিণী বরজক কামিনী
যামিনী কানন মাহ।
সব জন পরিহরি কুঞ্জে চলল হরি
করে ধরি রাইক বাহ॥

সজনি অব হরি কোন কানন মাহা গেল।
গুণবতী গুণহি মনহি মন বান্ধল
নাগর অনুকূল ভেল॥

ঠামহি ঠাম চরণ-চিহ্ন হেরই
রাই করল যাঁহা কোর।
কুসুম তোড়ি বহু বেশ বনাওল
সুরত-রঙ্গে ভেল ভোর ॥

কিশলয়-শেজ ঠামহি ঠাম হেরই
টুটল কত ফুলমাল।
দুহুঁ অঙ্গ-পরিমলে কানন বাসল
গুঞ্জরে মধুকর-জাল ॥

ধনি ধনি রমণী- শিরোমণি সুন্দরী
আরাধিলা মনমথ দেব।
গোপালদাস কহ তু সহচরী সহ
রাধামাধব সেব ॥ ৯।১১৫৫ ॥

ধানশী।

সকল রমণীগণ ছোড়ি বর-নাগর
রাইক কর ধরি গেল।
বনে বনে ভ্রমই কুসুমকুল তোড়ই
কেশ-বেশ করি দেল ॥

চলইতে রাই চরণে ভেল বেদন
কান্ধে চড়ব মন কেল।
বুঝইতে ঐছে বচন বহু-বল্লভ
নিজ তনু অলখিত ভেল ॥

না দেখিয়া নাহ তাহে ধনী রোয়ত
হা প্রাণনাথ উতরোলে।
ব্রজ-রমণীগণ না দেখিয়া মন-দুখে
ভাসল বিরহ-হিলোলে॥
উদ্দেশে কোই কোই বনে পরবেশিয়া
হেরল রোদিতি রাধা।
সখীগণ মেলি ধরণী পর লুঠই
উদ্ধবদাস চিতে বাধা॥ ১০ ॥ ১২৫৬ ।

তথা রাগ।

সবে মিলি বৈঠল কালিন্দী-তীর।
ঝর ঝর সবহুঁ নয়ানে বহে নীর॥
কাহাঁ গেও নাথ দুখ-সাগরে ডারি।
অবলা-মতি কৈছে তরইতে পারি॥
বিরহ-বিয়াধি-বিরামক লাগি।
গাওত তছু গুণ যামিনী জাগি॥
বিষ-জল ব্যাল বর্ষ ভয়ে রাখি।
অব কাঁহে মারসি অকরুণ আঁখি॥
যবহুঁ চলসি বন গোধন সাথ।
নিমিখে মানিয়ে জনু যুগ শত যাত॥
অব কৈছে তুয়া বিনে ধরব পরাণ।
তব বচনামৃত না করিয়ে পান॥
তুয়া পদ-পঙ্কজ কোমল জানি।
স্তন-যুগে রাখিতে ভয় অনুমানি॥

কৈছে কণ্টক-বনে করসি বিহার।
সোঙরি সোঙরি জীউ ধরই না পার ॥
এত কহি রোয়ত গদ গদ ভাষ।
কহ রাধামোহন দাসক দাস ॥ ১১ ॥ ১২৫৭ ॥

বরাড়ী ।

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং, কবিভিরীরিতং কল্মষাপহং।
শ্রবণ-মঙ্গলং শ্রীমদাততং, ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ।।

যত নারীকুল বিরহে আকুল
ধৈরজ ধরিতে নারে।
রসিক নাগর বুঝিয়া অন্তর
দাঁড়াইল যমুনা ধারে ॥
কদম্বের তলে বসি কোন ছলে
মৃহু মৃহু বায়ে বাঁশী ॥
শুনিতে শ্রবণে রজ-বধূগণে
তাহাই মিলল আসি ॥
মরণ-শরীরে পরাণ পাওল
ঐছন সবহুঁ ভেলি।
বন-দাবানলে পুড়িয়া যেমন
আমিয়া-সায়রে কেলি ॥
চাতকিনী থন হেরি নব-ঘন
মনের আনন্দে ভাসে।
জিনি জলধর বদন সুন্দর
চকোরিণী চারি পাশে ॥

বিরহে তাপিত ভেল তিরপিত
বরিখে অমিয়া-রাশি।
জ্ঞানদাস কহে শ্যামের বদনে
আধ ঈষত হাসি ॥ ১২ ॥ ১২৫৮ ॥

বিহাগড়া।

অঙ্গনামঙ্গনামন্তরা মাধবোমাধবং মাধবং চান্তরেণাঙ্গনা।
ইত্থমাকল্পিতে মণ্ডলে মধ্যগো বেণুনা সংজগৌ দেবকী-নন্দনঃ ॥
১৩ ॥ ১২৫৯ ॥

বেলোয়ার।

বাজত ডম্ফ রবাব পাখোয়াজ
করতল তাল তরল একু মেলি।
চলত চিত্র-গতি সকল কলাবতী
করে করে নয়নে নয়নে করু খেলি ॥
নাচত শ্যাম সঙ্গে ব্রজ-নারী।
জলদ-পুঞ্জে জনু তড়িত-লতাবলি
অঙ্গ-ভঙ্গ কত রঙ্গ বিথারি ॥ ধ্রু ॥
নটন-হিলোল- লোল মণি-কুণ্ডল
শ্রম-জল ঢল ঢল বদনহুঁ চন্দ।
রস-ভরে গলিত ললিত কুচ-কঞ্চুক
নীবি খসত অরু কবরীক বন্ধ ॥
দুহুঁ দুহুঁ সরস পরশ-রস-লালসে
তনু তনু আলসে রহত লুলাই।
গোবিন্দদাস পহু মূরতি মনোভব
কত যুবতি রতি-আরতি বাঢ়াই ॥১৪॥১২৬০॥

দেব গান্ধার।

বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাং।
সপ্রিয়াণামভূচ্ছব্দস্তুমূলোরাস-মণ্ডলে ॥ ১৫ ॥ ১২৬১ ॥

কেদার।

কালিন্দী-তীর সুধীর সমীরণ
কুন্দ কুমুদ অরবিন্দ বিকাশ।
নাচত ময়ূর ভোর মত্ত মধুকর
শুক সারিক পিক পঞ্চম ভাষ ॥
মধুবনে নিধুবন-মুগধ মুরারি ॥
মুগধ গোপ-বধূ অধিক লাখ সঞে
রঙ্গে বিহরে বৃষভানু-কুমারী ॥ ধ্রু ॥
নাচত নটিনী গায় নট-শেখর
গাওত নটিনী নাচে নট-রাজ।
শ্যামর সঞে গোরী গোরী সঞে শ্যামর
নব জলধরে জনু বিজুরী বিরাজ ॥
হেরি হেরি অপরূপ রাস-কলা-রস
মনমথে লাগল মনমথ ধন্দ।
ভুলল গগনে সগণে রজনীকর
চৌদিগে ফিরত দীপ ধরি চন্দ ॥
তারাগণ সঞে তারাপতি হেরি
লাজে লুকায়ল দিনমণি-কাঁতি।
গোবিন্দ দাস পহু জগ-মন-মোহন
বিহরই ভেল কলপ সম রাতি ॥১৬॥১২৬২॥

কেদার।

মণ্ডিত-হল্লীষক-মণ্ডলং।
নটন-সুচঞ্চল-মণি-কুণ্ডলং।
নিখিল-কলা-সম্পদি পরিচয়ী।
প্রিয়সখি পশ্য নটতি মুরজয়ী॥
মুহুরান্দোলিত-রত্ন-বলয়ং।
চল-নয়নাঞ্চল-কর-কিশলয়ং॥
গতি-ভঙ্গিভিরবশীকৃত-শশী।
স্থগিত-সনাতন-শঙ্কর-বশী॥ ১৭॥ ১২৬৭॥

প্রবন্ধ।

বিহাগ।

আগর তাতা দধি দধা উয়ারে,
থুণ্ড থুণ্ড থুণ্ড থুণ্ড থুণ্ড তা।
দৃগি তা দৃগি দৃগি মাদল বাজত
অঙ্গ-ভঙ্গে চলি যায়ত পা॥

তা তা তা থৈয়া তা থৈয়া দিগি দিগি
দিগি দিগি দিগি দিগি দিগি দিগি তা॥ধ্রু॥

রতি-রঙ্গে রঙ্গিত ভঙ্গিম গোপিনী
সঙ্গে নাচে গোপালা।
থিয়া ইয়া ইয়া ইয়া ইয়া ইয়া
বহু বিধ ছন্দ রসালা॥

রুণু রুণু রুণু রুণু ঝুনু ঝুনু ঝুনু ঝুনু
কর-কঙ্কণ রণরণি।
ঝম ঝম ঝাঁঘর কটি কটি কিঙ্কিণী
কঙ্কণ ঝুমর ধ্বনি॥
ডগ মগ ডগ মগ ডম্ফ ডুমিকি ডুমি
পি পি বেণু নিসানে॥
চলত চিত্র-গতি নর্ত্তন-পদ অতি
মাধব ইহ রস গানে।১৮॥১২৬৪॥

বিহাগড়া।

চৌদিকে চারু অঙ্গনা বেড়ি
রঙ্গিণী কত গাউনি।
ক্রতা তা থৈয়া থৈয়া থৈয়া থৈয়া বোলনি॥
মাঝে বিরাজে শ্যাম সুঘড় শিরোমণি॥
কিঙ্কিণী কিনি কিনি কিনি কিনি বোলনি॥
তাগর নাধোগ্‌গা ঘেটিতা ঘেটিতা,
ঘেটিতা ঘেনে নাঙ্‌ তিন্তগ্‌ তিন্ত ঘেনাং।
গরণ ঘেনাতি নিতা খিটিতুং গা তীগরঝাং॥
বর্ণিত রাস বিদ্যাপতি সুর।
রাধামোহন দাস রস-পূর॥ ১৯॥ ১২৬৫॥

কেদার।

ও নব-জলধর অঙ্গ। ইহ থির বিজুরী তরঙ্গ॥
ও বরমরকত ঠান। ইহ কাঞ্চন দশবান॥

রাধামাধব মেলি। মূরতি মদন রস-কেলি॥
ও তনু তরুণ তমাল। ইহ হেম যূথী রসাল॥
ও নব পদ্মিনী সাজ। ইহ মত্ত মধুকর রাজ॥
ও মুখ চান্দ উজোর। ইহ দিঠি লুবধ চকোর॥
অরুণ নিয়ড়ে পুন চন্দ। গোবিন্দদাস রহু ধন্দ॥২০॥১২৬৬॥

শ্রীরাগ।

রাস অবসানে অবশ ভেল অঙ্গ।
বৈঠল দুহুঁজন রভস-তরঙ্গ॥
শ্রম-ভরে অঙ্গ ঘাম বহি যায়।
কিঙ্করীগণ করু চামরের বায়॥
পৈঠল সবহুঁ যমুনা জল মাহ।
পানী-সমরে দুহুঁ করু অবগাহ॥
নাভি-মগন জলে মণ্ডলী কেল।
দুহুঁ দুহুঁ মেলি করল জলখেল॥
কণ্ঠ-মগন জলে করল পয়ান।
চুম্বয়ে নাহ তব সবহুঁ বয়ান॥
ছলে বলে কানু রাই লই গেল।
যো অভিলাস করল দুহুঁ মেল॥
জল সঞে উঠি তব মোছয়ে শরীর।
জনু বিধু-মণ্ডিত যামুন নীর॥
রাস-বিলাস করি পানী-বিলাস।
দাস অনন্তক পূরল আশ॥ ২১। ১২৬৭॥

কেদার।

কেলি সমাধি উঠল দুহুঁ তীরহি
বসন ভূষণ পরি অঙ্গ।
রতন-মন্দির মাহা বৈঠল নাগর
করল ভোজন-রঙ্গ॥

আনন্দ কো করু ওর।
বিবিধ মিঠাই ক্ষীর বহু বনফল
ভুঞ্জই নন্দ-কিশোর॥ ধ্রু॥

নাগর-শেষ লেই সব রঙ্গিনী
ভোজন করু রসপুঞ্জে।
ভোজন সমাধি তাম্বূল সবে খাওল
শুতলি নিজ নিজ কুঞ্জে॥

ললিতানন্দ কুঞ্জ যমুনা-তট
শুতল যুগল কিশোর।
দাস নরোত্তম করতহি সেবন
অলস নয়ন হেরি ভোর॥ ২২॥ ১২৬৮॥

কামোদ।

কুসুম-আসনে হরি বামে কিশোরী গোরী
বৈঠল কুঞ্জ-কুটীরে।
চিবুকে দক্ষিণ কর ধরি প্রিয়া গিরিধর
মুখানি নিছিয়া লেই শিরে॥

দেখ সখি অপরূপ ছান্দে।
প্রেম-জলধি মাঝে ডুবল দুহুঁ জন
মনমথ পড়ি গেল ফাঁদে॥
রতন-পালঙ্কোপর শেজ বিরাজিত
শুতল যুগল কিশোর।
স্মের মধুর মুখ- পঙ্কজ মনোহর
মরকত কাঞ্চন জোর॥
প্রিয় নর্ম্ম-সহচরী বীজন করে ধরি
বীজই মারুত মন্দ।
শ্রম-জল সকল কলেবর সীটল
হেরই পরম আনন্দ।
নরোত্তম দাস আশ পদ-পঙ্কজ-
সেবন-মধুরিম-পানে।
নিজ নিজ কুঞ্জে নিঁদ গেও সখীগণ
প্রিয়জন সেবই বিধানে॥ ২৩॥ ১২৬৯॥

ধানশী।

কোমল-শশি-কর-রম্য-বনান্তর-
নির্ম্মিত-গীত-বিলাস।
তূর্ণ-সমাগত-বল্লব-যৌবত-
বীক্ষণ-কৃত-পরিহাস॥
ভানু-সুতা-তট-রঙ্গ-মহানট
সুন্দর নন্দ-কুমার।
শরদঙ্গীকৃত-দিব্য-রসাবৃত-
মণ্ডল-রাস-বিহার॥ ধ্রু॥

গোপী-চুম্বিত-রাগ-করম্বিত-
লোচন-লোকন-লীন।
গুণ-বর্গোন্নত রাধা-সঙ্গত
সৌহৃদ-সম্পদধীন।।

তদ্বচনামৃত-পান-সদাহৃত-
বলয়ীকৃত-পরিবার।
সুর-তরুণীগণ-মতি বিক্ষোভন
খেলন বল্গিত-হার।

অম্বু-বিগাহন-নন্দিত-নিজ-জন
মণ্ডিত-যমুনা-তীর॥
সুখ-সম্বিদ্ঘন পূর্ণ-সনাতন
নির্ম্মল নীল-শরীর ॥২৪॥১২৭০॥

ইত্যাদি শরৎকালীয়-মহারাসঃ।
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-চরণ-ধ্যানেন এতদ্গীতসংগ্রহঃ কৃতঃ॥

অথ পুনশ্চ রাসঃ।

শ্রীগৌরচন্দ্র॥

কামোদ।

দং দ্রিমিকি দ্রিমি দ্রিমি মাদল বাজত
কতহুঁ তাল সুতালুয়া।
অখিল ভুবনক নাথ নাচত
শ্রীবাস আদি সবে গায়ুয়া॥

জানু-লম্বিত বাহু যুগল
কলিত-কলধৌত ঠামুয়া।
অরুণ-অম্বরে ভুবন ভগ মগি
যৈছে প্রাতর-ভানুয়া॥

ক্ষণহি কম্পিত ক্ষণহি পুলকিত
ক্ষণহি করযুগ চালনা।
ক্ষণহি উঠ করি বলই হরি হরি
পূরব-প্রেমক পালনা॥

চাঁদ অবধৌত ঠাকুর অদ্বৈত
সঙ্গে সহচর মেলিয়া।
কহে রামানন্দ কুলিশ সরসয়ে
দারু দরবতি কেলিয়া॥২৫॥১২৭১॥

কেদার।

একে সে মোহন যমুনার কূল
আরে সে কেলি-কদম্ব-মূল
আরে সে বিবিধ ফুটল ফুল
আরে সে শারদ-যামিনী।

ভ্রমরা ভ্রমরী করত রাব
পিক কুহু কুহু করত গাব
সঙ্গিনী রঙ্গিণী মধুর বোলনি
বিবিধ রাগ গায়নী॥

বয়স কিশোর মোহন ঠাম
নিরখি মুরছি পড়ত কাম
সজল-জলদ-শ্যাম-ধাম
পিঙল বসন দামিনী ॥

শাঙল ধবল কালিম গোরী
বিবিধ বসন বনি কিশোরী
নাচত গাওত রস বিভোরি
সবহুঁ বরজ-কামিনী।

বীণা কপিনাস পিনাক ভাল
সপ্ত-স্বর বাজত তাল
এ স্বব-মণ্ডল মন্দিরা ডম্বু
কেলি কতহুঁ গায়নী ॥

নূপুর ঘুঙ্গুর মধুর বোল
ঝনন ননন নটন লোল
হাসি হাসি কেহুঁ করত কোল
ভালি ভালি বোলনী।

বলরাম দাস করত তাল
গাওত মধুর অতি রসাল
শুনত ভুলত জগত উমত
হৃদয়-পুতলী দোলনী ॥ ২৬ ॥ ১২৭২ ॥

তথা রাগ।

নাচত বৃষভানু-কিশোরী
অঙ্গে অঙ্গে বাহু জোরি
মেঘ উপরে যৈছে দামিনী
ফিরত ঐছন ভাতিয়া।

তরু তমাল শ্যামলাল
মাঝে রহত ধরত তাল
ডালি ডালি করত রহত
গমন মন্থর পাতিয়া॥

নূপুর বলয়া কঙ্কণ সাজ
কনক কনক কিঙ্কিণী বাজ
তালে রীঝ রত সুঘড়শেখর
ডুবল জলদ-কাঁতিয়া।

বসন ভূষণ কবরী-ভার
খোলি পড়ত বার বার
হসত খসত কোই পড়ত
রঙ্গিণী রঙ্গে মাতিয়া॥

তাল মৃদঙ্গ ডম্ফ বাজ
বীণা পাখোয়াজ মধুর গাজ
আনন্দে মগন বৃষভানু-সুতা
সব সখীগণ সঙ্গিয়া।

রস-ভরে উই ক্ষীণ অঙ্গ
রাই বৈঠলি শ্যাম সঙ্গ
মন্দ-মন্দ হসত খসত
কানু অঙ্গে ভঙ্গিয়া ॥ ২৭ ॥ ১২৭৩ ॥

বিহাগড়া।

নন্দ-নন্দন সঙ্গে শোহন
নওল গোকুল-কামিনী।
তপন-নন্দিনী- তীরে ভালি বনি
ভুবন-মোহন লাবণী ॥

তাতা থৈয়া থৈয়া বাজে পাখোয়াজ
মুখর কঙ্কণ কিঙ্কিণী।
বিলসে গোবিন্দ প্রেম-আনন্দ
সঙ্গে নব নব রঙ্গিণী।

চারু বিচিত্র দুহুঁক অম্বর
পবনে অঞ্চল দোলনী।
দুহুঁ কলেবর ভরত শ্রমজ-
মোতি মরকত হেম মণি ॥

উর বিলোল বাজত কিঙ্কিণী
নূপুর-ধ্বনি সঙ্গিয়া।
গীম-দোলনী নয়ন-নাচনী
সঙ্গে রসবতী-রঙ্গিয়া ॥

রাসে মাধব বিবিধ বিলসই
সঙ্গে রঙ্গিণী মাতিয়া ॥
নীল দরপণ শ্যাম-মূরতি
হেরত গোবিন্দ দাসিয়া ॥ ২৮ ॥ ১২৭৪ ॥

বিহাগড়া ।

নাচে রে নাগর-শিরোমণি ।
যূথে যূথে পাটোয়ার সুঘড় রমণী ॥
রঙ্গিম-অধরে মৃদু মধুরিম হাস ।
বঙ্ক নেহারণি পিরীতি-সম্ভাষ ॥
থৈ তাতা থৈ তাতা কেহ কেহ বোল ।
কনয়া-নূপুর মণি-কিঙ্কিণী বোল ॥
চৌদিগে গাওত কত কত রমণী ।
মাঝে বিরাজে শ্যাম সুঘড় শিরোমণি ॥২৯॥১২৭৫॥

কেদার ।

নটহি নটবর রাস-মণ্ডল
রমণী-মণ্ডল মাঝ রে ।
হেম-করিণী- নিকর অন্তরে
বিহরে কুঞ্জর-রাজ রে ॥
কনয়া-কঙ্কণ ঝমর ঝন নন
রতন-কিঙ্কিণী বোল রে ।
দ্রিমিকি দ্রিমি দ্রিমি তাল তাণ্ডব
রাস-রসে মন ভোর রে ॥

গৌরী গোপিনী বাহু সুবলনী
শ্যাম তরুণ তমাল রে।
যৈছে যমুনাক মাঝে বিহরই
কনকময় মিরিণাল রে॥

সুভগ আনন ঘাম-জল-কন
মুদিত মনসিজ অঙ্গ।
দাস অনন্ত কহে রূপের বরণি নহে
বরিখে কত কত রঙ্গ॥ ৩০ ॥ ১২৭৬ ॥

কামোদ।

চন্দন চান্দ কুসুম নব কিশলয়
মন্দ পবন পিক-রাব।
বরিহা কপোত জোরে জোরে নাচত
চাতক নিজ পরথাব॥

ভালি রে ভালি অভিনব সদনক মাঝে।
রাধা রসবতী অতি রসে আরতি
কানু রসিক-বর রাজে॥ধ্রু॥

কুসুমিত কুঞ্জহি রঞ্জন মনসিজ
নব নব রঙ্গিণী মেলি।
রসময় ভৃঙ্গ কতহুঁ রস মধুকরী
ভ্রমি ভ্রমি করু রস-কেলি॥

ধনি রে ধনি রে ধনি তুহুঁ রূপ লাবণি
ধনি বৈদগধি কত ভাতি।
আর কে কহুঁ কত তুহুঁ রসে উনমত
জ্ঞান কহে নাহি দিন রাতি ॥৩১॥১২৭৭॥

তথা রাগ।

মনমথ-তন্ত্র- সুধীর সুনায়রী
শ্যামসুন্দর রস-সীম।
সব বৈচিত্র্য কলা-রস চাতুরী
নাগরী গুণ-গরিম ॥
বিলসই রাসে রসিক বর কান।
রাই বিনোদিনী শোভই বাম ॥ ধ্রু॥
নয়নক অঞ্জন কানু-কৃত রেখহিঁ
রাই তাহি ভেল ভোর।
প্রেমে পরশ-রস লীলা-রস-লহরী
তুহু তনু ভাবে উজোর ॥
চঞ্চল চারু চিকুরে শিখি-চন্দ্রক
সুন্দর সিন্দুর দাগ।
তুহুঁক হৃদয়ে উদয় সুখ-সম্পদ
জ্ঞান কহে ধনি অনুরাগ ॥৩২॥১২৭৮॥

সুহই।

নাগরী নাগর শ্যাম রাজে।
রঙ্গে মিলল তুহুঁ মণ্ডলী মাঝে ॥

অতিরসে পুলকিত অঙ্গ।
উপজত কত কত মদন-তরঙ্গ ॥
বিগলিত কেশ বেশ ভেল ভঙ্গ।
রতি-রস-আবেশে বাঢ়ল দুহুঁ রঙ্গ ॥
রাসে রসিকবর বিলসই রাধা।
গৌর আধ তনু শ্যামর আধা ॥ ধ্রু॥
দুহুঁ সুখে আপনে নাহি রস ওর।
হেম মরকত জনু লাগল জোর ॥
ভুজে ভুজে বেড়ি অধর-রস নেল।
দুহুঁ মুখ চাদে দুহুঁ চুম্বন দেল ॥
দুহুঁক মরম দুহুঁ জানল ভাল।
জ্ঞানদাস কহে মদন দালাল ॥৩৩॥১২৭৯॥

বেলোয়ার।

রাস-বিলাসে রসিক বর-নাগর
বিলসই রসবতী মাঝে।
দুহুঁ বনি বেশ বয়স বৈদগধি
অবধি করিয়া ধনি সাজে ॥

এক অপরূপ রস এই ক্ষিতি-মণ্ডলে
মধুময় কুসুমিত-কুঞ্জে।
রাধা রাতি দিবস রস-আরতি
শ্যামর-ঘন-রস-পুঞ্জে ॥

অলিকুল-রব শুক-রাব।
কোকিলকুল শুরু পঞ্চম গাব ॥ধ্রু॥
ফিরত মনোহর ময়ূরক পাঁতি
মদন হাট পড়য়ে দিন রাতি ॥
বাজত বিবিধ যন্ত্র একতান।
নিজ গণ সঙ্গে রঙ্গে রস গান ॥
নারী পুরুষ দুহুঁ ভাবে বিভোর।
জ্ঞানদাস কহ কি কহব ওর ॥১৪॥১২৮০॥

মঙ্গল।

সহজে শ্যাম মনোহর ছান্দ।
লীলা-রভস মনোহর ফান্দ ॥
তাহে কত কত বেশ বিশেষ পরিপাটী।
হেমমণি রমণীক হৃদয়ক শাটী ॥
ধনী বনী আওল মোহন রায়।
ব্রজ-বনিতা বনি সঙ্গীত গায় ॥
ভালে বিলম্বিত চন্দ্রক-চূড়।
কত কত মধুকর উনমত উড় ॥
হিয়ে হীর-হারক চন্দ্রক জ্যোতি।
জনু আন্ধিয়ার জলে গজ-মোতি ॥
কটি কিঙ্কিণী ধটী উপরে কাছ।
জনু ঘন সৌদামিনী থির আছ ॥
চরণ-কমল মণি-মঞ্জীর বোল।
জ্ঞানদাস আনন্দে উতরোল ॥৩৫॥১২৮১॥

গুর্জ্জরী।

বিলসে গোবিন্দ প্রেম-আনন্দ
সঙ্গে নব নব রঙ্গিণী।
চারু চিত্রিত দুহুঁক অম্বর
পবনে কিঞ্চিত দোলনি॥
উরে লম্বিত হার চম্পক-
দাম কর্দ্দম চন্দনে।
দুহুঁক কলেবর ভরল শ্রম-জল
মোতি মরকত কাঞ্চনে॥
কনক দরপণ ভাল বেঢ়ল
মাঝে শ্যাম নট-রাজ রে।
নবীন জলধরে থির বিজুরী
নবীন শশধর সাজ রে॥
বলয়া রণরণি কনক-কিঙ্কিণী
নূপুর-ধ্বনি সঙ্গিয়া।
নয়ন-চাহনি প্রেম দোলনি
হেরই নব নব রঙ্গিয়া॥৩৬॥১২৮২॥

বেলোয়ার।

বিনোদিনী রাধা নব নাগর কান।
নটন-বিলাস- উলাস পুলক তনু
এক শকতি দুই একই পরাণ॥ধ্রু॥

একে নব কুঞ্জ কুসুম অতি মনোহর
ভ্রমরা ভ্রমরীগণ গাওয়ে রসাল।
রতনক দীপ নীপ পর হিমকর
মদনদেব মোহন নট-রাজ॥
বাজত বলয় নূপুর মণি-কিঙ্কিণী
শ্যাম-বামে রহু গোরী কিশোরী।
ভুজ দুহুঁ দুহুঁক কান্ধ পর শোভই
নব বারিদে জনু বিনোদ বিজুরী॥
মৃদু মধুরস্মিত মিলিত-দৃগঞ্চল
আনন্দে হেরি দুহুঁ দুহুঁক বয়ান।
অখিল ভুবন সুখ- সাগরে শুতল
জ্ঞানদাস চিতে ঐছন ভান॥৩৭॥১২৮৩॥

বিহাগড়া।

দুহুঁ জন নটন- পরিশ্রম অতিশয়
প্রিয়-সহচরীগণ মেলি।
নিকটহি যমুনা- নীর সুশীতল
পৈঠি করত জল-কেলি॥
দেখ রাধামাধব রঙ্গে।
হেম-কমলিনী সনে নীল-কমল জনু
ভাসই যমুনা-তরঙ্গে॥
চৌদিগে সখীগণ করে কর বন্ধন
মাঝহি রাধা কান।
জল-মণ্ডুক-ধ্বনি করে জল উছলনি
আনন্দে করল সিনান॥

অপরূপ শ্যাম- চরিত কোই সমুঝব
সখী সঙ্গে কেলি-বিলাস।
সব জন মরমে নিকটে মঝু বিহরত
কহতহিঁ ইহ শ্যামদাস ॥৩৮॥১২৮৪॥

তথা রাগ।

রাধামাধব সখীগণ সঙ্গ।
নাহি উঠল তীরে মোছল অঙ্গ॥
সবে মেলি কয়ল বসন পরিধান।
করতহিঁ বহুবিধ বেশ বনান॥
বৈঠল দুহুঁ জন নিরজন-কুঞ্জে।
রতন-পীঠ পর আনন্দ-পুঞ্জে॥
বহু উপহার তাহি আনি দেল।
ভোজন কয়ল সখীগণ মেল॥
ভোজন সারি শয়ন-পরিষঙ্কে।
নাগরী শুতল নাগর-অঙ্কে॥
ললিতা তাম্বূল বীড় বনাই।
উদ্ধবদাস কবে দেওব যোগাই ॥৩৯॥১২৮৫॥

পুনশ্চ।

ধানশী।

শরদ-পূর্ণিমা নিরমল রাতি
উজোর সকল বন।
মল্লিকা মালতী বিকসিত অতি
মাতল ভ্রমরগণ॥

তরুকুল-ডাল ফুল ভরি ভাল
সৌরভ পূরিল তায়।
দেখিয়া সে শোভা জগ-মন-লোভা
ভুলিল নাগর রায়॥

নিধুবনে আছে রতন-বেদিকা
মণি মাণিকেতে বান্ধা।
ফটিকের তরু শোভিয়াছে চারু
তাহাতে হীরার ছান্দা॥

চারি পাশে সাজে প্রবাল মুকুতা
গাথনি মাঠনি কত।
তাহাতে বেড়িয়া কুঞ্জ-কুটীর
নিরমাণ শত শত॥

নেতের পতাকা উড়িছে উপরে
কি তার কহিব শোভা।
অতি রম্য স্থল বেদ-অগোচর
কি কহিব তার আভা॥

মাণিকের ঘটা কিরণের ছটা
এমতি মণ্ডপ ঘর॥
চণ্ডীদাস বোলে অতি অপরূপ
নাহিক যাহার পর॥৪০॥১২৮৬॥

কামোদ।

রমণী-মোহন বিলসিতে মন
হইল মরমে পূণি।
গিয়া বৃন্দাবনে বসিয়া যতনে
রমিতে বরজ-ধনী॥

মধুর মুরলী পূরে বনমালী
রাধা রাধা করি গান।
একাকী গভীর বনের ভিতর
বাজায় কতেক তান॥

অমিয়া নিছনি বাজিছে সঘন
মধুর মুরলী গীত।
অবিচল কুল- রমণী সকল
শুনিয়া হরল চিত॥

শ্রবণে যাইয়া রহল পশিয়া
বেকতে বাজিছে বাঁশী।
আইস আইস বলি ডাকয়ে মুরলা
যেন ভেল সুখ-রাশি॥

আনন্দ-অবশ পুলক-মানস
সুকুমারী ধনী রাধে।
গৃহ-কর্ম্ম যত হৈল বিসরিত
সকল করিল বাধে॥

রাইয়ের অগ্রেতে যতেক রমণী
কহয়ে মধুর বাণী ।
ওই ওই শুন কিবা বাজে তান
কেমন করয়ে প্রাণী ॥
সহিতে না পারি মুরলীর ধ্বনি
পশিল হিয়ার মাঝে ।
বরজ-তরুণী হইল বাউরী
হরিল কুলের লাজে ॥
কেহ পতি সনে আছিল শয়নে
ত্যজিয়া তাহার সঙ্গ ।
কেহ বা আছিল সখীর সহিত
কহিতে রভস-রঙ্গ ॥
কেহ বা আছিল দুগ্ধ-আবর্ত্তনে
চুলাতে রাখি বেসালি ।
তেজি আবর্ত্তন হই আগুয়ান
ঐছনে সে গেল চলি ॥
কেহ শিশু লৈয়া কোলেতে করিয়া
দুগ্ধ করায়েন পান ।
শিশু ফেলি ভূমে চলি গেল ভ্রমে
শুনি মুরলীর গান ॥
কেহ বা আছিল শয়ন করিয়া
নয়ানে আছিল নিঁদ ।
যেন চোরাইল হরিয়া লইল
মানসে কাটিয়া সিঁদ ॥

কেহ আছিল রন্ধন করিতে
তেমনি চলিয়া গেল
কৃষ্ণ-মুখী হৈয়া মুরলী শুনিয়া
সব বিসরিত ভেল॥

সকল রমণী ধাইল অমনি
কেহ কাহা নাহি মানে।
যমুনার কূলে কদম্বের মূলে
মিলল শ্যামের সনে॥

ব্রজ নারীগণ দেখিয়া তখন
হাসিয়া নাগর রায়।
রাস-বিলসন করল রচন
দ্বিজ চণ্ডীদাসে গায়॥৪১॥১২৮৭॥

মঙ্গল।

ব্রজ-রমণীগণ হেরি হরষিত মন
নাগর নটবর-রাজ।
নটন-বিলাস- উলাসহি নিমগন
চৌদিকে রমণী-সমাজ॥

যূথে যূথে মেলি করে কর ধরাধরি
মণ্ডলী রচিয়া সুঠান।
বাজত বীণ উপাঙ্গ পাখোয়াজ
মাঝহি রাধা কান॥

শারদ-সুধাকর গগন নিরমল
কাননে কুসুম বিকাশ।
কোকিল ভ্রমর গাওয়ে অতি সুন্দর
অমল কমল পরকাশ ॥
হেরি হেরি ফিরি ফিরি বাহু ধরাধরি
নাচত রঙ্গিণী মেলি।
জ্ঞানদাস কহ নাগর রসময়
কর কত কৌতুক কেলি ॥৪২॥১২৮৮॥

কেদার

শ্যামর সকল কলারস-সীম।
গোরী নাগরী কত গুণহিঁ গরিম ॥
দুহুঁ বনি বেশ বয়স এক ছান্দ।
রাজিত কুঞ্জ মঞ্জু মুখ-চাঁদ।
বিলসই রাসে রসিক বর নাহ।
নয়নে নয়নে কত রস নিরবাহ ॥
দুহুঁ বৈদগধি দুহুঁ হিয়ে হিয়ে লাগ।
দুহুঁক মরমে পৈঠে দুহুঁক সোহাগ ॥
দুহুঁক পরশ-রসে দুহুঁ ভেল ভোর।
বোলইতে বয়নে উগরে নাহি বোল ॥
পূরল দুহুঁক মনোরথ-সিন্ধু।
উছলিত ভেল তহি স্বেদ বিন্দু বিন্দু ॥
দুহুঁক পরশ-রসে দুহুঁ উমতায়।
জ্ঞানদাস কহ মদন সহায় ॥৪৩॥১২৮৯॥

সুহই

কুঞ্জ-কুটীর কুসুম নব পল্লব
ভ্রমরা ভ্রমরী কত রঙ্গে।
সারী নারী শুক পুরুখ জোরে জোরে
ময়ূর ময়ূরীক সঙ্গে ॥

ভুবনে অনুপ রাস রসপতি মোহন
ষড়-ঋতু নব নিতি নিতি।
রাই কানু তাহে নিতি নব নিরবাহে
খেনে খেনে নবীন পিরীতি ॥

নয়নে নয়নে রোষ পরশিতে গুণ দোষ
বিহসিতে শত গুণ রঙ্গ।
খেনে খেনে হৃদয়ে হৃদয় পরশাইতে
ভাবে ভরয়ে দুহুঁ অঙ্গ ॥

নাচত গাওত কোই কোই বাওত
বিলসিতে বিগলিত বেশ।
জ্ঞানদাস কহ আবেশে অবশ তনু
তাহে কত কেলি বিশেষ ॥৪৪॥১২৯০॥

ভরি নাগর কোর।
বিলসই নাগরী সুখের নাহি ওর ॥ ধ্রু॥
ধনী রঙ্গিণী রাই।
বিলসই হরি সঞে রস অবগাই ॥

হরি মানস সাধা।
বিলসই শ্যাম পরাজিত রাধা॥
হরি সুন্দর মুখে।
অধর না দেই চুম্বই নিজ সুখে॥
ধনী রঙ্গিণী ভোর।
ভুলল গরবে কানু করি কোর॥
দুহুঁ দুহুঁ গুণ গায়।
একই মুরলী-রন্ধ্রে দুজন বাজায়॥
কেহ কহে মৃদু ভাষ।
নাগরী-পরশে অবশ পীতবাস॥
কেহ কাড়ি লয়ে বেণু।
রাস-রসে আজি ভুলল কানু॥ ৪৫ ॥১২৯১॥

সুহই।

আজু রসে বাদর নিশি।
প্রেমে ভাসল সব বৃন্দাবন-বাসী॥
শ্যাম-ঘন বরিখয়ে কত রস-ধার।
কোরে রঙ্গিণী রাধা বিজুরী সঞ্চার॥
ভাবে পিছল পথ গমন সুবঙ্ক।
মৃগমদ-চন্দন-পরিমল পঙ্ক॥
দিগ বিদিগ নাহি প্রেমের পাথার।
ডুবল নরোত্তম না জানে সাঁতার॥৪৬॥১২৯২॥

শ্রীরাগ।

(আজু) নিকুঞ্জ-বনে　　　　শ্যামের সনে
　　কিরূপ দেখিনু রাই।
কেমন বিধাতা　　　　ঘটন মুরতি
　　লখই নাহিক যাই॥

সজল জলদ　　　　কানুর বরণ
　　চম্পক-বরণী রাই।
মণি মরকত　　　　কাঞ্চনে জড়িত
　　ঐছন রহল ঠাঁই॥

কিয়ে অপরূপ　　　　রাস-মণ্ডল
　　রমণী-মণ্ডল-ঘটা।
মনমথ মনে　　　　পায়ল চেতনে
　　দেখিয়া ও অঙ্গ-ছটা॥

বদনে মধুর　　　　হাস অধরে
　　হৃদয়ে হৃদয়ে সঙ্গ।
কোন রসবতী　　　　রসের আবেশে
　　কুসুম-শয়নে অঙ্গ॥

নবীন মেঘের　　　　নিবিড় আড়া
　　তাহে বিজুরী যোই।
দাস লোচনের　　　　রাই সরবস
　　ও রস-আবেশে মোই॥৪৭॥১২৯৩॥

কেদার।

আজু দুহুঁ ভালে বনি।
দুহুঁ কান্দে দুহুঁ ভুজ দোহেঁ দোঁহা প্রেম-পুঞ্জ
লাবণ্য-সায়রে যৈছে চান্দ চান্দনী॥ ধ্রু॥

সুন্দর সে মুখ ভাল তিলক ত্রিভঙ্গ মাল
সুন্দর সিন্দুর-বিন্দু ইন্দু-বদনী।
শিরে শিখণ্ড বেণী মত্ত ময়ূর ফণী
অতিরসে অবশ বিনোদ বিনোদিনী॥

রস-ভরে পীনস্থলী কম্পিত জঘন দলি
কটি টুটি পড়ে ভয়ে ফুকরে কিঙ্কিণী।
অরুণ চরণ-ভঙ্গে দুহুঁ প্রেমে-রস-রঙ্গে
কুঙ্কুম-রঞ্জন নখ-মণি মণি-খনি॥৫৮॥১২৯৪॥

ততঃ সম্ভোগঃ।

ভূপালী।

রাধা-বদন হেরি কানু আনন্দ।
জলনিধি উছলই হেরইতে চন্দ॥
কতহুঁ মনোরথ কৌশল করি।
কুসুম-শরে রাই কানু অসম্বরি॥
পুলকে পূরিত তনু হৃদয় উল্লাস।
নয়ন ঢুলাঢুলি আধ আধ হাস॥
দুহুঁ অতি বিদগধ অতুলন লেহা।
রসের আবেশে বিছুরল নিজ দেহা॥

হার টুটল পরিরম্ভণ বেলি।
মৃগমদ চন্দন সব দূরে গেলি।
খসল কুসুম কেশ দুহুঁ অতি ভোর।
নীলমণি কাঞ্চন জড়িত উজোর ॥ ৪৯ ॥ ১২৯৫ ॥

শঙ্করাভরণ।

কুসুমিত মধুবন মধুকর মেলি।
পিককুল গাওত মনমথ-কেলি ॥
নিধুবনে যুগধল নাগরী কান।
এক কলেবর একুই পরাণ ॥
চান্দ চন্দন মন্দ মলয়জ-বাতে।
অতিরসে বাদর নহে পরভাতে ॥
রাধামাধব মধুর বিলাস।
বহু অবলোকনে মৃদু মৃদু হাস ॥
রূপ কলা গুণ দুহুঁ সমতুল।
প্রেম পরশ-রস আরতি অমূল ॥
নিবিড় আলিঙ্গন করত অপার।
চুম্বনে বদনে রচয়ে সীতকার ॥
পূরল মনোরথ বিগলিত স্বেদ।
দুহুঁ তনু একই নহত বিভেদ।
বিগলিত কেশ বসন ভেল আন।
জ্ঞানদাস কহ একই পরাণ ॥ ৫০ ॥ ১২৯৬।

বরাড়ী।

বড় অপরূপ দেখিনু সজনি
নয়লী কুঞ্জের মাঝে।
ইন্দ্রনীল-মণি কনকে জড়িত
হিয়ার উপরে সাজে॥

কুসুম-শয়নে মিলিত নয়নে
উলসিত অরবিন্দ।
শ্যাম-সোহাগিনী কোরে ঘুমায়লি
চান্দের উপরে চান্দ॥

কুঞ্জ কুসুমিত সুধাকরে রঞ্জিত
তাহে পিককুল গান।
মরমে মদন-বাণ দোঁহে অগেয়ান
কি বিধি কৈলা নিরমাণ॥

মন্দ মলয়জ পবন-বহ মৃদু
ও সুখ কো করু অন্ত।
সরবস ধন দোঁহার দুহুঁ জন
কহয়ে রায় বসন্ত॥ ৫১ ॥ ১২৯৭ ॥

ইতি শরৎকালীয়-মহারাসঃ।

ইতি তৃতীয়-শাখায়াং চতুর্বিংশতি পল্লবঃ।

অথ গোষ্ঠঃ।

তদুচিত-শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

সুহই।

ভাটিয়ারি।

লাখবান হেম বরণ গৌর-জ্যোতি
মুখ বর শারদ-চান্দ।
অখিল ভুবন-মন- মোহন মনমথ-
মনমথ রাজকি ছান্দ॥
দেখ গৌরচন্দ্র নব কাম।
আনন্দ সার মিলিত নবদ্বীপে
প্রকট ভাব অবিরাম॥
সঙ্গব সুসময় হেরি খেনে বোলত
হোয়ব গোঠ বিহারে।
পুন তব বোলত সফল জীবন তছু
যো ইহ রূপ নিহারে॥
ব্রজপতি-নন্দন চান্দ চলত বন
সৌধ উপরে চল যাই।
রাধামোহন ইহ বর মাগয়ে
সোই চরণ জনু পাই॥১॥১২৯৮॥

মায়ূর।

দেখ দেখ ব্রজেশ্বরী-নেহ।
গোধন সঙ্গে বিজয় কর নিজ সুতে
কি করব না পায়ই থেহ॥ধ্রু॥

মুখ ধরি চুম্বন করতহিঁ পুন পুন
নয়নে গলয়ে জল-ধার।
স্তন-গত বসন ভিজি পড়য়ে ঘন
ক্ষীর-ধারা অনিবার॥
বিনিহিত নয়ন বয়ন-কমল পর
যৈছন চান্দ চকোর।
দিন-অবসানে কিয়ে পুন হেরব
অনুমানি হোত বিভোর॥
কো বিহি অদভুত প্রেম ঘটাওল
তাহে পুন ইহ পরমাদ।
ভণ রাধামোহন অনুদিন ঐছন
হোয়ত রস-মরিযাদ॥২॥১২৯৯॥

তথা রাগ।

মণ্ঠক তাল।

আজু বিপিনে যাওত কান
মূরতি মূরত কুসুম-বাণ
জনু জলধর রুচির অঙ্গ
ভঙ্গী-নটবর-শোহিনী।
ঈষত হাসত বদন চান্দ
তরুণী-নয়ন নয়ন ফান্দ
বিম্ব-অধরে মুরলী খুরলি
ত্রিভুবন-মন-মোহিনী॥

কুসুম-মিলিত চিকুর-পুঞ্জ
চৌদিকে ভ্রমরা ভ্রমরী গুঞ্জ
পিঞ্ছ-নিচয়-রচিত-মুকুট
মকর-কুণ্ডল দোলনী।
চঞ্চল নয়ন খঞ্জন জোর
সঘনে ধাওত শ্রবণ ওর
গীম শোহন রতন রাজ
মোতিম-হার লোলনী॥
কটি পীত-পট কিঙ্কিণী বাজ
মদগতি অতি কুঞ্জর-রাজ
জানু লম্বিত কদম্ব-মাল
মত্ত মধুকর ভোরণী।
অরুণ বরণ চরণ কুঞ্জ
তরুণ-তরণি-কিরণ গঞ্জ
গোবিন্দদাস-হৃদয় রঞ্জ
মঞ্জু-মঞ্জীর বোলনী॥ ৩॥ ১৩০০॥

তুড়ী।

গোঠ বিজয়ী ব্রজরাজ-কিশোর।
জননী-বিরচিত বেশ উজোর॥ ধ্রু॥
আগে অগণিত কত গোধন চলিয়া।
পাছে ব্রজ-বালক হৈ হৈ বলিয়া॥
সম-বয় বেশ সবহুঁ করি ছান্দ।
রাম-বামে চলু শ্যামর চান্দ॥

ময়ূর-শিখণ্ড চূড়ে ঝলমলিয়া।
মণিময় কুণ্ডল টলমলিয়া॥
শির পর চান্দ অধর পর মুরলী।
চলইতে পন্থে করয়ে কত খুরলী॥
কটি-তটে পীত পটাম্বর বনিয়া।
মন্থর-গতি চলু গজবর জিনিয়া॥
মণি-মঞ্জীর বাজত রণ ঝনিয়া।
গোবিন্দদাস কহই ধনি ধনিয়া॥৪॥১৩০১॥

মল্লার।

গোঠে গোচর গূঢ় গোপাল।
গাওত গমকে গণ্ডকিরী গুর্জ্জরী
গৌরী গোল গান্ধার॥
গোপী গোপ গবীগণ-গোপক
গোকুল-গাম-বিহারী।
গুঞ্জা গৈরিক গোরস গরভিত
গোরোচনা রুচির-ধারী॥
গহন-গুহাগত- গো-চারণ-রত
গো-দোহন-রতি-কারী।
গো-গিরিধারী গূঢ় গরবাইত
গুরু গৌরব পরচারী॥
গজ-গতি-গামী গাণ-গুণ-গুম্ফিত
গগনে চরয়ে সুরবৃন্দ।
গোরস গাহি গবীশ্বর-নন্দন
গাওত দাস গোবিন্দ॥ ৫ ॥১৩০২॥

।

মুদির-মরকত- মধুর মূরতি
মুগধ মোহন ছান্দে।
মল্লী মালতী মালে মধুকর
মত্ত মনমথ ফান্দে॥
শ্যাম সুন্দর সুঘড় শেখর
শরদ-শশধর-হাস।
সঙ্গে সবয়স সুবেশ সম-বয়
সতত সুখময় ভাষ॥
চিকণ চাঁচর চিকুরে চুম্বিত
চারু চন্দ্রক-পাঁতি।
চপল চমকিত চকিত চাহনি
চিত-চোরক ভাতি॥
গিরিক গৈরিক গোরজ গোরোচন
গন্ধ-গরভিত বাস।
গোপ গোপন গরিম গুণ-গান
গাওত গোবিন্দদাস॥৬॥১৩০৩॥

সারঙ্গ।

গোধন সঙ্গে রঙ্গে যদুনন্দন
বিহরই যমুনা-তীর।
দাম শ্রীদাম সুদাম মহাবল
গোপ গোয়াল সঙ্গে বলবীর॥

বাজত ঘন ঘন বেণু।
হৈ হৈ রাব হাম্বারব গরজন
আনন্দে মগন চরত সব ধেনু॥
সম-বয়-বেশ কেশ পরিমণ্ডিত
চূড়ে শিখণ্ডক কুসুম উজোর।
মণিময় হার গুঞ্জা নব মঞ্জুল
হেরইতে জগ-জন-মন করু ভোর॥
বলয়-নিসান কনক কটি কিঙ্কিণী
নূপুর রুণু ঝুনু বাজ।
গোবিন্দদাস পহু নিতি নিতি ঐছন
বিহরই নব-ঘন বিপিন সমাজ॥৭॥১৩০৪॥

অথ দিবাভিসার॥

সুরট্ সারঙ্গ।

তপনক তাপে তপত ভেল মহীতল
তাতল বালুক দহন সমান।
চড়ল মনোরথে ভাবিনী চলু পথে
তপন-তাপ নাহি জান॥
প্রেমক গতি অনিবার।
নবীন-যৌবনী ধনী চরণ কমল জিনি
তবহিঁ করল অভিসার॥ধ্রু॥
কুল গুণ গৌরব সতী-যশ অপযশ
তৃণ করি না মানয়ে রাধে।
মন মাহা মদনে- মহোদধি উছলল
ছোড়ল কুল-মরিযাদে।

কতহুঁ বিঘিনী জিতল অনুরাগিণী
সাধল মনমথ-তন্ত্র।
গুরুজন-নয়ন নিবারিতে সুবদনী
পাঠ করয়ে মণিমন্ত্র॥
কেলি-কলাবতী কুসুম সরসী-কূলে
কৌশলে করল পয়ান।
যত ছিল মনোরথ পূরল মনমথ
ইহ কবিশেখর গান॥৮॥১৩০৫॥

সারঙ্গ।

সহচর সঙ্গে রঙ্গে ব্রজ-নন্দন
কত কত মত করি খেল।
রাইক গমন- সময় বুঝি তৈখনে
আন ছলে আপহি গেল॥
সজনি হের দেখ মিলন-রঙ্গ।
চাঁদক দরশনে যৈছন জল-নিধি
উছলিত অধিক তরঙ্গ॥ধ্রু॥
দূরহি দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ কর
নয়নহি আনন্দ-নীর।
দুহুঁ অঙ্গ পুলকিত দুহুঁ ঘরমাইত
কম্পিত দুহুঁক শরীর॥
কতহুঁ যতনে দুহুঁ হোয়ল একঠাম
দুহুঁ রূপ পিবইতে চাহ॥
রাধামোহন পহু চতুর-শিরোমণি
খেলত রস অবগাহ॥৯॥১৩০৬॥

ধানশী।

দূরহিঁ দুহুঁ হেরি দুহুঁ পুলকাইত
দুহু ভেল ভাবে বিভোর।
নয়ানে নয়ানে যব দুহুঁ দোহাঁ নিরখই
তব বহু আনন্দ-লোর॥

সজনি দেখ রাধামাধব-প্রেম।
দুহুঁ দোহাঁ কি করব থেহ ন পাওত
জনু দুহুঁ দারিদ-হেম॥

দুহুঁ কর বচন রচন পুন গদ গদ
দুহুঁ অঙ্গ ভেল সুকম্প।
দুহুঁ দোহাঁ পরশিতে দুহুঁ ভেল নিমগন
ঐছন হোয়ত স্তম্ভ॥

অপরূপ বিধু-মণি দুহুঁ কিয়ে বিধুবর
মঝু মন করত আশংস।
রাধামোহন পহু দুহুঁ অতি নিরুপম
ত্রিভুবন করু পরশংস॥১০॥১৩০৭॥

সারঙ্গ।

ঘন ঘন চুম্বন ঘন পরিরম্ভণ
ভুজে ভুজে সঘন সন্ধান।
ঘন ঘন নখ-শর- ঘাতন দুহুঁ জন
আনন্দে আপনা না জান॥

অপরূপ নিধুবন-কেলি।
অতি রসে নিমগন দিনহিঁ রাধা মাধব
মদন-কদন দূরে গেলি ॥ধ্রু॥

দুহুঁ দোঁহা উর পর নিচল-কলেবর
করত সঘন সীতকার।
অভিনব ঘনবর থির বিজুরী কিয়ে
বেড়ি রহল অনিবার ॥

দাস যদুনন্দন কব সোই হেরব
হোয়ব বেলি অবসান।
শুকযুগ হেরি তবহুঁ নিবেদব
করইতে সো সমাধান ॥১১॥১৩০৮॥

সুহই।

রাধা মাধব যব দুহুঁ মেলি।
নিদাঘক দাহ সবহুঁ দূরে গেলি ॥ধ্রু॥
তহিঁ পুন সরোবর মন্দির মাঝ।
কল-জল-শীকর-নিকর বিরাজ ॥
সৌরভ-মিলিত গন্ধবহ মন্দ।
কি করব দিনমণি-কিরণক বন্ধ ॥
তহিঁ বর সুরত-বাপী অবগাহ।
রাধামোহন পহু রসিক সুনাহ ॥১২॥১৩০৯॥

ইত্যাদি গ্রীষ্ম-সময়োচিত-মিলনং।

ধানশী।

রাই নিয়ড় সঞে চলু যব কান।
সখাগণ মাঝহি করল পয়ান॥
দূরহি নেহারি ধেনুগণ ধায়।
সহচরগণ সব মিলল তায়॥
ধেনুগণ অঙ্গহি দেওত হাত।
উর্দ্ধ পুচ্ছ করি ধুনায়ত মাথ॥
সবহুঁ সখাগণ পুছত তাই।
কোন কাননে ছিলা ভাই কানাই॥
কাহে মলিন ভেল তোহারি বয়ান।
যদুনন্দন হেরি আকুল পরাণ॥১৩॥১৩১০

করুণ ভাটিয়ারি।

হিয়ায় কণ্টক দাগ বয়ানে বন্ধন নাগ
মলিন হৈয়াছে মুখ-শশী।
আমা সবা তেয়াগিয়া কোন বনে ছিলা গিয়া
তোমা বিনে সব শূন্য বাসি॥

নবঘন-শ্যাম তনু ঝামর হৈয়াছে জনু
পাষাণ বেজেছে রাঙ্গা পায়।
বনে আসিবার কালে, হাতে হাতে সোঁপি দিলে
ঘরে গেলে কি বলিব মায়॥

খেলাব বলিয়া বনে আইলাম তোমার সনে
বসিয়া থাকিব তরু-ছায়।
বনে বনে উকটিয়া তোর লাগি না পাইয়া
আমা সবা প্রাণ ফাটি যায় ॥১৪॥১৩১১॥

অথ গোষ্ঠাৎ-গৃহাগমনং।

শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

তুড়ী।

বেলি অবসান হেরি শচী-নন্দন
ভাবহিঁ গদ গদ বোল।
কানুক গমন- সময় অব হোয়ল
শুনিয়ে বেণুক রোল ॥
সজনি না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গ-বিলাস।
প্রেমহি নিমগন রহতহিঁ অনুক্ষণ
কতিহুঁ নাহি অবকাশ। ধ্রু॥
খেনে পুন কহই নিকট শুনিয়ে অব
ঘন হাম্বা-রব রাব।
হেরইতে শ্যাম- চন্দ্র অনুমানিয়ে
গোকুল-জন যত ধাব ॥
ঐছন ভাতি করত কত অনুভব
যো রসে কৃত অবতার।
রাধামোহন পহু সো বর শেখর
তৈছন সতত বিহার ॥১৫॥১৩১২॥

কানড়া।
বা
গৌরী।

গো-খুর-ধূলি উছলি ভরু অম্বর
ঘনহু হাম্বা-রব হৈ হৈ রাব।
বেণু-বিষাণ- নিসান সমাকুল
সঙ্গে সঙ্গে সব সহচর ধাব ॥
বন সঞে গিরিবরধর ঘর আওয়ে।
জলদ হেরি জনু হরষিত চাতকী
ব্রজ-রমণীগণ মঙ্গল গাওয়ে ॥ ধ্রু।
কুটিল অলককুল গোরজ-মণ্ডিত
বরিহা-মুকুট মনোহর ছান্দ।
বিপিন-বিহারী ছরমে ঘরমাইত
ঝামর নীল উতপল মুখ-চান্দ ॥
কিশলয়-বলিত ললিত মণি-কুণ্ডল
গণ্ড-মুকুরে উজিয়ার।
গোবিন্দদাস পহু নটবর-শেখর
হেরইতে জগ ভরি মদন বিথার ॥১৬॥১৩১৩

গৌরী।

তরুণী-লোচন- ·তাপ-বিমোচন-
হাস-সুধাঙ্কুর-ধারী।
মন্দ-মরুচ্চল- পিঞ্ছ-কৃতোজ্জ্বল-
মৌলিরুদার-বিহারী ॥

সুন্দরি পশ্য মিলতি বনমালী।
দিবসে পরিণতি মুপগচ্ছতি সতি
নব-নব-বিভ্রম-শালী ॥ধ্রু।
ধেনু-খুরোদ্ধৃত- রেণু-পরিপ্লুত-
ফুল্ল-সরোরুহ-দামা।
অচির-বিকস্বর- লসদিন্দীবর-
মণ্ডল-সুন্দর-ধামা ॥
কল-মুরলী-রুতি- কৃত-তাবক-রতি
রত্র দৃগন্ত-তরঙ্গী।
চারু-সনাতন- তনুরনুরঞ্জন-
কারী সুহৃদ্গণ-সঙ্গী ॥১৭॥১৩১৪॥

তুড়ী।

গোঠে প্রবেশ করায়ল গোগণ
সখাগণ নিজ নিজ মন্দিরে গেল।
বৎসক বান্ধি ছান্দি ধেনুগণ
ঘন ঘন দোহন কেল॥
সুন্দর শ্যামর-অঙ্গ।
রঙ্গ পটাম্বর হার মনোহর
গো-ধূলি-ধূসর অঙ্গ ॥ধ্রু॥
নব নব পল্লব- গুচ্ছ-সুমণ্ডিত
চূড়ে শিখণ্ডক বেড়ল দাম।
মকরাকৃত মণি- কুণ্ডল দোলনি
হেরই চমকি পড়য়ে কত কাম॥

নব ফুল-মাল বিরাজিত উর পর
কিঙ্কিণী রণরণি নূপুর পায়।
গোবিন্দদাস পহু জগ-মন-মোহন
ব্রজ-রমণীগণ হরষিত তায় ॥১৮॥১৩১৫॥

অথ গোষ্ঠবিহারাদি।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুরট সারঙ্গ।

সুরধুনী-তীরে তীর মাহা বিলসই
সম-বয় বালক সঙ্গ।
করতল-তাল- বলিত হরি হরি ধ্বনি
নাচত নটবর-ভঙ্গ ॥
জয় শচী-নন্দন ত্রিভুবন-বন্দন
পূর্ণ পূর্ণ অবতার।
জগ-অনুরঞ্জন ভব-ভয়-ভঞ্জন
সংকীর্ত্তন পরচার ॥
চম্পক-গোর প্রেম-ভরে কম্পই
ঝম্পই সহচর কোর।
অঙ্গহি অঙ্গ পুলককুল আকুল
কঞ্জ-নয়নে ঝরু লোর ॥
ধনি ধনি ভাবিনী চতুর-শিরোমণি
বিদগধ-জীবন জীব।
গোবিন্দদাস এ হেন রসে বঞ্চিত
অবহুঁ শ্রবণে নাহি পিব ॥ ১৯ ॥ ১৩১৬ ॥

শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য।

তথা রাগ।

কমল জিনিয়া আঁখি শোভা করে মুখ-শশী
করুণায় সবা পানে চায়।
বাহু পসারিয়া বোলে আইস আইস করি কোলে
প্রেম-ধন সবারে বিলায়॥
কাঁচনী কটির বেশ শোভিছে চাঁচর কেশ
বান্ধে চূড়া অতি মনোহর।
নাটুয়া ঠমকে চলে বুক বাহি পড়ে লোরে
বিবিধ জীবের তাপ-হর॥
হরি হরি বল বলে ডাহিনে বামে অঙ্গ দোলে
রাম গৌরীদাসের গলা ধরি।
মধুমাখা মুখ-চান্দ নিতাই প্রেমের ফান্দ
ভব-সিন্ধু উছলে লহরী॥
নিতাই করুণা-সিন্ধু পতিত জনার বন্ধু
করুণায় জগত ডুবিল।
মদন-মদের অন্ধ প্রসাদ হইল ধন্দ
নিতাই ভজিতে না পারিল॥ ২০ ॥ ১৩১৭ ॥

তুড়ী।

যমুনাক তীরে ধীরে চলু মাধব
মন্দ মধুর বেণু বায়ই রে।
ইন্দীবর-নয়নী বরজ-বধূ কামিনী
সদন তেজিয়া বনে ধাবই রে॥

অসিত অম্বুধর অসিত সরসীরুহ
অসিত কুসুম তহিঁ করত সুতানি রে।
ইন্দ্র-নীলমণি উদার মরকত-
শ্রী-নিন্দিত বপু-আভা রে॥

শিরে শিখণ্ডদল নব গুঞ্জাফল
নিরমল মুকুতা লম্বিত নাসাতল রে।
নব কিশলয় অব- তংস গোরোচন
অলকা তিলক মুখ শোভা রে॥

শ্রোণি পীতাম্বর বেত্র বাম কর
কম্বু-কণ্ঠে বনমালা মনোহর রে।
ধাতু-রাগ- বিচিত্র কলেবর
চরণে চরণ পরি শোভা রে॥

গো-ধূলি-ধূসর বিশাল বক্ষস্থল
রঙ্গ-ভূমি জিনি বিলাস নটবর রে।
গো-ছান্দন রজ্জু বিনিহিত কন্ধর
রূপে ভুবন-মনোলোভা রে॥

ব্রহ্মা পুরন্দর দিনমণি শঙ্কর
যো চরণাম্বুজ সেবে নিরন্তর রে।
সো হরি কৌতুকে ব্রজ-বালক সাথে
গোপ নগরী অভিলাসা রে॥

অনুখন সো মধু- রিপু-পদ-পঙ্কজ-
পরাগ-লালস-মানস-মধুকর রে।
অভিনব সৎকবি দাস জগন্নাথ
জননী-জঠর-ভয় নাশা রে ॥ ২১ ॥ ১৩:৮ ॥

শ্রীগান্ধার।

ব্রজ নন্দকি নন্দন নীলমণি।
হেরি চন্দন-তিলক ভালে বনি ॥
শিখি-পুচ্ছক বন্ধনী বামে টলি।
ফুল-দাম নেহারিতে কাম চলি ॥
অতি কুঞ্চিত-কুন্তল-লম্বী চলি।
মুখ নীল-সরোরুহ বেড়ি অলি ॥
ভুজ-দণ্ডে বিখণ্ডিত হেমমণি।
নব-বারিদ বিদ্যুত-স্থির জনি ॥
অতি চঞ্চল লম্বিত পীত ধটি।
কল-কিঙ্কিণী সংযুত পীত কটি ॥
পদ নূপুর বাজত পঞ্চ স্বরে।
কর বাদন নর্ত্তন গীত বরে ॥
পদ-নূপুর বাজত পঞ্চরসে।
বেণু-রাব বেয়াপিত দিগ দশে ॥
যোগী যোগ ভুলে মুনি ধ্যান চলে।
ধায় কামিনী কাননে তেজি কুলে।
গজ সর্প সঙ্গে গিরিরাজ চলে।
সুখ-রূপ সুবীরুধ পুষ্প-ফলে ॥

সুরাসুর লজ্জিত শান্ত মনে।
পদ-সেবক দেব নৃসিংহ ভণে ॥২২॥১৩১৯॥

শ্রীরাগ।

শ্রুতিপাশ বিলাস মণি-মকরাকৃতি
কুণ্ডল মণ্ডিত গণ্ডে দোলে।
নট-বেশ সুকেশ চূড়া শিখী সাজনী
মালতী-মাল প্রসন্ন দলে ॥

ধেনু চরায়ত বেণু বাজায়ত
কালিন্দী-তীর পুলিন-বনে।
প্রিয় দাম শ্রীদাম সুদাম মহাবল
এ সব গোপ সখা সগণে ॥

শিখি-পুচ্ছ-শিরোনব মেঘ-রুচিং।
মণি-কাঞ্চন-ভূষিত-বেণু-করং।
সিত-চন্দন-চর্চ্চিত-নীল-তনুং।
বনমাল-গলং বর-পীত-পটং ॥২৩॥১৩২০ ॥

সারঙ্গ।

গিরিধর লাল গিরি পর খেলন
তরু হেলন পদ-পঙ্কজ দোলনীয়া।
অতি বল সুবল, মহাবল বালক
কান্ধে ছান্দ করে ভাণ্ড দোহনীয়া॥

গিরিবর নিকট খেলত শ্যামসুন্দর
ঘূর্ণিত নয়ন বিশালা।
নৌতুন তৃণ হেরিয়া যমুনা-তট
চঞ্চল ধায় গোপালা॥
সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে নন্দ-নন্দন
উপনীত যমুনা-তীর।
পাঁচনী বেত্র বাম কক্ষে দাবই
অঞ্জলি ভরি পিয়ে নীর॥
প্রিয় সুদাম শ্রীদাম মধুমঙ্গল
তীরে রহি হেরত রঙ্গ।
শ্যামল সুন্দর মূরতি মনোহর
হেরি যমুনা অতি বাঢ়ল তরঙ্গ॥২৪॥১৩২১॥

তথা রাগ।

গলিত রজত-গিরি জিনি তনু সুন্দর
জানু লম্বিত বন-মাল।
নীল বসন বনি অপরূপ শোভনি
মরকতে হীরক মিশাল॥
ধাওত ধবলী পাছে বলরাম।
চঞ্চল নয়ান ঢুলায়ে জনু পঙ্কজ
হেরি মুগধ ভেল কাম॥ধ্রু॥
উভ করি ধবলি শাঙলি বলি ডাকই
কোমল বৎস লেই কান্ধে।
সঘনে খসয়ে শিখি- পুচ্ছ মনোহর
ছান্দন ডুরি দেই বান্ধে॥

বদন চান্দ জিনি অধর জিনি বান্ধুলী
তাহে মধুর মৃদু হাস।
বয়থয়ে অমিয়া নয়ন ভরি পিবই
সহচর সুন্দর দাস ॥২৫॥১৩২২॥

ভাটিয়ারি ।

নীল বসন রতন ভূষণ
নাটুয়া মোহন বেশ ।
বদন-ছান্দে মদন কান্দে
চামরী চাঁচর কেশ ।
তাহাতে বিনোদ চূড়া ।
শিখণ্ড রচিত গুঞ্জায় খচিত
বিবিধ কুসুমে বেড়া ॥ ধ্রু ॥
গণ্ড-মণ্ডলে এক কুণ্ডল
এক মঞ্জুল ফুল ।
চান্দ-বদনে শিঙ্গার নিসানে
ধাওয়ে ধবলীকুল ॥
মধু-মঙ্গল বামে সুবল
সমুখে চিকণ কালা ।
তার মাঝে রাম জিনি কোটি কাম
যমুনা দু কূল আলা ॥
সখাগণ সনে ভাণ্ডীরের বনে
যমুনা-পুলিনে রৈয়া ।
চরায় ধেনু বাজায় বেণু
দাস সুন্দর লৈয়া ॥ ২৬ ॥ ১৩২৩ ॥

তুড়ী।

চলত রাম সুন্দর শ্যাম
পাচনী কাচনি বেত্র বেণু
মুরলী খুরলী গান রি।

প্রিয় শ্রীদাম সুদাম মেলি
তপন-তনয়া-তীরে কেলি
ধবলি শাঙলি আও রি আও রি
ফুকরি চলত কান রি॥

বয়সে কিশোর মোহন ভাতি
বদন-ইন্দু জলদ-কাঁতি
চারু-চন্দ্রক গুঞ্জাহার
বদনে মদন-ভান রি।

আগম নিগম বেদসার
লীলায় করত গোঠ বিহার
নসিরমামুদ করত আশ
চরণে শরণ দান রি॥ ২৭॥ ১৩২৪॥

ধানশী।

মরকত রজত মিশাল। শ্যাম রাম রূপ ভাল॥
অংসহি ভুজ অবলম্বি। দুহুঁ দুহুঁ ললিত ত্রিভঙ্গী॥
হিলন কেলি-কদম্ব। বনি বনমাল বিলম্ব॥
দুহুঁ মুখ চান্দ উজোর। শ্যামদাস-চিত ভোর।২৮॥১৩২৫॥

অথ দানলীলা।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

মল্লার সমতাল।

হের দেখ নব নব গৌরাঙ্গ-মাধুরী
রূপে জিতল কোটি কাম।
অঙ্গহি অঙ্গ ঘামকুল সঞ্চরু
যৈছন মোতিম-দাম॥

নয়নহি নীর বহ কম্পই থির নহ
হাসি কহত মৃদু বাত।
কো জানে কি ক্ষণে ঘর সঞে আয়লু
ঠেকি গেনু শ্যামর হাত॥

বেশক উচিত দান কভু না শুনিয়ে
কাঁহা শিখলি অবিচার।
বুঝি দেখি নিরঞ্জন গোবর্দ্ধন-বন
লুটবি তুহুঁ বাটপার॥

কো ইহ ভাব- ভরহি ভরমাইত
কিঞ্চিত পাটল আঁখি।
রাধামোহন কিয়ে আনন্দে ডুবব
ও রস-মাধুরী দেখি॥ ২৯॥ ১৩২৬॥

শ্রীকৃষ্ণস্য রূপং অম্ভোচিতং যথা ॥

ধানশী।

মুদির-মরকত- মধুর মুরতি
মুগধ মোহন ছান্দ।
মল্লী-মালতী- মালে মধু-মত
মধুপ মনমথ ফান্দ ॥

ইত্যাদি জ্ঞেয়ং ॥

অথ অভিসারানুবন্ধঃ।

ধানশী।

সুন্দরি শুনহ আজুক কথা।
তাপ দূরে গেল সব ভাল হৈল
ইহা উপজিল যথা ॥ ধ্রু ॥

অরুণ উদয়ে ব্রাহ্মণ-নিচয়ে
আইল গোকুল মাঝ।
জরতীর স্থানে করি নিবেদনে
আপন মনের কাজ ॥

গোবর্দ্ধন পাশে আমরা হরিষে
করিব যজ্ঞের কাম।
যে গোপ-যুবতি ঘৃত দিবে তথি
ইষ্ট-বর পাবে দান ॥

জটিলা শুনিয়া আমারে ডাকিয়া
যতন করিয়া কৈল।
বধূরে সাজাঞা গাবী-ঘৃত লৈয়া
তুরিতে তাঁহাই চল॥

এ সব বচনে সব সখীগণে
রাইর আনন্দ হোয়।
সে হেন নাগর গুণের সাগর
দরশ হইবে মোয়॥

এত মনে করি অতিরসে ভরি
অঙ্গহি সুবেশ কেল।
ঘৃতের পসার সাজাঞা সত্বর
সবে মেলি চলি গেল॥

এ কথা জানিয়া সে যে বিনোদিয়া
ছান্দিয়া ও চূড়া বান্ধে।
সুবলাদি লইয়া আধ পথে যাইয়া
রহল দানীর ছান্দে॥

বেণুর নিসান করয়ে সঘন
বাজায় ও জয়-তুরী।
এ যদুনন্দন করে দরশন
নিবিড় আনন্দে ভরি॥ ৩০॥ ১৩২৭॥

ভাটিয়ারি।

চললি রাজপথে রাই সুনাগরী
নাস বেশ করি অঙ্গে।
স্বর্ণ ঘটি করি গাবী-ঘৃত ভরি
প্রাণ সখীগণ করি সঙ্গে ॥
বিনান পাটের জাদে বান্ধিয়া কবরী
বেড়িয়া মালতী-মালে।
সিঁথায় সিন্দুর লোচনে কাজর
অলকা তিলক ভালে ॥
মণিময়-আভরণ শ্রবণে কুন্তল
গীমে সুরেশ্বরী হার।
রূপ নিরুপম বিচিত্র কাঁচুলি
পীন পয়োধর ভার ॥
চরণ-কমলে রাতুল আলতা
মোহন নূপুর বাজে।
গোবিন্দদাস ভণে এরূপ যৌবনে
জিতবি নিকুঞ্জ-রাজে ॥৩১॥১৩২৮॥

শ্রীরাগ।

ব্রজকুল-নন্দন চান্দ হাম পেখলু
অপরূপ কত কত বেরি।
প্রতিঅঙ্গ রঙ্গ তরঙ্গিম শোভন
পূরুবহি এতহুঁ না হেরি ॥

সজনি কো ইহ মাধুরী অপার।
যো সুধা-সিন্ধু বিন্দু নব পুন পুন
মঝু আঁখি পিবই না পার ॥ধ্রু॥
তনু তনু অতনু- যূথ কিয়ে সেবই
কিয়ে রূপ আপহি সেব।
কিয়ে সুমনোহর কান্তি রূপ ধর
কিয়ে বর-রস-অধিদেব ॥
এত কহি গৌরী ভোরি পুন অনিমিখ-
নয়ন-চষকে করু পান।
সো বচনামৃতে কিয়ে রাধামোহন
শ্লাঘই পাতব কান ॥ ৩২ ॥ ১৩২৯ ॥

বরাড়ী।

সহচরী সঙ্গে রঙ্গে চলু কামিনী
দামিনী যৈছে উজোর।
গোবর্দ্ধন তট নিকটহি বাট
লেই যজ্ঞ-ঘৃত থোর।
দেখ'সখি অপরূপ রঙ্গ।
নিরূপম প্রেম- বিলাস রসায়ন
পিবইতে পুলকিত অঙ্গ ॥
দূর সঞে দরশন অনিমিখ লোচন
বহতহিঁ আনন্দ-নীর।
আনন্দ-সায়রে ডুবল দুহুঁ জন
বহুক্ষণে ভৈ গেল থির ॥ধ্রু॥

অতিশয় আদর বিদগধ নাগর
রাই নিয়ড়ে উপনীত ॥
ইহ যদুনন্দন নিরখই দুহুঁ জন
অতিসুখে নিমগন চিত ॥৩৩॥১৩৩০॥

অথ রূপোল্লাসঃ।

ধানশী।

সুন্দর বদনে সিন্দূর-বিন্দু
শাঙল চিকুর-ভার।
জনু রবি শশী সঙ্গহি উয়ল
পিছে করি আন্ধিয়ার।

রামা হে অধিক চন্দ্রিম ভেল।
কত না যতনে কত অদভুত
বিহি নিধি তোরে দেল ॥ধ্রু॥

উরজ-অঙ্কুর চীরে ঝাঁপায়সি
থোরে থোরে দরশায়।
কত না যতনে কত না গোপসি
হিমে গিরি না লুকায় ॥

চঞ্চল-লোচনে বঙ্ক নেহারণি
অঞ্জনেতে শোভা পায়।
জনু ইন্দীবর পবনে পেলিত
অলি-ভরে উলটায় ॥

ভণ বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
এ সব এরূপ জান।
রায় শিবসিংহ রূপনারায়ণ
লছিমা দেবী পরমাণ ॥৩৪॥১৩৩১॥

বরাড়ী।

কানুক মধুর বচন রচনগণ
শুনইতে নায়রী ভোর।
মধুরিম-হাস- মিলিত নয়নে থোর
চাহনি তাকর ওর ॥

সজনি কো কহু প্রেম-বিলাস।
হেরইতে ঐছন নিজ নিজ জীবন
নিছন করু অভিলাষ ॥

দুহুঁ জন নয়নে নয়ন-শর বরিষণে
হানল দুহুঁ কর চিত।
রস-আকুতে ভরি আন ছলে নাগরী
আনতহিঁ ভেল উপনীত ॥

নাহ রসিক বর পন্থ আগোরল
কহতহিঁ চতুরিম বাত।
আনন্দে নিমগন দাস যদুনন্দন
শুনতহিঁ পুলকিত গাত ॥৩৫॥১৩৩২॥

সিন্ধুড়া।

আহীর-রমণী যত চালাইঞা বাহির পথ
আপনে যাইছ আন ছলে।
বাহু নাড়া দিয়া যাও দানী পানে নাহি চাও
এত না গরব কার বলে॥

হেদে লো কিশোরি গোরি, শুনহ বচন মোরি
তোর দান না করিব আন।
এতেক শুনিয়া সবে হাসিয়া বোলয়ে তবে
কিবা দান কহ দেখি কান॥

পুন হাসি কহে বাণী শুন হের বিনোদিনি
অল্প নিব তোমার পিরীতে।
পীত-বাস কাম-রায় সে বা যত দান চায়
তাহা তুমি না পারিবে দিতে॥

গলে গজমোতি-হার এক লক্ষ দান তার
দুই লক্ষ সিঁথার সিঁন্দুর।
তিন লক্ষ কেশপাশ দান মাগে পীত-বাস
চারি লক্ষ পাঁয়ের নূপুর॥

কুসুম-কবরী ঝুরি পাঁচ লক্ষ দান তারি
নহে কহ যে হয় উচিত।
মোরা করোঁ রাজ-সেবা, কাঁচুলীতে লুকাইবা
দেখাইয়া করাও পরতীত॥

কে জানে কিসের দান, কি বোল বলিলে কান
অন্য হৈলে আমি ভালে জানি।
যদি পুন হেন বোল তবে পাবে প্রতিফল
হাসিল অনন্ত পহুঁ শুনি ॥৩৬॥১৩৩৩॥

বরাড়ী।

এই ত বৃন্দাবন-পথে।
নিতি নিতি করি গতাগতে॥
হাতে করি লই যাই সোণা।
তুমি কে না কহে হেন জনা॥
তুমি দেখি পুছহ বড়াই।
কিসের দান চাহেন কানাই॥
সঙ্গে সবে ঘৃতের পসার।
তাহে কেনে এতেক জঞ্জাল॥
তুমি ত ব্রজ-যুবরাজ।
তুমি কেনে করিবে অকাজ॥
দূর কর হাস পরিহাস।
কহতহিঁ গোবিন্দদাস ॥৩৭॥১৩৩৪।

ধানশী।

গরবহি সুন্দরী চললহি আনত
নাগর পন্থ আগোর।
কহতহিঁ বাত দান দেহ মঝু হাত
আন ছলে কাঁচুলী তোর॥

অপরূপ প্রেম-তরঙ্গ।
দান-কেলি-রস- কলিত মহোৎসব
বর কিলকিঞ্চিত রঙ্গ ॥ধ্রু॥

অলপ পাটল ভেল অথির দৃগঞ্চল
তহিঁ জল-কণ পরকাশ।
ধুনাইত ভ্রু-ধনু পুলকে পূরল তনু
অলখিত আনন্দ-হাস ॥

ঐছন হেরি চকিত পুন তৈখন
বাহুড়ল পদ দুই চারি।
রাধা মাধব দুহুঁ কর পদতলে
রাধামোহন বলিহারি ॥৩৮॥১৩৩৫॥

ভাটিয়ারি।

এই মনে বনে দানী হইয়াছ
ছুঁইতে রাধার অঙ্গ।
রাখাল হইয়া রাজ-কুমারী
সঙ্গে রভস রঙ্গ ॥

এমন আচর নাহি কর ডর
ঘনাঞা আসিছ কাঁছে।
গুরুবর আগে করিব গোচর
তখন জানিবে পাছে ॥

ছুঁইও না ছুঁইও না নিলাজ কানাই
আমরা পরের নারী।
পর-পুরুষের পবন পরশে
সচেলে সিনান করি॥

গিরি গিয়া যদি গৌরী আরাধহ
পান কর কনক-ধূমে।
কাম-সাগরে কামনা করহ
বেণী-বদরিকাশ্রমে॥

সূরয-উপরাগে সহস্র সুন্দরী
ব্রাহ্মণে করহ সাত।
তবু হয়ে নহে তোমার শকতি
রাই-অঙ্গে দিতে হাত॥

গোবিন্দ দাসের বচন মানহ
না কর এমন ঢঙ্গ।
যোই নাগরী ও রসে আগরি
করহ তাকর সঙ্গ॥৩৯॥১৩৩৬॥

ধানশী।

তোঁহারি হৃদয়ে বেণী-বদরিকাশ্রম
উন্নত কুচ-গিরি কোর।
সুন্দর বদন-ছবি কনক-ধূম পিবি
তত্‌হিঁ তপত জীউ মোর॥

সুন্দরি তোহারি চরণযুগ ছোড়ি।
গৌরী আরাধনে কাহাঁ চলি যাওব
তুহুঁ সে তীরথময়ী গৌরী ॥ধ্রু॥
সিন্দূর সুন্দর মৃগমদে পরশল
এই স্বরষ-গ্রহ জানি।
তুয়া পদ-নখ-দ্বিজ রাজহি সোঁপনু
সুন্দরি সহস্র পরাণী ॥
কাম-সাগরে হাম সহজেই নিমগন
কাম পূরবি তুহুঁ রাই।
শ্যামর বলি অব চরণে না ঠেলবি
গোবিন্দদাস মুখ চাই ॥৪০॥১৩৩৭॥

মায়ূর।

সখীগণ সমুখহি কাতরে কানু যব
সুবিনয় করলহিঁ দীঠে।
তব তছু অভিমত করইতে কোই সখী
গোপতে বচন কহ মিঠে ॥
সুন্দরি অলখিতে হও তিরোধান।
গিরিবর-কুঞ্জ- কুটীরে অতি গোপতে
যাই রাখহ নিজ মান ॥
ইহ অতি চপল- চরিত বর গিরিধর
কিয়ে জানি করু বিপরীত।
শুনি উহ সুবচন ভীতহিঁ জনু জন
রাই করল সোই নীত ॥

বুঝি পুন নাগর সব গুণ-আগর
অলখিতে তহিঁ উপনীত।
রাধামোহন পুন দেখি সুনাগরী
আনন্দে নিমগন চিত ॥৪১॥১৩০৮॥

ধানশী।

পরশহি গদ গদ নহি নহি বোল।
তনু তনু পুলকিত আনন্দ হিলোল॥
কো করু অনুভব দুহুঁক বিলাস।
এক মুখে সীতকার এক মুখে হাস॥
নিমীলিত নয়ন নয়ন করু থির।
মণি তরলিত মণি মঞ্জু মঞ্জীর॥
নাগরী দেওল ঘন-রস দান।
রাধামোহন পহুঁ অমিয়া সিনান ॥৪২॥১৩০৯॥

ইতি প্রথমঃ প্রকারঃ।
পুন গোষ্ঠ-গমনং।

সারঙ্গ।

নন্দের নন্দন যায় বেণু বাজাইয়া।
মরুক মেনে গৃহ-কাজ দেখ বাহির হৈয়া॥
কার ঘরের বন্ধুয়া যায় রূপ দেখি যাইয়া।
যদি না শুন আমার বোল মরিবা ঝুরিয়া॥
নীল উতপল শ্যাম বসন শোভা ভাল।
থির বিজুরী মেঘে করিয়াছে আল॥

রতন-খেচনী মোহন বাঁশী শোভে বাম হাতে।
চলিতে না চলে অঙ্গ দোলায় রাজপথে ॥৪৩॥১৩৪০॥

ভাটিয়ারি।

কালিন্দী কিনারে নাগর ধায়।
আমা পানে চাঞা চাঞা ঘনাঞা বাঁশী বায় ॥
ক্ষণে ক্ষণে শ্রীদামের কান্ধে অবলম্বি।
ক্ষণে ক্ষণে বাজায় বাঁশী হইয়া ত্রিভঙ্গী ॥
নখ-মণি ইন্দু জিনি রাঙ্গা চরণেতে সাজে।
দু গাছি সোণার নূপুর চলিতে ভাল বাজে ॥
মণিময় আভরণ বসন পিঙলি।
নব জলধরে জনু পড়িছে বিজুরী ॥৪৪॥১৩৪১॥

তথা রাগ।

নীল-কমল-দল   শ্রীমুখ-মণ্ডল
ঈষত মধুর মৃদু হাস।
নাচিতে নাচিতে যায়   গো-ধূলি লেগেছে গায়
আহীর-বালক চারি পাশ ॥

মণিময় ঝুরি মাথে   কনয়া পাঁচনী হাতে
রতন-নূপুর রাঙ্গা পায়।
আগে আগে ধেনু যায়   পাছে পাছে শ্যামরায়
বরিহা উড়িছে মন্দ বায় ॥

সবার সমান ঝুঁটা   কপালে চন্দন ফোঁটা
বিনোদ রাখাল কোন জনা।
শ্রীদামের কান্ধে হাত   অই যায় প্রাণনাথ
রাই দিছেন সখীরে চিনাঞা ॥৪৫॥১৩৪২॥

তথা রাগ।

মকর-কুণ্ডল মেলে   কনক-কেতকী দোলে
কেওয়া নহে কামের করাতি।
উপরে বিজুরী ভাতি   হেম-আভরণ-কাঁতি
পীত পিন্ধন কত ভাতি॥
সজনি পেখলু বরিহা চূড়া মালে।
মাতল ভ্রমর জালে   ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে
পড়ে জানি নয়ন-কমলে॥
কুন্দে কুন্দাওল কালা   কনক কেয়ূর মালা
শ্যাম-অঙ্গে করে ঝিকি মিকি।
অঙ্গের সৌরভ পাঞা, অলি-রাজ আইল ধাঞা
লাখে লাখে মদন ধানুকী ॥৪৬॥১৩৪৩॥

তথা রাগ।

কানুক গোঠ গমন হেরি রাই।
বিরহে বেয়াকুল নিরজনে যাই॥
তহিঁ মুখরা সখী সঞে উপনীত।
রাইক মুখ হেরি গদ গদ চিত॥
সো কহে কাঁহে বিলাপসি অনুরাগে।
হাম মিলাওব তোহে কানুক আগে॥

ধনী কহে এক দিন হেরিনু তাহে।
উদ্ধব কহয়ে গোঠে কানন মাহে ॥৪৭॥১৩৪৪॥

করাড়ী।

বড়ি মাই কানুরে পরাণ পোড়ে মোর।
যমুনা-পুলিন বনে দেখেছি রাখাল সনে
খেলা-রসে হৈয়াছিল ভোর ॥

বংশী-বটের তল ছায়া অতি সুশীতল
তাহাতে যাইতে না লয় মন।
রবির কিরণে চান্দ- মুখানি ঘামিয়াছিল
ভোকে আঁখি অরুণ বরণ ॥

পীত ধরা অঞ্চল ঘামে তিতিয়াছিল
ধূলায় ধূসর শ্যাম-কায়া।
মোর মনে হেন হয় যদি নহে লোক-ভয়
আঁচর ঝাঁপিয়া করি ছায়া ॥

কি করিব কোথায় যাব, এ দুখ কাহারে কব
না কহিলে মনে বেথা লাগে।
বংশীবদনে কয় কি করিবে লোক-ভয়
কহ যাঞা যশোদার আগে ॥৪৮॥১৩৪৫॥

সুহই।

কহিতে কহিতে এ সব কথা।
দ্বিগুণ হৈ গেল অন্তরে বেথা ॥

রূপের লাবণি অসীম গুণে।
সোঙরি ধৈরজ না ধরে মনে॥
পুন পুন গোঠে গমন-লীলা।
কহিতে নয়ন নীরে ভরিলা॥
সখীগণ কহে প্রবোধ-বাণী॥
হেরিয়া উদ্ধব আকুল প্রাণী॥৪৯॥১৩৪৬॥

ধানশী।

কানুক গোঠ-গমনে ধনী রাই।
বিরহে বেয়াকুল থির না পাই॥
সখীগণে কহে হই বিরহে বিভোর।
কৈছে মিলব আজু নন্দ-কিশোর॥
গোগণে কানন ভেল বিথার।
গোপ সখাগণ তাহে অপার॥
কৈছনে যাওব ইহ দিন মাঝ।
যদুনন্দন তুয়া সঙ্গেহি সাজ॥৫০॥১৩৪৭॥

অথ দান-লীলা।

সঙ্কেত মুরলী।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

বেলোয়ার।

সোঙরি পূরব-লীলা ত্রিভঙ্গ হইয়া।
মোহন মুরলী গোরা অধরে লইয়া॥
মুরলীর রন্ধ্রে ফুক দিয়া গোরাচাঁদ।
অঙ্গুলী চালাঞা করে সুললিত গান॥

নগরের লোক যত শুনিয়া মোহিত।
সুরধুনী-তীরে তরু লতা পুলকিত॥
ভুবন-মোহন গোরা-মুরলীর স্বরে।
বাসুদেব ঘোষ ইথে কি বলিতে পারে॥৫১॥১৩৪৮॥

শ্রীরাগ।

খেলা-রসে ছিলা কানাই শ্রীদামের সনে।
হেন কালে রাধারে পড়িয়া গেল মনে॥
আপনার ধেনু সব সঙ্গিগণে দিয়া।
রাধা বলি বাজায় বাঁশী ত্রিভঙ্গ হইয়া॥
রাধা বলি কানাই পূরিল মোহন বাঁশী।
শ্রীরাধিকার কাণে তাহা প্রবেশিল আসি॥
শুনি ধ্বনি সুবদনী অথির হইয়া।
বন্ধুরে আপনা দিয়া মিলিল যাইয়া॥
রায় শেখর কহে এই কথা বটে।
চল সবে যাই আমরা যমুনার তটে।৫২॥১৩৪৯॥

গান্ধার।

মোহন মুরলী-রবে আকুল হইলা সবে
আর চিত ধরণে না যায়॥
চল চল বড়ি মাই মথুরার দিকে যাই
দান ছলে ভেটিব কানাই॥
চলু বৃষভানু-নন্দিনী।
আনন্দে আকুল চিত অঙ্গ ভেল পুলকিত
শুনিয়া গোবিন্দ পথে দানী॥ধ্রু॥

সুবর্ণের ভাণ্ড ভরি   ঘৃত দধি ছেনা পুরি
সারি সারি পসরা উপর ।
তাহাতে উড়নি ডালি   বিচিত্র নেতের কালি
দাসী শিরে করে ঝলমল ॥

নিতম্ব গুরুয়া ভরে   পাখানি টলমল করে
যেন মদ-মত্ত করিণী ।
লোটন লোটায় পিঠে   কাকলি লুকায় মুঠে
তাহে শোভে বিচিত্র কিঙ্কিণী ॥

মুখে চুয়াইছে ঘাম   যেন মুকুতার দাম
হেন বুঝি কুমুদের সখা ।
শীতল তরুর ছায়   রহিয়া রহিয়া যায়
যমুনা কিনারে দিল দেখা ॥

নাগর আছিলা কথি   দেখিয়া সে কুলবতী
দান ছলে আগুলিলা আসি ।
দাস জগন্নাথে কয়   মুখ নিরখিয়া রয়
চকোরে মিলয়ে জনু শশী ॥৫৩৷১৩৫০॥

ধানশী ।

চলইতে গজ-পতি বেচলে যাহ ।
কনক-মুকুর কত মুখ নিরবাহ ॥
অধর অরুণ-ছবি মাণিকের কাঁতি ।
দশনে চোরায়সি মোতিম পাঁতি ॥

এ ধনি কমলিনি কি বলিব আন।
সবে তোহে ছোড়ব গোরস-দান॥
উর পর বিরাজিত কনক মহেশ।
চামর-ধাম সুবাসিত কেশ॥
সিন্দুর-বিন্দু ভাল পর শোভ।
দানী নাহি ছোড়য়ে বিক্রম-লাভ॥
নয়নক অঞ্জন কঞ্চুক হার।
ইথে জনি আছয়ে কহয়ে বেভার॥
সখী সনে দুগতি করয়ে আন ঠামে।
জ্ঞানদাস কহব পরিণামে॥৫৪॥১৩৫১॥

তথা রাগ।

আইস বৈস তরু-মূলে শশি-মুখি রাই।
তোমার বদন শোভা বলিহারি যাই॥
ঢর ঢর কষিল-কাঞ্চন-তনু গোরী।
ধরণী পড়িছে নব যৌবন হিলোরি॥
বদন শারদ-সুধানিধি অকলঙ্ক।
মনমথ-মথন অলপ দিঠি বঙ্ক॥
আলো রাই কি বলিব আর।
ভুবনে দিবার নাহি তুলনা তোমার॥
কুটিল কুন্তল বেড়ি কুসুমের ছাদ।
সুরঙ্গ সিন্দুর শিরে বড় পরমাদ॥
উন্নত উরজ কিবা কনক মহেশ।
মুঠে ধরিয়া কিবা ক্ষীণ মাঝ দেশ॥

উলটি কদলী উরু গুরুয়া নিতম্ব।
জ্ঞানদাসের পহু জীয়ে এই অবলম্ব ॥৫৫॥১৩৫২॥

মায়ুর।

কবরী-ভয়ে চামরী গিরি-কন্দরে
মুখ-ভয়ে চান্দ আকাশ।
হরিণী নয়ন-ভয়ে স্বর-ভয়ে কোকিল
গতি-ভয়ে গজ বনবাস ॥
সুন্দরি কাহে মোরে সম্ভাষি না যাসি।
তুয়া ডরে ইহ সব দূরহি পলায়ল
তুহুঁ পুন কাহে ডরাসি ॥ধ্রু॥
কুচ-ভয়ে কমল- কোরক জলে মুদি রহুঁ
ঘট পরবেশে হুতাশে।
দাড়িম শ্রীফল গগনে বাস করু
শম্ভু গরল করু গ্রাসে ॥
ভুজ-ভয়ে কনক- মৃণাল পঙ্কে রহুঁ
কর-ভয়ে কিসলয় কাঁপে।
বিদ্যাপতি কহ কত কত ঐছন
কহব দমন পরতাপে ॥৫৬॥১৩৫৩॥

বরাড়ী।

হেন রূপে কেন যাও মথুরার দিকে।
বিষম রাজার ভয়ে ঠেকিবে বিপাকে ॥
দিনকর-কিরণে মলিন মুখখানি।
হেরিয়া হেরিয়া মোর বিকল পরাণী ॥

বসিয়া তরুর ছায় করহ বিশ্রাম।
শ্রম-জল-বিন্দু যেন মুকুতার দাম॥
বংশীবদনে কহে শুন হে নাগর।
বুঝিলাম বট তুমি রসের সাগর॥৫৭॥১৩৫৪॥

গান্ধার।

না যাইহ না যাইহ রাই বৈস তরু-মূলে।
আসিতে পাইয়াছ বেথা চরণ-যুগলে॥
মণি মুকুতার দাম অঙ্গ ঝলমলি।
ব্রজের বিষম চোর লইবে সকলি॥
চাঁচর কেশের বেণী দুলিছে কোমরে।
ফণীর ভরমে বেণী গিলিবে ময়ূরে॥
নীল ওড়নীর মাঝে মুখ শোভা করে।
সোণার কমল বলি দংশিবে ভ্রমরে॥
করি-কুম্ভ-দম্ভ জিনি কুম্ভ কুচ-গিরি।
গজের ভরমে পাছে পরশে কেশরী॥
খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি অঞ্জন ভাল শোভে।
বিন্ধিবেক ব্যাধ হেম-হরিণের লোভে॥
সিন্দুরের বিন্দু ভাল ভানুর উদয়।
রবি শশী বলি মুখ রাহু গরাসয়॥
নলিনী-দলন রাই তুব মুখ করে।
চকোর না ছাড়িবেক রস নাহি পিলে॥
তড়িত জড়িত বসন ঘন উড়ে।
পাইলে ইন্দ্রের বাণ পাছে জানি পড়ে॥

বংশীবদনে কহে কহিলে সে ভাল ।
বিদগধ বট তুমি তাহা জানা গেল ॥৫৮॥১৩৫৫॥

ধানশী ।

ওহে নাগর ঘনাঞা আইস কাছে ।
সোণার বরণ মোর দেখিয়া হৈয়াছ ভোর
ভরমে পরশ কর পাছে ॥
আমরা ত কুলবতী তুমি সে রাখাল জাতি
কি কহিতে কিবা কহ বাণী ।
বাঙনেতে চান্দ যেন ধরিতে করয়ে মন
সেই দেখি তোমার কাহিনী ॥
সঘনে ঢুলাও মাথা শুনিয়া না শুন কথা
পসারি আসিছ দুটি বাহু ।
না বুঝিয়া কর বল পাইবা তাহার ফল
তখন কথা না শুনিবে কেহু ॥
শুনিয়া কহয়ে দানী শুন শুন বিনোদিনি
না পারিবে আমারে বঞ্চিতে ।
বিকি না ছাড়িবা তুমি, আমি ত পথের দানী
নিতুই ঠেকিবে মোর হাতে ॥৫৯॥১৩৫৬॥

আশাবরী ।

ওহে নাগর কেমনে তোমার
সঙ্গে পিরীতি করিব ।
সোণার বরণ তনু খানি মোর
ছুঁইলে বদল পাছে হব ॥

তোমার গলায় গুঞ্জা মালা-গাছি
আমার গলায় গজ-মোতি ।
শিকড়ে বনের ফুলে চূড়াটি বান্ধিয়া আছ
ময়ূর-পুচ্ছ তার সাথী ॥
মণি মুকুতার নাহি আভরণ
সাজনী বনের ফুলে ।
চূড়াটি বেড়িয়া ভ্রমর গুঞ্জরে
তাহে কি রমণী ভুলে ॥
কি জানি কি কৈরা রাখালে ভুলাঞা
আইলা কোন বনে থুঞা ।
আমরা রাখাল নই চতুর সমাজে রই
ভুলাইবা কি বোল বলিয়া ॥৬০॥১৩৫৭॥

সিন্ধুড়া ।

তেওট ।

শুন লো সুন্দরি প্রেমেতে আগোরি
তোমার অনুরাগে মরি ।
তোমার লাগিয়া সকল ছাড়িয়া
আইলাম গোকুল পুরী ॥
তোমার কারণে ফিরি বনে বনে
ধেনু রাখিবার ছলে ।
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া লাগি না পাইয়া
ছলে বসি তরু-তলে ॥

রাই আমি সে তোমারি দাসী।
সকল ছাড়িয়া রাধা নাম ধেয়াঞা
নামের মহিমা শুনি ॥৬১॥১৩৫৮॥

কামোদ।

হেদে হে কিশোরি গোরি,তোহে পরিহার করি
শুনি কিছু কর অবধান।
ও চান্দ-মুখের হাসি হৃদয়ে রহল পশি
বৈদগধি বধয়ে পরাণ ॥

রাই তোমার বিদগ্ধতা কি কহিব তার কথা
কহিতে উথলে হিয়া মোর।
না দেখিয়া তোমারে পরাণ কেমন করে
তোমার গুণের নাহি ওর ॥

যে জন প্রণত হয় তাহারে তেজিতে নয়
মনে বিচারহ এই কথা।
তুমি যে কহাও বাণী তাহাই কহিয়ে আমি
নিশ্চয় জানিও সরবথা ॥

যে পণ করহ তুমি সেই পণ দিব আমি
তুমি মোরে দয়া না ছাড়িহ।
জ্ঞানদাস কয় দুহুঁ তনু এক হয়
পরাণে পরাণে বান্ধা থুইহ ॥৬২॥১৩৫৯॥

মঙ্গল।

কিছু বল্লে না হে কৈলে না হে,
কথা শুনি ফাটে মোর বুক।
তোমা না দেখিলে প্রাণ সদা করে আনচান
দেখিলে সে জীয়ে চাঁদ-মুখ॥

তুমি জল আমি মীন আমি দেহ তুমি প্রাণ
তুমি চন্দ্র আমি যেন নিশি।
কে জানে কাঁদে কেনে, আকুলিত তোমা বিনে
আপন ভরম সম বাসি॥

সরল সারিকা হাম পিঞ্জর তোমার প্রেম
তাহে বন্দী হইয়াছি হরি।
তোমার বিয়োগে হাম সদাই বিয়োগী হে
তেঞি আনি দধির পসারি॥

দাড়াঞা পথের মাঝে, তিলাঞ্জলি দিলাম লাজে
তুয়া গুণে বাজাঞা নিসান।
হের দেখ ওহে শ্যাম, দুই বাহুয়ে তোমার নাম
দাগিয়া রেখেছি নিজ প্রাণ॥

ধৈরজ ধরিতে নারি এক নিবেদন করি
না হইও মোর বধের বধী।
বংশীবদনে কয় এ কথা অন্যথা নয়
এক জীউ দুই কৈল বিধি॥৬৩॥১৩৬০॥

ধানশী।

তোমার বদন আমার জীবন
সরবস ধন তুমি।
তোমা ধরি চিতে খুঁজিতে খুঁজিতে
আসিয়া পাইলাম আমি॥
রাই হে কি মোর করম ভাগি।
ব্রজের জীবন সবাকার ধন
আসিয়া পাইলাম লাগি॥
দরিদ্রের মত ফিরিয়ে জগত
চনক মুঠের আশে।
তার মাঝে যেন হেম বরিষণ
বিধি মিলাওল পাশে॥
এতক্ষণে মোর আশ পূরল
ভাঙ্গল মনের ধন্দ।
কহে নটবর এ হেন দুল্লর্ভ
রাই শ্যামর চন্দ॥৬৪॥১৩৬১॥

ভূপালী।

রাধামাধব নীপ-মূলে।
কেলি-কলা-রস দান ছলে॥
দূরে গেও সখীগণ সহিতে বড়াই।
নিভৃত নীপ-মূলে লুঠই রাই॥
ভুজে ভুজে বেড়ি দোঁহার বয়ানে বয়ান।
কমলে মধুপ যেন হইল মিলান॥

দোঁহার অধর মধু দোঁহে করু পান।
নিজ অঙ্গে দিলা রাই ঘম-রস দান॥
মিলল দুহুঁ জন পূরল আশ।
আনন্দে সেবই গোবিন্দদাস॥৬৫॥১৩৬২॥

ইত্যাদি অনুরাগযুক্ত-দানপর্য্যায়ো গীতঃ
পূর্ব্বাপর মনোহরসাহি।
অথ শ্রীসংকীর্ত্তনানুসারেণ গীত-সংগ্রহঃ ক্রিয়তে।
তত্র সকলেষু পদেষু ভণিতা নাস্তি কেবলং গানানুসারেণ সংগ্রহঃ কৃতঃ
অথ দান-কেলিঃ প্রকারান্তরং যথা।

তত্র গৌরচন্দ্র।

সুহই।

গৌরাঙ্গচাঁদের মনে কি ভাব উঠিল।
নদীয়ার মাঝারে গোরা দান সিরজিল॥
কিসের দান চাহে গোরা দ্বিজ-মণি।
বেত্র দিয়া আগুলিয়া রাখয়ে তরুণী॥
দান দেহ দান দেহ বলি গোরা ডাকে।
নগরের নাগরী সব পড়িল বিপাকে॥
কৃষ্ণ-অবতারে আমি সাধিয়াছি দান।
সে ভাব পড়িল মনে বাসুঘোষ গান॥৬৬॥১৩৬৩॥

শ্রীরাগ।

কে যাবে কে যাবে বড়াই ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল মথুরায় বেচিবারে॥

সাজাইয়া পসরা রাই দিল দাসীর মাথে ।
চলিলা মথুরা বিকে রঙ্গিয়া বড়াই সাথে ॥
পথে যাইতে কহে কথা কানু-পরসঙ্গ ।
প্রেমে গর গর চিত পুলকিত অঙ্গ ॥
নবীন প্রেমের ভরে চলিতে না পারে।
চঞ্চলা হরিণী যেন চৌদিকে নেহারে ॥
হের কি দেখিয়ে বড়াই কদম্বের তলে ।
তড়িতে জড়িত যেন নব জলধরে ॥
তাহার উপরে শোভে নব ইন্দ্র-ধনু ।
বড়াই বলে চিন না নন্দের বেটা কানু ॥
মথুরার বিকে যাইতে আর পথ নাই ।
পাতিয়া মঙ্গল ঘট বসেছে কানাই ॥৬৭॥১৩৬৪॥

ভাটিয়ারি ।

এমনে কেমনে যাব পথে শ্যাম দানী ।
আপনা খাইয়া কেনে, আইলাম তোমার সনে
জাতি জীবনে টানাটানি ॥ ধ্রু॥
ঘরে হৈতে বারাইতে কত না বিপদ পথে
সাপিনী চলিয়া গেল বামে ।
তখনি বলিনু আমি হাসি না শুনিলে তুমি
না জানি কি হবে পরিণামে ॥
নীপ-মূলে করি থানা ঘাটি করেছে মানা
কানাই হৈয়াছে মহাদানী ।
আমরা সে কুলবতী তাহে নব যুবতী
কি করিলে কিবা হয় জানি ॥

হাতে বাঁশী মুখে হাসি পথের নিকটে বসি
আঁখি ঠারে ত্রিভুবন ভুলে।
যাচি দিব ছেনা দধি পসার পরশে যদি
ঝাঁপ দিব যমুনার জলে॥
মনে না করিহ ভয় গো-রসের দানী নয়
শুন শুন রাই বিনোদিনি।
হরিকৃষ্ণ দাসে বোলে ঝট আইস তরুতলে
আনন্দে করহ বিকি কিনি॥৬৮॥১৩৬৫॥

শ্রীরাগ।

কপট-দানীর ছলে বসিয়া রৈয়াছে।
এ পথে কেমনে যাব দানী ছোঁয় পাছে॥
এমন হইবে বলে আমি ত না জানি।
মথুরার বিকে যাইতে পথে মহাদানী॥
বিকি শিখাইব বলি লৈয়া আইলে সাথে।
আনিয়া সোঁপিয়া দিছ রাখালের হাতে॥৬৯॥১৩৬৬॥

শ্রীরাগ।

কোথা যাও গোয়ালিনি কোথা তোমার ঘর।
কিসের পসরা দাসীর মাথার উপর॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোলে পসার আমার।
কে তুমি তোমার বোলে ওলাব পসার॥৭০॥১৩৬৭॥

বরাড়ী।

চিকুরে চোরায়সি চামর-কাঁতি।
দশনে চোরায়সি মোতিম-পাঁতি॥

এ গজ-গামিনি তো বড়ি সেয়ান।
বলে ছলে বাঁচসি গিরিধর-দান॥
অধরে চোরায়সি সুরঙ্গ পণ্ডার।
বরণে চোরায়সি কুঙ্কুম-ভার॥
কনক-কলসে ঘন-রস ভরি তাই।
হৃদয়ে চোরায়সি আঁচরে ঝাঁপাই॥
তেঞি অতি মন্থর চরণ-সঞ্চার।
কোন তেজব তোহে বিনহি বিচার॥
সুবল লেহ তুহুঁ গো-রস দান।
রাই করব অব কুঞ্জে পয়ান॥
যাহাঁ বৈঠত মনমথ মহারাজ।
গোবিন্দদাস কহে পড়ল অকাজ॥৭১॥১৩৬৮॥

ধানশী।

সুন্দরি শুনিয়া না শুন মোর বাণী।
না জান কানাই পথে দানী॥
সিঁথার সিন্দূর তোমার নয়ানে কাজর।
দুই লক্ষ দান তার মাগে গিরিধর॥
হৃদয়ে কাঁচুলী গলে গজ-মোতি হার।
চারি লক্ষ দান মাগে করিয়া বিচার॥
করেতে কঙ্কণ আর কটিতে কিঙ্কিণী।
ছয় লক্ষ দান তার মাগে মহাদানী॥
রঙ্গণ আলতা পায়ে রতন নূপুর।
আট লক্ষ দান মাগে দানীর ঠাকুর॥

এই সব দান বুঝি দেহ দানি-রাজে।
আমি নিব দান তোমার সঙ্গিনী সমাজে॥
জ্ঞানদাস কহে তুমি ছাড় টাট-পণা।
তুমি মহাদানী তোমার ঠাকুর কোন জনা।
॥৭২॥১৩৬৯॥

সিন্ধুড়া।

শুন শুন অহে সুজন কানাই
তুমি সে নূতন দানী।
বিকি কিনির দান গো-রসে মানিয়ে
বেশের দান কভু নাহি শুনি॥

সিঁথার সিন্দুর নয়ানে কাজর
রঞ্জণ আলতা পায়।
(একি) বিকি কিনির ধন নারীর যৌবন
ইথে কার কিবা দায়॥

মণি-আভরণ সুরঙ্গ শাড়ী
যদি নাহি কেহ পরে।
যদি দানের এ গতি তুমি ত গোকুল-পতি
দান সাধহ ঘরে ঘরে॥

(আমরা) চলিতে না জানি, কহিতে না জানি
তোমারে কেনে বা বাজে।
জ্ঞানদাস কহে কেমনে জানিব
পরের মনের কাজে॥৭৩॥১৩৭০॥

ভাটিয়ারি।

দানী দেখি কাঁপিছে শরীর।
মো যদি জানিতাম পাছে, এ পথে কণ্টক আছে
তবে ঘরের না হইতাম বাহির ॥

ঘরে হৈতে বারাইতে ও চাল ঠেকিত মাথে
হাঁচি জেঠী না পড়িল বাধা।
হরিণী পালাঞা যাইতে, ঠেকিল ব্যাধের হাতে
এমতি ঠেকিয়া গেল রাধা ॥

বিষম দানীর দায় এক লয় আর চায়
না পাইলে করয়ে বিবাদ।
দান নিবার বেলে লেয়, বাদ দিবার বেলে দায়
একে কলঙ্কের পরমাদ ॥

মণি-আভরণ ছিল ডরে ডরে সব দিল
তবু দানী না দেয় ছাড়িয়া।
মো হইলাম সোণার গাছ, দানীতে না ছাড়ে কাছ
ডালে মূলে নিবে উপাড়িয়া ॥

ঘরে বৈরী ননদিনী পথে বৈরী মহাদানী
দেহের বৈরী হইল যৌবন।
হেন মনে উঠে তাপ যমুনায় দিয়ে ঝাঁপ
না রাখিব এ ছার জীবন ॥

অবলা বলিয়া গায় বলে হাত দিতে চায়
পসারিয়া আইসে ছুটি বাহু।
জ্ঞানদাসেতে কয় মোর মনে হেন লয়
চান্দে যেন গরাসয়ে রাহু ॥৭৪॥১৩৭১॥

বরাড়ী।

হেদে হে নিলাজ কানাই না কর এতেক চাতুরালী।
যে না জানে মানুষতা তার আগে কহ কথা
মোর আগে বেকত সকলি ।ধ্রু।।
বেড়াইলা গাবী লৈয়া, সে লাজ ফেলিলা ধুইয়া
এবে হৈলা দানী মহাশয়।
কদম্ব তলায় থানা রাজপথ কর মানা
দিনে দিনে বাড়িল বিষয় ॥
আন্ধার বরণ কাল গা . ভূমেতে না পড়ে পা
কুল-বধূ সনে পরিহাস।
এই রূপ নিরখি আপনাকে চাও দেখি
আই আই লাজ নাহি বাস ॥
মা তোমার যশোদা তার মুখে নাহি রা
নন্দ ঘোষ অকলঙ্ক নিধি।
জনমিয়া তার বংশে কাজ কর জিনি কংসে
এ বুদ্ধি তোমারে দিল বিধি ॥
একই নগরে ঘর দেখা শুনা আট পর
তিল আধ নাহি আঁখি লাজ।
রায় শেখরে কয় রাজারে না কর ভয়
এ দেশে বসতি কিবা কাজ ॥৭৫॥১৩৭২॥

সৌরাষ্ট্রী।

কহ লহু লহু জটিলার বহু
তোমারে সবাই জানে।
কহিতে কহিতে অনেক কহিছ
এত না গরব কেনে॥

পসরা লইয়া যাইছ চলিয়া
দানীরে না কর ভয়।
রাজ-কাজ করি দান সাধি ফিরি
এথা কিবা পরিচয়॥

এ রূপ যৌবনে নানা আভরণে
যাইছ মথুরা বিকে।
বুঝি দান নিব তবে যাইতে দিব
আমি ডরাইব কাকে॥

অমূল্য রতন করিয়া গোপন
রেখেছ হিয়ার মাঝে॥
নিজ ভাল চাহ খসাঞা দেখাহ
ইথে কি আমার লাজে॥

এত কহি হরি দু বাহু পসারি
রহে পথ আগুলিয়া।
জ্ঞানদাস কয় কিবা কর ভয়
যাহ হাত ঠেলা দিয়া ॥১৬॥১৩১৩॥

বরাড়ী।

হেদে হে নন্দের সুত কে তোমা করিল মহাদানী।
দণ্ডে কাঁচ নানা কাঁচ না ছাড় রমণী পাছ
বুঝালে না বুঝ হিত বাণী ॥ধ্রু॥
শুনিয়াছি শিশুকালে পূতনা বধেছ হেলে
তৃণাবর্ত্তের লৈয়াছ পরাণ।
তখন নন্দের বাড়ী দেখিয়াছি গড়াগড়ি
এখনি সাধিতে আইলা দান ॥
কাড়ি নিব পীত ধড়া উলাঞা ফেলিব চূড়া
বাঁশীটি ভাসাইয়া দিব জলে।
কুবোল বলিবে যদি মাথায় ঢালিব দধি
বসিতে না দিব তরুতলে ॥
মোহন চাতুরী করি বাঁশীতে সন্ধান পূরি
বুকে হান মনমথ-বাণ।
রমণী-মণ্ডল করি আভরণ লব কাড়ি
ভাল মতে সাধাইব দান।
রাখাল বর্ব্বর জাতি ধেনু রাখে দিবা রাতি
মহিষ গোধন বৎস লৈয়া।
কুল-বধূ সনে হাস ইথে নাহি লাজ বাস
এখনি কংসেরে দিব কৈয়া ॥৭৭॥১৩৭৪॥

সুহই।

কি করবি গোরস দান। আপন দেহ সমাধান ॥
অধরে অমিয়া-রস তোর। যৌবন যোধ আগোর ॥

তোহে কহি সুন্দরি রাধে। হরি সঞে না করু বাদে॥
কুচ-কনকাচল পারে। শোভতহি মোতিম-হারে॥
কুণ্ডল চক্র বিকাশে। বেণী-ভুজঙ্গিনী পাশে॥
ভাঙ ধনুয়া জনু ভঙ্গ। খর শর নয়ন-তরঙ্গ॥
অতয়ে বুঝিয়ে রণ-আশ। কহতহি গোবিন্দ দাস॥

॥ ৭৮ ॥ ১৩৭৫

পঠমঞ্জরী।

রাই মুখ হেরি মুখরা কহে।
এত কি আমার পরাণে সহে॥
রাখাল হইয়া ছুঁইতে চায়।
অব্ কি করব নাহি উপায়॥
দানী অবসর বুঝিয়া কাজে।
লুকাই যাই নিকুঞ্জ মাঝে॥
এত কহি সবে ধাইয়া চলে।
নিকুঞ্জে রাই লুকায় ছলে॥
রসিক নাগর বুঝিয়া কাজ।
লুকাঞা চলিলা কুঞ্জের মাঝ॥
রাই কানু তাহা দরশ পাই।
রহে দুহুঁ দোহাঁ বদন চাই॥
প্রতিঅঙ্গে দানী লইলা দান।
রতি রতি-পতি মূরতিমান॥
যে ছিল মানস পূরল আশ।
আনন্দে মগন শেখর দাস॥৭৯॥১৩৭৬॥

পুনশ্চ দিনান্তে।

মায়ূর।

গোঠে বিজই ব্রজ- রাজ-কিশোর
বাজত বেণু বিষাণ।
করি কত ছদ্ম পদ্ম-মুখী নিকসই
হেরইতে বিপিনে পয়ান ॥

সুন্দরী হেরই না পায়ল রঙ্গ।
সুন্দর সুবদন দ্রুত চলি গেও বন
না জানিয়ে কোন্ তরঙ্গ ॥ ধ্রু ॥

মেঘ-নাদ শুনি যৈছন চাতকিনী
ধাওল পানীক পাশে।
দারুণ দক্ষিণ পবনে দুখ দেওল
ভৈ গেল তবহি নৈরাশে ॥৮০॥১৩৭৭॥

ধানশী।

কানুক গোঠ- গমন নাহি হেরিয়া
অতি উৎকণ্ঠিত রাই।
মন্দিরে নিজ সহ- চরী সনে বৈঠলি
সো মুখ হৃদি অবগাই ॥

সজনি কি করব অব হাম থেহ।
গুরুজনে বঞ্চিয়া কৈছন মিলব
শ্যামর রসময় দেহ ॥

ঐছন বচন রচন তর করইতে
মুখরা মিলল সোই ঠাম।
তাকর বদন হেরি তহিঁ জানল
পূরব সব মনকাম॥
মুখরা কহত তব্ চল সবে যাওব
গোবর্দ্ধন গিরি পাশ।
দধি ঘৃত গোরস তহিঁ সব বেচব
সঙ্গহি মোহনদাস॥৮১॥১৩৭৮॥

বরাড়ী।

দধি ঘৃত গোরস সাজাঞা পসার।
চৌরহিঁ ঝাপন দেওল তার॥
কিঙ্করগণ সব শির পর নেল।
মুখরা সঙ্গে ধনী তহিঁ চলি গেল॥
সহচরী সঙ্গহি বিনোদিনী রাই।
দূরহি কানুক দরশন পাই॥
পুলকে পূরল তনু গদ গদ বোল।
ঘামহি ভীগল নীল নিচোল॥
কো ইহ কেলি-কদম্ব-মূল।
নব মেঘে বিজুরী জড়িত সমতুল।
বাহু তুলিয়া উহ ডাকয়ে কায়।
মুখরা কহয়ে ইহ নব রস রায়॥
পন্থহি মাগয়ে গোরস দান।
মোহন কহে মোহে ঐছন ভান॥৮২॥১৩৭৯॥

অথ দান।

সুহই।

কপট দানের ছলে দান সিরজিয়া ॥
ঘট পাতি বসিয়া রৈয়াছে বিনোদিয়া।
বড়াই দেখিয়া কহে বচন চাতুরী।
কার ঘরের বধূ লৈয়া যাও সঙ্গে করি ॥
এ রূপ যৌবনে কোথা লৈয়া যাও বধূ।
না জানি অন্তরে উহার কত আছে মধু ॥
সুকোমল চরণ-ভঙ্গিমা শোভা অতি।
এ বেশে বাহির করে কেমন বা পতি।
বড়াই কহে এত কথা কিবা প্রয়োজন।
যেখানে সেখানে কেন না করি গমন ॥
পর-বধূ প্রশংসিয়া তোমার কি কাজ।
ঘনাঞা আসিছ কাছে নাহি বাস লাজ ॥
তোর পিতা নন্দ রায় পরম উদার।
তাহার তনয় হৈয়া হেন ব্যবহার ॥
এই পথ দিয়া মোরা যাই মথুরাতে।
পথের বিরোধ কর কুল-বধূ সাথে ॥
চাতুরী না কর কানাই চতুর সেয়ান।
কংস রাজা শুনিলে লইবে জাতি প্রাণ ॥৮৩॥১৩৮০॥

শ্রীরাগ।

কানাই কত কর কাহ চুল।
দানী হৈয়া সে যে জন বৈসয়ে
তার কয় গণ্ডা মূল ॥

আছে মেনে তোমার চাঁচর কেশ
টানিয়া বেন্ধেছ ভালে।
তাহার উপরে শিখীর পাখা
জড়ান বকুল ফুলে॥
এ তাড় তোড়ল বলয় ঘাঘর
ইথে আছে বুঝি ভাড়া।
নন্দরাজ ঘরে নবনী খাইয়া
হৈয়াছ উদাম ষাঁড়া॥৮৪॥১০৮১॥

শ্রীরাগ।

দানী কহে ফিরি ফিরি না শুনয়ে রাই।
বাহু পসারিয়া দানী রাখাল তাই॥
কহে কিয়ে পসার বিথার দেখি এথা।
আগে বুঝি নিব দান পাছে কব কথা॥
যত আভরণ গায় বেশ ভূষা আছে।
সব লেখা করি দান দেহ মোর কাছে॥
নিতি নিতি গতাগতি কর এই ঠাঞি।
এ পথে মদন-রাজ কভু শুনি নাই॥
কত ভঙ্গে কথা কহ ভয় নাহি বাস।
রাজ-অনুগত জনে হেরি পুন হাস॥
কাহার গরবে যাহ দিয়া বাহু নাড়া।
ভূষণ যৌবন ধন সব হবে হারা॥
বংশী কহয়ে বুঝি অরাজক হৈল।
পথে বাটোয়ারি করা নহিবেক ভাল॥৮৫॥১০৮২॥

তথা রাগ।

রাজা এথা থাকে কোথা কেবা সাধে দান।
কিবা চায় কিবা লয় কেবা কয়ে আন॥
কুল-নারী হেরি হেরি ঠারে কও কথা।
সঙ্গে বুড়ী হাতে নড়ী ঘন নাড়ে মাথা॥
এখনি যাইয়া কব গোকুল সমাজ।
কোথা যাবে দান সাধা কোথা যাবে সাজ॥
কোথা পলাইয়া যাবে সুবল রাখাল।
তিলেকে ভাঙ্গিয়া যাবে সব ঠাকুরাল॥
অতয়ে আমার বোলে হও সাবধান।
কুলবতী দেখি আর না করিও আন॥
বংশীবদনে কহে কেবা শুনে কথা।
এখনি দেখিয়া লবে যেবা থাকে যথা॥৮৬॥১৩৮৩॥

বরাড়ী।

রান্ধিয়া চিকণ চূড়া   বনফুল তাহে বেড়া
গুঞ্জ-মালা তাহে বনি সোণা।
গোঠে থাক ধেনু রাখ   আপনা নাহিক দেখ
বড় হেন বাসহ আপনা॥

অহে কানাই বিষয় পাইয়া হৈলে ভোলা।
আঁখি মটকিয়া হাস   আপনা কেমন বাস
আন হেন নহি যে আমরা॥

গায়ের গরবে তুমি চলিতে না পার জানি
রাজ-পথে কর পরিহাস।
রাজ-ভয় নাহি মান কংস-দরবার জান
দেখি কেনে নহ এক পাশ॥
চতুরে চাতুরী কত আর কহ অবিরত
কাঁচা কাঞ্চনের সমান।
জ্ঞানদাস কহে হিয়ায় কষিয়া লহ
কাঁচা নহে কষটি পাষাণ॥৮৭॥১৩৮৪॥

ভাটিয়ারি।

ওহে কানাই এ বুদ্ধি শিখিলা কার ঠাঞি।
পরের রমণী দেখি সঘনে ফিরাও আঁখি
দড় জনার হাতে ঠেক নাই॥ধ্রু॥
আন্ধার বরণ গা ভূমিতে না পড়ে পা
কি গরবে ঘন ঘন হাস।
বনে বনে চড়াও গাই আপনাকে চিন নাই
হায় ছিছি লাজ নাহি বাস॥
পেঁচ রাখি পর ধড়া টেড়া করি বান্ধ চূড়া
কাণে গোঁজ বনফুল ডাল।
ডিগর লইয়া সাথী বনে ফির নানা ভাতি
বেচাইবে ব্রজ-রাজের পাল॥
বনে আছে ফুলগুলা তাহা তুলি পর মালা
গায়ে সদা রাঙ্গা মাটী মাখি।
এত বেশ ভূষায় কি বা পর নারী ভুলাইবা
বংশীদাসের মনে দেয় সাখী॥৮৮॥১৩৮৫॥

তথা রাগ।

সুধাও দেখি সুবল সখা কার ঘরের এই হঠী
দেখিতে দেখিতে মোরে　　　　কি গুণ করিল হে
খেপা কৈলে এই যে মেয়েটি ॥ধ্রু॥
আর চোর চুরি করে　　　　লোক জন অগোচরে
ধন কড়ি সব লয় হরি।
এ বড়ি বিষম চোর　　　　দেখিতে দেখিতে মোর
তনু মন সব কৈল চুরি ॥
মেয়ে নয় এই যে　　　　মেয়ের বেশ ধরিয়াছে
নিশ্চয় সে বাটোয়ারি বটে।
অঙ্গ-বাস ঘুচাইয়া　　　　সাবধানে দেখ ভাইয়া
কি কি ধন ইহার নিকটে ॥
এত বলি গোপী-নাথ　　　　দিতে চাহে গায়ে হাত
চুম্বন করিতে বারে বার।
উচিত কহিল তোরে　　　　দান দিয়া যাও মোরে
নহে ত উতার অলঙ্কার ॥
শুনিয়া ললিতা বলে　　　　বন মাঝে নহে ভালে
রাজ-পথে এত কি জঞ্জাল।
আপন নগর ঘরে　　　　যদি লাগি পাই তোরে
তবে সে জানিবে ভালে ভাল।
দানী কহে দোহাই আছে　　　　লৈয়া যাব রাজার কাছে
তবে সে জানিবা ভালে তুমি।
বংশীবদন কয়　　　　মোরে না করিহ ভয়
বিরোধ ভাঙ্গিয়া দিব আমি ॥৮৯॥১৩৮৬॥

ধানশী।

শুন শুন নিলাজ কান। কা সঞে মাগহ দান॥
সবে দধি ঘৃতের পসার। কাঁহে করহ অবিচার॥
সহজেই তুহুঁ সে অধীর। ধর কুল-বধূগণ-চীর॥
রাজ-ভয় নাহিক তোহার পথ মাহা এতহুঁ বেভার॥
গোপ গোয়ালাগণ সঙ্গ। অহনিশি কৌতুক রঙ্গ॥
তেঞি সাহস এত ভেল। পরশহ কুলবতী চেল॥
বিপরীত কর পরিহাস কহ রাধাবল্লভ দাস॥৯০॥১৩৮৭॥

পুনশ্চ দান-কেলি যথা।

সুহই।

ত্রিভুবন-বিজয়ী মদন মহারাজ।
বৈঠল বৃন্দাবনে নিকুঞ্জক মাঝ॥
গোরস আওল রসবতী ঠাম।
সৃজিল বিপিন-পথে সরবস দান॥
তোহে কহ গোপিনি আয়ানের রাণি।
কেমনে জানিবা দান সহজে অগেনী॥
তুহুঁ গজ-গামিনী হরি জিনি মাঝ।
নব যৌবন-মদে নাহি দেব-রাজ॥
মোহে গিরিধর বলি সোঁপল কাজ।
আপনে আপন কথা কহিতেহ লাজ॥
কেবল গোরস-দানে কেনে দেহ ভঙ্গ।
বিচারে চাহিয়ে দান প্রতি অঙ্গে অঙ্গ॥

এ সব দানের কথা জানয়ে বড়াই।
গোবিন্দদাস কহে চপল কানাই ॥৯১॥১৩৮৮॥

ভাটিয়ারি।

মাধব দূরে কর উলট নয়ান।
সোই চাতুরী-পণা জগ মাহা জানিয়ে
যোই রাখয়ে নিজ মান ॥ধ্রু॥
হাসি হাসি নিয়ড়ে আসিছ অবলা হেরি
ভাল নহে তোহারি বেভার।
লোক-লাজ ভয় এক না মানসি
ও কূলে কংস-দরবার ॥
নহ কুলটা হাম ব্রজ-কুল-কামিনী
নিকটে তাত-ঘর মোর।
তুহুঁ বন-চারী চোর মতি চঞ্চল
তাহে সাহস এত তোর ॥
শ্রুতি সম্বর নহ ইহ সব কুবচন
যে সব কহসি মঝু আগে।
জ্ঞানদাস কহ ঐছে কহসি কাঁহে
আওলি নব অনুরাগে ॥৯২॥১৩৮৯॥

পঠমঞ্জরী।

নিতি নিতি যাও রাই মথুরা নগরে।
ঘৃত দধি দুগ্ধ ঘোলে সাজাঞা পসারে ॥
আমি পথে মহাদানী বিদিত সংসারে।
কার বলে কোন ছলে কর অবিচারে ॥

দেহ মহাদান রাই বসিয়া নিকটে।
এক পণ অধিক কাহণ প্রতি ঘটে॥
সমুখে আছয়ে দান সমুখে আষাঢ়ী।
অঙ্গে বহু-মূল ধন আর নীল শাড়ী॥
সিঁথার সিন্দূর দান কহনে না যায়।
নয়ানে কাজর দেখে ধরণী বিকায়॥
কি বলিবে বল রাই না সহে বেয়াজ।
তুমি ধনী আমি দানী ইথে কিবা লাজ॥
ঈষত চাহনি হাসি আধ আধ কথা।
জ্ঞানদাস কহে দানী বিষম বিধাতা॥৯৩॥১৩৯০॥

শ্রীরাগ।

পথ ছাড় অহে কানাই কিবা রঙ্গ কর।
যার বাতাস নিতে না পাও তার করে ধর॥
এখনি মরণ হউ এ ছিল কপালে।
বৃষভানু-সুতা-তনু ছুঁইল রাখালে॥
একে সে তোমারে ভাল না বাসে কংসাসুর
এ বোল শুনিলে হবে দেশ হৈতে দূর॥
কে তোমারে বিষয় দিল ফেল দেখি পাটা।
তুমিও নূতন দানী আমরা নহি টুটা॥
থাকিবা খাইবা যদি যমুনার পানী।
গোপীগণে না রাখিহ না হইও দানী॥৯৪॥১৩৯১॥

পঠমঞ্জরী।

এড়িয়া না যাইহ বড়াই ধরি তোমার পায়।
কি লাগি নন্দের পো ধরিয়া রাহায়॥

ঘরের বাহিরে কৈলা বলিয়া কহিয়া।
আনিয়া রাখালের হাতে দিলা যে সোঁপিয়া॥
॥ ৯৫ ॥ ১৩৯২

সুহিনী।

হেম-ঘট পাইয়া পাথারে।
চোরার মন সাত পাঁচ করে॥
তুমি ইহায় পুছহ বড়াই।
কিবা ধন মাগয়ে কানাই॥
তুমি কি না জান বনমালী।
রাখালে কি ভজে চন্দ্রাবলী॥ ৯৬ ॥ ১৩৯৩ ॥

পঠমঞ্জরী।

আজি কেনে নাহি বাজাও বাঁশী।
অপাঙ্গ ইঙ্গিত ঈষত হাসি॥
কিবা ভরসায় আইস কাছে।
না জানি মরমে কি ভাব আছে॥
পসরা ছুঁইতে করহ সাধ।
বরাটের দানী সোণায় সাধ॥
মুখের সুখেতে কইতে চাও।
বিপরীত ইথে করিলে পাও॥
কালা হৈয়া এত রসের ভোরা।
খঞ্জন কমলে দেখিলা পারা॥

কি গুণ দেখাঞা সঘনে চাও ।
হাতে কি চান্দের পরশ পাও ॥
জ্ঞানদাস কহে গোপ ঝিয়ারি ।
বলিতে পারিলে কি এতেক বলি ॥৯৭॥১৩৯৪॥

শ্রীরাগ ।

সহজেই তনু তিরিভঙ্গ ।
এমন হইয়া এত রঙ্গ ॥
যবে তুমি সুন্দর হইতা ।
তবে নাকি কাহারে থুইতা ॥
আপনা চতুর হেন বাস ।
কি দেখিয়া কি বুঝিয়া হাস ॥
চাহিতে সঘনে আঁখি চাপ ।
পর-নারী দেখিয়া না কাঁপ ॥
যে দেখি মরমে এই ভাব ।
তেঞি সে বা তার রসে ডুব ॥
জ্ঞানদাস কহে শুন শ্যাম ।
আপনা না ভাব অনুপাম ॥৯৮॥১৩৯৫॥

অথ শ্রীকৃষ্ণোক্তিঃ ।

ধানশী ।

কি লাগিয়া আইলা দূর দেশে ।
তোমার সহজ রূপ কাম হেরি কান্দে হে
ভুবন ভুলল ও না বেশে ॥

আইস বৈস মোর কাছে, বৈসহ মিলায় পাছে
বসনে করিয়ে মন্দ বায়।
এ দুখানি রাঙ্গা পায়   কেমনে হাঁটিছ তায়
দেখিয়া হানিছে মোর গায়॥

কেমন তোমার গুরুজন, কি সাধে সাধিল ধন
কেনে বিকে পাঠাইল তোমা।
তোর নিজপতি যে   কেমনে বাচিবে সে
পাঠাইয়া চিতে দিয়া ক্ষমা॥

হাসি হাসি মোড় মুখ   বসনে ঝাঁপিছ বুক
দেখিয়া হইনু বড় দুখী।
জ্ঞানদাসেতে কয়   পসারী যে জন হয়
রসাল বচনে করে বিকি॥৯৯॥১৩৯৬॥

ধানশী।

বিনোদিনি মো বড় উদার দানী।
সকল ছাড়িয়া   দানী হইয়াছি
তোমার মহিমা শুনি॥

খঞ্জন-নয়ন   অঞ্জনে রঞ্জিত
তাহে কটাক্ষের বাণ।
নাসিকা উপরে   অমূল্য মুকুতা
উহার অধিক দান॥

অলকা উপরে কুটিল কবরী
তাহে চন্দনের রেখা।
পরশ দাপনি নিজ মুখখানি
কে করে দানের লেখা॥
পীন পয়োধর সুমেরু-শিখর
তাহে মুকুতার হারে।
রতন অধিক যতন করিয়া
ও ধন লই যাও কোরে॥
চরণ উপরে কনক নূপুর
চলিতে করয়ে ধ্বনি।
রসের পসার করি আগুসার
প্রবোধ করহ দানী॥
বংশীবদনে কহল যতনে
শুনহ রাজার ঝি।
উচিত কহিতে মনে মন্দ ভাব
আঁচলে ঝাঁপিয়া কি॥১০০॥১৩৯৭॥

তথা রাগ।

হেদেলো বিনোদিনি এ পথে কেমনে যাবে তুমি॥
শীতল কদম্ব তলে বৈসহ আমার বোলে
সকলি কিনিয়া নিব আমি॥
এ ভর দুপর বেলা তাঁতিল পথের ধূলা
কমল জিনিয়া পদ তোরি।
রৌদে ঘামিয়াছে মুখ দেখি লাগে বড় দুখ
শ্রম-ভরে আউলাইল কবরী॥

অমূল্য রতন সাথে গোঙারের ভয় পথে
লাগি পাইলে লইবে কাড়িয়া।
তোমার লাগিয়া আমি এই পথে মহাদানী
তিল আধ না যাও ছাড়িয়া ॥ ১০১ ॥ ১২৯৮ ॥

করুণ বরাড়ী।

মোহন বিজন বনে দূরে গেল সখীগণে
একেলা রহিলা ধনী রাই।
ছুটি আঁখি ছল ছলে চরণ-কমল তলে
কানু আসি পড়ল লোটাই ॥
জনম সফল ভেল মোর।
তোমা হেন গুণ-নিধি, পথে আনি দিলা বিধি
আনন্দের কি কহিব ওর ॥
রবির কিরণ পাইছে চান্দ-মুখ ঘামিয়াছে
মুখর মঞ্জীর ছুটি পায়।
হিয়ার উপরে রাখি জুড়াও সে মোর আঁখি
চন্দন চর্চ্চিত করি গায় ॥ ১০২ ॥ ১৩৯৯ ॥

মঙ্গল।

রাধামাধব নীপ-মূলে।
কেলি কলা রস-দান ছলে ॥
দুহুঁ দোঁহা দরশই নয়ন-বিভঙ্গ।
পুলকে পূরল তনু জর জর অঙ্গ ॥
দূরে গেল সখীগণ সহিতে বড়াই।
নিভৃত নীপ-মূলে লুঠই রাই ॥

দুহুঁ দোহাঁ হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোর।
চান্দ মিলল জনু লুবধ চকোর॥
দুহুঁ জন হৃদয়ে মদন পরকাশ।
সখীগণ হেরি দূরে বাঢ়ল উল্লাস॥১০৩॥১৪০০॥

বরাড়ী।

বিনোদিনি মুঞি বড় উদার দানী।
সকল ছাড়িয়াঁ বিষয় লৈয়াছি
তোমার মহিমা শুনি॥
হেম বরণ মণি আভরণ
সদাই নয়নে দেখি।
পাসরিতে নারি হিয়ায় যে ভরি
পালটিতে নারি আঁখি॥
তুমি সে পরাণ সরবস ধন
এ দুই নয়ানের তারা।
এত কলাবতী গোকুলে বসতি
কারু নহে হেন ধারা॥
কি জানি কি গুণে হিয়ার মাঝারে
পশিয়া করহ বাস।
অপরূপ নহে এমত সহজে
কহয়ে বংশীদাস॥১০৪॥১৪০১।

ধানশী।

এত ছান্দে কে না বান্ধে চুল।
তোমার চূড়ায় মজাইল জাতি কুল॥

নিরখত বয়ন নয়ন-পিচকারি
প্রেম-গোলাব মনহি মন লাগ।
দুহুঁ অঙ্গ পরিমল চুয়া চন্দন ফাগু
রঙ্গ তহিঁ নব অনুরাগ॥

খেলত তনু মন জোরি ভরি দুহুঁ
কতয়ে রঙ্গ রস-ভাতি।
তনু তনু সরস পরশে মন মাতল
দুহুঁ পর দুহুঁ পড়ু মাতি॥

ব্রজ-বনিতা যত রিঝি রিঝায়ত
রস-গারি মৃদুভাষ।
শ্রম-জল-কলেবর হেরিয়া চামর
ঢুলায়ত উদ্ধবদাস॥১৪॥১৪৩৩॥

ইমণ কল্যাণী।

ঋতুরাজ ব্রজ-সমাজ হোরি রঙ্গে রঙ্গিয়া॥ধ্রু॥

নাগরী-বর হোরি-রঙ্গ- উনমত-চিত শ্যাম-সঙ্গ
নাচত কত ভঙ্গিয়া।
গাওত রস প্রসঙ্গ বাওত কত বীণ মোচঙ্গ
থৈয়া থৈ মৃদঙ্গিয়া॥

চঞ্চল গতি অতি সুরঙ্গ নিরখি ভুলে কত অনঙ্গ
সঙ্গীত স্বর সুরঙ্গিয়া।
স্বরমঙ্গল স্বর অভঙ্গ বিবিধ যন্ত্র জলতরঙ্গ
মধুর স্বর উপাঙ্গিয়া॥

খেলি গোপাল অঙ্গ লাল   সুন্দর দ্যুতি রসাল
রঙ্গিণীগণ সঙ্গিয়া।
ব্রজ-বধূগণ ধরত তাল   গাওত পদ নন্দলাল
রাই সঙ্গে অঙ্গিয়া॥

হো হো করি করত ভাষ   করতালি ঘন মন উল্লাস
জয় জয় বর ঢঙ্গিয়া।
গোবিন্দ-গুণ করি প্রকাশ   রচিত গীত উদ্ধব দাস
হোরি রস তরঙ্গিয়া ॥১৫॥১৪৩৪॥

বসন্ত।

আজু রঙ্গে হোরি।
খেলত শ্যাম গোরী।
সখীগণ মিলি গাওত বাওত   কিশোর কিশোরী নাচি নাচাওত
আনন্দে মন ভোরি॥

তথ তথ তথ থৈয়া   দৃগতি দৃগতি দ্রিমি থৈয়া
চঞ্চল উম উলোরি।
কুড়ু গুড়ু গুড়ু দাং   কিট কিট কিটধাং তৃগধাং
শিবরাম গাওয়ে হোরি ॥১৬॥১৪৩৫॥

তথা রাগ।

রাধামাধব নাচত হোরি আনন্দে।
অরুণ ডম্ফ করে   অরুণ তাল ধরে
বাওত কতহিঁ প্রবন্ধে॥ধ্রু॥

সুহই।

শ্রীগুরু বৈষ্ণব তোমার চরণ
স্মরণ না কৈনু আমি।
বিষয়-বিষম- বিষ ভাল মানি
খাইছু হইয়া কামী॥

সেই বিষে মোরে জরিয়া মারিলে
বড়ই বিপাক হৈল।
জনমে জনমে এমন কতই
আত্ম-ঘাতী পাপ কৈল॥

সেই অপরাধে এ ভব-সাগরে
বান্ধিলে এ মায়া-জালে।
তোমা না ভজিয়া আপনা খাইয়া
আপনি ডুবেছি হেলে॥

আর কত কাল এ দুঃখ ভুঞ্জিব
ভোগ-দেহ নাহি যায়।
সহিতে নারিয়া কাতর হইয়া
নিবেদিছি তুয়া পায়॥

ও রাঙ্গা চরণ- পরশ কেবল
বিচারিয়া এই দাস।
উদ্ধার করিয়া দীনহীন-বন্ধু
আপন চরণ-নায়॥

তোমার সেবন অমৃত-ভোজন
করাইয়া মোরে রাখ।
এ রাধামোহন খতে বিকাইল
দাস-গণনে লেখ ॥১২১॥৩০২৩॥

ইতি চতুর্থ-শাখায়াং ষট্‌ত্রিংশ-পল্লবঃ।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় দীন-বন্ধু।
পতিত-পাবন জয় করুণার সিন্ধু ॥
জয় জয় পরম দয়াল নিত্যানন্দ।
জয় জয় সীতা-নাথ শান্তিপুর-চন্দ্র ॥
শ্রীবাস-শ্রীগদাধর-আদি ভক্তবৃন্দ।
জয় জয় সবাকার চরণারবিন্দ ॥
এইবার করুণা কর গৌর-ভক্তগণ।
তোমা সবার শ্রীচরণ হউক প্রাণ-ধন ॥
যাঁহার স্মরণে হৈল গ্রন্থ-সংগ্রহ।
সে চরণ-ধূলি দেহ করি অনুগ্রহ ॥
দন্তে তৃণ ধরি পড়ি দণ্ডবৎ হৈয়া।
কর যুড়ি নিবেদিয়ে শুন মন দিয়া ॥
অদোষ-দরশী তোমরা গৌর-ভক্তগণ।
অপরাধ ক্ষমি শুন মোর নিবেদন ॥
আচার্য্য প্রভুর [illegible] শ্রীরাধামোহন।
কে কহি[illegible] পারে তাঁর গুণের বর্ণন ॥
য[illegible] বিগ্রহে গৌর-প্রেমের নিবাস।
হেন শ্রীআচার্য্য প্রভুর দ্বিতীয় প্রকাশ ॥

গ্রন্থ কৈলা পদামৃতসমুদ্র-আখ্যান।
অখিল আমার লোভ তাহা করি গান॥
নানা পর্য্যটনে পদ-সংগ্রহ করিয়া।
তাঁহার যতেক পদ সব তাহা লৈয়া॥
সেই মূল-গ্রন্থ অনুসারে ইহা কৈল।
প্রাচীন প্রাচীন পদ যতেক পাইল॥
এই গীত-কল্পতরু নাম কৈনু সার।
পূর্ব্বরাগাদিক্রমে চারি শাখা যার॥
প্রথম শাখার করি পল্লব গণনা।
শুন গৌর-ভক্ত-বৃন্দ করিয়া করুণা॥
প্রথম পল্লবে কৈলা মঙ্গলাচরণ।
সপ্তবিংশতি পদ তাহাতে ঘটন॥
দ্বিতীয়ে শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ-বর্ণনা।
ষড়্‌বিংশতি পদ তাহে আছয়ে যোটনা॥
তৃতীয়ে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্বরাগ গাইল।
ত্রয়োদশ পদে তাহা সমাপন কৈল॥
চতুর্থে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ-বর্ণনা।
পঞ্চত্রিংশ পদ তাহে আছয়ে ঘটনা॥
পঞ্চম পল্লবে পূর্ব্বরাগ এক প্রকার।
বয়ঃসন্ধি-রূপ পঞ্চদশ পদ তার॥
ষষ্ঠে পূর্ব্বরাগ প্রকারান্তর গাইল।
পঞ্চদশ পদে তাহা সমাপন কৈল॥
সপ্তমে পূর্ব্বরাগ বিস্তার কিছু আছে।
ঊনষষ্টি পদ তাহা গাইয়াছি পাছে॥

অষ্টমে কৃষ্ণের পুন পূর্ব্বরাগ-গান।
চতুস্ত্রিংশ পদে তাহা কৈল সমাধান॥
নবমে সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগের রসোদগার।
সপ্তদশ পদ তাহে গাইয়াছি সার॥
সেই রস প্রকারান্তরে দশম একাদশে।
ছয় পদ আঠার পদ জানিবে বিশেষে॥
এই ত কহিল প্রথম শাখার গণন।
পূর্ব্বরাগ সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগ-বর্ণন॥
একাদশ পল্লব প্রথম শাখায় হইল।
দুই শত পঞ্চষষ্টি পদে সমাপিল॥

শুনহ বৈষ্ণব গোসাঞি করিয়া করুণা।
দ্বিতীয় শাখার করি পল্লব গণনা॥
প্রথমে রূপানুরাগ অভিসার মিলন।
একাদশ পদে তাহা কৈল সমাপন॥
দ্বিতীয়ে রূপানুরাগ বাসকসজ্জাদি।
একাদশ পদ তাহে মিলন অবধি॥
তৃতীয়ে রূপাভিসার মিলন গাইল।
ষোড়শ পদেতে তাহা সমাপন কৈল॥
চতুর্থ পল্লবে সে বসন্ত-কালোচিত।
বাসকসজ্জাদি একবিংশতি পদ গীত॥
পঞ্চমে বাসকসজ্জা শীত-কালোচিত।
সোহো ত ষোড়শ পদ মিলন সহিত॥

ষষ্ঠে বর্ষা-কালোচিত বাসকসজ্জাদি।
একাদশ পদ তাহে মিলন অবধি॥
সপ্তমে অভিসারাদি খণ্ডিতা পর্য্যন্ত।
সর্ব্ব-কালোচিত গান ছাব্বিশ পদে অন্ত॥
অষ্টম নবম আর দশম পল্লবে।
খণ্ডিতা বর্ণন ধীরা-মধ্যার স্বভাবে॥
দ্বাদশৈকাদশ আর সপ্ত পদ তায়।
ক্রমে সে গাইল তোমা সবার কৃপায়॥
একাদশে হয় অধীরা-মধ্যার কথন।
ত্রয়োদশ পদ তাহে খণ্ডিতা-বর্ণন॥
দ্বাদশেতে ধীরাধীরা-মধ্যার খণ্ডিতা।
একাদশ পদে সব গাইয়াছি তথা॥
ত্রয়োদশ পল্লবে গাই কলহান্তরিতা।
একোনবিংশতি পদ অপরূপ কথা॥
পুন প্রকারান্তরে সে কলহান্তরিতা।
চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ পল্লবে সে কথা॥
দ্বাদশ আর ত্রয়োদশ পদ আছে ক্রমে
মিলন পর্য্যন্ত সেই সব অনুপমে॥
ষোড়শে আর সপ্তদশে দুর্জ্জয় মান।
নয় পদে চল্লিশ পদে দুই সমাধান॥
অষ্টদশ পল্লব আর ঊনবিংশতিতে।
দ্বাদশ ত্রয়োদশ পদ মান বহুমতে॥
বিংশতি পল্লবে মান বিবিধ প্রকার।
পঞ্চবিংশতি পদ হয়ত তাহার॥

একবিংশতি পল্লবে পুন সেই মান ।
একাদশ পদে সহেতু মান সমাধান ॥
দ্বাবিংশতি পল্লবে নির্হেতু মান হয় ।
প্রতিবিম্ব-দৃষ্টি-আদি ভেদ পদ তায় ॥
ত্রয়োবিংশে অকারণ মানের প্রকার ।
নানামত ভেদ তাহে নয় পদ তার ॥
চতুর্ব্বিংশে সংকীর্ণ-সম্ভোগ-রসোদ্গার ।
দ্বিতীয় শাখার শেষ নয় পদ তার ॥
চব্বিশ পল্লবে দ্বিতীয় শাখা সমাপিল ।
তিন শত একান্ন পদ তাহে হৈল ॥

শুন গৌর-ভক্তবৃন্দ করিয়া করুণা ।
তৃতীয় শাখার করি পল্লব-গণনা ॥
প্রথম সে স্বয়ংদৌত্য সম্ভোগ মিলন ।
দশ পদ গান সেই অতি বিলক্ষণ ॥
দ্বিতীয়ে অষ্টপদে পুন স্বয়ংদূতী-গান ।
তৃতীয়ে ত স্বয়ংদূতীর বিবিধ বিধান ॥
একাদশ পদ তৃতীয়ে চতুর্থে সে দশ ।
স্বয়ংদূতী সম্পূর্ণ-সম্ভোগাখ্যান রস ॥
মানাদিতে স্বয়ংদূতী সে এক প্রকার ।
তাহা নহে এই হয়ে বড় চমৎকার ॥
পঞ্চমে সে সম্ভোগান্তে রসালস-গান ।
গৃহে আগমন অষ্ট পদে সমাধান ॥

ষষ্ঠে রসোদগার হয় ত্রিবিধ প্রকার।
অষ্ট প্রকরণে উনআশী পদ তার॥
সপ্তমে রসোদগার পরে শ্রীকুণ্ডে মিলন।
চারি পদ গান করি কৈল সমাপন॥
অষ্টমে সে অনুরাগে কুণ্ডেতে মিলন।
সপ্তদশ পদ সম্ভোগাদি প্রকরণ॥
নবমে প্রেম-বৈচিত্র্য হয়ে তৃতীয় প্রকার
আশ্চর্য্য চরিত্র ত্রয়োদশ পদ তার॥
দশমৈকাদশে অনুরাগ বহু গাইল।
রূপ আক্ষেপ অভিসার স্থল তিন কৈল॥
আক্ষেপের নানা ভেদ মুখ্য নয় প্রকার।
এক শত নয়বত্রি পদ হয়ে তার॥
দ্বাদশ পল্লবে হয় অভিসারানুরাগ।
দশ পদ সম্ভোগ পর্য্যন্ত তাঁর ভাগ॥
ত্রয়োদশে অভিসারোৎকণ্ঠা আদি করি।
অভিসারে ছয় চল্লিশ পদ তাহে ধরি॥
চতুর্দ্দশে রূপোল্লাস সম্ভোগ মিলন।
চতুস্ত্রিশ পদ তাহে করিল যোটন॥
পঞ্চদশে নিত্য-রাস সর্ব্ব-কালোচিত।
উনত্রিংশ পদ তাহে মধুর সঙ্গীত॥
তারি মধ্যে বিপরীত-সম্ভোগ-বিস্তার।
ষোড়শ বিংশতি পদে তারি রসোদগার॥
এক নিবেদন শুন করি অবধান।
জন্ম-তিথি-পূজা-দিনে যে করিয়ে গান॥

অদ্বৈত নিত্যানন্দ চৈতন্যের জন্ম-লীলা।
ঠাকুর বৈষ্ণবগণ যেমত কহিলা॥
সপ্তদশ পল্লবে পঞ্চদশ পদে গাই।
অষ্টাদশে নন্দোৎসব আনন্দ বাধাই॥
তারি মধ্যে একভাগে রাধিকার জন্মোৎসব।
দশ চারি চৌদ্দ পদে গাইয়াছি সব॥
মাতার বাৎসল্য আর কৃষ্ণের বাল্য-লীলা।
শুনি পশু পাখী কান্দে গলি যায় শিলা॥
সম্যক কি সাধ্য তার কোন কোন লীলা।
প্রাচীন বৈষ্ণবগণ যেমত গাইলা॥
তাহা শুনি কিছু কিছু যে হৈল সংগ্রহ।
তাহা শুন ভক্তগণ করি অনুগ্রহ॥
ঊনবিংশতি পল্লবে কৌমার-কালোচিত।
মাতার বাৎসল্য সে বিংশতি পদ গীত॥
বিংশতিতে বাৎসল্য আর গোষ্ঠাষ্টমী লীলা।
বৎস-চারণাদি পঞ্চবিংশতি পদ হৈলা॥
একবিংশতিতে আর দ্বাবিংশ পল্লবে।
সখ্য বাৎসল্য গোষ্ঠ-গমন উৎসবে॥
যজ্ঞপত্নী-অন্ন-ভোজনাদি নানা খেলা।
ত্রিংশ আর ষড়্‌বিংশতি পদ তাহে হৈলা॥
ত্রয়োবিংশে গোবর্দ্ধন-ধারণাদি লীলা।
সাত চারি এগার পদ সংগ্রহ হইলা॥
চতুর্বিংশে শরৎকালে মহারাস-লীলা।
পঞ্চাশৎ পদ তাহে সংগ্রহ হইলা।
বৈষ্ণব গোসাঞি কৃপা যেমত করিলা॥

পঞ্চবিংশে দান-লীলা আর গোচারণ।
এক শত ছয় পদ সাত প্রকরণ ॥
ষড়্‌বিংশে রাধাকৃষ্ণের নৌকায় বিলাস।
অষ্টষষ্টি ষোড়শ পদে রসের উল্লাস ॥
সপ্তবিংশে বসন্ত-লীলা বিস্তার বর্ণন।
শ্রীপঞ্চমী হোলি মধু-রাস-লীলাগণ ॥
ফুল-দোল চৈত্রে মাধবী-লীলা আর।
এক শত একাদশ পদ হয়ে তার ॥
অষ্টাবিংশে স্নান-যাত্রা অষ্ট পদ হয়।
ঊনত্রিংশে রথ-যাত্রা ছয় পদ তায় ॥
ত্রিংশ পল্লবে বর্ষা-ঝুলন-বিহার।
একোনবিংশতি পদ হয় চমৎকার ॥
একত্রিংশে অভিষেক তিন চারি প্রকার।
সপ্তদশ পদ তাহে গাঁথি সুবিস্তার ॥
এইত কহিল তৃতীয় শাখার পল্লব।
তোমা সবার শ্রীচরণ-কৃপা-অনুভব ॥
একত্রিংশ পল্লবে তৃতীয়-শাখা সমাপিল।
নয় শত পঞ্চ ষষ্টি পদ তাহে হৈল ॥

কৃপা করি শুন সব গৌর-ভক্তগণ
চতুর্থ শাখার করি পল্লব গণন ॥

কালিয়-দমন-আদি নানাম বিরহ।
প্রথমে দ্বাদশ পদ করিল সংগ্রহ॥
দ্বিতীয় পল্লবে গোষ্ঠ অক্রূরাগমন।
দ্বাবিংশতি পদ ভাবি-বিরহ-বর্ণন॥
তৃতীয় পল্লবে কৃষ্ণের মথুরাগমন।
চতুর্দ্দশ পদ তাহে বিরহ ভবন্॥
চতুর্থে ভূত বিরহ শ্রীমতীর বিলাপ।
ষোল পদে গাইয়াছি বিরহ-সন্তাপ॥
পঞ্চমেতে অর্দ্ধ-বাহে প্রলাপ-বর্ণন।
দ্বাদশ পদে তাহা কৈল সমাপন॥
ষষ্ঠে দিব্যোন্মাদ প্রলাপ স্বপ্নবৎ মিলন।
পঞ্চ চল্লিশ পদ তাহে তিন প্রকরণ॥
সপ্তমে স্বপ্নে সঙ্গ রসোদ্গার-কথন।
চারি পদ গান সেই এক প্রকরণ॥
অষ্টমে বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা আদি করি।
ঋতু-ভেদে বিরহ চোয়ান্ন পদ ধরি॥
দ্বাদশ মাসের বিলাপ নবম পল্লবে।
সপ্তআশী পদ তাহে করি অনুভবে॥
দশম পল্লবে নানা বিরহ-বর্ণন।
ত্রিংশ পদ হয় সেই চারি প্রকরণ॥
চিন্তাদি-দশা-বর্ণন হয় একাদশে।
সপ্তআশী পদ তাহে জানি যে বিশেষে॥
দ্বাদশে পঁচিশ পদ ভাবোল্লাস মিলন।
ত্রয়োদশে পঞ্চ তার রসোদ্গার-কথন॥

চতুর্দ্দশে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ-বিস্তার।
বিপরীত আদি উনবিংশতি পদ তার ॥
সে সম্ভোগের রসোদ্গার ছয় পদ হয়।
পঞ্চদশ পল্লবে তাহা জানিহ নিশ্চয় ॥
সমৃদ্ধিমান্ শ্রীজয়দেবের বসন্ত-বর্ণন।
বিরহোৎকণ্ঠাদি মান দুই প্রকরণ ॥
পঞ্চত্রিংশ পদ তাহে ষোড়শ পল্লবে।
কৃপা করি শুন গৌর-ভক্তগণ সবে ॥
তার পর গাইয়াছি গৌরচন্দ্র-লীলা।
প্রাচীন-মহান্তগণ যে সব বর্ণিলা ॥
সপ্তদশ পল্লবে প্রভুর নৃত্যাদি-বর্ণন।
তাহাতে পঞ্চাশ পদ হয়ে বিলক্ষণ ॥
অষ্টাদশ আর উনবিংশতি পল্লবে।
গৌরাঙ্গের রূপাদি-বর্ণনা নানা ভাবে ॥
উনষষ্টি পদ আর ষোল পদ তার।
রূপ-গুণ-ভাবাদি-বর্ণন নদীয়ায় ॥
বিংশতিতে ঐশ্বর্য্য-মহিমা-আদি করি।
দুই প্রকরণে সে চৌত্রিশ পদ ধরি ॥
একবিংশে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-করণ।
শান্তিপুর-আদি পুন নীলাদ্রি-গমন ॥
নীলাচলে নৃত্য-গীত-কীর্ত্তনাদি ভাব।
মাতা ভক্তগণের নানা বিরহ-বিলাপ ॥
প্রভু নিত্যানন্দের গৌড়-মণ্ডলাগমন।
নীলাচলে গেলা অদ্বৈতাদি ভক্তগণ ॥